[সহরের প্রসিদ্ধ ধনী এবং মানী কমলাকান্তবাবুর drawing-room, নাট্যকার দীনবন্ধুবাবু সসঙ্কোচে বসে আছেন। বাড়ীর ভৃত্য চা নিয়ে এল]

ভৃত্য ॥ এই চা লন্। আপনার একটু অপেক্ষা করন্ লাগ্‌ব।

দীন ॥ কমলবাবু তাহলে দেখা করবেন ?

ভৃত্য ॥ কর্তার বারী কি আমাগো ছ্যাশে ?

দীন ॥ (এট্টু বিব্রত ভাবে) তাইতো শুনেছি।

ভৃত্য ॥ কি কইলেন ?

দীন ॥ কমলবাবুর বাড়ী তো পূর্ববঙ্গেই শুনেছি।

ভৃত্য ॥ আপনার বারীর কথা জিগাই।

দীন ॥ তাই বল ! তুমি কত্তা বল্লে কি না, তাই ভুল হয়েছিল। আমরা তো কত্তা নই ভাই, আমরা কর্ম।

ভৃত্য ॥ মশয়, কি কর্ম করেন ?

দীন ॥ অকর্ম। থিয়েটার জান তো ? তার বই লিখি।

ভৃত্য ॥ এইটা অকর্মই। আমিও একদিন থিয়েটার দেখ্‌ছি। কি কাণ্ডরে মশয় !

দীন ॥ (হেসে) কি অভিনয় দেখেছ ? মানে কি বই ?

ভৃত্য ॥ হেই নাম কি আর মনে আছে। কতগুলা মাইয়া-পোলা আর মরদ ক্যামুন যেন পোষাক পইরা ক্যামুন ক্যামুন কইরা কথা কয়—আবার ক্যামুন নাচ গান করে—তার আবার লাল নীল সবুজ হইলদা কত রংয়ের বাহার—

দীন ॥ মোটে একদিনই দেখেছ ?

ভৃত্য ॥ এই আষ্ট বছর এইখানেই আছি। কত জনে কতবার লইয়া যাইতে চাইছে। বাবুগো সঙ্গে কি ওইখানে যাওন যায়?

দীন ॥ যেতে দোষ কি?

ভৃত্য ॥ লজ্জা করে। বোঝ্‌লেন না?

দীন ॥ তোমার মনিব কিন্তু প্রায়ই যেতেন থিয়েটারে।

ভৃত্য ॥ হ। বরলোকের হক্কলতাই মানায়—বোঝ্‌লেন না?

দীন ॥ বুঝি বই কি! ওঁর শরীর আজকাল কেমন আছে? ভাল তো?

ভৃত্য ॥ পরাণের ডর্‌ নাই অহন্‌। বর কঠিন রোগে পরছেন। বাইচ্চা আছেন খালি ওষুধ পইথ্যের জোরে। কারোও লগে থ্যাখা-সাক্ষাৎ করেন না।

দীন ॥ তবে? আমার সঙ্গে দেখা হবে তো?

ভৃত্য ॥ হইব। আপনার টিহেট (কার্ড) লইয়া দিতেই দে্ইখ্যা কতক্ষণ ঝিম্‌ ধইরা থাইকা কইলেন, "বাবুরে বসতে ক'। চা খাইতে দে।" ডাক্তার বাবুর হুকুম নাই, তাই নার্স কইল "থ্যাখা করণের কাম নাই"—বাবু কইলেন "দিন রাইত বিষয় কর্মের ব্যাজর ব্যাজর শুইনা ত্যক্ত লাগে। এই ভদ্রলোকের লগে অহন আলাপ কইরা সুখ হইব।"

দীন ॥ কমলবাবু কি করছেন এখন?

ভৃত্য ॥ ডলন মলন হইতেছে। আর কোম্পানীর ম্যানেজারের লগে কাজ কর্মের কথা কইতেছেন। কতক্ষণে যে হেই দরবার শ্যাষ হয়। আমি আপনারে খবর দিমু।

[ভৃত্য ভিতরের দিকে এগুতেই বাধা দিয়ে দীনবন্ধু বাবু বললেন—]

দীন ॥ শোন—শোন—

ভৃত্য ॥ (ফিরে এসে) কি কইলেন আইজ্ঞা ?

দীন ॥ একটা ছাই ফেলার কিছু দিতে পার ? একটা বিড়ি খেতাম।

ভৃত্য ॥ আচ্ছা আনি। লোকজনের আহনযাওন নাই তো ? তাই, বোঝ্‌লেন না ? হেইগুলি যে কই রাখ্‌ছি—দেখি—

দীন ॥ আচ্ছা, কষ্ট করার দরকার নেই, আমি ওই বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিড়ি খেয়ে নিই।

ভৃত্য ॥ না, না—আপনে বসেন। ছাই ফ্যালনেরটা আনি।

[ভৃত্য ভিতরে চলে গেল। দীনবন্ধু বেরিয়ে বারান্দায় চলে গেলেন। একটি নার্স অপর একটি নার্সকে ডাকল]

বিনি ॥ সুশীদি। শোন—শোন—

সুশী ॥ কি বলছিস্ বিনি ?

বিনি ॥ কাল সকালে ডিউটিতে আসার সময় আমার বাড়ী হয়ে এস ভাই। এহ টাকা কয়টা মায়ের হাতে—

সুশী ॥ *কেন ? সকালে বাড়ী যাবি না তুই ?*

বিনি ॥ *হস্‌পিটাল হয়ে বাড়ী যাব কি না, দেরী হবে।*

সুশী ॥ *সারারাত এখানে ডিউটি দিয়ে আবার হস্‌পিটালে কেন ?*

বিনি ॥ এই ঘাটের মড়ার নার্সিং করে বিরক্ত ধরে উঠেছে। দেখি মেট্রনকে বলে কয়ে আরও কোনও একটা কাজ যদি জোটে।

সুশী ॥ যা বলেছিস্। আমিও হয়রান হয়ে গেছি ভাই। তবে পাঁচটি করে টাকা বেশী দিচ্ছে—তাও আবার নগদ।

বিনি ॥ এ্যাঁ তোমাকেও দিচ্ছে ? এই ছাখ ! বুড়ো কি কম শয়তান ! আমায়ও পাঁচ টাকা বেশী দিচ্ছে। সে কথা আবার তোমাকে বলতে নিষেধ করেছে।

সুশী ॥ ওমা! তাই নাকি? আমায়ও যে তোকে বলতে নিষেধ করেছে। বলেছে, তুমি বিনোদিনীর চেয়ে যত্ন কর বেশী। Nursing ভাল কর। তাই তোমায় এই পাঁচটাকা বেশী দিচ্ছি।

বিনি ॥ এ বুড়ো চট করে মরবে না ভাই। যেমন নোংরা দেহ, তেমনি নোংরা মন! আমায় প্রথম দিনই বললে "তোমার কাজে খুব খুশী হলাম। এই পাঁচ টাকা তাই রোজ বেশী করে দেব তোমাকে। তুমি কিন্তু সুশীলাকে বোল না এ কথা!"

সুশী ॥ উঃ, কি শয়তান! এ রকম লোকের সেবা করাও পাপ!

বিনি ॥ তা আর বলতে! কিন্তু ভাই এই সব বদ লোকগুলো টাকার জোরে সব রকম সুবিধা পায়। আর সত্যিকারের ভাল মানুষগুলো টাকার অভাবে কি ভোগাটাই ভোগে।

সুশী ॥ যাক্ ভাই, ওসব কথা আমরা ভেবে কি করছি বল্। আমরা নার্স, রুগী ঘাঁটাই তো কাজ—

বিনি ॥ Veramon tablet খেয়ে হাঁ করে যখন ঘুমোয় দেব নাকি একদিন বালিশ চাপা—

সুশী ॥ খবরদার! পাঁচ টাকা করে বেশী পাচ্ছি। বুড়ো অনেকদিন ভুগবে, আমরাও অনেক টাকা খাব।

বিনি ॥ চুপ! সুশীলবাবু আসছেন— [সুশীলবাবুর প্রবেশ]

সুশীল ॥ হ্যালো! তুমি এখনও যাওনি সুশীলা?

বিনি ॥ আপনার সঙ্গে যাবে বলে বোধ হয় দেরী করছে।

সুশী ॥ না, না—আমি lift দেব না। কত্তার কাণে গেলে এমন চিমটি কেটে বলবেন। তুমি যাও! সে ভদ্রলোকটি কোথায়!

সুশী ॥ কে বলুন তো?

সুশীল ॥ কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য এই ঘরে অপেক্ষা করছিলেন—ওই যে উনি বুঝি—আপনি বারান্দায় কি করছেন মশায়—

[বল্‌তে বল্‌তে সুশীলবাবু বারন্দায় গেলেন]

সুশী ॥ কি কাণ্ড! আমাদের কথাবার্তা আবার উনি শুনেছেন নাকি! আাম পালাই ভাই—

বিনি ॥ কি লজ্জা! আমি চলি ভাই।

[ওরা দুজনে চলে যেতেই বারান্দা থেকে কথা কইতে কইতে সুশীলবাবু ও দীনবন্ধু এলেন]

সুশীল ॥ আপনি বারান্দায় উঠে গেলেন কেন?

দীন ॥ 'এ হল্‌ ঘরের সাজসজ্জার সঙ্গে আমি নিজেই বেমানান—তার উপর এখানে বসে বিড়ি খেতে কেমন সঙ্কোচ হল।

সুশীল ॥ সঙ্কোচ কেন? আপনিও তো একজন নামকরা লোক!

দীন ॥ নাম করা!

সুশীল ॥ হ্যাঁ। খবরের কাগজওয়ালার খুব ঢাক পিটুছে আপনার নামে। সেদিন কি একটা বাজে কাগজে আমিও যেন পড়েছি।

দীন ॥ তাই নাকি? তা সে বাজে কাগজ আপনার হাতে গেল কি করে?

সুশীল ॥ ঐ সব কাগজেও বিজ্ঞাপন দিতে হয় কিনা?

দীন ॥ বাজে কাগজেও বিজ্ঞাপন দেন নাকি?

সুশীল ॥ কি করা যায় বলুন। বাজে কাগজে বিজ্ঞাপন না দিলে বাজে লোকেদের হাতে তো পড়ে না! আর তা ছাড়া এ ধারে-ও ধারে দু'চার জায়গায় আপনার নাটকের প্রশংসা শুনে দেখ্‌বও ভেবেছিলাম।

দীন ॥ দেখেন নি তো ?

সুশীল ॥ সময় হয়ে উঠ্‌ল না।

দীন ॥ দেখতে গেলে আপনার ঠক্‌তেই হত।

সুশীল ॥ কেন ?

দীন ॥ আমার নাটক—অত্যন্ত সাধারণ লোকের জন্য ? আপনাদের মত অসাধারণ লোকের জন্য তো নয়।

সুশীল ॥ কিন্তু আপনি তো মশাই অসাধারণ! নইলে আমাদের মনিব আপনার সঙ্গে আলাপ করতে interested হলেন কেন ?

দীন ॥ হয়ত আপনারই মত কোন বাজে কাগজে সুখ্যাতি পড়েছেন…

সুশীল ॥ তা হবে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আর তো কিছু করবার উপায় নেই। কারো সঙ্গে দেখা করেন না, কিন্তু আপনার বেলায় হঠাৎ unusual interest দেখলাম। আগে থেকে পরিচয় আছে নিশ্চয় ?

দীন ॥ সামান্য পরিচয় ছিল। হয়তো সেকথা ওঁর মনেও নেই।

সুশীল ॥ দেখুন, উনি অনেক দিন থেকে ভুগ্‌ছেন। মেজাজ অত্যন্ত খিট্‌খিটে হয়েছে। এ সময় ওঁকে বিরক্ত না করলেই পারতেন।

দীন ॥ বিরক্ত আমি মোটেই করব না। আমি আরও দু'একবার এসে দেখা করবার চেষ্টা করেছি। নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন তাই সুযোগ হয়নি। বোধহয় অসুস্থ বলেই এবার দেখা করবার সুযোগ হল।

সুশী ॥ (হেসে) কিছু মতলব আছে নাকি sir!

দীন ॥ মতলব ?

সুশীল ॥ মানে কিছু আদায় করার ফন্দীর কথা আমি বলছি। বড়লোকের পেছনে নানা রকম 'ফউ তো লেগেই থাকে কি না। কন্যাদায়, বন্যাদায়, মঠ, সঙ্ঘ, ক্লাব, চ্যারিটি কত কি!

দীন ॥ না, না ওসব বালাই আমার নেই।

সুশীল ॥ (হেসে) সে কি হয় মশাই! কারণ ছাড়া কি কার্য হয়। আমায় বলুন—দু'একটা tip দিয়ে help করব।

দীন ॥ আমি শুধু ওঁকে দেখতে এসেছি।

সুশীল ॥ দেখতে? মানে?

দীন ॥ দেখতে। শুধু চোখের দেখা। বহুদিন আগে সামান্য পরিচয় ছিল। আজ উনি এদেশের সফলতার শিখরে উঠেছেন। ওঁর উঠতি বয়েসে সেদিন কিন্তু ওঁর যশ, অর্থ, ক্ষমতা এত হবে তা আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারিনি।

সুশীল ॥ মশাই, tenacity এবং resourcefulness এই দুটো গুণই হচ্ছে ওঁর সফলতার আসল তত্ত্ব।

দীন ॥ ঠিক বুঝলাম না।

সুশীল ॥ মানে অধ্যবসায় আর ইয়ে মানে কাজ হাসিল করার ফন্দী বের করবার কৌশল মানে উদ্ভাবন করবার ক্ষমতা—

দীন ॥ শুধু এই টুকুতেই হল?

সুশীল ॥ উনি আসছেন।

[বিনোদিনী কমলবাবুকে wheel-chair-এ বসিয়ে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল]

কমল ॥ কি আলোচনা হচ্ছে? বসুন দীনবন্ধুবাবু।

দীন ॥ আজকাল কেমন আছেন, কমলবাবু?

কমল ॥ যেমন দেখছেন। বড়লোকের ঘরে তো জন্মাইনি, তাই

ছেলেবেলায় perambulator চাপা হয়নি। মরবার আগে সে সাধ মিটিয়ে নিচ্ছি। Nurse-রা এখন আমায় শিশুর মত গাড়ী চাপিয়ে ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তুমি যাও বিনোদিনী। এঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করব। মশাই কথায় বলে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়—ডাক্তারের চেয়ে nurse-দের জুলুমেই মলাম। বলে, কথা কইতে পাবেন না। দেখুন তো! তুমি যাও তো বিনোদিনী! কথা দীনবন্ধুবাবু কইবেন, আমি শুনব। যাও না—(বিনোদিনী চলে গেল) গেল না বাঁচা গেল! রোগে ভুগে ভুগে অবস্থা এখন শিশুর মত হয়েছে।

দীন ॥ আমি দেখা করতে এসে বোধহয় অন্যায় করলাম।

কমল ॥ কিচ্ছু অন্যায় নয়। বিষয়কর্ম তো চালাতেই হচ্ছে। এই সব বাবুরা রয়েছেন, তবু নিত্য জ্বালাতন।

সুশীল ॥ Report না দিলে আপনিই যে রেগে যান।

কমল ॥ থাক্ ওসব কথা। সুশীল আমার নামে কি চুক্লী কাটছিল দীনুবাবু ?

দীন ॥ আপনার success সম্বন্ধে—মানে —

কমল ॥ ও! সব secret বুঝি জেনে গেছ, সুশীল ? কি, কথা নেই যে? চাকরীর success কিসে হয় জান ? জান না। তাই প্রতি বৎসর বোর্ডের meeting-এ তোমায় চাকরীতে বহাল রাখতে আমায় দস্তুরমত বেগ পেতে হয়। জানেন দীনুবাবু, এসব ছেলেদের দিয়ে কোনও কাজ হয় না। এরা সবাই সবজান্তা। দেখ সুশীল—দীনুবাবু নাট্যকার। লোকচরিত্র নিয়ে ওঁদের কারবার। ওঁকে তুমি কি বোঝাচ্ছিলে? বল তো?

সুশীল ॥ যে সব গুণ আপনাকে success এনে দিয়েছে তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল।

কমল ॥ আমার success-এর কথা থাক। চাকরীতেও success কি করে হয় সেটা জান? জান না। আপনি বলুন তো দীনুবাবু।

দীন ॥ চাকরী করেছি শুধু থিয়েটারে। সে চাকরীতেও success হয়নি। তাই ও বিষয়ে আমি আর কি বলব! G. B. S. বলেন --Slave mentality is the secret of success in service.

কমল ॥ চমৎকার কথা! শিখে রাখ সুশীল। শিখেই বা কি হবে? কাজই করতে চাও না তোমরা। Higher education তোমাদের সর্বনাশ করেছে। খালি বাকসর্বস্ব আর ফাঁকীবাজ। আমার তো education নেই বললেই হয়। অথচ কত কাজই না করলাম এই জীবনে। কি বলেন দীনুবাবু? আচ্ছা সুশীল, তুমি এখন যেতে পার। দীনুবাবুর ঐ কথাটা মনে রেখ—ঐ G. B. S.-এর কথাটা, বুঝলে?

সুশীল ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

কমল ॥ ব্যস্, তাহলে তোমারও মঙ্গল আমারও মঙ্গল। (সুশীল চলে গেল) কেমন বিব্রত হয়ে পালাল দেখলেন! এরাও মশাই সহজ অভিনেতা নয়। এখন আপনার কথা বলুন। আপনি বলবেন, আমি শুনব। ওরা সবাই আমায় বড্ড বকায়…

দীন ॥ আপনি বকেন কেন?

কমল ॥ কি করব?

দীন ॥ পড়াশোনা করতে পারেন—

কমল ॥ খবরের কাগজই তো পড়ি—আজকাল কাগজে প্রায়ই আপনার নাম দেখি। যশ হয়েছে খুব।

দীন ॥ তা হয়েছে একটু।

কমল ॥ তবে কি জানেন?

আজ যে দেবে গলায় মালা
কাল সে হেঁকে বলবে…

থাক্ এই সহজ মিলটা না হয় না-ই দিলাম। যশভাগ্য তো আপনার আছে, সঙ্গে অর্থভাগ্য আছে তো?

দীন ॥ সে সৌভাগ্য আমার নেই বললেই হয়!

কমল ॥ সে কি মশাই? বর্তমান জগতে অর্থই যে সব কাজের চরম এবং পরম অর্থ। ঐ সুশীলরা ইংরাজীতে কি একটা ভাল কথা বলে—Solid pudding against empty praise.

দীন ॥ আমাদের দেশের সবাই আবার ঐ রকম কথা বলেন না।

কমল ॥ বলেন না?

দীন ॥ না। রবীন্দ্রনাথের কবি রাজসভায় গিয়ে, ধনসম্পদ না পেলেও রাজার গলার ফুলের মালা পেয়েই তৃপ্ত হয়েছিল।

কমল ॥ অর্থের জন্য বুড়ো বয়েসে রবীন্দ্রনাথকেও নাচতে বেরোতে হয়েছিল তা জানেন তো? অর্থের সাধনা না করলে এ যুগে উপায় নেই। এ তত্ত্বটি আমি প্রথম যৌবনেই পেয়েছিলাম বলেই ঐ সাধনায় কতকটা সিদ্ধি পেয়েছি। যাক্, আপনি কি মনে করে এসেছেন আমার কাছে?

দীন ॥ অনেকদিন আগে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

কমল ॥ কোথায় বলুন তো?

দীন ॥ থিয়েটার পাড়ায়। তখন আপনি প্রায় যেতেন কিনা।

কমল ॥ তা যেতাম। তখন যৌবন ছিল যে। শুধু থিয়েটার পাড়া কেন—কত পাড়া-বেপাড়ায় কত মতলবে ঘুরেছি।

দীন ॥ আপনি তখন প্রায় রোজই থিয়েটার দেখতেন। তাই আলাপ না থাক্‌লেও নাট্যরসিক বলে আপনাকে…

কমল ॥ (হেসে) থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যেতাম না। অন্য আকর্ষণ ছিল যে।

দীন ॥ তা নিছক অভিনয় দেখতে তো সবাই যায় না। জ্ঞান, বুদ্ধি ও রুচি অনুসারে নানা জনের নানা আকর্ষণ থাকে।

কমল ॥ যা বলেছেন। আপনার সঙ্গে পরিচয় হল কি সূত্রে?

দীন ॥ ঘটনাচক্রে। সেদিন আপনি ড্রেস সার্কেলে বসে নাটক দেখছিলেন। আমারও সেদিন কাজ ছিল না তাই গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

কমল ॥ আপনি বুঝি অভিনেতা থেকে নাট্যকার হয়েছেন?

দীন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। যেমন চোর থাকতে থাকতে চৌকিদার হয়। অভিনেতা হয়ে পরের কথা বলে বলে অবশেষে নিজের কথা পরকে দিয়ে বলাবার সাধ হল।

কমল ॥ তা হয়। সংসার রঙ্গমঞ্চে আমরা সবাই অভিনেতা। তাই আমারও নিজের কথা পরকে দিয়ে বলাবার সাধ হয়।

দীন ॥ আপনারও হয়?

কমল ॥ খুব হয়। টাকা খরচ করে খবরের কাগজে বাণী ছাপাই, টাকা খরচ করে সভাপতি হয়ে আসর জমাই। থাক্—তারপর?

দীন ॥ আপনার মনে পড়বে কি না জানি না, সেই সময় আমাদেরই এক অভিনেত্রীর চাকর ছুটে এসে চুপি চুপি আপনাকে কি খবর

দিল। আপনিও ব্যস্ত হয়ে উঠে গেলেন। ও রকম ব্যাপার ও যুগে প্রায়ই ঘট্‌ত, তাই কোনও কৌতূহল তখন আমার হয়নি। একটু পরেই পাশের গলিতে একটা হল্লা শুনে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম যে একজন সংজ্ঞাহীন রক্তাক্ত লোককে আপনি টেনে আনছেন। আরও ২।৩ জন ভদ্রবেশী ইতর লোক অশ্রাব্য ভাষায় আপনাকে গালাগালি করতে করতে নির্দয়ভাবে আপনার মাথায় পিঠে কিল ঘুষি চালাচ্ছে।

কমল॥ হুঁ, হুঁ মনে পড়েছে। আপনিই না এগিয়ে গিয়ে সেই লোকগুলোকে বাধা দিলেন!

দীন॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আর আপনি সেই ফাঁকে ভদ্রলোকটিকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে গেলেন।

কমল॥ আপনি খুব উপকার করেছিলেন সেদিন। সে লোকটি কে ছিল জানেন?

দীন॥ না। তবে তিনি যেই হোন না কেন আপনি তাঁকে সাহায্য করতে গিয়ে খুব আঘাত পেয়েছিলেন সেদিন।

কমল॥ Alchoholic fraternity বলে একটা কথা আছে জানেন? পরে কিন্তু ঐ মার খাওয়ার পুরো মূল্য পুষিয়ে পেয়েছিলাম। হয় কি জানেন? লালসার বশে অনেক জ্ঞানী-মানী-ধনী লোক ঐসব স্থানে যাতায়াত করে তো। আমিও ঐসব স্থানেই তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। আর তাঁদের ঐসব খবর রাখি বলে নানা সূত্রে উপকৃতও হয়েছি তাঁদের কাছে। ঐ রাজ্যের দালাল বলে আমার নাম আছে শোনেন নি? হ্যাঁ মশাই, আপনাদের থিয়েটারে কাজল বলে যে মেয়েটি ছিল সে বেঁচে আছে তো?

দীন ॥ আছে।

কমল ॥ কেমন আছে ?

দীন ॥ বড়ই কষ্টে আছে।

কমল ॥ কষ্ট হবেই। ব্যবসা করতে নেমে ব্যবসার নিয়ম না জানলে শেষ পর্যন্ত লোকসান তো হবেই।

দীন ॥ কিছু মনে করবেন না। আমি শুনেছি কাজলের লোকসান সব নাকি আপনার জন্যই হয়েছিল।

কমল ॥ কতকটা। আমার আর্থিক অবস্থা তখনও ভাল হয়নি। আর ও নেশায় পড়েছিল। কে ? কে ওখানে দাঁড়িয়ে, এদিকে এস তো! [মলিন বেশে কাজল এল]

কাজল! তুমি কি করে এলে ?

কাজল ॥ দীনুবাবু তোমার—আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন বলেছিলেন।

কমল ॥ তাই সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছ ?

কাজল ॥ না, আমি প্রায়ই আসি। এর-ওর-তার কাছে তোমার খবর নিয়ে আমি চলে যাই। দারোয়ান তো ভিতরে আসতে দেয় না।

কমল ॥ আজ যে বড় আসতে দিলে ?

কাজল ॥ সেক্রেটারী বাবু বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে দীনুবাবু এসেছেন কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি পাঠিয়ে দিলেন।

কমল ॥ তাহলে plan করেই তোমরা এসেছ!

দীন ॥ মাপ করবেন। আমি কাজলের আসার বিষয় কিছু জানি না।

কাজল ॥ উনি সত্যিই কিছু জানেন না।

কমল ॥ আচ্ছা, সে যাক্। কেন এসেছ বল তো ?

কাজল ॥ দেখতে।

কমল ॥ কি দেখতে ?

কাজল ॥ খবর তো শুনতে পাই। কাগজেও নাকি রোজ বেরোয়। কিন্তু চোখে তো দেখতে পাই না।

কমল ॥ তাই চোখের দেখা দেখতে এসেছ ? তা বেশ। তবে আমি আগেই বলে রাখছি সাহায্য-টাহায্য হবে না।

কাজল ॥ সাহায্য তো আমি চাইনি।

কমল ॥ যদি চাও তাই আগে থেকে জানিয়ে রাখলাম। কি দীনুবাবু, আপনি যে অমন করে আমার মুখের দিকে চাইছেন ? আমার ব্যবসায় ওসব নেই। দেনা-পাওনা আমি সব সময় পরিষ্কার করে রাখি। দেখ কাজল, কেনাবেচায় যে বুদ্ধিমান সে লাভ করবেই, যে বোকা সে লোকসান দেবে। চার যুগে এই হয়ে আসছে।

কাজল ॥ তাই নাকি ? সব কিছুতেই ব্যবসা ?

কমল ॥ আমার কাছে তাই। এই যে বাড়ীঘর বিষয়সম্পদ সব কিছু আমার ব্যবসার অঙ্গ। সব সময় সবার সঙ্গেই আমি লেনদেন করছি। আমার চার পাশে যারা আছে, তারা সবাই কম দিয়ে বেশী পেতে চায়। আমি আবার কম দিয়ে বেশী আদায় করি। তাই আমার লাভ হয়। অমন চুপচাপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

কাজল ॥ আমি ভাবছি এই যদি লাভ হয় তবে লোকসান বলে কাকে ?

কমল ॥ নিজের কথা ভাবলেই বুঝতে পারবে।

কাজল ॥ আমার দুঃখ কষ্ট অনেক আছে, কিন্তু আমার দুঃখে আহা বলবার লোকও অনেক আছে। এই দীনুবাবু জানেন—হাত না পেতেও আমি অনেক সাহায্য পাই। কিন্তু তোমার ভাল চায় এমন লোক আছে বলে তো জানি না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এ বাড়ী থেকে যারা বেরোয় তাদের কথা যে কদিন থেকেই কানে শুনছি। তবু ভাবছ তুমি লাভ করেছ!

কমল ॥ নিশ্চয়!

কাজল ॥ কি লাভ করেছ?

কম ॥ অর্থ। তুমি বুঝবে না কাজল। দীনুবাবু জানেন এ জগতে অর্থই হচ্ছে একমাত্র শক্তি। এই রোগশয্যায় পড়ে আজও যে সবাইকে চালাচ্ছি সে শক্তির মূল হচ্ছে অর্থ।

কাজল ॥ কিন্তু সে শক্তির সার্থকতাটা কি?

কমল ॥ উপভোগ। হাসছেন যে? আপনি আমার এই অবস্থা দেখে ভাবছেন ভোগ হচ্ছে কি! আমি বলব নিশ্চয় হচ্ছে। চিকিৎসার জোরে বেঁচে আছি। এই অর্থ না থাকলে তা কি থাকতাম? এই রোগা জরাগ্রস্ত দেহ, কিন্তু দুটি পূর্ণ যুবতী নার্স কি আনন্দের সঙ্গেই না সেবা করছে। পাওনার ওপর মোটে পাঁচটি টাকা তাদের হাতে তুলে দিই। এই যে creature comfort অর্থ না থাকলে হত কি? অর্থ না থাকলে আপনিও আমার কাছে আসতেন না, দীনুবাবু!

দীন ॥ যে দিন আপনাকে বিপদের মধ্যে সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছিলাম সেদিন কিন্তু আমিও অর্থের জন্য যাইনি আর আপনিও অর্থের জন্য যান নি।

কমল ॥ যৌবনে এক-আধটুকু বেহিসেবী সবাই হয়ে থাকে। তবে আমি ঐ সব নিঃস্বার্থ উপকারের কিছু কিছু মূল্য সেই সময় থেকে নিয়েছি। আপনি নেন নি, তাই ঠকেছেন।

দীন ॥ কল্যাণ করে মূল্য আদায় করলে মহৎ প্রবৃত্তির ব্যভিচার করা হয়। আমি সর্বসাধারণের কল্যাণ চাই, সে জন্য কারোর কিছু করে তার মূল্য নিতে চাই না।

কমল ॥ দীনুবাবু! আপনি অতি দরিদ্র তা বুঝলাম।

দীন ॥ কি করে?

কমল ॥ দীন-দরিদ্র যারা তারাই দল পাকাবার জন্যে সর্বসাধারণ বলে মাতে। আপনার যদি যথেষ্ট টাকা-কড়ি থাকত তা হলে নিজের সুখের চিন্তা করতেই আপনার দিন কেটে যেত—সর্বসাধারণের কথা মাথায় আসার সুযোগই পেত না।

দীন ॥ মানুষ নিজের জন্য কতটুকু করে?....

কমল ॥ সব পরের জন্য করে এই তো বলবেন। রাস্তায় মুটেও যে গলদঘর্ম হয়ে মেহনত করছে সেও শুধু নিজের সুখের জন্য নয়, তার স্ত্রী, পুত্র, আপন জনকে সুখে রেখে দুবেলা পেট ভরে দুমুঠো খেতে দেবে এই জন্য—এই তো? কিন্তু সেখানেও সবার উপর রয়েছে তার আমিত্বের অভিমান। আমি রয়েছি বলেই না আমার ঘর-সংসার পুত্র-কলত্র স্বদেশ-স্বধর্ম সব কিছু।

কাজল ॥ শুনছেন দীনুবাবু! এই রকম বড় বড় বুলি ও সেদিনও বলত। জীবন ভোর ওর ঠিকে ভুলই হল, কারো ভাল করলে না। শুধু সবার শাপ-মন্যি আর অভিযোগ কুড়োল।

কমল ॥ আমি কারো সাহায্য চাইনি, তাই কারোকে সাহায্যও করিনি। যারা নিন্দা করে, তারা হিংসুক। আমি অর্থ পেয়েছি,

তারা পায়নি। তাই তারা আমায় দেখতে পারে না।

কাজল॥ কারো সাহায্য তো চাওনি! কিন্তু না চাইতে যাদের কাছে পেয়েছ তাদের কথাও কি ভাবতে নেই!

কমল॥ না চাইতে যাদের কাছে পেয়েছি, তুমিও কি তাদের একজন?

কাজল॥ আমরা ব্যবসা করি। সবই ব্যবসার খাতিরে করেছি ভেবেছ? তা নয়। সারাদিন ছাই-পাঁশ খেয়ে রোদে ঘুরে ঘুরে মড়ার মতন যখন এসে ঘরে পড়তে—সেদিনের কথাটা ভেব। কোনও দিকে কোনও সুবিধে হচ্ছে না; পয়সা নেই, কড়ি নেই—হতাশ হয়ে রোজ বিষ খাবার কথা বলতে, সেদিনের কথা ভেব।

কমল॥ যে সেবা সেদিন করেছ, সে কি কোনও আশা না রেখেই?

কাজল॥ শুনুন দীনুবাবু! কী আশাই রেখেছিলাম। তুমি রাজা হলে আমি রাজরাণী হয়ে সোনার পালঙ্কে ঘুমোব। তোমার ক্ষমতা আছে সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তাই যাতে ডুবে না গিয়ে সাঁতরে কূল পাও তাই চেয়েছিলাম।

কমল॥ আর কিছু না?

কাজল॥ আর যেটুকু চেয়েছিলাম তা ঠিক পেয়েছি। আমরা বেইমান, তাই বেইমানী আমাদের চিরদিনের পাওনা। নরক ঘেঁটেছি, তাই নরকেই আছি। যে না চাইতে সব দেয় তার কাছেই চাই, তোমার মত বেইমানের কাছে নয়।

কমল॥ তবে এসেছ কেন?

কাজল॥ সেদিন তোমার স্বাস্থ্য ছিল, শক্তি ছিল তবুও—

কমল॥ হতাশার দুঃখে ছট্‌ফট্ করতাম। আজ দিন ফুরিয়ে

এসেছে, শরীর ভেঙ্গে পড়েছে—তবুও দেহের দুঃখ ছাড়া আর দুঃখ নেই।

কাজল॥ দীনুবাবু এ পাগল—টাকার নেশায় পাগল হয়ে গিয়েছে—

কমল॥ কি…!

কাজল॥ থাক্ রাগ কোর না। আমি চলে যাচ্ছি। সেদিন অভাবের জ্বালায় যে মর্‌চে তোমার মনে লেগেছিল…আজ সে মর্‌চে তোমার মন খেয়ে দিয়েছে। তবু বলে যাচ্ছি মরার পর তোমার বিষয় যেন সৎকাজে লাগে সে ব্যবস্থা করে যেও। দেখছেন দীনুবাবু ও হাসছে! ঠিক বীরু পাগলার মত। রাস্তার লোক দেখিয়ে দেখিয়ে সে পাগলটা বলত যত ব্যাটা পাগলা ছুটোছুটি করছে।

কমল॥ হাঃ হাঃ হাঃ—কাজল এখনও রসিকা আছে—

কাজল॥ আমি রসিকতা করতে আসিনি। লোককে হাসিয়ে খুসী করে মন জোগানোর ব্যবসা তো আর আমার নেই—। ঠাকুর তোমার সুবুদ্ধি দিন। [কাজল চলে গেল]

দীন॥ আজ রোগশয্যায় কোনও স্নেহ-শীতল হাতের সেবা আপনি পাচ্ছেন না, সেটা কাজলের মনে হয়েছে। চারিদিকে আপনার নেবার লোক, দেবার লোক একজনও নেই। ব্যাধির তাড়নায় যখন ছট্‌ফট্ করেন তখন কারও চোখে দুফোঁটা সমবেদনার চোখের জল দেখতে পান কি?

কমল॥ না-ই বা পেলাম, ওসব কল্পনা-বিলাস আমার নেই।

দীন॥ কিন্তু এ সংসারে সাধারণ মানুষ যারা তাঁরাই স্নেহ-দয়া-মায়া-মমতা এই সব মধুর ভাবগুলির সাধনা করে। আপনার কঠিন

রোগের খবর আমি কাজলের কাছেই প্রথম পাই। যে দুর্বলতার জন্য ব্যবসাতে সে আপনার কাছে ঠকেছে—সেটা বোধ হয় তার আজও যায়নি। তাই আপনার রোগের কথা বলতে গিয়ে ওর চোখ ছলছল করে উঠেছিল।

কমল ॥ হ্যাঁ—চোখের জল তো ওদের ব্যবসার অঙ্গ!

দীন ॥ কি জানি।

কমল ॥ আপনি কাজলকে কিছু দান করতে বলেন কি?

দীন ॥ সে আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করবেন।

কমল ॥ দান করে কিছু করা যায় না মশাই! দান করে হাসপাতাল গড়া যায়, কিন্তু ব্যাধির কারণ দূর করা যায় না।

দীন ॥ আপনার মনে সত্যি মরচে ধরেছে।

কমল ॥ এ কথা কেন বলছেন?

দীন ॥ আজ মানুষ স্বার্থের অন্ধকারের ভেতর বন্ধুর পথ ধরে চলেছে—নিজের ভুলেই হোক্ বা পথের দোষেই হোক। কেউ পড়ে গেলে তাকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়াই তো দান!

কমল ॥ কেউ কেউ দানও তো করছে। কিন্তু অমনি আর একদল ফাঁকি দিয়ে সেটার সুযোগ নেবার জন্য তৈরী হয়ে যাচ্ছে।

দীন ॥ কেড়ে খাবার প্রবৃত্তি মানুষের পশুপ্রবৃত্তি থেকে আসে। তাই মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করতে মানুষ ন্যায়-নীতি-সুরুচি-ধর্ম কত কিছু দিয়ে পশু প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করছে।

কমল ॥ আপনিও করছেন?

দীন ॥ নিশ্চয়! নানাভাবে, নানা ভাষায়, নানা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে
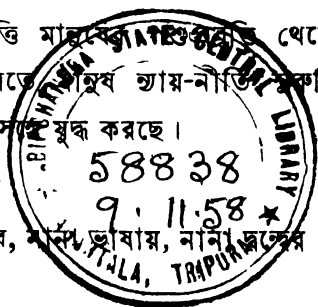
সব নাটকেই এই তত্ত্ব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি। এই তো নাট্যকারের যুদ্ধ।

কমল॥ বেশ, বেশ। আপনার যুদ্ধের তহবিলে কিছু চাঁদা আমি দেব।

দীন॥ ব্যক্তিগতভাবে আমি এখনও ভিক্ষা পর্যন্ত নামিনি—

কমল॥ কাজলকে যা বললুম তাইতে চটে গেছেন বুঝি?

দীন॥ সে কি কথা? ওটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনাদের পরস্পরের বিরোধ সব না জেনে আমার কোনও কথা বলা সাজে কি?

কমল॥ কথা হয়ত বল্লেন না, কিন্তু মতামত গঠন তো একটা করেছেন নিশ্চয়ই।

দীন॥ তাও করিনি। কারণ আমি কাজলের ওকালতী করতে আসিনি।

কমল॥ দেখছি আপনি বিবেচক। কাজল ভেবেছিল যে লোকটার শিয়রে মরণ, হয়ত আগের দিনের কথা ভেবে একটা দান-টান করে যেতেও পারে।

দীন॥ বোধহয় তা নয়।

কমল॥ নিশ্চয়ই তাই। আপনি ওদের চেনেন না—

দীন॥ আমি অনেককেই চিনি না; তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

কমল॥ তার মানে?

দীন॥ আমার একটি নাটকে আত্মকেন্দ্রিক সুবিধাবাদী চরিত্র একটি সৃষ্টি করেছি। অভিনেতারা হাততালি পাবার লোভে শেষের দিকে তার একটা পরিবর্তন দেখাতে চায়। কিন্তু আমার ধারণা

ঐ লালসা ব্যাধি একবার ধর্‌ল আর নিষ্কৃতি নেই। ও এমন মর্‌চে যে মনুষ্যত্ব ক্ষয়ে যায় তবু মলিনতা ঘোচে না। সেই সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হবার জন্য আপনার কাছে আসা।

কমল ॥ আপনি তো সাংঘাতিক লোক! ঐ পরিবর্তনটা দেখান।

দীন ॥ ও রকম পরিবর্তন আমাদের পুরাণ থেকে আরম্ভ করে এযুগ পর্যন্ত বহুবার দেখান হয়েছে। তাতে সমাজে সুফল হয়নি।

কমল ॥ কেন দস্যু রত্নাকর বাল্মিকী হতে পারে –

দীন ॥ এ যুগের রত্নাকর যারা তারা বদলায় না। তারা তো প্রত্যক্ষভাবে মানুষ মারে না, তাই পরিতাপের কোন বালাই তাদের নেই। তারা লাভ করবার দোহাইতে জগত জুড়ে নরহত্যার ব্যবসা চালাচ্ছে আর তার সাফাইয়েরও অন্ত নেই। তারা মনুষ্যত্বের পরম শত্রু—অথচ মানুষ বার বার তাদের ক্ষমা করছে।

কমল ॥ বুঝেছি। আজকাল ও রকম কথা একটু বেশী রকম শোনা যাচ্ছে—

দীন ॥ ক্রমে আরও বেশী করে শুনবেন।

কমল ॥ শুনুন, একটা কথা বুঝে দেখুন। ওসব লিখে আপনার ব্যক্তিগত লাভ কি? কতগুলো বাজে লোকের কাছে দরদী বলে খ্যাতি পাবেন, এই তো? তার চেয়ে এক কাজ করুন না। কিছু মোটা টাকা আপনার হাতে দিচ্ছি—একটা থিয়েটার ভাল করে চালান।

দীন ॥ হুঁ, ভাল করে চালান বল্‌তে আপনি কি বোঝাতে চান?

কমল ॥ আমি অনেক থিয়েটার দেখেছি। মানুষ তত্ত্বকথা শুনতে সেখানে যায় না। সারাদিন খেটে-খুটে একটু অবসর বিনোদনের

আশায় যায়। দেদার নাচ-গান হাসি-হুল্লোড় এই সব স্ফূর্তির ব্যবস্থা করুন। দর্শকও খুসী হবে, সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক'টি লোকও প্রতিপালিত হবে। আমি জানি আজকাল আপনাদের বহু কর্মী বড় অভাব অনটনের মধ্যে আছে।

দীন ॥ এ দান কি আপনি বিনাসর্তে করছেন?

কমল ॥ খবরের কাগজে এ-খবর তো আপনা থেকেই যাবে। আপনি শুধু আপনার নাটকে ঐ পরিবর্তনটা দেখিয়ে দেবেন।

দীন ॥ আপনি ওর জন্যে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? সে-নাটক যখন অভিনয় হবে তখন হয়ত আপনি বেঁচেই থাকবেন না!

কমল ॥ আপনি বুঝতে পারছেন না। আমার মৃত্যুর পর যাতে চারিদিকে আমার গুণগান হয় তার জন্য আমি টাকা-পয়সা খরচ করে নানা ব্যবস্থা রেখেছি—কাগজে কাগজে আমার খ্যাতি বেরুবে।

দীন ॥ জনহিত সত্যি সত্যি করলে এসব ব্যবস্থা না করলেও খ্যাতি আপনার সব দিকেই হত।

কমল ॥ না না তা হত না। এই তো সেদিন কাগজে পড়লুম কে একজন লেখক তার জীবনের সব কিছু দান করে কপর্দকশূন্য হয়ে লণ্ডনে হাসপাতালে মরেছে—এক কোণে ছোট্ট করে একটু-খানি খবর। আমার ছবি বড় বড় করে ছাপা হবে। বড় বড় লোক আমার বিষয় লিখবে—

দীন ॥ তবে আমারও তাড়াতাড়ি করে নাটকটি অভিনয় করবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কমল ॥ (করুণভাবে) এতে আপনার কি লাভ হবে?

দীন ॥ আপনাদের মত সুবিধাবাদী আত্মসুখসর্বস্ব লোকেরা সমাজের

শীর্ষস্থান নানা ছলে দখল করে সমস্ত মানুষের মন কলুষিত করছেন। তাদের মুখোস খুলে দেওয়াও নাট্যকারের ধর্ম। জন্ম-মৃত্যু সব মানুষেরই হয়। তাই জ্ঞানীরা মৃত্যুর জন্য দুঃখ করে না। কিন্তু মনুষ্যত্বের মৃত্যু চরম পরিতাপের বিষয়। আপনারা নানা কৌশলে আদর্শবাদকে হত্যা করে মানুষের সেই সর্বনাশ করেছেন। তাই মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব আমাদের ওপর

কমল ॥ আপনি এসব ঝাঁঝালো কথা লিখবেন, কিন্তু শেষটায় পরিবর্তনটা দেখিয়ে দেবেন। আমি সাহায্যের প্রথম কিস্তীর চেক এখুনি লিখে দিই ?

দীন ॥ জীবনে ঐ অস্ত্রে অনেক যুদ্ধে জিতেছেন। মরণের আগে অন্তত একবারও পরাজয় স্বীকার করুন। আচ্ছা চলি—

[দীনুবাবু চলে গেলেন। কমলবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন নার্স বিনোদিনী এসে বলল –]

বিনি ॥ ভিতরে যাবেন তো ?

কমল ॥ লোকটা পাগল! বিনি, লোকটা পাগল। একটুখানি দুর্বলতা হয়েছিল, দশ-বিশ হাজার বাগাতে পারত! নিতান্ত পাগল! চল্, ও ঘরে নিয়ে চল। ডাক্তারকে একটা ফোন কর তো। বুকটা—বুকটা আর—আর—ওঃ হো হো আর পারি না—উঃ—। কাজল!!

—পর্দা—

ধনঞ্জয় বৈরাগী

এক পশলা বৃষ্টি

রচনা কাল ঃ ১৯৫৭

চরিত্র লিপি

সরমা

খোকা

প্রশান্ত

কমল

খুকী
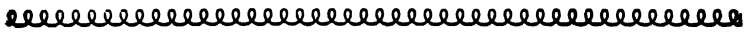
[সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাড়া বাড়ির বাইরের ঘর। লোক এলে এখানে বসানো হয়, আবার খোকা এখানে লেখাপড়াও করে। কোণের দিকে পড়ার টেবিল আছে। খোকার বয়স বছর পনেরো। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ, খোকা টেবিলের কাছে চুপ করে ব'সে আছে। সরমা ঘরে ঢোকে, বয়স তিরিশ বছর, সাধারণ ক'রে শাড়ি পরা।]

সরমা॥ ফের সেই দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে ব'সে আছিস, দিন দিন কি হচ্ছিস বল্ তো খোকা? আটটা বাজে, ঘরে অন্ততঃ আলো একটু ঢুকুক। (সরমা জানালা খুলতে যায়)।

খোকা॥ (বিরক্ত স্বরে) না, না, জানালা খুলো না।

সরমা॥ কেন?

খোকা॥ ভাল লাগছে না।

সরমা॥ সেই একঘেয়ে কথা—ভাল লাগছে না, ভাল লাগছে না।

আজকাল তো দেখছি কিছুই তোর ভাল লাগছে না। এইটুকু বয়েস—এখন কোথায় খেলাধূলো করবে, বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-হৈ করবে, তা নয় সারাক্ষণ মুখ বুজে ঘরের মধ্যে ব'সে থাকবে। এমন করলে অসুখ করবে যে—

খোকা ॥ আমার শরীর খারাপ হ'লে কার কি এসে যায়?

সরমা ॥ তার মানে?

খোকা ॥ (রেগে উঠে দাঁড়িয়ে) তার মানে, তার মানে। অত মানে আমি জানি না। আমায় একটু একলা থাকতে দেবে?

সরমা ॥ (আহত সুরে) বাবা তোমার খোঁজ করছিলেন তাই—

খোকা ॥ (বিদ্রূপ ক'রে) তাই আমার খবর নিতে এসেছ? তবে আর কি, এবার যাও, বাবাকে গিয়ে রিপোর্ট দিয়ে এস।

সরমা ॥ রিপোর্ট?

খোকা ॥ হ্যাঁ, আমার জন্যে সারাদিন কি কি করেছ তার ফিরিস্তি।

সরমা ॥ (কান্না চেপে কাছে এগিয়ে এসে) এ রকম ক'রে কেন কথা বলিস খোকা, আমার বুঝি কষ্ট হয় না?

খোকা ॥ তোমার আবার কষ্ট কিসের? সবাই তো তোমার বাহবা দিচ্ছে। কত ভাল মা, কি সুন্দর ব্যবহার।

সরমা ॥ জানি না কে তোমার মনে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

[সরমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, খোকা ডাকে]

খোকা ॥ আর শোনো, বাবাকে ব'লে দিও এরপর আমি হোস্টেল থেকে পড়াশুনা করব।

সরমা ॥ নিজের বাড়িতে জায়গা হচ্ছে না বুঝি!

খোকা ॥ পড়াশুনা হচ্ছে না, এত বিরক্ত করলে কেউ পড়তে পারে?

সরমা ॥ মন থাকলেই পড়াশুনা করা যায়। আমাদের তো বাড়ির কত কাজ করতে হয়েছে, বি এ., এম এ. পাশ করেছি।

খোকা ॥ আমি তো আর তোমার মত জিনিয়াস্ নই।

সরমা ॥ সে কথা হচ্ছে না, তোমার বন্ধুদের কথাই ভাব না—কত-জনের বাড়িতে পড়ার একটা জায়গাও নেই। বাড়ির বাজার করা থেকে শুরু করে—

খোকা ॥ ঐটেই তো বাকি আছে, এবার চাকর-বাকর ছাড়িয়ে আমাকে কাজে লাগিয়ে দাও। তা হ'লেই তো তুমি খুশী হও!

সরমা ॥ (রেগে) যত রাজ্যের পাকা পাকা কথা, দিন দিন একটা বাঁদর তৈরী হচ্ছ, বাবার আশ্কারা পেয়েই তো মাথায় উঠেছ কিনা, আমি হলে—

খোকা ॥ চাবুক মারতে, ঘরে বন্ধ ক'রে রাখতে। যা খুশি তাই কর না, লোক দেখিয়ে মিথ্যে ভড়ং কর কেন?

সরমা ॥ মিথ্যে ভড়ং, এত বড় কথা?

খোকা ॥ তা ছাড়া কি! পিসীমাকে এ বাড়ি থেকে তাড়িয়েছ, এবার আমাকে তাড়াও!

সরমা ॥ পিসীমাকে? তোমার পিসীমাকে আমি যেতে বলিনি।

খোকা ॥ তবে এতদিন বাদে হঠাৎ গেলেন কেন?

সরমা ॥ সে তোমার বাবা জানেন।

খোকা ॥ বাবাকে তো তুমি শিখিয়েছ, উনি এসবের কি জানেন? আমার হোস্টেলে থাকার বন্দোবস্ত ক'রে দাও, আমি আর এক দিনও এ বাড়িতে থাকতে চাই না, যদি পয়সা খরচ হবে

ব'লে হোস্টেলে রাখতে না চা?, ব'লে দাও, আমি আত্মহত্যা করব।

[খোকা বাড়ির ভেতর চ'লে যায়। সরমা চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জানালা খুলে দেয়! ভেতর থেকে খোকার চেঁচামেচি শোনা যায়। সরমা রাগে দুঃখে হাঁপাচ্ছে অফিসের জামা-কাপড় পরতে পরতে প্রশান্তবাবুর প্রবেশ। বয়েস চল্লিশের কিছু ওপরে, ভারী শরীর।]

প্রশান্ত॥ সকাল থেকেই তোমাদের ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়ে গেছে? কোথায় লোকে একটু সকালবেলা ঠাকুর-দেবতার নাম করবে (একটু থেমে) কি হ'ল সরমা, মুখটা তোলো, হাঁড়ির মত ক'রে আছ কেন?

সরমা॥ আর রসিকতা করতে হবে না, আমি যে কি জ্বালায় আছি! ঐটুকু দুধের ছেলে, আমায় যা নয় তাই বলবে?

প্রশান্ত॥ দুধের ছেলেই তো, ওর কথা গায়ে না মাখলেই হ'ল।

সরমা॥ তুমি বুঝতে পারবে না, সারাদিন বাইরে বাইরে কাটাও, ঘরের খবর তো রাখ না।

প্রশান্ত॥ বাইরের খবর রাখব, ঘরেরও খবর রাখব, সব খবরই যদি আমি রাখব তা হলে তুমি কিসের খবর রাখবে সরমা?

সরমা॥ তা হ'লে ঘরের কথা নিয়ে মাথা ঘামাও কেন? কেন তুমি ছোড়দিকে কাশী পাঠিয়ে দিলে? খোকা সব সময় মনে করে ওর পিসীমাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।

প্রশান্ত॥ যা সত্যি নয়, তা সে একদিন বুঝতে পারবে।

সরমা॥ আমি যে সব ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি। ওর পিসী এ বাড়ি

থেকে চ'লে যাবার পর ও যেন কি রকম খ্যাঁক—খ্যাঁকে হয়ে গেছে। আগের মত মোটেই নেই, সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ঝগড়া করছে।

প্রশান্ত॥ তালি তো আর এক হাতে বাজে না।

সরমা॥ তার মানে তুমি বলছ, আমিও ঝগড়া করি ?

প্রশান্ত॥ তা বলি নি সরমা। তুমি যদি চুপ ক'রে থাক, ও আর কতক্ষণ চেঁচাবে ?

সরমা॥ তুমি জান না, কি বিশ্রী ধরনের কথাবার্তা আজকাল বলে। ওকে বুদ্ধি দেবার যে কত লোক হয়েছে। এখুনি কি বলছিল জান, ও আর এ বাড়িতে থাকবে না। হোস্টেলে পাঠিয়ে দিতে হবে।

প্রশান্ত॥ হোস্টেলে ? পড়াশুনার পক্ষে অবশ্য হোস্টেল খারাপ জায়গা নয়। আমি তো হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করেছি।

সরমা॥ তুমি কলকাতায় পড়তে, বাবা মা ছিলেন বহরমপুরে। হোস্টেলে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু খোকা কোন্ দুঃখে নিজের বাড়ি ছেড়ে হোস্টেলে থাকতে যাবে ?

প্রশান্ত॥ একটাই ভাববার কথা, হোস্টেলে খাওয়া-দাওয়াটা খুব সুবিধের নয়। তবে তাও অভ্যেস হয়ে যায়।

সরমা॥ তার মানে তুমি ওকে একা হোস্টেলে যেতে দেবে ?

প্রশান্ত॥ যখন জিদ্ ধরেছে, মত না দিলে তো আরও অশান্তি।

সরমা॥ (ঝাঁজের সঙ্গে) তোমার যা ইচ্ছে কর, যেমনি বাবা তেমনি ছেলে। ছেলে বলেছে ব'লেই তাকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিতে হবে ! (একটু থেমে) আমারই হয়েছে সবচেয়ে জ্বালা, ছেলে ভাবছে আমিই তার পিসীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছি, এবার

খোকা হোস্টেলে গেলে সমাজের সবাই ভাববে, আমিই বুঝি তাকে আলাদা ক'রে দিলাম। আজ বুঝতে পারছি, সৎমা হওয়া কত দুঃখের। নিজের ছেলেমেয়ে নিয়ে তো এত অশান্তি হয় না।

প্রশান্ত॥ অশান্তি যে কিসে বেশী, তা কে বলতে পারে সরমা? নিজের ছেলে পরের ছেলেতে কিছু এসে যায় না। সব কিছু নির্ভর করে মনের উপর। তোমার মন, খোকার মন—

সরমা॥ কিন্তু আমি যে শাসন করতে পারি না। সব সময় ভয় হয়, পাছে ও কিছু মনে করে। পাছে নিজের মার কথা ভেবে দুঃখ পায়।

প্রশান্ত॥ সরমা, একটা অনেক পুরোনো কথা আছে জান তো— শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে। আমার মনে হয়—

সরমা॥ দোহাই তোমার, আর লেকচার দিও না। আজকাল তোমার বড় বড় কথা শুনতে শুনতে প্রায়ই সেই লাইনটার কথা মনে পড়ে যায়—Don't talk big words, they mean so little.

প্রশান্ত॥ (হেসে) ইংরেজী জানার এই গুণ, ঠিক দরকারের সময় জুতসই কোটেশান দিয়ে দেওয়া যায়। কি বল?

সরমা॥ তোমার তো সব সময় ঠাট্টা! মনে পড়ে খুকীর জন্মের পর থেকে কতদিন তোমায় সাবধান করেছি। ওকে নিয়ে অত আদিখ্যেতা কোর না, তখন কথা শুনেছিলে? নাওয়া খাওয়া ভুলে খুকীকে কোলে নিয়ে নাচতে লাগলে। তখন থেকে খোকা মনে কষ্ট পেয়েছে। আমি ওর মুখ দেখে বুঝতে পারতাম, আশ্চর্য। বাবা হয়েও তুমি বুঝতে পারতে না।

প্রশান্ত ॥ বোঝবার তো দরকার ছিল না। নতুন ভাইবোন হ'লে দাদা দিদির মন খারাপ হয়ই। এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কি ছিল? আমি নিজেই তো ছোটবেলায় আমার ছোট ভাইকে হিংসে করতাম—

[নেপথ্যে—'মা-মণি—কমল-কাকা এসেছে, বাপি—কমল-কাকা' ব'লে কমল কাকাকে টানতে টানতে খুকীর প্রবেশ। কমল ত্রিশ বছরের যুবক। খুকীর বয়স সাত হবে, খুব ছট্‌ফটে।]

খুকী ॥ দেখছ মামণি, কমল কাকা কতদিন বাদে এল, আর বলছে—কেন আমি তো রোজই আসি। (কমলকে) তুমি বুঝি invisible-man হয়েছ, তাই আমরা দেখতে পাই না?

কমল ॥ ওঃ, এই সাত দিনের কথা বলছিস, এমনি একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম।

খুকী ॥ কোথায় গিয়েছিলে, আমাদের বল নি তো—

কমল ॥ বড্ড তাড়া ছিল কিনা, ব'লে যাবার সময় পেলাম কৈ! এই Everest-এ ঘুরে এলাম চট্ করে। ক'দিন থেকেই তেনজিং ডাকাডাকি করছিল কিনা—

খুকী ॥ উঃ, কি চালিয়াৎ, জান ক'দিন আগে আমাদের বলেছে ও আটলান্টিক ওশ্যানের একেবারে নীচে থেকে একটা গোল্ডেন ফীশ এনেছে। কি মিথ্যা কথা বলতে পারে।

প্রশান্ত ॥ সত্যি কমল, তোমার খোঁজ আমার ছেলেমেয়েরা রোজ করে। ওরা বোধ হয় তোমাকে ওদের সমবয়সী মনে করে।

কমল ॥ আমারও তো তাই মনে হয় দাদা। বাচ্চাদের সঙ্গে যতক্ষণ

থাকি বেশ ভাল লাগে। এ ক'দিন ফ্লুতে প'ড়ে গিয়েছিলাম। তাই আসতে পারি নি।

সরমা॥ আমিও তাই ভাবছিলাম। তুমি সেদিন ব'লে গেলে খোকার রোল নম্বর নিয়ে যাবে।

কমল॥ সেই জন্যেই তো আজ আসা বউদি। ওর রোল নম্বরটা নিয়ে যাব। প্রমথকে ফোন করেছিলাম, রেজাল্ট আজ জানা যাবে।

সরমা॥ খোকা তো বলছে এর পর ও হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করবে।

প্রশান্ত॥ আহা, সে কথা আবার কেন! ওটা তুমি কমলের উপর ছেড়ে দাও। খোকার যা বলবার ওকে ঠিক বলবে। খুকী, যাও তো মা, একবার দাদাকে ডেকে দাও। [খুকীর প্রস্থান]

প্রশান্ত॥ ও যদি সত্যিই যেতে চায় আমার কোন আপত্তি নেই কমল, বাড়ি থেকে হোস্টেল পড়াশুনা ঢের ভাল হয়।

সরমা॥ আমার কিন্তু যথেষ্ট আপত্তি আছে কমল ঠাকুরপো। তুমি খোকাকে বোঝাও ও যেন বাড়িতে থেকেই পড়াশুনো করে। আমি জানি ও একলা একেবারে থাকতে পারবে না, বড় ছেলে মানুষ।

কমল॥ দেখি না ও কি বলে, হোস্টেলে যাবার কথা আগে তো শুনি নি।

সরমা॥ আজকেই প্রথম বলল। কিন্তু ও determined, আমি বলছি এ নিয়ে খুব হাঙ্গামা করবে। আমি বরং ভেতরেই যাই। আমাকে দেখলেই তো ওর মেজাজ খারাপ! [সরমার প্রস্থান]।

প্রশান্ত॥ মেয়েরা এত অল্পে অস্থির হয়ে পড়ে!

কমল ॥ না, দাদা, এ বিষয়ে আমি একমত হতে পারলাম না। বৌদি যথেষ্ট ধীর স্থির। আমি তো সব সময় ওঁর প্রশংসা করি। কিন্তু খোকা ক্রমশঃই Problem child হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ও যে আজকাল কি বলে আমিই বুঝতে পারি না।

প্রশান্ত ॥ তুমিও ঐ কথা বলছ কমল ?

কমল ॥ আমি বলছি দাদা। এ খুব সিরিয়াস ব্যাপার। বিশেষ ক'রে ছেলেদের এই বয়েসটা, চোদ্দ থেকে ষোল বছর properly guided না হলে, অনেক কিছু হতে পারে। এখন যা state of mind, এ সময় মেলানকোলিয়া হয়ে গেলেও আশ্চর্য হব না।

প্রশান্ত ॥ যতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলে, কিছুইতো বুঝতে পারি না। একেবারে normal.

কমল ॥ তা তো হবেই, ও খুব intelligent ছেলে। তোমার আমার সামনে তো দেখাবে না। কিন্তু অন্য সময়টা brood করে। ও নিজেকে মনে করে এ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা, যার মা নেই, বাবা নেই, কেউ নেই।

প্রশান্ত ॥ একা তো আমরা সকলেই কমল, কত সময় সেই কবির কথা মনে হয় যে লিখেছিল, "চাঁদের মতই ক্লান্তমধুর একলা আমি।"

কমল ॥ তুমি যে একা থাকার কথা বলছ তার মধ্যে মাধুর্য আছে। কিন্তু খোকা তো সেদিক দিয়ে ভাবে না। তার মধ্যে রয়েছে অসহায়তার কান্না। তা সত্যিই বড় করুণ। ওর তো কোন দোষ নেই, সবাই ওকে বুঝিয়েছে ওর সৎমা, সৎমা কখনও ভাল হয় না। সে তার বাবাকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। ও নিজেকে মনে করে abnormal, এইখানেই তো ট্র্যাজেডী।

প্রশান্ত ॥ হুঁ, চিন্তার কথা। [খোকার প্রবেশ]

খোকা ॥ কমল কাকা, তুমি রোল নম্বরটা চেয়েছ, এই কাগজে লিখে দিয়েছি।

কমল ॥ তোকে বড় শুক্‌নো দেখাচ্ছে, শরীর খারাপ হয় নি তো রে ?

খোকা ॥ না, আজ ঘুম থেকে উঠেছি একটু দেরীতে।

প্রশান্ত ॥ কমল, আমি তা হ'লে চলি ভাই। অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

কমল ॥ আমি তো সন্ধ্যেবেলা আসছিই।

প্রশান্ত ॥ খোকা, আজ খেলা দেখতে যাবি নাকি ?

খোকা ॥ আজ কার কার খেলা আছে ?

প্রশান্ত ॥ মোহনবাগান ভারসেস্ এরিয়ানস্, এটা বরাবরই খুব ক্রিটিকাল খেলা হয়।

খোকা ॥ না, থাক, আমি আজ বেরব না।

প্রশান্ত ॥ কেন ?

খোকা ॥ এমনি। (ম্লান হেসে) ভাল লাগছে না।

প্রশান্ত ॥ ও। (খোকার দিকে তাকিয়ে) আচ্ছা, আমি যাই। [প্রস্থান]

কমল ॥ ফুটবল খেলার এত নেশা ছিল, চ'লে গেল ?

খোকা ॥ চ'লে তো সবই যায়, কি আর থাকে ?

কমল ॥ একেবারে বড়দের মত কথা বলছিস !

খোকা ॥ বড় হচ্ছি যে—

কমল ॥ তোমার বাবা বলছিল, তুমি হোস্টেলে যেতে চাইছ—

খোকা ॥ হ্যাঁ, তাই ঠিক করেছি।

কমল ॥ হোষ্টেলে যে পড়াশুনোর খুব সুবিধে হবে তা মনে ক'রো না। ছেলেরা বড় disturb করে।

খোকা ॥ হতে পারে।

কমল ॥ তা ছাড়া মনে কর বাড়িতে কোন একটা পড়া বোঝবার দরকার হলে মা বাবা বুঝিয়ে দিতে পারেন।

খোকা ॥ বাবা নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, আর মার Social work। সকাল থেকে উঠে সেই-সবই ভাবছেন। খুকীরই পড়া দেখে দিতে পারেন না, তো আমার!

কমল ॥ হুঁ, এর পর কোন লাইনে যাবে ভাবছ?

খোকা ॥ ইঞ্জিনীয়ার হবার ইচ্ছে আছে। তাই সায়েন্সই পড়ব। আর্টস প'ড়ে কি হবে, কোন ফিউচার নেই।

কমল ॥ ডাক্তারি পড়তে হলে "বায়োলজি" নিতে হবে।

খোকা ॥ না, ডাক্তার হব না, বরং ইঞ্জিনীয়ার হওয়া ভাল। দূরে কোথাও কাজ নেওয়া যাবে। আচ্ছা কমল কাকা, বাইরে কোথাও এখন যাওয়া যায় না?

কমল ॥ কোথায়?

খোকা ॥ এ দেশের বাইরে। কত ছেলেরা ইউরোপে পড়তে যায়, তাদের কি মজা! আঃ আমার যদি অনেক টাকা থাকত, আমি ঠিক চ'লে যেতাম।

কমল ॥ একলা গিয়ে থাকতে পারবে?

খোকা ॥ এখানেও তো আমি একা।

কমল ॥ কারুর জন্যে মন কেমন করবে না?

খোকা ॥ কি জানি! (একটু থেমে) জান কমল কাকা, আমার বন্ধু অবিনাশ, যার কথা তোমায় বলতাম না, সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে।

কমল ॥ পালিয়ে গেছে! কেন?

খোকা॥ ও তো জ্যাঠামশাইয়ের কাছে থাকত, উনি বড় রাগী লোক। ওকে ভারি কষ্ট দিতেন। সব সময় বকতেন। বেচারী রোজ খেতেও পেত না। অনেক দিন সহ্য ক'রে ছিল, শেষকালে পালিয়ে গেছে।

কমল॥ এখন কোথায় আছে?

খোকা॥ আসানসোলে একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ পেয়েছে। আমাদের একজন ক্লাস-ফ্রেণ্ডের দাদা ওখানকার ম্যানেজার কিনা, তিনিই ওকে কাজ দিয়েছেন।

কমল॥ বেচারী! এইটুকু বয়সে চাকরি করা—

খোকা॥ সে কিন্তু খুব খুশী। কালই আমি তার একটা চিঠি পেয়েছি, কি সুন্দর লিখছে শোন,— (চিঠি প'ড়ে) "এই মাত্র অফিসের কাজ শেষ ক'রে বাড়ি ফিরলাম। বাইরে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, বেয়ারাটাকে চা দিতে বলেছি, আজ আর বেড়াতে বেরব না। বই পড়ব। কেউ বিরক্ত করবার নেই। একলা, ভাবতেই যে কি আনন্দ হচ্ছে! কলকাতার জীবনটা আমার কাছে কেমন যেন দমবন্ধ করা মনে হত। প্রাণভরে নিশ্বাস নিতেই পারতাম না। তোরা ঠিক আমার অবস্থা বুঝতে পারবি না। এখানে মনে হচ্ছে নতুন দুনিয়া, কত আশা, কত আলো, কত আনন্দ! কলেজে ভর্তি হবার আগে পারিস তো একবার আসিস। দেখবি, আমার কত পরিবর্তন হয়েছে। আমি আর সেই অবিনাশ নেই। ইতি তোদের অবিনাশ।" কি সুন্দর চিঠি, না কমল কাকা?

কমল॥ হুঁ। ওর পক্ষে ভালই হয়েছে, যার আপনার বলতে কেউ নেই।

খোকা॥ কত আশা, কত আলো, কত আনন্দ!

কমল ॥ আমি ভেতরে যাই, বউদিকে একটা কথা ব'লে আসি।

[প্রস্থান]

[খোকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে গিয়ে বসল, একটু পরে খুকীর প্রবেশ।]

খুকী ॥ পাস করলে আমায় কি দিবি?

খোকা ॥ কি আবার দেব?

খুকী ॥ বাঃ আমায় বলছিলি না? একটা ছোট কুকুরের বাচ্চা, সন্তুদের বাড়ি থেকে—

খোকা ॥ তোর মা কুকুর পুষতে দেবে কেন?

খুকী ॥ কেন দেবে না? সকলের বাড়িতেই তো কুকুর থাকে, আমাদের বাড়িতেই বা থাকবে না কেন? মা বারণ করলেই বা শুনছে কে?

খোকা ॥ সন্তুকে জিজ্ঞেস করব তা হ'লে কুকুরের বাচ্চাগুলো কাউকে দিয়ে দিল কিনা কে জানে।

খুকী ॥ এখনও দুটো আছে, স্কুল থেকে ফেরার সময় রোজ দেখি।

খোকা ॥ হ্যাঁরে, দরজী এসেছিল কেন-রে?

খুকী ॥ বাঃ আমার জন্মদিন আসছে না, ফ্রকের কাপড় নিয়ে গেল যে। এবার কিন্তু আমি অনেক বন্ধুদের ডাকব, জানিস দাদা, সবাই কত জিনিস দেবে।

খোকা ॥ তুই বুঝি প্রেজেন্ট পাবার জন্যে জন্মদিন করিস?

খুকী ॥ আহা-হা, তাছাড়া আর কিসের জন্য লোকে জন্মদিন করে? প্রেজেন্টই যদি না পাবে, তা হ'লে এমনি নেমন্তন্ন করলেই হয়। তাকে আর জন্মদিন বলা কেন?

খোকা ॥ আমি কিন্তু ছোটবেলা থেকে কখনও জন্মদিন করিনি।

খুকী ॥ করলেও কিছু পেতে না।

খোকা ॥ কেন ?

খুশী ॥ তোমার তো সব ছেঁড়াশার্ট-পরা বন্ধু, তারা আবার কি প্রেজেণ্ট আনবে ?

খোকা ॥ (হেসে) আমার বন্ধুদের ছেঁড়া শার্ট হ'লে কি হবে, তোদের স্কুলের মেয়েদের মত গায়ে গন্ধ নেই।

খুকী ॥ (রেগে) আহা-হা, গায়ে গন্ধ ! আমার বন্ধুবা কেউ হেঁটে আসে না স্কুলে, সবাই-এর গাড়ি আছে।

খোকা ॥ দুঃখের বিষয়, তোরই যা নেই।

খুকী ॥ কি বোকার মত কথা বলিস তুই ? আমি তো বাসে যাই, তোর মত হেঁটে তো আর যাই না।

খোকা ॥ (ঠাট্টা ক'রে) স্বীকার করলাম তোর বন্ধুদের গাড়ি আছে, কিন্তু আমার বন্ধুদের কি আছে জানিস ?

খুকী ॥ কি ?

খোকা ॥ বাড়ি, মস্ত মস্ত বাড়ি।

খুকী ॥ (হেসে) সে তো ভাড়া বাড়ি; কিংবা মামার বাড়ি। কেন, তোমার সেই ক্লাস-ফ্রেণ্ড অবিনাশ না কি নাম, মস্ত বড় বাড়িতে থাকে, মামার বাড়ি না জ্যাঠার বাড়ি, আর গায়ে কি গন্ধ— মা গো ! তুই কি ক'রে যে ব'সে ওর সঙ্গে গল্প করিস –

খোকা ॥ (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে) আঃ, কারুর নাম ক'রে এ ভাবে কথা বলতে নেই খুকী।

খুকী ॥ কেন বলব না, একশো বার বলব।

খোকা ॥ স্কুলে বুঝি এই শিক্ষা দিচ্ছে ?

খুকী ॥ তুমিই বা আমাদের স্কুলের মেয়েদের নামে যা-তা বলবে কেন ?

খোকা ॥ আমি কারুর নাম ক'রে তো বলি নি।

খুকী ॥ সে একই কথা।

খোকা ॥ বেশ, আর বক্ বক্ করতে হবে না, ভেতরে যাও—

খুকী ॥ না, যাব না।

খোকা ॥ তবে চুপ ক'রে ব'সে থাক, কথা ব'লো না—

খুকী ॥ কেন চুপ করে বসে থাকব ? আমি মাকে ব'লে দেব তুমি আমায় এমন করে বকেছ।

[খুকী টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে চিঠি তুলে নেয়।]

খোকা ॥ বেশ বলিস্ না তোর মাকে, আমি ভয় করি নাকি ? (চিঠিটা দেখে) চিঠিটা রেখে দাও, ওটা আমার চিঠি।

খুকী ॥ ভারি তো পোস্ট কার্ডে লেখা—

খোকা ॥ খুকী, চিঠি প'ড়ো না বলছি।

খুকী ॥ হ্যাঁ, পড়ব। (ভয়ে ভয়ে চিঠিটা পড়ে) জীবনটা আমার কাছে কেমন যেন দমবন্ধ করা মনে হত।

খোকা ॥ ফের ?

খুকী ॥ "প্রাণভরে নিশ্বাস নিতেই পারতাম না।"

খোকা ॥ (এগিয়ে গিয়ে) দিয়ে দাও বলছি—

খুকী ॥ হেঁপো রুগী।

খোকা ॥ দিন দিন একটা বাঁদর হচ্ছ তুমি।

[খুকী চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে, সরমার প্রবেশ।]

সরমা ॥ কি হয়েছে, কাঁদছ কেন ?

খুকী ॥ দাদা আমায় বকছে।

সরমা॥ কেন ?

খুকী॥ আমি দাদার এই চিঠিটা দেখছিলাম, তাই মিছিমিছি বকছে।

সরমা॥ দাদার চিঠি দাদাকে দিয়ে দাও। বড়দের সঙ্গে সব সময় লাগতে যাও কেন ?

খুকী॥ দাদাই তো আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, খালি বকে আর তোমাদের কাছে আমার নামে মিথ্যে কথা বলে।

সরমা॥ (খুকীকে চড় মারে) তোমাকে একশো বার বারণ করেছি না, অমন ভাবে কথা বলবে না। যাও এখান থেকে।

[খুকীর কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান]

খোকা॥ ও কি, ওকে মারলে কেন ?

সরমা॥ দুষ্টমি করলে তাকে শাসন করতে হয়।

খোকা॥ শুধু চড় মারলেই বুঝি শাসন হয়। ছি-ছি নিজের মেয়েটাকে পর্যন্ত ভালবাসতে পার না! তুমি কি মা ?

[খোকার দ্রুত প্রস্থান]

[সরমা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, একটু পরে কমলের প্রবেশ]

কমল॥ বউদি !

সরমা॥ যাচ্ছ ! বিকেলে এসো

কমল॥ খোকাটা যেন কি রকম হয়ে গেছে।

সরমা॥ আমার সব অভিমান ভেঙ্গে দিয়েছে ঠাকুরপো, সাইকোলোজিতে এম. এ. পাস ক'রে ভেবেছিলাম, আমার সতীনের ছেলেকে নিশ্চয় সুখী করতে পারব। তার মায়ের অভাব আমি বুঝতে দেব না। অথচ কি হয়ে গেল !

কমল ॥ কিন্তু আগে তো এ রকম ছিল না।

সরমা ॥ আমার যখন বিয়ে হল খোকার বয়স তখন দু'বছর। জান তো তোমার দাদার আমি ছাত্রী ছিলাম। দেখতাম স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে মানুষটা কি ভীষণ একলা, ছেলের জন্যে ভেবে ভেবে অস্থির। আমি তখন বিয়ে করতে চাই।

কমল ॥ সে কথা আমি জানি।

সমরা ॥ তোমার দাদা আমাকে বারণ করেছিলেন। কিন্তু আমি শুনি নি। বলেছিলাম এত লেখাপড়া শিখেও যদি সংমার বদনাম কাটাতে না পারি তবে মিছেই লেখাপড়া করা। বিয়ে হ'ল, এ বাড়িতে এসে থেকেই খোকাকে কাছে টেনে নিলাম। প্রথম প্রথম ও একটু আড়ষ্ট হয়ে থাকত, কিন্তু ক্রমশঃ আমাকে ছাড়া ওর দিন কাটত না।

কমল ॥ সে তো আমরা দেখেছি, আপনি স্কুলে নিয়ে যেতেন, আবার বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে আসতেন, তাছাড়া পড়া দেখা —

সরমা ॥ উনি বলতেন, তুমি আমায় নিশ্চিন্ত করেছ সরমা, কিন্তু আস্তে আস্তে সব যেন বদলে গেল। খোকা যত বড় হতে লাগল, ওর আত্মীয় স্বজনে ওকে বোঝাল, আমি ওর সংমা—

কমল ॥ আপনি কি ক'রে বুঝলেন ?

সরমা ॥ ও এসে এসে আমাকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্ন করত। বুঝলাম কেউ ওকে এসব শিখিয়েছে। ও নিজে থেকে এ ধরনের প্রশ্ন করতেই পারে না। তখন তোমার দাদাকে অনেক বার বলেছি, উনি গা দিতেন না। তারই ফলভোগ করছি এখন।

কমল ॥ কারা ওকে বোঝাত ?

সরমা ॥ অনেকেই, ওঁর পিসী তো এমন করতে শুরু করল যে

এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। আমি দিতে চাইনি, তোমার দাদাই জোর ক'রে পাঠিয়ে দিলেন। সেই থেকে ছেলেটা একেবারে ক্ষেপে গেছে।

কমল ॥ আশ্চর্য !

সরমা ॥ পাছে খুকীর সঙ্গে কোন রকম তফাত ও অনুভব করে তাই মা হয়েও মেয়েটাকে দূরে দূরে রাখলাম। সব সময় পাঠিয়ে দিতাম খোকার কাছে, যাতে ওদের ভাইবোনের মধ্যে ভালবাসাটা গ'ড়ে ওঠে। উঠেও ছিল ঠিক, কিন্তু কি যে হয়ে গেল !

কমল ॥ ও কিন্তু আপনাকে ভালবাসে বউদি। আমি তো দেখেছি, আপনার অসুখ হ'লে ও কতখানি উদ্‌বিগ্ন হয়। মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়ায়, খেতে পর্যন্ত চায় না।

সরমা ॥ কি জানি ঠাকুরপো, ঠিক বুঝতে পারিনা।

কমল ॥ আমি দেখেছি, কিছু করতে হ'লে সব সময় ও ভাবে আপনি তা পছন্দ করবেন কিনা।

[নেপথ্যে খোকার চীৎকার]

[**খোকা** ॥ সকালবেলা আমি ডিমভাজা খাই. হতভাগা বাঁদর !

চাকর ॥ মা বললেন ডিম পোচ ক'রে দিতে।

খোকা ॥ তো মাকেই দাওগে যাও, মোহন-ভোগ হয়নি কেন ? রাত্রের ক্ষীর ছিল না ? সারাক্ষণ বকর বকর করলে কি আর বাড়ির কাজ হয়। দুদিন বাদে তো হোস্টেলে যাবই। এখন থেকে না হয় হোটেলেই খাব]

[কথা শুনে সরমা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, কমল দ্রুত দরজার কাছে এগিয়ে যায়।]

কমল ॥ আঃ, খোকা চুপ কর।

[কমল ভেতরে চ'লে যায়। একটু পরে অন্য দরজা দিয়ে সরমারও প্রস্থান। আলো নিবে আসে, ক্রমে বিকেল দেখানো হয়। প্রশান্তবাবু অফিস থেকে ফিরে কোট খুলতে খুলতে সরমার সঙ্গে কথা বলছেন।]

প্রশান্ত ॥ সব ঠিক ক'রে এলাম সরমা।

সরমা ॥ কিসের ?

প্রশান্ত ॥ খোকা ক'দিন বেলাদের সঙ্গে বেড়িয়ে আসুক। ওরা পুরীতে যাচ্ছে। খুব সুন্দর বাড়ি পেয়েছে। আমার মনে হয় দিন কয়েক ঘুরে এলে মন-টন সব ভাল হয়ে যাবে।

সরমা ॥ সে তো খুব ভাল কথা। বেলারা কবে যাচ্ছে ?

প্রশান্ত ॥ সামনের সপ্তাহে। বেলা শুনে খুব খুশী, জানই তো ও খোকাকে কি রকম ভালবাসে। ও অবশ্য বলছিল আমাদের সবাইকে যেতে—

সরমা ॥ খোকা একলাই ঘুরে আসুক, সেইটাই ভাল হবে। দাদা যাচ্ছে শুনলে খুকীর অবশ্য একটু মন খারাপ হবে।

প্রশান্ত ॥ ও কি আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে ?

সরমা ॥ দু'জনে চ'লে গেলে আমিই বা একলা থাকব কি ক'রে ?

প্রশান্ত ॥ খোকাকে বরং ডেকেই বলি। দেখি ও কি বলে। (জোরে) খোকা, খোকা। আজকালকার ছেলে তো, আমরা যেটা বলব সেইটাই পছন্দ নয়।

সরমা ॥ তোমার কথা ঠিকই শুনবে, আমি কিছু না বললেই হ'ল।

[খোকার প্রবেশ]

খোকা ॥ বাবা, আমায় ডাকছিলে ?

প্রশান্ত ॥ বেলারা পুরীতে যাচ্ছে বেড়াতে। তুমি ইচ্ছে করলে ওদের সঙ্গে ঘুরে আসতে পার।

খোকা ॥ পুরীর সমুদ্রে—

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ।

খোকা ॥ বেলাদি, জামাইবাবু, লাল্টু—ওরা সবাই যাচ্ছে?

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ, লাল্টু বলছিল—খোকাদা গেলে খুব মজা হয়, সবাই মিলে হৈ হৈ করা যাবে।

খোকা ॥ আমি যাব।

প্রশান্ত ॥ ওরা বোধ হয় সোমবার রওনা হবে।

[খুকীর প্রবেশ]

খোকা ॥ কাল তা হ'লে আমি বেলাদিদের সঙ্গে দেখা করব।

খুকী ॥ কোথায় যাবি রে দাদা?

খোকা ॥ পুরী

খুকী ॥ সেকি, সমুদ্রে চান করতে! আমিও যাব।

সরমা ॥ তুমি একলা কি ক'রে যাবে?

খুকী ॥ একলা কেন, দাদা যাচ্ছে তো, বেলাদিরাও থাকবে।

সরমা ॥ দাদা এখন ঘুরে আসুক, তুমি পরে যাবে।

খুকী ॥ না মা, আমি যাব। একলা আমি এখানে থাকব না।

খোকা ॥ ও চলুক না আমার সঙ্গে। লাল্টুর মামাতো বোনেরাও হয়ত যাবে।

খুকী ॥ হ্যাঁ দাদাভাই, রাকা, রাধা, গেলে খুব ভাল হয়। রাকাটা তো খালি চাল মারে, আজকাল নাকি খুব সাঁতার কাটতে শিখেছে, সমুদ্রে নামলেই ধরা পড়ে যাবে, কি বড় বড় ঢেউ!

প্রশান্ত ॥ খুকী, তুমি একা যেতে পারবে না, মা সঙ্গে না থাকলে মন কেমন করবে।

খুকী ॥ না না, বাপি, আমি ঠিক যেতে পারব। মামার বাড়িতে আমি আর দাদা থাকি না?

প্রশান্ত ॥ সেখানে তোমার দিদিমা থাকেন, সে অন্য কথা। সমুদ্র কি যে-সে জায়গা! কি তার গর্জন! আমি যখন ছোটবেলা গিয়েছিলাম মনে আছে রাত্রিবেলা ভয় করত।

খুকী ॥ তা হ'লে আমি দাদাকেও যেতে দেব না। ও বেশ ঘুরে আসবে, আর আমি প'ড়ে থাকব!

সরমা ॥ দাদা তোমার চেয়ে কত বড়, যাও এখন দুষ্টুমি ক'রো না বাপি এই অফিস থেকে ফিরছে, মুখ হাত পা ধুতে তো দাও।

খুকী ॥ না না, আমি তোমার কথা শুনব না। আমার আর তা হ'লে পুরীতে যাওয়াই হবে না। তোমরা তো আগেই ঘুরে এসেছে, এখন দাদা যাবে—

সরমা ॥ তোমার সঙ্গে আর বকর বকর করতে পাচ্ছি না বাবা, আমি চা নিয়ে আসি।

খুকী ॥ বকর বকর কর আর নাই কর আমি বলে রাখছি, কারুর কথা শুনব না। পুরীতে আমি যাবই, যাবই, যাবই—

[সরমার পিছু পিছু খুকীর প্রস্থান]

খোকা ॥ খুকী বরং আমার সঙ্গে চলুক।

প্রশান্ত ॥ কেন?

খোকা ॥ আমি না থাকলে ও সত্যিই একা পড়ে যাবে।

প্রশান্ত ॥ আমরা তো আছি।

খোকা ॥ (অন্যমনস্ক স্বরে) মা ওকে ঠিক বুঝতে পরে না, খুকী আব্‌দেরে হ'লেও ওর মনটা ভাল।

প্রশান্ত ॥ সে আমি ভাবব এখন। তুমি কিন্তু খুব সাবধানে যাবে। বেলাদি যে রকম বলবে, ঠিক সেরকম করবে। সমুদ্রে সকলের সঙ্গে চান করতে যাবে, একলা কখনও নয়। খাওয়া-দাওয়ার উপর খুব নজর রাখবে। পুরীতে সব সী-ফিশ্‌, নোনা মাছ, খেলে পেট খারাপ করে।

খোকা ॥ আমাকে বলতে হবে না।

প্রশান্ত ॥ দু'তিন দিন অন্তর একটা ক'রে চিঠি দেবে, সাধারণ পোস্টকার্ডে দু'লাইন চিঠি।

খোকা ॥ বেশীদিন কি আর থাকা যাবে, রেজাল্ট বেরুচ্ছে।

প্রশান্ত ॥ সে আমি আছি, তোমায় ভাবতে হবে না। দরকার পড়লে ডেকে পাঠাব।

[ভেতর থেকে কমলের ডাক শোনা যায়—বউদি, কই মিষ্টি খাওয়াও, ছেলে পাশ করেছে।]

প্রশান্ত ॥ ঐ যে কমল এসেছে। কমল, এ ঘরে এস, এই যে এ ঘরে।

[কমলের সঙ্গে সরমার হাসিমুখে প্রবেশ]

কমল ॥ খোকা ভাল ভাবে পাস করেছে দাদা, তাই তো বউদিকে বলছিলাম মিষ্টি খাওয়াতে।

সরমা ॥ শুধু মিষ্টি নয় ঠাকুরপো, আজ তুমি এখানেই খেয়ে যাবে। আমি তো জানিই খোকা পাশ করবে, তাই আগে থেকে তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি।

প্রশান্ত ॥ সরমা, তুমি সবাইকে খবর পাঠিয়ে দিও। কাল বরং

একবার সুনীলদের বাড়ি যেও। ওখান থেকে ফোনে অনেককে জানিয়ে দিতে পারবে। বিশেষ ক'রে অনুকূলদের ব'লো ওরা সত্যিই খুশী হবে।

খোকা॥ আমিও একবার অনুকূল মামার কাছে যাব।

প্রশান্ত॥ খোকা, তোমার কমল কাকাকে প্রণাম করলে না, উনি এই শুভসংবাদ নিয়ে এলেন!

[খোকা কমলকে প্রণাম করতে গেলে সে থামিয়ে দেয়]

কমল॥ বোকা ছেলে, আগে বাবা-মাকে প্রণাম কর, তারপর তো কাকা।

[খোকা প্রশান্তবাবুকে প্রণাম করে, উনি কি আশীর্বাদ করেন শোনা যায় না। তারপর কমলকে প্রণাম করে।]

কমল॥ জীবনের সব পরীক্ষায় এমনি হাসিমুখে পাস কর। আমরাও তা হ'লে খুব আনন্দ ক'রে লুচি পোলাও খাব।

[খোকা সরমার দিকে যাবার আগেই খুকী ঢুকে চেঁচামেচি করে।]

খুকী॥ দাদা, কই, আমার কুকুর দে।

প্রশান্ত ও কমল॥ (বিস্ময়ে) কুকুর!

খুকী॥ হ্যাঁ, দাদা বলেছিল পাস করলে একটা কুকুর প্রেজেন্ট করবে। সন্তুদের কুকুরটার অনেকগুলো ছানা হয়েছে যে।

খোকা॥ কালকে একটা এনে দেব।

খুকী॥ সেই সঙ্গে একটা ভাল বকলস্ আনবে, আর চামড়ার চেন। আমি পাপিটাকে নিয়ে রোজ বেড়াতে যাব।

কমল॥ স্কুলে নিয়ে যেতে পারিস।

খুকী ॥ হ্যাঁ, তোমার যেরকম বুদ্ধি, স্কুলে নিয়ে গেলে হয়েছে আর কি ! মিসেস্ হালদারকে তো আর চেন না।

কমল ॥ কেন চিনব না, আমাদের হালদার-গিন্নী তো ?

খুকী ॥ ফের তুমি টিচারদের নিয়ে ঠাট্টা করছ ? বেশ, আমি তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না।

কমল ॥ আহা, আমি ঠাট্টা করব কেন ! সত্যি কথাই তো বলছি।

খুকী ॥ ঠিক আছে, আমার কাছে ডিটেক্‌টিভ বই আর চেও না। দাদা, সেই বইটা ?

খোকা ॥ কোনটা রে ?

খুকী ॥ সেই যে কালো মলাটের উপর বাদুড়ে ছবি। কমলকাকাকে ওটা দেবই না।

কমল ॥ আমি চাইবই না।

[খুকী ও কমল পরস্পরকে জিভ ভ্যাঙায়]

সরমা ॥ বাবা, বাবা ! ঠাকুরপো তুমি এত পারও বটে ! যাই মিষ্টিগুলো সাজাই।

খুকী ॥ মা দাদা পাস করেছে, আজ আইস্‌ক্রীম আসবে না ?

সরমা ॥ বাবাকে জিজ্ঞেস্ কর। [প্রস্থান]

খুকী ॥ বাবা আইস্‌ক্রীম, দাদা খেতে খুব ভালবাসে।

প্রশান্ত ॥ আর তুমি বুঝি ভালবাসনা না ?

খুকী ॥ আমিও বাসি। বল না আইস্‌ক্রীম আনাবে না ?

প্রশান্ত ॥ মাকে বল আনিয়ে নিতে।

খুকী ॥ ম্যাগ্নোলিয়া তো। মা, মা, বাবা বলেছে আইস্‌ক্রীম—

[প্রস্থান]

প্রশান্ত॥ খোকাটা যেমনি ধীরস্থির, এ মেয়েটা তেমনি হুড়ে। আজ আইস্‌ক্রীম না আনালে কি আর রক্ষে থাকত!

কমল॥ বাচ্চারা ঐ রকমই হয়।

প্রশান্ত॥ তোমাকে ঠিক সমান বয়সী মনে ক'রে এমন আড্ডা মারে।

কমল॥ আমারও যে তাই। যে বাড়িতে কাচ্চা-বাচ্চা নেই, আমি পারত পক্ষে সেখানে যাই না।

প্রশান্ত॥ আমার ঠিক উল্টো, সহজে বাচ্চারা কেউ কাছেই ঘেঁষে না।

[খুকী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে]

খুকী॥ টাকা কোথায় রেখেছ বাবা? পকেটে তো নেই।

প্রশান্ত॥ তা হলে বোধ হয় সব দেরাজেই তুলে রেখেছি।

খুকী॥ চাবি!

প্রশান্ত॥ আমি খুলে দিচ্ছি। [প্রশান্ত ও খুকীর প্রস্থান]

খোকা॥ কমলকাকা, আমি পুরী যাচ্ছি।

কমল॥ কার সঙ্গে?

খোকা॥ বেলাদিরা যাচ্ছে, বাবা সব ঠিক ক'রে দিয়েছেন।

কমল॥ খুব ভাল জায়গা, আমি বার তিনেক গেছি।

খোকা॥ এই প্রথম সমুদ্র দেখব।

কমল॥ সে তো দেখবেই, তা ছাড়া পুরীর স্থান-মাহাত্ম্য কতখানি! জান তো, চৈতন্যদেব তাঁর শেষ জীবনটা এখানেই কাটিয়েছেন। রাখাল মহারাজ, স্বামী ব্রহ্মানন্দর কথা শুনেছি, মাসির বাড়িতে গেলেই তার ভাবসমাধি হ'ত; তিনি যেন চৈতন্যদেবের দেবস্পর্শ অনুভব করতেন।

খোকা ॥ তুমিও চল না কমলকাকা।

কমল ॥ আমার ছুটি কোথায়? তুমি বরং ওখান থেকে চিঠি লিখো, যদি পারি কোন শনি-রবিবার ঘুরে আসব।

খোকা ॥ তোমার কাছ থেকে ঠাকুরের কথা শুনতে বড় ভাল লাগে।

কমল ॥ বেশ তো, পুরী যাবার সময় ঠাকুরের কথামৃতম দেব, প'ড়ো।

[প্রশান্ত ভেতর থেকে ডাকে —কমল, এস, চা দেওয়া হয়েছে।]

কমল ॥ (সাড়া দিয়ে) যাই।

[উঠে দরজার কাছে গিয়ে]

কমল ॥ খোকা, তুমি তো মাকে প্রণাম করলে না?

খোকা ॥ করব।

কমল ॥ একটা কথা সব সময় স্মরণ রেখো, কারুর মনে অযথা কষ্ট দিতে নেই। [কমলের প্রস্থান]

[খোকা চিন্তান্বিত মুখে টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। অল্পক্ষণ চুপ ক'রে বসে। পরে নিজের মায়ের ছবি নিয়ে এসে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। টেবিলের উপর রেখে চার দিক তাকিয়ে প্রণাম করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সরমার প্রবেশ]

সরমা ॥ খোকা আয়, চা মিষ্টি সব টেবিলে দিয়েছি।

খোকা ॥ (তাড়াতাড়ি ছবিটা লুকিয়ে) আমি একটু পরে যাচ্ছি।

সরমা ॥ সবাই তোর জন্যে বসে আছে যে। এ ঘরে একা একা কি করছিস?

খোকা ॥ মার কথা মনে পড়েছে।

সরমা ॥ ও !

খোকা ॥ তুমি তো মাকে দেখ নি, না ?

সরমা ॥ না।

খোকা ॥ আমারও মার কথা কিছুই মনে পড়ে না।

সরমা ॥ কি ক'রে পড়বে, তোমার তখন দু'বছর বয়স।

খোকা ॥ পিসীমা বলেন, মা খুব ফরসা ছিলেন, সাদা ফুলের মতন।

সরমা ॥ আমিও তাই শুনেছি। সকলেই তাঁর খুব প্রশংসা করে।

খোকা ॥ আজ মা থাকলে কি করতেন ?

সরমা ॥ আনন্দ করতেন, কত খুশী হতেন। ছেলে ভাল ক'রে পাস করলে মায়ের যে তাতে কত আনন্দ সে কি আর কথায় বোঝানো যায় ?

খোকা ॥ (হঠাৎ) তোমার আনন্দ হয়েছে।

সরমা ॥ (বিস্ময়ে) কি ?

খোকা ॥ (বিদ্রূপ ক'রে) তোমার চোখে খালি জল !

সরমা ॥ (চোখ মুছে) না, না, জল আবার কোথায়।

খোকা ॥ আমি জানি তুমি খুশী হও নি।

সরমা ॥ কি বলছিস তুই।

খোকা ॥ তুমি খুশী হবে, যেদিন তোমার মেয়ে পাশ করবে। তখন আর চোখে জল আসবে না। শুধু হাসবে। সেই তো মায়ের আনন্দ।

সরমা ॥ ফের সেই কথা ?

খোকা ॥ আমি জানি যে, এ কথা সত্যি। তুমি চেয়েছিলে আমি ফেল করি। একটা মুখ্য বাঁদর তৈরী হই।

সরমা ॥ (রেগে) একটা বাঁদরই তৈরী হয়েছ তুমি। (খোকার

দু'গালে সজোরে চড় মেরে) ভদ্রভাবে যতদিন না কথা বলতে শিখবে, কথা ব'লো না, যাও।

[ভয়ে, বিস্ময়ে, চোখের জল সামলাতে সামলাতে খোকার প্রস্থান। দুঃখে অভিমানে সরমা ভেঙ্গে পড়ে। চেয়ারে ব'সে টেবিলের উপর মাথা নামিয়ে দেয়। একটু পরে প্রশান্ত ঘরে ঢোকে। ভাল করে সরমাকে দেখে নিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে।]

প্রশান্ত ॥ ছেলে বড় হচ্ছে তো, তার গায়ে হাত দেওয়াটা উচিৎ নয়। (একটু থেমে) বিশেষ ক'রে আজকের দিনে, প্রথম পাশের খবর।

সরমা ॥ তুমি চুপ করবে ?

প্রশান্ত ॥ ছেলেটা ও ঘরে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। কোন বাবার সে দৃশ্য দেখতে ভাল লাগে বল ? তাই দেখে খুকীটাও কাঁদছে।

সরমা ॥ কাঁদুক।

প্রশান্ত ॥ হুঁ বেচারা কমল, তোমাদের রাগারাগির মধ্যে প'ড়ে তার অস্বস্তির শেষ নেই। একটা ভাল খবর নিয়ে এল। কোথায় সবাই মিলে আনন্দ করবে তা নয়—

সরমা ॥ হৈ-হৈ আনন্দ কর না, কে বারণ করেছে ?

প্রশান্ত ॥ তুমি তার বাইরেই থাকবে ?

সরমা ॥ তা ছাড়া উপায় কি ? তোমার ছেলে আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। আমি তো তার মা নই, ঝি-চাকর কি মনে করে ভগবান জানেন।

প্রশান্ত ॥ কিন্তু কেন এরকম হ'ল ?

সরমা ॥ কেন আবার, তোমার জন্যে। শুধু আদর দিয়ে তো ছেলে মানুষ হয় না, তাকে শিক্ষা দিতে হয়। কতদিন তোমাকে বলেছি। এখন তো একটা বাঁদর তৈরী হয়েছে! তার কথা-বার্তা শুনলে কে বলবে যে একটা ভদ্রলোকের ছেলে। উঃ জীবনে কারুর কাছে যা শুনতে হয়নি, তোমার ছেলে আমায় তাই বলে। কারণ তার মায়ের বাড়া হয়ে আমি তাকে মানুষ করেছি।

প্রশান্ত ॥ তুমি ভুল করছ সরমা—

সরমা ॥ ভুল মোটেই নয়। তোমার ছেলের জন্যে আমি কি না করেছি। মাতৃত্বের সবটুকু রস আমি নিংড়ে তারই মাথায় দিয়েছি। খুকীটাকে তো কিছুই দিইনি। যাতে খোকা সুখী হয়, যাতে সে বড় হয়, যাতে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করার জন্যে তোমাকে কেউ খোঁটা দিতে না পারে। কিন্তু আজ বুঝেছি সেসব মিথ্যে হয়ে গেছে, আবার জিজ্ঞেস করছ—কার জন্যে? তোমার জন্যে, তোমার আত্মীয়-স্বজনের জন্যে যারা আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। সারাক্ষণ ওর কানে বিষ ঢেলেছে।

প্রশান্ত ॥ তাহলে এখন কি করা যায়, আমি বরং—

সরমা ॥ একটা ট্যাক্সি ডাকতে বল।

প্রশান্ত ॥ কেন ?

সরমা ॥ আমি মার কাছে যাব।

প্রশান্ত ॥ আজই ?

সরমা ॥ এখুনি।

প্রশান্ত ॥ (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) হুঁ।

সরমা ॥ খুকী যদি যেতে চায় তো চলুক। খোকা পুরী চ'লে গেলে তারপর আমি আসব। [সরমার প্রস্থান]

[একটু পরে কমলের প্রবেশ]

কমল ॥ কি হ'ল দাদা ?

প্রশান্ত ॥ আর ব'ল না ভাই ; আমি তো আর পারছি না। সরমার যেন কি হয়েছে। ভাল করে কোন কথাই শোনে না, সব তাতে বিরক্ত।

কমল ॥ শুধু বউদির দোষ দিলে চলে না, খোকাটাও আজকাল বড় যা-তা বলে।

প্রশান্ত ॥ হুঁ। এ রকম হবে আমি কখনও ভাবিনি। খোকার মাকে তুমি দেখনি কমল ! সে ছিল খুব সুন্দরী। কিন্তু আশ্চর্য রকমের স্বার্থপর। এখন ভেবে দেখলে মনে হয় বিয়ের পর যে ক'টা বছর আমরা ঘর করেছি আমি এতটুকু সুখী হইনি। আমার আত্মীয়-স্বজন কাউকে সে সহ্য করতে পারত না। বিশেষ ক'রে আমার মাকে, বলতে গেলে সেই দুঃখেই তো মা মারা গেলেন।

কমল ॥ একথা তুমি একদিন আমায় বলেছিলে।

প্রশান্ত ॥ সরমার সঙ্গে আলাপ হ'বার পর দেখলাম তার মন কত উদার। কত পরিস্কার ! তাকে বিয়ে ক'রে ভেবেছিলাম খোকাকে সত্যিই মানুষ করতে পারব ভাল ক'রে। সরমা তার মায়ের অভাব পুরিয়ে দেবে, কিন্তু একি হ'ল ?

কমল ॥ আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। বউদিকে একটু বুঝিয়ে বললে—

প্রশান্ত ॥ তোমার বউদি তো এক্ষুণি বাপের বাড়ী যেতে চাইছে।

কমল ॥ ওঃ, তা বরং ঘুরে আসাই ভাল। খোকারও তো পুরী যাবার কথা শুনলাম।

প্রশান্ত ॥ হুঁ, তুমি ভাই একটা ট্যাক্সি ডেকে এনে সরমাকে পৌঁছে দিয়ে এস।

কমল ॥ তাই যাই। দেখ, আর চেঁচামেচি ক'র না।

[কমলের প্রস্থান]

[বাক্স নিয়ে খুকীর প্রবেশ। টেবিলের উপর রেখে গোছায়]

প্রশান্ত ॥ তুমি কি মার সঙ্গে যাচ্ছ?

খুকী ॥ হ্যাঁ।

প্রশান্ত ॥ মা কোথায়?

খুকী ॥ ঘরে কি কচ্ছেন।

প্রশান্ত ॥ হুঁ। (থেমে) দাদা?

খুকী ॥ দেখিনি।

প্রশান্ত ॥ অ। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রস্থান)

[খোকার প্রবেশ। খুকীর বাক্স গোছান লক্ষ্য করে]

খোকা ॥ কি কচ্ছিস?

খুকী ॥ দেখতেই তো পাচ্ছ।

খোকা ॥ বাক্স গোছাচ্ছিস কেন?

খুকী ॥ মামার বাড়ি যাচ্ছি।

খোকা ॥ একা?

খুকী ॥ মা আর আমি।

খোকা ॥ ওঃ। (টেবিলের দিকে সরে যায়)

খুকী ॥ তুমি তো মার সঙ্গে ঝগড়া করেছ।

খোকা ॥ থাক, থাক—তোকে আর পাকামি করতে হবে না।

খুকী ॥ তুমি আজকাল ভারি ঝগড়াটে হয়েছ।

খোকা ॥ চুপ কর্ বলছি।

খুকী ॥ আমাকেও বকছ। দাঁড়াও বাবাকে গিয়ে বলে দিচ্ছি।

[খুকীর প্রস্থানের পর খোকা চুপ করে কি ভাবে। হঠাৎ বাক্সটা টেনে নিয়ে গোছাতে শুরু করে। নিজের বাক্স থেকে জামা-কাপড় নিয়ে ভরে। ভেতর থেকে সরমার গলা শোনা যায়। বাক্সটা কোথায় রেখেছিস খুকী—]

খুকী ॥ দাদার ঘরে।

[একটু পরে বাক্স খুঁজতে সরমার প্রবেশ]

সরমা ॥ (জোরে যেন খুকীকে বলছে) কই বাক্স নেই তো এখানে।

খোকা ॥ আমার কাছে।

সরমা ॥ দাও এখানে গুছিয়ে ফেলি, দাও।

[খোকা মাথা নীচু ক'রে বাক্স এগিয়ে দেয়। সরমা তার মধ্যে থেকে খোকার শার্ট বার করে]

সরমা ॥ এগুলো এর ভেতর পুরেছ কেন? যত রাজের বাজে জিনিস! কোন্‌টা নেবে না-নেবে ঠিক নেই।

খোকা ॥ ওগুলো আমার জামা-কাপড়।

সরমা ॥ কেন?

খোকা ॥ আমিও যাব।

সরমা ॥ কোথায়?

খোকা ॥ তোমার সঙ্গে।

সরমা ॥ আমার সঙ্গে যাবি, আমার সঙ্গে?

খোকা ॥ আমি তো কষ্ট দিতে চাই না। তবু যে কি রকম হয়।

আমার মাথার ঠিক থাকে না, কথার ঠিক থাকে না, কি যে পাগলের মত বলি, তুমি হয়তো ভাবছ—

সরমা॥ আমি কিছু ভাবিনি খোকা, দোষ তোর নয়রে দোষ আমার। আমি তো তোর মায়ের অভাব পুরিয়ে দিতে পারিনি, সত্যিকারের মা হতে পারিনি -

খোকা॥ মা, মাগো।

[খোকা কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে সরমাকে। ইতি-মধ্যে প্রশান্তবাবু খুকীকে নিয়ে পিছনের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেন মা ও ছেলেকে।]

সরমা॥ (নীচু হয়ে খোকাকে টেনে নিয়ে) খোকা।

খোকা॥ আমি হোস্টেলে যাব না মা—

সরমা॥ তোকে যেতে দিচ্ছে কে। এর পর আমার কথা না শুনলে, ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারব, মনে থাকে যেন।

[নেপথ্যে গাড়ির হর্ন বাজে। কমল বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বলে, দাদা ট্যাক্সি এসে গেছে]

প্রশান্তবাবু॥ (তৃপ্তির হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে) ট্যাক্সির আর দরকার নেই কমল, তুমি উপরে চলে এস।

[কথা শুনে সরমা ও খোকা ফিরে তাকায়। তাদেরও চোখে জল, মুখে লজ্জার চাপা হাসি।

এক পশলা বৃষ্টির পর তাদের আকাশ পরিস্কার হয়ে গেছে।]

—যবনিকা—

সুনীল দত্ত

সংবিধান বিভ্রাট

(পথনাটিকা)

রচনা কাল : ১৯৫৯

চরিত্র লিপি

সম্রাট শঙ্খ চাক্যু থালুয়া বিষ্ণু
পাদ্রি গোবর দুজন-সাংবাদিক
গটমট ছায়া মন্দিরা
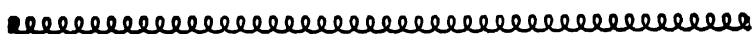
[পর্দা উঠতে দেখা গেল একটা মোটা বই হাতে প্রবেশ করে সম্রাট]

সম্রাট ॥ (বইটাকে) তুমি আমায় কেন এই বিভ্রাটে ফেলছ বন্ধু! তুমিই একদিন আমার জীবনে এনেছিলে উদ্ভাসিত আলো। তুমিই আবার এখন এনেছ ঘোর অন্ধকার। তোমার প্রতিটি ধারা আজ হয়ে উঠেছে বিষময়। এখনও বাইরে সূর্য উঠছে। যেদিন তুমি এসেছিলে, সেদিন যেমন উঠেছিল। সেই রকম উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। আকাশ তেমনি নীল। ঐ যমুনা তেমনি ক্রীড়াময়ী কলস্বরা; যমুনার পরপারে বৃক্ষরাজি তেমনি ঘনশ্যাম পুষ্পোজ্জ্বল; যেমন আমি আশৈশব দেখে এসেছি। সবই সেই। শুধু বদলেছে তোমার প্রতিটি ধারার অর্থ। বদলেছে আমার দেশের মানুষ। আর বদলেছি আমি। ও কি শব্দ! ঐ! আবার; (উত্তেজিত হয়ে) আবার ঐ শব্দ! (চিৎকার করে) মন্দিরা, মন্দিরা। (প্রবেশ করে মন্দিরা) শুনছিস মন্দিরা ও কিসের শব্দ!

মন্দিরা॥ পিতা।

সম্রাট॥ তবে কি কেরালা থেকে আমার কংস পালেরা ঐ লাল গুণ্ডাদের সরিয়ে দিয়ে বিজয় ডঙ্কা বাজিয়ে ছুটে আসছে ? বল্ মা সত্যি কি তাই ?

মন্দিরা॥ না পিতা। আমাদের কংস পালেদের কেরালার মাটি থেকে চিরতরে উৎখাত করে দিচ্ছে, ও তারই পূর্বাভাষ।

সম্রাট॥ ঐ যে শব্দটা, তাহলে!

মন্দিরা॥ আমাদের কংস নেতাদের ত্রাহি ত্রাহি আর্তনাদ পিতা।... পিতাজি তুমি কার সঙ্গে এতোক্ষণ কথা কইছিলে ?

সম্রাট॥ এই পুঁথিটা। এই পুঁথিটাকেই ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে আমি নিজের হাতে রচনা করেছিলাম মা। আজ এই হাতে গড়া পুঁথিই আমার বুকে এনে দিয়েছে শেল!

মন্দিরা॥ পিতা। এখনো সময় আছে।

সম্রাট॥ কিসের মা ?

মন্দিরা॥ আপনার মত পাল্টাবার। এখনো আপনার যেটুকু সুনাম আছে, পুর্ণোদ্যমে কাজে লাগান। দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করুন, কেরালায় গণঅভ্যুত্থান হচ্ছে। যেমন আপনি ঘোষণা করেছিলেন হাঙ্গেরীতে গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। যেমন করে তিব্বতের গণঅভ্যুত্থানকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ঠিক তেমনি করে আর একবার কেরালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন পিতা।

সম্রাট॥ কেমন করে আমি তা করব মা! এখনো যে দেশে দেশে আমায় শান্তির দূত বলে জানে। আমি কেমন করে করব মা, আমিই একমাত্র গণতন্ত্রের ধ্বজাধারি।

[প্রবেশ করে শঙ্কু, চাক্যু, থালুয়া, বিষ্ণু, পাত্রি]

সকলে ॥ রক্ষা করুন সম্রাট রক্ষা করুন। [সকলে পায়ের কাছে পড়ে যায়]

সম্রাট ॥ কি হয়েছে বন্ধুগণ ?

চাক্যু। আর বোধহয় রাখা গেল না সম্রাট।

সম্রাট ॥ কেন কি হয়েছে কংস নেতাগণ।

পাদ্রি ॥ আমি একজন পাদ্রি। আমরাই ভারতের মাটিতে প্রথম খৃষ্টধর্ম আমদানি করি। আমরা স্কুলের ব্যবসার ওপর এতোদিন বেঁচে ছিলাম। মাষ্টারদের কম মাইনে দিয়ে নিজেরা ভদ্রভাবে সেজে থাকতুম। আজ সেই স্কুলে আর আমরা কর্তৃত্ব করতে পারব না। আপনার রাজ্যে এ কেমন করে সহ্য করা যায় সম্রাট ?

বিষ্ণু ॥ আমি একটা ধর্মীয় দলের সভাপতি। রাজনীতি আমার ধাতে আসে না। কিন্তু আপনার রাজ্যে আমাকে বাধ্য হয়ে রাজনীতি করতে হচ্ছে। কেন জানেন ? আমরা বেঁচে ছিলাম জমিদারী প্রথার ওপর। সেই জমিদারী প্রথা ওরা উচ্ছেদ, করবে, জমির ওপর আমাদের মালিকানা থাকবে না। আমরা কেমন করে বাঁচব বলুন ?

সম্রাট ॥ ও-যে আমারই প্রস্তাব বন্ধু। নাগপুরে ঐ প্রস্তাব আমিই এনেছি। জমির ওপর যদি কৃষকের মালিকানা না থাকে কৃষির উন্নতি হতে পারে না।

চাক্যু ॥ বিল আনাতে তো তেমন আপত্তি নেই। আমাদের বাংলা দেশেও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ আইন পাশ হয়েছে। কৈ সেখানে তো জমিদাররা ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ছে না। বরং আরো সুখেই আছে।

শঙ্খ ॥ দস্তুর মত সেখানে আইনের ফাঁক রেখেছে। অর্থাৎ জমিদার রাতা-রাতি সব বেনামদার করে দেবার সুযোগ পেয়েছে।

বিষ্ণু ॥ এখানে সে উপায়টি পর্যন্ত ওরা রাখেনি, এমন ছোটলোক। ওরা আমাদের একেবারে পথে বসিয়ে ছাড়ছে। আপনি আমাদের বাঁচান সম্রাট।

শঙ্খ ॥ একে তো চেনেন, সব দল ঘুরে এসেছে, পুরোন ঘাঘি। এখন পিআর্স সোপ পার্টির নেতা।

সম্রাট ॥ আপনি তো ওখানে ৫৯ দিন রাজত্ব করছেন না?

থালুয়া ॥ আঁগ্যো হ্যাঁ, এখন কিন্তু আমরা সবাই এক হয়েছি। আমরা আন্দোলন করব, আমরা ঐ লাল সরকারকে উচ্ছেদ করব।

শঙ্খ ॥ সম্রাট। এই অবসর। আমরা ওখান থেকে আন্দোলন করব। আপনি ওপর থেকে ওদের উৎখাত করুন। আমাদের মধ্যে কোয়া মিয়া বিশিষ্ট মুসলিম সাম্প্রদায়িক দলের নেতারাও মিশেছেন।

সম্রাট ॥ কিন্তু তোমাদের ঐক্যকে তো আমি মনে প্রাণে মানতে পারছিনা ভাই। তোমরা যে সাম্প্রদায়িকতা-বাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ। রাজনীতির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা-বাদীদের কোন স্থান নেই।

চাক্যু ॥ আর কেন মুখোস পরে আছেন সম্রাট?

শঙ্খ ॥ উঠুন, জাগুন। ঐ লাল গুণ্ডাদের সমূলে উৎখাত করুন।

সম্রাট ॥ দাঁড়াও, আমি একটু ভেবে দেখি।

চাক্যু ॥ হ্যাঁ ভাবুন, একটু আমাদের দিকে তাকিয়ে ভাবুন!

শঙ্খ ॥ ভুলে যাবেন না সম্রাট, আমরাই আপনার একমাত্র ভরসা।

সম্রাট ॥ কিন্তু আমার এই বই। এই সংবিধান।

সকলে ॥ ওকে পুড়িয়ে ফেলুন।

চাক্যু ॥ কিসের সংবিধান? যে সংবিধান আমাদের রাজ্যচ্যুতি করে, সেই অলুক্ষুণে সংবিধানকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলুন।

বিষ্ণু ॥ আজ একাধারে আমাদের বড় বড় জমিদাররা অর্থ মানুষ দিয়ে সাহায্য করছে। অন্যধারে বিদেশী ব্যবসাদাররা ষাট লক্ষ টাকা দিয়েছে ঐ অমচন সমিতিকে আন্দোলন করবার জন্যে।

থালুয়া ॥ আমরা ঠিক করেছি, স্কুল, বাড়ি, থানা, অফিস—সব পুড়িয়ে ছাই করে দোব।

বিষ্ণু ॥ রাজ্যটাকে অচল করে দোব।

পাদ্রি ॥ এর পরও যদি আপনাদের টনক না নড়ে, তাহলে আমরাও সব লণ্ড ভণ্ড করে ছাড়ব বলে যাচ্ছি। [প্রস্থান]

থালুয়া, বিষ্ণু ॥ হ্যাঁ একটু বুঝে কাজ করবেন। আমাদেরও তাই মত। [উভয়ের প্রস্থান]

শঙ্খ ॥ হুজুর, ওরাই হচ্ছে আমাদের আসল ভরসা। ওরা যদি কেটে পড়ে তাহলে আমরা একেবারে পথে বসব।

চাক্যু ॥ তাছাড়া এমন সুযোগ আর আসবে না। ওদেরকে আমরা দিনরাত ভরসা দিচ্ছি তোমরা কিছুদিন গোঁজামিলে আন্দোলন চালিয়ে যাও। আমরা ওপর থেকে কব্জা করে নোব।

মন্দিরা ॥ পিতা, আপনাকে তো ওরা নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছে ওখানে গিয়ে দেখবার জন্যে।

শঙ্খ ॥ আপনি য়ান সম্রাট। এমন সুযোগ আর ছাড়বেন না।

চাক্যু ॥ তবে যাবার আগে আপনার ঐ বাঁ চোখটায় একটা ঠুলি লাগিয়ে যাবেন। পারেন তো কানটাতেও তুলো লাগাবেন।

সম্রাট ॥ হুঁ।

শঙ্খ ॥ আমাদের অবস্থাটা একটু বুঝবেন। আমরা প্রায় শেষ হতে চলেছি।

সম্রাট ॥ জানি দুর্ভাগ্য একা আসে না। যখন আরম্ভ হয়েছে সে তার পালা শেষ করে যাবে। আচ্ছা চাক্যু, এই আড়াই বছরে সব কিছু কি একই রকম চলেছে? জননী সন্তানকে স্তন দিচ্ছে? স্ত্রী স্বামীর ঘর কচ্ছে? দেখে এলে লোকগুলো সেই আগের মত খাড়া আছে? দেখে এলে কেরাণী মজুরেরা ওদের সঙ্গে তাল দিয়ে আগের মতই পুর্ণদ্যোমে কাজ করছে? পুলিশগুলো এখনো ডিউটি দিচ্ছে?

চাক্যু ॥ এই নীচ সংসারের বেইমান জনসাধারণ আমাদের কথা একেবারে ভুলে গেছে সম্রাট। স্মৃতি থেকে আমাদের মুছে ফেলেছে।

সম্রাট ॥ তারা বলছেনা, এ ঘোরতর অত্যাচার? এই অত্যাচারী অগণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারী সরকারকে আমরা কখনই মানবো না, আমরা আমাদের প্রজাবৎসল কংস সরকারকে আবার ফিরে চাই?

অন্দিরা ॥ না পিতা। সংসার পুরোন পাপকে নিয়ে বেশী দিন মাথা ঘামায় না। তারা চায় নিত্য নতুন কিছু। লাল গুণ্ডারা কৃষকের হাতে জমি দিচ্ছে, কৃষক ওদের হাতের কব্জায় চলে যাচ্ছে। ওরা মধ্যবিত্ত মজুরের মাইনে বাড়াচ্ছে, তারা ওদের দলে কুকুরের মত

যাচ্ছে। মাষ্টার-ছাত্র সব আজ ওদের দলে। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি পিতা।

শঙ্খ॥ তাইতো বলছি আমি, আর ওদের এক মুহূর্তও কাজের সুযোগ দেওয়া উচিৎ নয়। এরপর আমাদের কাঁধে কম্বল আর হাতে লোটা দিয়ে একেবারে দেশ ছাড়া করে ছাড়বে।

চাক্যু॥ তুমি আর ঐ গোবরা আমাদের তো কথা দিয়ে এসেছিলে ওপর থেকে সরকারকে উচ্ছেদ করবে। এখন আমাদের পথে বসান হচ্ছে?

মন্দিরা॥ আপনি এতো অস্থির হচ্ছেন কেন? পিতা কি ভাবছেন আপনি?

সম্রাট॥ ভাবছি মা, মানুষগুলো তোমাদের একেবারে নেমক-হারামের মত ভুলে গেল?

মন্দিরা॥ হ্যাঁ পিতা, মানুষ খোসামুদে, কুকুরের মত খোসামুদে—যে এক খণ্ড মাংস দিতে পারে, তারই পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে সে লেজ নাড়ে। এতো নীচ। এতো হেয়।

সকলে॥ বিশ্বাসঘাতক বেইমান।

সম্রাট॥ তোমরা তাহলে কাদের ভরসায় আন্দোলন করছ?

শঙ্খ॥ কেন? দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা দিয়ে যতো বেকার গুণ্ডাদের জড়ো করেছি। তার ওপর মৎস্যজীবিরা আছে।

মন্দিরা॥ পিতা, যারা একদিন "জয় কংস দলের জয়" বলে চীৎকারে আকাশ বিদীর্ণ করে দিত আজ তারাই প্রিয় কংস নেতাদের মুরদাবাদ ঘোষণা করেছে—

সম্রাট॥ এর জন্যে কে দায়ী? তোমরা। তুমি, তুমি, তোমরা সকলেই। রাজ্য যখন হাতে ছিল, তখন লুটে পুটে খেয়েছো,

সরকারি তহবিল থেকে চুরি করেছ, আত্মসাৎ করেছ। লুঠ করেছ। কেন তোমাদের বিশ্বাস করবে?

চাক্যু॥ এই ডাকাতটা (শঙ্খকে) আর আমাদের ঐ হরগোবিন্দ, দেশের সব লোকই জানে ওরা একটা চোর গুণ্ডা, ডাকাত চিটিং বাজ। শুধু তাই নয় প্রায় পঞ্চাশটী কেস ওদের শিরে ঝুলছে। রিলিফ ফাণ্ড থেকে আরম্ভ করে কোন ফাণ্ডই ওরা বাদ দেয় না।

শঙ্খ॥ তুমিই বা কি এমন কমতি বাবু। এখন সাধু সাজছ?

মন্দিরা॥ এখন নিজেদের মধ্যে বিবাদ করলে চলবে না! কেচো খুঁড়তে খুঁড়তে আবার সাপ বেড়িয়ে পড়বে পিতা, অতীতের পাপ চাপাই থাক।

গোবর॥ আমি একা তুলেছি? আমি শুনবো না।

শঙ্খ॥ এই হচ্ছে সেই শয়তানের মুখ (গোবর চলে যাচ্ছিল চাক্যু ধরে ফেলে)

চাক্যু॥ কোথায় যাচ্ছ দাদা? শুনে যাও।

শঙ্খ॥ যে দেশের রক্ষা কর্তা সেজেছে! এ হচ্ছে গান্ধীর ছদ্মবেশে গর্ধব।

গোবর॥ এ ঘোরতর অন্যায়। আমি একজন নিষ্ঠাবান কর্মী।

শঙ্খ॥ হতাশা ভরা ঐ মুখটার দিকে আবার ভাল করে দেখো। আরো ভাল করে চেয়ে দেখো ঐ লোকটির মুখের দিকে আর ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে ইতিহাসের বিষ্টা স্তূপের ওপরে বসিয়ে দাও। আর ওকে ভুলে যাও।

[সকলে হো হো করে হাসে]

মন্দিরা॥ শেষেরটাই ভাল বলেছে।

গোবর॥ ছিঃ ছিঃ, এই ভাবে লেখে কেউ?

মন্দিরা॥ এই কাগজটা খুবই ভাল। বাবাকে দুই হাতে প্রশংসা করে।

[প্রবেশ করে দুই জন সাংবাদিক]

১ম॥ আমরা সংবাদ-পত্রের পক্ষে থেকে এসেছি। কেরালার ব্যাপারে আপনারা কি ভাবছেন ?

গোবর॥ আমরা ভাবছি যে—

মন্দিরা॥ থামো। আমি ভাবছি ওখানে লাল গুণ্ডারা ঘোরতর অন্যায় করে চলেছে।

২য়॥ আপনারা কি ঐ হঠকারিতার আন্দোলনকে সমর্থন করেন ?

শঙ্খ॥ নিশ্চয়ই করি। আমরা ঐ সরকারের উচ্ছেদ চাই।

১ম॥ কিসের ভিত্তিতে চান ?

শঙ্খ॥ ১নং হচ্ছে সরকার অগণতান্ত্রিক। ২নং হচ্ছে আত্মীয়-পোষণ। ৩ং নং হচ্ছে টাকা আত্মসাৎ। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে ওরা লাল, এক রং। আমরা তিন রং।

২য়॥ তাহলে আপনাদের লাল আতঙ্কে ধরেছে ?

মন্দিরা॥ আসল কথা হচ্ছে স্বাধীনতা আন্দোলনে ওদের কোন অবদান নেই। একেবারে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে—

গোবর॥ এটা আপনার মুখে না বলাই ভাল।

১ম॥ আমাদেরও সেই প্রশ্ন ! এটা কি আপনি বলছেন ?

মন্দিরা॥ ও ! আপনারা বলতে চাইছেন আমার অবদানের কথা। আমার বাবার অবদান আছে, পিসির আছে, ঠাকুর দাদার আছে, এই কি যথেষ্ট নয় ? পিতার সম্পত্তি কন্যা পাবে এতো হিন্দু আইনেই আছে।

১ম॥ আপনাদের মূল দাবীটা কি !

চাক্যু ॥ শিক্ষা-বিল। ঐ সর্ব্বনাশা বিল! যে বিল দেশের অগণিত মানুষের ক্ষতি করছে। করবে। সেই বিল।

২য় ॥ ঐ বিলটা তো আপনাদের সর্বময় কর্তা সই করে দিয়েছেন।

শঙ্খ ॥ আসলে উনি না দেখেই সই দিয়েছেন।

চাক্যু ॥ দিলেই বা, তাতে কি হ'য়েছে?

[ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করে বিষ্ণু ও থালু]

বিষ্ণু ॥ কোন কথা নয়। ঐ লাল গুণ্ডাদের সঙ্গে কোন আলোচনা হতে পারে না। ঐ কেরালার কুরুক্ষেত্রে লাল গুণ্ডাদের নিধন করাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র ব্রত।

২য় ॥ ঐ আন্দোলনটা কি অহিংস হবে?

শঙ্খ ॥ অহিংস নাম থাকবে। আর হিংসার টাচ থাকবে। না হলে আন্দোলন জমে না তো?

মন্দিরা ॥ সব থেকে বড় কথা হচ্ছে জনসাধারণের আস্থা ওরা একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। যে সরকার জনসাধারণের আস্থা হারিয়ে ফেলে তার আর গদিতে বসা উচিৎ নয়।

১ম ॥ এরকম আস্থা যদি অন্য রাজ্যে হারায়, সেখানেও কি ঐ কথা বলবেন?

বিষ্ণু ॥ আসল কথা হচ্ছে। আমরা দেশের মাটি থেকে ঐ লাল গুণ্ডাদের উচ্ছেদ করব। শেষ করে দেব। বিদেশের বীজ বিদেশেই বিতারিত করব।

১ম ॥ ওদের জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ বিল সম্বন্ধে কিছু কি বলবেন?

বিষ্ণু ॥ জমিদারী উচ্ছেদের আগেই ওরা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে।

১ম ॥ ভাল কথা, ওরা যে গ্রামে গ্রামে কো-অপারেটিভ।—

শঙ্খ॥ কো-অপারেটিভ? ঐটেই তো সমস্ত সর্বনাশের মূল। ওরই মধ্যে দিয়ে ওরা ওদের রক্ত বীজের বংশ বাড়াচ্ছে।

চাক্যু॥ আর সেই জন্যেই আমরা ওদের উৎখাত করতে চাই।

২য় ॥ আপনাদেরই পরিকল্পনা অনুযায়ী তো কাজ করছে ওরা।

মন্দিরা॥ হ্যাঁ, এটা আমার বাবার পরিকল্পনা। তাঁর ইচ্ছে—

চাক্যু॥ তাব মানে এই নয়, ওরা আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে জনপ্রিয় হবে।

১ম ॥ এর আগে আপনারা ঐ গ্রামের মধ্যে কো-অপারেটিভ-কে কাজে লাগান নি কেন বলতে পারেন? সুযোগ তো আপনারাও পেয়েছিলেন।

শঙ্খ॥ আমাদের পরিকল্পনা, সেটা আমরা কাজে লাগাই না লাগাই সেটা আমাদের খুসি।

মন্দির॥ ওরা কেন আমাদের পরিকল্পনা কাজে লাগাবে?

চাক্যু॥ আমাদের মুখ দিয়ে না হয় দুটো ভাল কথা বেড়িয়ে গেছে। তোদের এতো মাথা ব্যথা কিসের বাপু?

মন্দিরা॥ শুনুন, আসলে ওখানে একটা গণ-অভ্যুত্থান জেগে উঠেছে।

গোবর॥ যাকে দমন করার শক্তি লাল গুণ্ডাদের নেই। এটা আমি জোর গলায় বলতে পারি।

সাংবাদিক দুজনে॥ নমস্কার। [উভয়ের প্রস্থান]

মন্দিরা॥ আপনারা সব এখুনি চলে যান, নতুন করে আন্দোলন সুরু করুন।

বিষ্ণু ॥ হ্যাঁ, আমারও শেষ কথা, ওদের উৎখাত আমরা করবই, করবই। করবই। [প্রস্থান]

থালুয়া ॥ আমি সব সইতে পারি। কিন্তু লালগুণ্ডাদের দেখলে আমার গা রী-রী করে ওঠে। মনে হয় ওদের চিবিয়ে খেয়ে শেষ করে ফেলি ! [প্রস্থান]

মন্দিরা ॥ গোবর তুমি আবার চলে যাও কেরালার রণাঙ্গনে। মনে রেখ গোবর, কুরুক্ষেত্রর শেষ যুদ্ধ হবে ঐ কেরালার রণাঙ্গনে। আর তুমি হবে সেখানকার প্রধান সেনা নায়ক।

গোবর ॥ যথার্থ দেবী।

মন্দিরা ॥ শোন সেনাপতি। তুমি এবার গাঁয়ের মধ্যে গিয়ে প্রতিটি কৃষককে হুমকি দেবে ? আর প্রতিটি কেরাণীকে জিজ্ঞেস করবে। তোমরা কাকে চাও। তোমরা তোমাদের সেই পুরোনো ঐতিহ্যের নেত কংস দলকে চাও ? না, ভণ্ড ঐ লাল গুণ্ডাদের চাও ? কোন. দ্বিধা না করে জোর গলায় বলবে। বল, তোমরা লাল গুণ্ডাদের ভয় করছ ? কিসের ভয় ! কতটুকু তাদের শক্তি ! হ্যাঁ, আরও ভরষা দেবে। আমরাই তোমাদের আসল ভরষা। তোমরা রাজ্যের সমস্ত কাজ অচল করে দাও। তোমাদের পেছনে আছি আমরা। আর আছেন ভারত সম্রাট—!

আমরা ইচ্ছে করলে ওদের ওখান থেকে নামিয়ে পঙ্কে নিক্ষেপ করতে পারি। [প্রস্থান]

গোবর ॥ ঠিক বলেছেন দেবী, আমরা ইচ্ছে করলে ওদের জেলেও নিক্ষেপ করতে পারি। [প্রস্থান]

[শঙ্খ, চাক্যু দাঁড়িয়ে আলোচনা করছে। প্রবেশ করে সম্রাট[

শঙ্খ ॥ কি হোল সম্রাট ?

চাক্যু ॥ গুণ্ডা সর্দারকে কব্জা করতে পেরেছেন ?

সম্রাট ॥ ওদের আমি তিনটে দাবী জানিয়েছি। এমন তিনটে দাবী জানিয়েছি যে ওরা সে দাবী মানতে পারবে না। কেমন চালটা চাললুম ?

[ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করে গোবর, হাতে একটা পত্র]

গোবর ॥ এই নিন সম্রাট, আপনার দাবী ওরা মেনে নিয়েছে।

সম্রাট ॥ এঁ্যা ! বলো কি হে ?

গোবর ॥ আপনার একটি মাত্র আবদার ওরা মানেনি।

সকলে ॥ কোনটা ?

গোবর ॥ আজ্ঞে শেষের আবদারটা। ঐ গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্যে নির্ব্বাচনই একমাত্র পথ।

সকলে ॥ তাহলে তো কিছুই মানেনি।

গোবর ॥ সবই মেনেছে। ওটা তো ঠিক দাবী ছিল না—ওটা আবদার। ওরা বলেছে আপনার সংবিধানে এ রকম কোন নিয়ম নেই যে মাঝপথে আবার নতুন করে নির্ব্বাচন হতে পারে।

শঙ্খ ॥ ঐ সংবিধানের মধ্যেই যতো ভূত ঢুকেছে।

চাক্যু ॥ সংবিধানটাকে পুরিয়ে ফেল।

গোবর ॥ আরো বলেছে সম্রাট।

সম্রাট ॥ বল বল কি বলেছে ?

গোবর ॥ ওরা বলেছে এটা যদি নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে লোকসভায় একটা আইন করা হোক। যে কোন সময়ে ইচ্ছে করলেই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের আবার ফিরিয়ে আনা যাবে। তাতে ওদের সমর্থন আছে।

শঙ্খ ॥ ওদের সমর্থন থাকলেই তো আর হবে না। আমাদের নেই।

সম্রাট ॥ এ হতেই পারে না। এরকম কোন আইন পাশ করা সম্ভব নয়।

গোবর ॥ ওরা এ প্রসঙ্গে আরো বলেছে, অন্যরাজ্যেও কি এই একই নীতি গ্রহণ করা হবে ?

সম্রাট ॥ কখোনই না। এ হতেই পারে না।

সকলে ॥ অন্য রাজ্যে এ প্রশ্ন আসতেই পারে না।

গোবর ॥ ওরা এ নিয়ে প্রচার সুরু করেছে ওদের নেতারা বলছে। আমরা তো গুলির তদন্ত করেই থাকি। তাতে আমরা ভয়ও পাইনা। তবে।

সকলে ॥ তবেটা কি ? মানুষ খুন করেছ তদন্ত করবে না! চালাকি পেয়েছ ? গুণ্ডা ডাকাত কোথাকার।

গোবর ॥ আরো দুঃসংবাদ আছে সম্রাট

সম্রাট ॥ বলো দুঃসংবাদ শোনার মত মনের জোর এখনো আছে।

গোবর ॥ আমাদের আপনার জনেরা পর্যন্ত বলছে এই অগণতান্ত্রিক আন্দোলন নিপাত যাক।

সম্রাট ॥ কে বলেছে, তাকে এই মুহূর্তে ধরে নিয়ে এসো।

গোবর ॥ যথা আজ্ঞা সম্রাট।

[প্রস্থান]

[প্রবেশ করে দুই জন সাংবাদিক]

১ম ॥ আপনি আমাদের ডেকেছেন ?

সম্রাট ॥ হ্যাঁ, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কিছু বলতে চাই। কেরালায় যে সব ঘটনা ঘটছে, আসলে সেখানে গণ

অভ্যুত্থান জাগছে। এ ধরণের জাতীয় অভ্যুত্থান ইতিপূর্বে ভারতের ইতিহাসে আর দেখা যায় নি।

২য় ॥ সংযুক্ত মহারাষ্ট্রের দাবীতে যে আন্দোলন হয়েছিল! তার চেয়েও?

সম্রাট ॥ সেটা আন্দোলনই নয়। আসলে সেটা গুণ্ডামি।

২য় ॥ কিন্তু সেখানে তো হাজার হাজার লোক জেলে গিয়েছিল।

১ম ॥ সেখানে ২০০ জন নারীপুরুষ গুলিতে মৃত্যু বরণ করেছে।

সম্রাট ॥ তাতে কি হয়েছে। কতোগুলো লোক বেশী মরলেই কি আর গণঅভ্যুত্থান হয়? গণঅভ্যুত্থানের কতোগুলো নিজস্ব চরিত্র আছে।

১ম ॥ বাংলা দেশে যে ছেঁদা পয়সার আন্দোলন হয়েছিল, সংযুক্তির আন্দোলন হয়েছিল, সেটাকে আপনি কি বলবেন?

সম্রাট ॥ ঐ মিছিলের কলকাতা? ঐ বাংলা দেশকে আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আমার স্বপ্নের শত্রু ওরা। ওরা আমার রাতের ঘুম আর দিনের বিশ্রাম কেড়ে নিয়েছে। আমার মনের মধ্যে থেকে ওটাকে বাদ দিয়েছি।

২য় ॥ কেরালা রাজ্য সরকার যে গোল টেবিলের প্রস্তাব দিয়েছে অর্থাৎ আলোচনার মাধ্যমে ওরা যে একটা মিটমাটের দিকে যেতে চায়—

সম্রাট ॥ গোলটেবিল শব্দটা খুব গালভরা শব্দ বটে কিন্তু কোন কাজ হবে না। আমার আস্থা নেই।

অন্য সকলে ॥ সোজা কথা সাফ সাফ বলছি। ওদের পদত্যাগ চাই।

২য় ॥ আপনি কি গুলি চালানোর প্রকাশ্য তদন্তের কথা বলেছেন ?

সম্রাট ॥ হ্যাঁ বলেছি। এইটেই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার।

শঙ্খ ॥ গুলি চালাবে প্রকাশ্যে বিচার করবে না, চালাকি পেয়েছে ?

২য় ॥ আপনাদের অন্যান্য রাজ্যে বিভিন্ন আন্দোলনের প্রায় ২৫০০ বার গুলি চলেছে। তার কী কোন প্রকাশ্য তদন্ত হয়েছে ?

চাক্যু ॥ তার কোন প্রয়োজন নেই।

সম্রাট ॥ আসলে অন্যান্য রাজ্যে যে সব গুলি চলেছে সে গুলি অহিংস।

শঙ্খ ॥ ধরুন অহিংস গুলি যারা খেয়েছে তারা সশরীরে স্বর্গে গেছে।

চাক্যু ॥ লাল গুলিতে নরক বাস ছাড়া আর কোথাও স্থান নেই।

১ম ॥ আপনারা তো একটা চার্জসীট দিয়েছেন না ?

শঙ্খ ॥ হ্যাঁ, তাতে অনেক রকম দুর্নীতির অভিযোগ করা হয়েছে। প্রায় ২৭ পৃষ্ঠা।

২য় ॥ ওটা আমরা দেখেছি, একটা বস্তাপচা চার্জসীট।

শঙ্খ ॥ তার মানে ?

২য় ॥ ওরা যেদিন প্রথম গদীতে বসে, সেই প্রথম দিনই তো এই অভিযোগগুলো করেছিলেন এবং তার উত্তরও পেয়েছেন।

১ম ॥ তারপর ধরুন আড়াই বছর কেটে গেছে। নতুন কিছু বলুন।

চাক্যু ॥ নতুন কিছু থাকলে তো বলবো ?

শঙ্খ॥ না-না আছে। নতুন বলার অনেক আছে। এই ধরুন পুলিশকে অকেজো করে রাখা।

সম্রাট ॥ অপরাধ তো বটেই।

চাক্যু ॥ দেখুন ঐ সংবিধানটাই আসল গোঁজামিলের ব্যাপার।

সম্রাট ॥ আস্তে আস্তে। আসল কথা হচ্ছে সংবিধানটা হচ্ছে পুঁথি। আর মানুষের আন্দোলনটা হচ্ছে একটি আবেগ উচ্ছ্বাস। সেই উচ্ছ্বাস উদ্দীপনাকে দমন করবার শক্তি কারুর নেই।

২য় ॥ ধরুন ওরা পদত্যাগ করল। অন্য রাজ্যেও বিক্ষোভ আছে তো। ঐ রকম একটা চার্জসীট নিয়ে এসে হাজির করল। কিছু লোক গুলিতে মরল, কয়েক হাজার লোক গ্রেপ্তার হল, আপনারা কি সেখানে পদত্যাগ করবেন?

সকলে ॥ এ হতেই পারে না।

শঙ্খ ॥ আমরা হচ্ছি রাজার জাত। আমরা যেখানে বসব, নাক কান কাটার মত পুরো পাঁচ বছর রাজ্যের সব লুটে পুটে খাব, তারপর আবার আসব।

চাক্যু ॥ আমাদের সঙ্গে ওদের তুলনাই হতে পারে না।

সম্রাট ॥ ওখানকার আন্দোলনকে একটু আলাদা আবেগ অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হবে।

২য় ॥ আবার নির্ব্বাচন হলে ওরাই যদি জেতে তাহলে কি ওদের শান্তিতে রাজ্য চালাতে দেবেন?

সকলে ॥ ওরা শেষ না হলে শান্তি নেই।

শঙ্খ ॥ ওরা সিংহাসনে বসলেই আমরা আন্দোলন করব। চার্জসীট দোব।

২য় ॥ আচ্ছা ঐ কোয়ামিয়া, পাদ্রি, তারপর ঐ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে আপনারা ওখানে হাত মিলিয়েছেন, এর পরিণামটা কি ভেবেছেন, ?

চাক্যু ॥ লাল গুণ্ডাদের উৎখাৎ করার জন্যে এটার দরকার হয়েছিল।

সম্রাট ॥ না না ব্যাপারটা তা নয়। ওখানে আমরা মোটেই সাম্প্রদায়িকতা বাদীদের সঙ্গে হাত মেলাইনি।

২য় ॥ যে বিষবৃক্ষ আপনারা ওখানে রোপণ করেছেন, তার ফল খেয়ে আপনাদেরই মরতে হবে। নমস্কার।

[সাংবাদিকদের প্রস্থান]

[প্রবেশ করে গোবর, গটমট, থালুয়া ও বিষ্ণু]

গোবর ॥ সম্রাট ইনি আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারের একজন।

সম্রাট ॥ গটমট তোমার আসল বক্তব্য কি ?

গটমট ॥ আমার কথা হচ্ছে সংবিধানকে একটু পাল্টে নিন।

সকলে ॥ বেশ বেশ বলুন।

গটমট ॥ সংবিধানের এক জায়গায় একটা ছোট্ট লাইন ঢুকিয়ে দিন, কংসদল ছাড়া কোন রাজ্যে অন্য কোন দল যদি বেশী ভোটের দ্বারা জিতেও আসে, তাদের সিংহাসনে বসতে দেওয়া হবে না।

সকলে ॥ ঠিক বলেছেন। ঐটে লিখে দেন না সম্রাট, একটা তো লাইন।

সম্রাট ॥ থামুন ঐ একটা লাইনই যথেষ্ট। ঠাট্টা করবার আর জায়গা পাওনি ? তুমি জান আমি একজন গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী ?

গটমট ॥ আপনারা যা কাণ্ড করছেন তাতে তো গণতন্ত্রকে গলাটিপে হত্যা করা হচ্ছে। আর কেন ঐ মুখোস ?

সম্রাট ॥ বড় বেশী গণতন্ত্রের বড়াই করছো দেখছি।

গটমট ॥ এ শুধু আমার কথা নয়। দেশের প্রতিটি গণতন্ত্রপ্রিয়

সৎ মানুষই এই কথা বলছে। তাছাড়া দেশ বিদেশের কোন সংবাদপত্র কি আপনাদের সমর্থন করছে?

সকলে॥ সম্রাট! এ যে ঘর-শত্রু বিভীষণ।

গটমট॥ একটা কথা জেনে রাখুন, আপনাদের প্রতিটি রাজ্য আবর্জনায় স্তূপাকার হয়ে আছে। সময় থাকতে সাবধান হোন।

[প্রস্থান]

সম্রাট॥ বন্ধুগণ, তোমরা তোমাদের কাজে যাও। যেমন করেই হোক আন্দোলনকে জিইয়ে রাখ। তারপর দেখা যাক কি করা যায়।

থালুয়া॥ আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না সম্রাট। আমি গরু ঘোড়া গাধা বাঁদর দিয়ে মিছিল জমিয়ে রাখব। দেশের যতো বেকার আছে তাদের রেট বাড়িয়ে দোব। তবু আন্দোলনকে আমি বাঁচিয়ে রাখবই।

বিষ্ণু॥ ঘোড়শোয়ার, ঘোড়শোয়ার, ঘোড়া নিয়ে রাজ প্রাসাদে ঢুকবো। প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার করে দোব। ঐ প্রাসাদ আলো করে বসব।

[প্রস্থান]

সকলে॥ হ্যাঁ, লাল সরকারকে জোর করে উচ্ছেদ করব তারপর ঐ প্রাসাদে আলো করে বসব।

[সকলের প্রস্থান]

সম্রাট॥ সত্যি, আমি কতো চালাক। এখনও লোকে আমায় ভালবাসে, বিশ্বাস করে। [একটা আবছা ছায়া এসে দাঁড়ায়]

ছায়া॥ আমি তোমায় বিশ্বাস করি না ভণ্ড। পৃথিবী শুদ্ধ যদি তোমায় বিশ্বাস করে আমি করি না। তুমি আমার দেশকে লণ্ডভণ্ড করেছ। গ্রামের মানুষকে তিলে তিলে না খেতে দিয়ে মারছ।

সম্রাট ॥ কেন আমিতো কৃষির উন্নতির জন্যে *জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ* বিল আনছি। বাংলায় সে বিল চালু হয়ে গেছে –

ছায়া ॥ উন্নয়ন বিল পাশ হয়, অথচ আমরা কৃষকরা জানতে পারি না। বাংলার ভূমিহীন কৃষক আরো গরীব ভিখারিতে পরিণত হচ্ছে। তোমার রাজ্যে এমনই আইনের ফাঁক থাকে যার ফলে জমিদাররা আরো বড়ো জমিদারে পরিণত হয়। আজ কেরালায় যে আন্দোলনকে তুমি ফলাও করে প্রচার করছ সে আন্দোলন কার স্বার্থে হচ্ছে?

সম্রাট ॥ দেশের মানুষে স্বার্থে।

ছায়া ॥ হ্যাঁ, তোমার আপনার মানুষ তারাই। যারা বড় বড় জমিদার, কারখানার মালিক আর খৃষ্টান পাদ্রি, যারা ছোট ছোট শিশুদের রক্ত শুষে খেয়ে শান্তির বুলি আওড়ায়। তোমার সমাজতন্ত্রটা একটা ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সম্রাট ॥ ধাপ্পা? ধাপ্পা কেন?

ছায়া ॥ বুঝতে পারলেনা? তোমাদেরই হাতে গড়া আইনকে যখন কোন রাজ্যে প্রকৃত কাজে লাগাতে যায় তখন তোমরা ব্যাঘ্রের মত ক্ষেপে ওঠো, কতকগুলো মুষ্টিমেয় ধনিক কায়েমী স্বার্থের দালালের স্বার্থে। সবটাই তোমার ছল চাতুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি আজ ধনিক শ্রেণীর তাঁবেদারী করে বেঁচে থাকার জন্যে গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করছো। আমারি দুঃখ হচ্ছে তুমি তাতে বাঁচবে না। তুমি শেষ হয়ে যাবে। ইতিহাসের পাতা থেকে তুমি ফুরিয়ে যাবে। তারই পূর্বাভাষ দক্ষিণের শেষ প্রান্ত থেকে দেখা দিয়েছে। [প্রস্থান]

সম্রাট ॥ (চিৎকার করে) না। আমি ফুরিয়ে যেতে চাই না।

[ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করে মন্দিরা]

মন্দিরা ॥ পিতা। ভারতের কোণে কোণে আজ গণআন্দোলনের ঝড় উঠেছে।

সম্রাট ॥ আবার কি দুঃসংবাদ এনেছিস মা? কিসের ঝড় উঠেছে?

মন্দিরা ॥ কেরালায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে।

সম্রাট ॥ মন্দিরা

মন্দিরা ॥ পিতা। আর ভেবে কি হবে?

সম্রাট ॥ এগুলেও সর্বনাশ পেছুলেও সর্বনাশ। পেছুলে দক্ষিণ অঞ্চল থেকে আমার সাধের কংসদল নির্বংশ হয়ে যাবে।

মন্দিরা ॥ আর এগুলে?

সম্রাট ॥ সারা ভারতবর্ষে তথা সারা বিশ্বে আমার মান-সম্মান সব নষ্ট হয়ে যাবে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে—না—না

[দ্রুত প্রবেশ করে গোবর]

গোবর ॥ সম্রাট—সম্রাট।

মন্দিরা ॥ কি সংবাদ গোবরা?

গোবর ॥ সম্রাট, আন্দোলনকে আর জিইয়ে রাখা যাচ্ছে না। সমস্ত স্কুল খুলে গেছে। আমাদের নেতারা বিমর্ষ হয়ে খালে হাবুডুবু খাচ্ছে।

মন্দিরা ॥ পিতা। চক্ষুলজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়। উঠুন, দলিত ভুজঙ্গমের মত ফণা বিস্তার করে উঠুন; হৃতশাবক ব্যাঘ্রীর মত প্রমত্ত বিক্রমে গর্জ্জে উঠুন; অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জাতির মত জেগে উঠুন। নিয়তির মত কঠিন হোন; হিংসার মত অন্ধ

হোন ; শয়তানের মত ক্রুর হোন। তবে যদি ওদের রক্ষা করা যায় !

সম্রাট ॥ উত্তম ! তবে তাই হোক ! আয় মা তুই আমার সহায়। আমি অগ্নির মত জ্বলে উঠি তুই বায়ুর মত ধেয়ে আয়।
[হাঁপাতে হাঁপাতে প্রবেশ করে শঙ্খ, বিষ্ণু, চাক্যু, থালুয়া, পাদ্রি।]

সকলে ॥ সম্রাট। আপনি এবার শেষ রক্ষা করুন। আর আমাদের মুরোদ নেই।

থালুয়া ॥ ছলে বলে কলে কৌশলে, যেমন করেই হোক ঐ লাল গুণ্ডাদের হাত থেকে রাজ্যটাকে ছিনিয়ে নিতে হবে।

শঙ্খ ॥ এর পরে হলে, আর আমাদের মধ্যে এই রকম ঐতিহাসিক ঐক্য থাকবে না সম্রাট।

পাদ্রি ॥ আমার স্কুল গেল, সব গেল।

বিষ্ণু ॥ জমি গেল, জমিদারি গেল। আমরাও শেষ হয়ে গেলাম।

থালুয়া ॥ আমরা অনাথা হয়ে যাব সম্রাট।

সম্রাট ॥ কার সাধ্য কেরালাকে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় ! আমি সম্রাট, আমি স্বয়ং তাকে পাহারা দিচ্ছি। কার সাধ্য ? লালগুণ্ডা ? তুচ্ছ ! আমি যদি চোখ রাঙ্গাই, ওরা ভয়ে কাঁপবে ! আমি যদি বলি ঝড় উঠুক, তো ঝড় ওঠে ; যদি বলি বাজ পড়ুক তো বাজ পড়ে !

মন্দিরা ॥ ওঃ, কি গর্জ্জন।

সম্রাট ॥ মা বসুন্ধরা তোর কোলে ঐ লাল গুণ্ডাদের কেন জন্ম হয়েছিল মা ? কেন ওদের বুকে করে মানুষ করেছিস মা ! ঐ

অপগণ্ড লাল সন্তানদের প্রতি তোর কি এতই স্নেহ মা! পারিস মা তুই একবার গর্জে উঠতে! প্রলয়ের ডাক ডেকে শত সূর্য্যের প্রভাব জ্বলে উঠে, ফেটে চৌচির হয়ে মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে একবার ছিটকে যেতে পার মা? দেখি ওরা কোথায় থাকে?

মন্দিরা॥ ঐ আবার!

সকলে॥ উঃ! কি ভীষণ গর্জন!

—পর্দা—

উৎপল দত্ত

লৌহমানব

চরিত্র লিপি

ক্রাসভ বালাসিয়েভ গ্রোসমান
মেদেংকো স্তেপানভ ভাসিলি
ও প্রহরী

বিচারক : কর্ণেল সের্গে সের্গেইয়েভিচ ক্রাসভ।

অভিযুক্ত : ত্রোফিম মিখাইলোভিচ বালাসিয়েভ।

বাদী : সামরিক বিভাগের পক্ষে ক্যাপ্টেন আন্দ্রে গ্রোসমান।

এডজুটেন্ট : পাভেল মেদেংকো।

অভিযুক্তের আসন এখনো শূন্য]

ক্রাসভ ॥ আসামীকে উপস্থিত করা হোক।

[প্রহরী সমভিব্যাহারে বালাসিয়েভ-এর প্রবেশ। বালাসিয়েভ বৃদ্ধ হয়েছেন]

এডজুটেন্ট ॥ নাম ও পেশা বলুন।

বালাসিয়েভ ॥ ত্রোফিম মিখাইলোভিচ বালাসিয়েভ। নিরাপত্তা পুলিশের প্রাক্তন সহকারী পরিচালক।

এডজুটেন্ট ॥ আপনি কি কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাক্তন সদস্য ?

বালাসিয়েভ ॥ যুবক, আমি সোভিয়েৎ কমিউনিষ্ট পার্টির পলিট-ব্যুরোর প্রাক্তন সদস্য।

ক্রাসভ ॥ বালাসিয়েভ! আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ—

বালা ॥ কমরেড বালাসিয়েভ বলা হচ্ছে না কেন, কমরেড কর্ণেল ?

ক্রাসভ ॥ আপনাকে সোভিয়েৎ কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে দ্বাবিংশ কংগ্রেসের পর বহিষ্কার করা হয়। "কমরেড" সম্ভাষণে আপনার আর অধিকার নেই।

বালা ॥ আমার আপত্তি আছে। আজকে কিসের বিচার করতে বসেছেন আপনারা ?

ক্রাসভ ॥ আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তাতে প্রকাশ্য আদালতে আপনাকে অভিযুক্ত করা যায় কিনা তারই বিচার করতে।

বালা ॥ সে বিচারে আগে থাকতেই কি আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে রেখেছেন, কমরেড কর্ণেল ?

ক্রাসভ ॥ নিশ্চয়ই না! এটা আপনাদের স্তালিন জমানার বিচারালয় নয়।

বালা ॥ সে যাই হোক, আপনি স্বীকার করেছেন যে আমি নির্দোষ সাব্যস্ত হতেও পারি ?

ক্রাসভ ॥ নিশ্চয়ই।

বালা ॥ এবং নির্দোষ প্রতিপন্ন হলেই মহান কমিউনিষ্ট পার্টিতে আমাকে ফিরিয়ে নেয়া হবে সে খবর রাখেন কি ?

ক্রাসভ ॥ কমরেড গ্রোসমান, এ কথা কি সত্য ?

গ্রোসমান ॥ হ্যাঁ, কমরেড কর্ণেল।

বালা ॥ অতএব আমি অপরাধী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত আপনি আমাকে কমরেড বালাসিয়েভ বলতে বাধ্য।

ক্রাসভ ॥ সামরিক আদালতে আসামীকে কখনোই "কমরেড" বলা হয় না।

বালা ॥ আমার মামলার মতন মামলা জীবনে কখনো কোন সামরিক আদালতে কখনো আসে নি। সুতরাং এতদিন "কমরেড" বলা হয়েছে কি হয় নি সেটা কোনো প্রশ্নই নয়।

ক্রাসভ ॥ বালাসিয়েভ, আপনি নিরাপত্তা বিভাগের অন্যতম নেতা ছিলেন বলেই আপনার মামলা প্রথমে সামরিক আদালতের সামনে আনা হয়েছে।

বালা ॥ আপনি পুনরায় আমাকে শুধু বালাসিয়েভ বলে সম্বোধন করলেন। এই অপমানের জবাবে আমি এই মামলার কোনো কথা বলা থেকে বিরত থাকছি।

ক্রাসভ ॥ তা থাকলে আপনার মৌনতা সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নিতে বাধ্য হবো।

বালা ॥ সেটাই যদি খ্রুশ্চেভ জমানার আদালতের ন্যায়বিচারের রেওয়াজ হয়, করতে পারেন।

ক্রাসভ ॥ আপনি প্রশ্নের জবাব দেবেন না?

বালা ॥ কমরেড সম্বোধন না শুনলে নয়।

ক্রাসভ ॥ এই আপনার শেষ কথা?

বালা ॥ অতি অবশ্য এই আমার শেষ কথা।

[মেদেংকো ও ক্রাসভ-এর মৃদু আলোচনা]

ক্রাসভ ॥ এ বিষয়ে কমরেড ক্যাপ্টেন গ্রোসমান এর অভিমত?

গ্রোসমান ॥ এ ব্যাপারে আমাদের কোনো মতামত নেই।

[পুনরায় উত্তেজিত আলোচনা]

ক্রাসভ ॥ বালাসিয়েভ, আপনাকে শেষবারের মতন সতর্ক করে দেয়া যাচ্ছে যে এ ধরণের ব্যবহার আপনার মামলার পক্ষে মোটেই শুভ হচ্ছে না।

বালা ॥ আমার অধিকার আছে "কমরেড" সম্বোধনে। সে অধিকার না মানলে মামলার শুভাশুভে আমার আদৌ কোনো আগ্রহই থাকবে না।

[পুনরায় আলোচনা]

ক্রাসভ ॥ যেহেতু আসামীর নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ারও সম্ভাবনা বিদ্যমান, এবং যেহেতু এটা এখনো সাধারণ বিচারালয়ের মামলা নয়, সেহেতু আসামীর অনুরোধ মেনে নেয়া হোলো। আসামী বালাসিয়েভ, কি অভিযোগ জানেন ?

বালা ॥ মাপ করবেন, কমরেড বালাসিয়েভ।

ক্রাসভ ॥ কমরেড বালাসিয়েভ, কি অভিযোগ জানেন ?

বালা ॥ বাব্বাঃ, এটুকু এগুতে কালঘাম ছুটে গেল। হ্যাঁ, কমরেড কর্ণেল।

ক্রাসভ ॥ কমরেড মেদেংকো, আসামীর পক্ষ সমর্থন করছেন কে ?

মেদেংকো ॥ বালাসিয়েভ নিজেই।

বালা ॥ কমরেড কর্ণেল, আপনার আদালতের আমলারা কি কানে তুলো গুঁজে রেখেছেন, না এ আদালতের রায় এঁরা মানেন না ? ইনি কমরেড বললেন না কেন ?

ক্রাসভ ॥ আমি দেখেছি, আপনি দয়া করে আর কথা বাড়াবেন না। সবাইকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে, আসামীর মান রেখে কথা কইবেন।

মেদেংকো ॥ কমরেড বালাসিয়েভ নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন।

ক্রাসভ ॥ কমরেড বালাসিয়েভ, আপনি কি নির্দোষ না দোষী ?

বালা ॥ নির্দোষ।

ক্রাসভ ॥ কমরেড গ্রোসমান, অভিযোগ করুন।

গ্রোসমান ॥ কমরেড কর্ণেল, আসামীর বিগত জীবন যেমন—

বালা ॥ কমরেড কর্ণেল, আমাকে বসার অনুমতি দেয়া হোক।

ক্রাসভ ॥ বসুন।

গ্রোসমান ॥ আসামীর বিগত জীবন যেমন চমকপ্রদ তেমনি তা থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার আছে। পার্টি ও দেশের আশীর্বাদ অঝোরে বর্ষিত হয়েছে এঁর ওপর, অথচ তার বিনিময়ে ইনি ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও অত্যাচারের এক লৌহদৃঢ় জগৎ। ১৯১০ সালে ইনি বলশেভিক পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময়ে ইনি পেট্রোগ্রাড কমিটির সদস্য হন। ১৯১৮ সালে ইনি স্বরাষ্ট্র বিভাগে বৈদেশিক গুপ্তচর ও নাশকতামূলক কার্যবিরোধী কমিটির সদস্য হন। ১৯২০ সালে ঐ কমিটির পরিচালক পদে উন্নীত হন। ১৯২২ সালে স্বয়ং লেনিন কর্তৃক ইনি সোরিৎসিন শহরে গুপ্তচর কেন্দ্র ধ্বংস করার কাজে প্রেরিত হন এবং সে কাজে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করার জন্য হিরো অফ দি সোভিয়েৎ ইউনিয়ন উপাধিতে ভূষিত হন। লেনিনের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই ইনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত পলিটবুরোর সদস্য থাকেন। ১৯৩০ সালে অর্ডার অফ লেনিন পদক লাভ করেন। ৩৫-৩৬ সালে বুখারিন চক্রকে গ্রেপ্তার ও নির্মূল করার কাজে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে সারা দেশে নাৎসি গুপ্তচর ধরার কাজ সংগঠিত করার জন্য স্তালিন কর্তৃক বহুবিধ সম্মানে ভূষিত হন।

কিন্তু এই বিপুল সম্বর্ধনার প্রতিদানে এই ব্যক্তি গোপনে স্বার্থ-

সিদ্ধির যে চক্রান্ত করেছিল সে বিবরণও সমান চমকপ্রদ। আমরা দেখাবো—এই ব্যক্তি ছিল স্তালিনের স্বৈরাচারকে দৃঢ় করার অন্যতম প্রধান পাণ্ডা। এই ব্যক্তি স্তালিনের নিকটতম উপদেষ্টা ও সহযোগীদের একজন হয়ে ওঠে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বিশ্বাসঘাতক অত্যাচারী লাভ্‌রেন্টি বেরিয়ার এ ছিল বলিষ্ঠ সহকারী। আমরা দেখাবো স্তালিন-বেরিয়ার সন্ত্রাসের রাজত্ব বজায় রাখায় এর অবদান ছিল অপরিসীম। আমরা প্রমাণ করবো এ প্রত্যক্ষভাবে সেই ত্রাসে অংশ গ্রহণ করেছিল। পার্টির দুজন প্রাচীন সম্মানিত সদস্য এখানে সাক্ষ্য দেবেন। তাঁরা বলবেন—বছরের পর বছর এই ব্যক্তির বলিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে কী অভিজ্ঞতা ওঁরা লাভ করেছেন।

বহু তথ্যই এর বিরুদ্ধে উপস্থিত করা যেত; যদি বেরিয়া এবং এই বালাসিয়েভ সমস্ত কাগজপত্র অতি যত্নে ধ্বংস না করতো। তবু যা নথিপত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে—১৯৪৩ সালের ১৬ই মার্চ মস্কো শহরে পার্টির ভরবস্‌কোগো আঞ্চলিক কমিটির ১৭ জন বিশ্বস্ত সদস্য গ্রেপ্তার হ'ন। আদালতের সামনে এক নম্বরের কাগজখানা ঐ গ্রেপ্তারের হুকুমনামা; তাতে সই করেছেন ত্রোফিম বালাসিয়েভ। ঐ ১৭ জন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, ওরা নাকি নাৎসিদের স্বার্থে মস্কোর বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্রে নাশকতামূলক কার্যের ষড়যন্ত্র করেছিলেন। .লা ফেব্রুয়ারি গোপন আদালতে সেই সতেরোজন অভিজ্ঞ ও পরীক্ষিত কমিউনিষ্টের বিচার হয়; বিচারক এবং বাদী একই ব্যক্তি—ত্রোফিম বালাসিয়েভ। আদালতের সামনে ২ থেকে ৭৬ পর্যন্ত কাগজগুলি

সেই বিচার-প্রহসনের রেকর্ড। অভিযুক্তদের কোনো উকীল ছিল না, ছিল না কোনো রকম সুবিচারের সুযোগ। দু'ঘণ্টার মধ্যে বিচার শেষ হয়ে যায়। ১৭ জনের মধ্যে সাতজনকে মৃত্যু-দণ্ড দেয় তথাকথিত বিচারক বালাসিয়েভ এবং পরদিনই, ২রা ফেব্রুয়ারী তাদের গুলি ক'রে হত্যা করা হয়। আদালতের সামনে ৭৭নং কাগজটি সেই নিষ্ঠুর মৃত্যুপরোয়ানা। নীচে স্বাক্ষরকারী লাভ্‌রেন্টি বেরিয়া ও ত্রোফিম বালাসিয়েভ। বাকি দশজনকে সাইবেরিয়ার ওম্‌স্ক্‌ নুনের খনিতে যাবজ্জীবন শ্রমে দণ্ডিত করা হয়। ৭৮ নম্বর কাগজে আদালত দেখবেন ঐ দশজনকে অবিলম্বে সাইবেরিয়া প্রেরণের নির্দেশনামা— স্বাক্ষর-কারি ত্রোফিম বালাসিয়েভ। ১৯৪৩ সালে যে দশ জন কমরেডের মুখ বন্ধ ক'রে দিয়ে সাইবেরিয়া প্রেরণ করা হয়, ১৯৪৭ সালের মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যু হয়। ১৯৪৮ সালে মারা যান আরো দুজন, ১৯৫০ সালে একজন, ১৯৫৫ সালে একজন। ১৯৫৬ সালে যে একজনকে জীবন্মৃত অবস্থায় মুক্ত করা হয় তাঁর নাম কমরেড ভাসিলি সাভিংকভ। তিনি এখানে সাক্ষাৎ দেবেন।

[বালাসিয়েভ উঠে দাঁড়ান]

ক্রাসভ॥ আপনি কি কিছু বলবেন ?

বালা॥ না। বলছিলাম, আমার বয়সের বিবেচনায় আমাকে ভদকা খাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক।

ক্রাসভ॥ অনুরোধ অগ্রাহ্য হোলো।

গ্রোসমান॥ আমরা জানি মৃত্যুপুরী থেকে প্রত্যাগত নির্দোষ সাভিংকভ-এর মুখোমুখি হওয়ার নার্ভ এর থাকার কথা নয়। তাই এই চাঞ্চল্য এবং মদ খেয়ে সে চাঞ্চল্য দমন করার চেষ্টা।

বালা ॥ আপনার কথা অসত্য। যা ভাবছেন তা নয়। সাভিংকভ ছিলেন আমার বন্ধু, সহযোগী, কমরেড। তাঁকে দেখতে পাওয়া আমার আনন্দের কারণ।

গ্রোস ॥ (চেঁচিয়ে) অথচ অবলীলাক্রমে ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে মৃত্যুমুখে পাঠাতে তো বাধে নি?

বালা ॥ না, বাধে নি। কারণ সোভিয়েৎ দেশ ও পার্টি কনিষ্ঠতম বন্ধুর চেয়ে বড়।

গ্রোস ॥ আপনি মিথ্যাবাদী।

বালা ॥ যুবক, তোমার বয়স কত?

গ্রোস ॥ অপ্রাসংগিক।

বালা ॥ না, ভাবছিলাম তোমার বয়সেই আমার ছেলে মারা যায়। কিন্তু আমি কাঁদি নি, জানেন?

ক্রাসভ ॥ সেটা কোন গৌরবের বিষয় নয়। ছেলে কোথায় মারা যায়, কবে?

বালা ॥ না, সেটা মহা গৌরবের বিষয়, কমরেড কর্ণেল। আমার ছোট ছেলে মেজর ভ্লাদিমির বালাসিয়েভ মারা যায় জিয়েভ-এর যুদ্ধে ১৯৪২ সালে। কাঁদি নি, কারণ সোভিয়েৎ দেশ ছেলের চেয়েও বড়, বন্ধু বান্ধবের চেয়ে তো বটেই।

ক্রাসভ ॥ বসুন আপনি। বলুন কমরেড গ্রোসমান।

গ্রোসমান ॥ ১৯৫৬ সালে এই ব্যক্তিকে নিরাপত্তা বিভাগ থেকে অপসৃত করা হয়। ১৯৫৭ সালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে। এবং ১৯৪২ সালে পার্টি থেকে। আজ এর বিচারের দিন এসেছে। কমরেড কর্ণেল এর বিচারে বসে স্মরণ করবেন সেই ষোলজন নিহত কমরেডকে, স্মরণ করবেন বিধ্বস্ত, উদভ্রান্ত,

ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ ভাসিলি সাংভিংকভকে। আমরা দেখাবো যে ১৭ জনকে নির্মূল করতে এই ব্যক্তি বদ্ধপরিকর হয়েছিল তাঁদের একমাত্র অপরাধ ছিল—তাঁরা শয়তান বেরিয়া ও তার অনুচর ত্রোফিম বালাসিয়েভ-এর স্বৈরাচারের বিরোধিতা করেছিলেন।

[গ্রোসমান আসন গ্রহণ করিলেন]

ক্রাসভ॥ আসামীকে কাগজগুলো দেখান।

বালা॥ প্রয়োজন নেই। আমি ওর একটিকেও চ্যালেঞ্জ করছি না। সেটা তো বিচারের বিষয়ই নয়। প্রশ্ন হচ্ছে—ঐ কাগজে সই ক'রে আমি কি রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করেছিলাম? আমার জবাব হচ্ছে—না। উপরন্তু ঐ কাজের জন্য বিশ্বস্ত কমরেড হিসেবে আমার প্রশংসা করা উচিত।

ক্রাসভ॥ কমরেড বালাসিয়েভ, আপনি সরকারের বক্তব্য শুনলেন। আপনাকে শেষ সুযোগ দেয়ার জন্য আমার উপর নির্দেশ আছে—আপনি কি ভুল স্বীকার ক'রে আত্মসমালোচনা-মূলক বিবৃতি দিতে রাজী আছেন!

বালা॥ একেবারেই না। আপনাদের জন্যে থালায় ক'রে একটি নিখুঁত মামলা সাজিয়ে দেব আমি সে বান্দা নই।

ক্রাসভ॥ তাহলে কমরেড গ্রোসমান, সাক্ষী ডাকুন।

[এডজুটেন্ট-এর আহ্বানে পৌঢ় কমরেড বোরিস স্তেপানভ প্রবেশ করেন]

মেদেংকো॥ নাম, পেশা বলুন।

স্তেপা॥ বোরিস কনষ্টানটিনোভিচ স্তেপানভ, কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ও সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সদস্য।

গ্রোস ॥ কমরেড স্তেপানভ, আপনি পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন কোন সালে ?

স্তেপা ॥ ১৯৩৫ ।

গ্রোস ॥ আপনি কি আসামীকে চেনেন ?

স্তেপা ॥ হ্যাঁ ।

গ্রোস ॥ কবে এবং কী সূত্রে আলাপ হয় ?

স্তেপা ॥ ১৯৩৬ সালে পার্টির মধ্যে দক্ষিণপন্থী ফ্যাশিস্ত গুপ্তচরদের ধরার কাজে আমাকে মস্কোয় পাঠানো হয়। আমি বালাসিয়েভ-এর অধীনে কাজ করি। তখন থেকে ঘনিষ্ঠভাবে আসামীর সংগে মিশবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

গ্রোস ॥ আপনি তখন কি পদে ছিলেন ?

স্তেপা ॥ মস্কো নিরাপত্তা কমিটির সদস্য।

গ্রোস ॥ সে কমিটি কি বালাসিয়েভ-এর নেতৃত্বে চলতো ?

স্তেপা ॥ শুধু নেতৃত্বে নয়, বালাসিয়েভ-এর প্রত্যক্ষ ও সর্বময় কর্তৃত্বে চলতো। এক কথায় মস্কো নিরাপত্তা কমিটি বালসিয়েভ-এর জমিদারীতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

বালা ॥ কমরেড কর্ণেল।

ক্রাসভ ॥ আপত্তিকর কোনো কথা উনি বলেন নি, কমরেড বালাসিয়েভ, অতএব আপনি বসুন।

বালা ॥ না, আমি এক গ্লাস জল চাইছি। রাত এগারোটা বেজেছে, আমার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে।

[প্রহরী জল দিতে বালাসিয়েভ ট্যাবলেট খেয়ে ফেলেন]

গ্রোস ॥ আপনি বলেছেন, মস্কো নিরাপত্তা কমিটি ওঁর জমিদারীতে পরিণত হয়েছিল। কেন বলছেন ?

স্তেপা ॥ কোনোরকম গণতান্ত্রিক অধিকার আমাদের ছিল না। ওর মতই ছিল চরম এবং অপ্রতিরোধ্য। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৩৬ সালের ৪ঠা এপ্রিল কমিটির অধিবেশনে লিওনিদ বারান্নিকভ নামে এক যুবক কমরেড বালাসিয়েভ-এর স্বৈরাচারের প্রতিবাদ করে। বালাসিয়েভ বলে, "এর ফল খুব খারাপ হবে।" সাত দিন পরে বারান্নিকভের মৃতদেহ আবিস্কৃত হয় উলিৎসা লেনিনা নামক রাজপথের ওপর। বারান্নিকভের মাথায় দুটো পিস্তলের গুলির ক্ষত ছিল। স্বভাবতই এর পর আর কোনো সদস্য প্রতিবাদ করেন নি কখনো।

গ্রোস ॥ আদালতের সামনে ৭৯ নম্বর কাগজখানা হোলো বারান্নিকভের পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট। কমরেড স্তেপানভ, স্তালিন ব্যক্তিপূজা সৃষ্টির কাজে বালাসিয়েভ-এর ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু বলবেন ?

স্তেপা ॥ ১৯৩৬ সালের ২১শে ডিসেম্বর প্রথম মস্কোয় ব্যাপকভাবে স্তালিনের জন্মদিন পালিত হয়। সে উৎসবের প্রধান সংগঠক ছিল বালাসিয়েভ। এমন কি নিরাপত্তা কমিটি, যা লেনিনের জন্মদিনও কোনদিন পালন করে নি—করার কথাও না—তাকেও বালাসিয়েভ আনুষ্ঠানিকভাবে স্তালিন জন্মোৎসব পালনে বাধ্য করে। ও নিজে বক্তৃতা দেয় এবং মঞ্চ থেকে স্তালিনের নামে স্লোগান তোলে—যা পূর্বে কখনো হয়েছিল বলে আমার জানা নেই।

গ্রোস ॥ ১৯৪১ সালের মে মাসে ব্রানুস্কি মামলায় আপনি কি নিরাপত্তা কমিটির পক্ষে মামলা পরিচালকদের একজন ছিলেন ?

স্তেপা ॥ প্রধান ছিলেন বালাসিয়েভ। আমি চুনোপুঁটি মাত্র।

বালা ॥ ধন্যবাদ !

ক্রাসভ ॥ আপনি দয়া করে এ ধরণের বাধাদান করবেন না।

গ্রোস ॥ ব্রানৃস্কি কে ছিলেন ?

স্তেপা ॥ মস্কো কমিটির একজন বিশিষ্ট সদস্য।

গ্রোস ॥ তাঁর বিরুদ্ধে কী অভিযোগ ছিল ?

স্তেপা ॥ অভিযোগ ছিল তিনি নাকি মার্কিন গুপ্তচর। আসলে ব্রানৃস্কি খোলাখুলিভাবে স্তালিনের বৈদেশিক নীতির সমালোচনা করেছিলেন। নাৎসিদের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তির আলোচনাকালে তিনি বলেছিলেন—ডায়েরি থেকে পড়তে পারি ?

ক্রাসভ ॥ পারেন।

স্তেপা ॥ (পড়েন) "স্তালিনের আশেপাশে যাঁরা ভীড় করে রয়েছেন তাঁরা তাঁকে ভুল তথ্য দিয়ে ভুল বুঝিয়ে ভুল পথে চালিত করেছেন। নাৎসি জার্মানির ওপর এত আস্থা কেন ? ফলে কি সোভিয়েৎ ইউনিয়ন অরক্ষিত ও অনিবার্য ভবিষ্যত আক্রমণের সামনে দুর্বল হয়ে পড়ছে না ?" এইসব মত ঘোষণার পর বেরিয়া-বালাসিয়েভরা কি তাঁকে বাঁচতে দিতে পারেন ? ফলে লেভ্ ব্রানৃস্কি মার্কিন গুপ্তচর হয়ে গেলেন এবং বালাসিয়েভ -এর পরিচালনায় মামলা এমন মোড় নিল যে ব্রানস্কি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

গ্রোস ॥ আদালতের সামনে ৮০ নম্বর থেকে ১৩৪ নম্বর কাগজগুলো ব্রানস্কি মামলার নথিপত্র। ব্রানস্কি কি স্বীকার করেছিল সে মার্কিন গুপ্তচর ?

স্তেপা ॥ হ্যাঁ। তা সে তো সবাই করতো। বালাসিয়েভদের

জিজ্ঞাসাবাদের অভিনব বিচিত্র জায়গায় বাপ-বাপ বলে সবাই স্বীকার করতো।

গ্রোস ॥ বস্তুতই কি সোভিয়েৎ ইউনিয়ন মহাযুদ্ধের সময়ে অরক্ষিত ও দুর্বল ছিল ?

স্তেপা ॥ নিশ্চয়ই। স্তালিন এমন নির্বোধের মতন হিটলারের গুণগ্রাহী হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি বিশ্বাসই করতেন না যে আক্রমণ আসবে। উপরন্তু তুখাচেভস্কির মতন সুদক্ষ যুবক অফিসারকে হত্যা করায় রেড আর্মিও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ফলে দ্বাবিংশ পার্টি কংগ্রেসে স্পষ্টই বলা হয়েছে, যে স্তালিনের ভুলের জন্যই শত্রুসৈন্য অত দ্রুত লেনিনগ্রাদ মস্কো ও ভলগোগ্রাদ পর্যন্ত এগিয়ে আসে।

বালাসিয়েভ ॥ একটা ইতিহাসগত, অতীব তত্বগত আপত্তি উত্থাপনে বাধ্য হলাম। ভলগোগ্রাদ কেন, ওটা স্তালিনগ্রাদ হবে।

ক্রাসভ ॥ ও নাম বদলে রাখা হয়েছে।

বালা ॥ তবু ১৯৪২-এ নামটা স্তালিনগ্রাদই ছিল।

গ্রোস ॥ কিন্তু মামলা হচ্ছে আজ।

বালা ॥ এ তো বিপদের কথা। আজ যে নামই থাকুক অতীত ঘটনা বিবৃতি করার সময় তখনকার নাম বলাই রীতি, নইলে তো "নেপোলিয়ন লেনিনগ্রাদের দিকে এগোন নি"—এ ধরণের উদ্ভট কথা ঐতিহাসিকরা লিখতে শুরু করবেন!

গ্রোস ॥ যুদ্ধোত্তরকালে ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে ইউরি সিজভ নামে একজন কমিউনিষ্টকে গ্রেপ্তার করা হয় মস্কোয়। কে গ্রেপ্তারের আদেশ দেয় ?

স্তেপা ॥ বালাসিয়েভ।

গ্রোস ॥ আদালতের সামনে ১৩৫ নম্বর কাগজটা হোলো সেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, তলায় ত্রোফিম বালাসিয়েভ-এর নামটা পড়ে দেখতে কমরেড কর্ণেলকে অনুরোধ করি। কমরেড স্তেপানভ, ইউরি সিজভকে কি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় ?

স্তেপা ॥ যুগোস্লাভিয়ার গুপ্তচর হিসাবে। (হাসেন স্তেপানভ) অথচ আমরা জানি সিজভ বিশ্বস্ত কমরেড ছিলেন। তাঁর একমাত্র অপরাধ ছিল, তিনি স্তালিনের বৈদেশিক নীতির সমালোচনা করতেন। তিনি বলতেন, স্তালিন যুদ্ধোন্মাদ হয়ে উঠেছেন।

গ্রোস ॥ আমার আর প্রশ্ন নেই।

ক্রাসভ ॥ কমরেড বালাসিয়েভ এবার প্রশ্ন করতে পারেন।

বালা ॥ বোরিস কনস্তানৃতিনোভিচ, আপনি কেমন আছেন ?

ক্রাসভ ॥ কমরেড বালাসিয়েভ। এটা সামরিক আদালত। রসিকতার স্থানকাল আছে।

বালা ॥ আপনি দয়া করে আমার প্রশ্নে বাধা দেবেন না। কমরেড স্তেপানভ, আপনি অবলীলাক্রমে এখানে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে মস্কো নিরাপত্তা কমিটি আমার জমিদারীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। একজন একনিষ্ঠ কমিউনিষ্ট হিসাবে আপনি নিশ্চয়ই তার প্রতিবাদ করেছিলেন ? ক'বার করেছিলেন এবং কবে কবে করেছিলেন ?

স্তেপা ॥ প্রতিবাদ আমি করি নি, কারণ করলে আমারও বারান্নিকভের দশা হোতো।'

বালা ॥ অর্থাৎ শুধু ভয়ে আপনি আমার স্বৈরাচার মেনে নিয়েছিলেন ?

স্তেপা ॥ শুধু ভয় নয়, আরো অনেক কিছু ছিল। তবে ভয়ই প্রধান।

বালা ॥ কমরেড স্তালিন যখন—আপনাদের মতে—স্বৈরাচারী, হিংস্র, উন্মাদ ইত্যাদি হয়ে ওঠেন, তখনো নিশ্চয়ই আপনি প্রতিবাদ করেছিলেন?

স্তেপা ॥ না। আপনি বুঝতে পারছেন না, প্রতিবাদ করলে—

বালা ॥ আপনি শুধু আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাবেন। কমরেড ক্রুশ্চেভ এবং বর্তমান নেতারা সবাই নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করেছিলেন?

স্তেপা ॥ প্রতিবাদ করেছিলেন বলে আমার জানা নেই। প্রতিবাদ করলে—

বালা ॥ আঃ, আপনি বড্ড বাজে কথা বলেন। শুধু হ্যাঁ কি না জবাব দিয়ে যান। তা পার্টিকে জমিদারী করতে দেখেও আপনারা স্রেফ প্রাণের ভয়ে প্রতিবাদ করলেন না?

স্তেপা ॥ প্রাণ খুইয়ে কী লাভ হোতো?

বালা ॥ আপনারা নিজেদের কমিউনিষ্ট বলেন?

স্তেপা ॥ নিশ্চয়ই।

বালা ॥ তাহলে পার্টির সর্বনাশ হতে দেখেও নিজেদের তুচ্ছ প্রাণ কটাকে পার্টি'র ওপরে স্থান দিলেন?

স্তেপা ॥ গুলি খেয়ে মরলে পার্টি'র কি খুব লাভ হোতো?

বালা ॥ নিশ্চয়ই হোতো। কমিউনিষ্টের সেটাই কর্ত্তব্য। আপনি বুখারিন নামে এক কুখ্যাত নেতাকে চিনতেন?

স্তেপা ॥ নিশ্চয়ই।

বালা ॥ আপনি জানেন কি, যে প্রাণের তোয়াক্কা না রেখে সে ব্যক্তি

তার নিজের ধ্যানধারণা অনুযায়ী স্তালিনের বিরোধিতা করেছিল ?

স্তেপা ॥ হ্যাঁ, সেইজন্যেই—

বালা ॥ বুখারিনের মতন পার্টি-বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীর যে সাহস ছিল, আপনি-ক্রুশ্চেভ-মিকোইয়ান প্রমুখ মহান কমিউনিষ্ট নেতাদের সে সাহস ছিল না, এটাই কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন ? আপনি জিনোভিয়েভ-কামেনেভ-ক্রেসটিনস্কি-রোজেনগোল্ডের কথা জানেন ? সে বিশ্বাসঘাতকরাও মৃত্যুবরণ করতে পিছপা হয় নি। আপনি কি বলতে চান ফ্যাশিস্ত গুপ্তচরদের যে হিম্মৎ ছিল, কমিউনিষ্টদের তাও ছিল না ? আপনি লেনিনের পার্টিকে যেভাবে অপমান করলেন, কমরেড স্তেপানভ, তাতে আপনাকে তো পার্টি থেকে বহিষ্কার করা উচিত !

স্তেপা ॥ (ক্রুদ্ধ) বুখারিন-জিনোভিয়েভদের সঙ্গে আমাদের তুলনা চলে না। আমরা পার্টির মুখ চেয়েই, পার্টির ভালর জন্যই, ঐক্য রক্ষার জন্যই চুপ করে ছিলাম।

বালা ॥ পার্টির ভাল'র জন্যেই পার্টিকে স্তালিনের জমিদারীতে পরিণত হতে দিলেন ! পার্টির ভাল সম্বন্ধে আপনার ধারণাগুলো তো অতি অভিনব ! কাকে বোকা বোঝাচ্ছেন, কমরেড স্তেপানভ ?

স্তেপা ॥ প্রশ্নটা আপনি ইচ্ছাপূর্বক বিকৃত করছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা নিজেরাও তখন ব্যক্তিপূজায় আচ্ছন্ন ছিলাম, তাই ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে লড়বো কি করে ?

বালা ॥ তাই বলুন— আপনারাও স্তালিন-পূজা, বেরিয়া-পূজা, এমন

কি এই অধম বালাসিয়েভ-পূজায় মেতেছিলেন। তবে একটু আগে যে বললেন, প্রাণের ভয়ে মেনে নিয়েছিলেন ?

স্তেপা॥ আগেই বলেছি, নানা কারণ ছিল—ব্যাপক সন্ত্রাসও তার একটি।

বালা॥ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে ব্যাপক সন্ত্রাসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনার কী মত ?

গ্রোস॥ এসব রাজনৈতিক প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর।

বালা॥ কোনো রাজনৈতিক প্রশ্নই অবান্তর হতে পারে না। আজকাল আপনারা ভুট্টার চাষ নিয়ে এত লেখালেখি করছেন যে রাজনীতি শিকেয় তুলেছেন।

ক্রাসভ॥ রাজনৈতিক প্রশ্ন নিশ্চয়ই তোলা যেতে পারে।

বালা॥ বলুন বোরিস কনস্তানতিনোভিচ, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে সন্ত্রাসের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু ?

স্তেপা॥ বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকৃত, কিন্তু সন্ত্রাসের নয়। সেটাই তো স্তালিনের ভ্রান্ত যুক্তি ছিল যা দিয়ে—

বালা॥ স্তালিনের যুক্তি ? এ কথাগুলো কার, কমরেড স্তেপানভ "শ্রেণীর বিলুপ্তি সাধনের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ, কঠিন ও অদম্য শ্রেণী সংগ্রাম। মূলধনের ক্ষমতাকে উৎখাৎ করার পর, বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার পর, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার পরেও এই শ্রেণীসংগ্রাম লোপ পেয়ে যায় না। কেবলমাত্র তার রূপের পরিবর্তন হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা হয় হিংস্রতর।" হিংস্রতর শ্রেণীসংগ্রামের এই নির্দেশটি কার ? স্তালিনের ?

স্তেপা॥ না, লেনিনের। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সমান্যতম

মতবিরোধ, এমন কি দোদুল্যমানতা দেখলেই বারান্নিকভের মতন গুলি করে হত্যা করতে হবে।

বালা॥ তাহলে এই নির্দেশটি কার, কমরেড স্তেপানভ—"দৃঢ় হন! আপনাদের প্রতি, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রতি যে সমস্ত সমাজবাদী গতকালও আনুগত্য জানিয়েছেন তাদের মধ্যে বা পাতিবুর্জোয়াদের মধ্যে যদি কোনো দোদুল্যমানতা দেখতে পান নির্মমভাবে তাকে দমন করুন। যুদ্ধে ভীরুর আইনসিদ্ধ ভাগ্য হোলো গুলি।"

স্তেপা॥ ওটা…ঠিক স্মরণ হচ্ছে না—

বালা॥ ওটাও লেনিন নামক একজন ডগম্যাটিষ্ট-এর রচনা। স্থানান্তরে লেনিন কি "সন্ত্রাসের জবাবে সন্ত্রাস, বুর্জোয়া সন্ত্রাসের জবাবে মেহনতী মানুষের সন্ত্রাস-এর" কথা বলেন নি?

স্তেপা॥ বলেছেন বটে, তবে হাঙ্গেরীর শ্রমিকরা যখন লড়ছিলেন তখন তাদের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, ৩৫-৩৬ সালের রাশিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত সোভিয়েৎ সরকারের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য কি?

বালা॥ একটু আগেই তো শুনলেন লেনিনের স্পষ্ট সতর্কবাণী বিপ্লবের পর বুর্জোয়ারা তীব্রতর আক্রমণ চালায়, তাই আমাদের হিংস্রতর হতে হবে? ৩৫-৩৬ সালের সোভিয়েৎ ইউনিয়ন কি যুদ্ধক্ষেত্র ছিল না? আপনি ফ্যাশিস্তদের ও নাৎসিদের ইওরোপ-ব্যাপী সন্ত্রাসকার্যের খবর রাখেন?

স্তেপা॥ হ্যাঁ।

বালা॥ আপনি জানেন কি যে ৩৫-৩৬ সালে জার্মেনি ও ইটালির বাইরে তাদের গুপ্তচররা এক হাজারের ওপর গুপ্তহত্যা সংঘটিত করে?

স্তেপা ॥ হ্যাঁ।

বালা ॥ সেভিয়েৎ ইউনিয়নের অভ্যন্তরে নাশকতামূলক ধ্বংসকার্যের বান ডেকে যায় ?

স্তেপা ॥ হ্যাঁ।

বালা ॥ সোভিয়েৎ কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে পর্যন্ত নাৎসি গুপ্তচর আবিষ্কৃত হয় ?

স্তেপা ॥ হ্যাঁ।

বালা ॥ ৩৫ সালের প্রথম ছ' মাসেই মস্কো শহরে ১২২টি বিস্ফোরণ ঘটে ?

স্তেপা ॥ হ্যাঁ।

বালা ॥ ৩৫ সালেই এক মস্কো শহরে ৫৭ জন কমিউনিষ্ট কর্মী গুপ্তহন্তার হাতে প্রাণ দেন ?

স্তেপা ॥ হ্যাঁ।

বালা ॥ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সহযোগিতায় ফ্যাশিস্ত ও নাৎসিরা সোভিয়েৎকে আক্রমণ করার ব্যাপক, সর্বাত্মক প্রস্তুতি চালাচ্ছিল ?

স্তেপা ॥ হ্যাঁ।

বালা ॥ এমতাবস্থায় ৩৫ সালের সোভিয়েৎ ইউনিয়নকে যুদ্ধক্ষেত্র বলা যেতে পারে না ? (স্তেপানভ নিরুত্তর) এ ক্ষেত্রে বুর্জোয়া সন্ত্রাসের জবাবের শ্রমিকশ্রেণীর সন্ত্রাস চালু করে কমরেড স্তালিন কি লেনিনের নির্দেশই পালন করেন নি? কমরেড কর্নেল, কমরেড স্তেপানভকে ভদকা দেয়া হোক, উনি শীতে কথা কইতে পারছেন না।

স্তেপা ॥ (উচ্চস্বরে) শ্রমিকশ্রেণীর সন্ত্রাস মানে নিরপরাধকে হত্যা করা নয়, বারান্নিকভ বা ব্রানৃস্কির মতন !

বালা ॥ অত চেঁচাবেন না, ঐ মামলায় আমি পরে আসবো। আপনি বলেছেন, ১৯৩৬ সালের ২১শে ডিসেম্বর আমি মস্কোয় স্তালিন জন্মোৎসবে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ ক'রে ব্যক্তিপূজা প্রসারে নেতৃত্ব দিই। কমরেড স্তেপানভ ; মস্কো ডিস্ট্রীক্ট কমিটি ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬ এক বৈঠকে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে স্তালিনের জন্মোৎসব পালন করা উচিত। আপনি সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ?

স্তেপা ॥ হ্যাঁ।

বালা ॥ সে বৈঠকে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব পাঠ করেন কে ? আমি ?

স্তেপা ॥ না। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নিকিতা খ্রুশ্চভ।

ক্রাসভ ॥ কী বললেন ?

বালা ॥ বর্তমানে যিনি স্তালিনকে কালো কুত্তা বলে শালীনতার আদর্শ স্থাপন করছেন, সেই নিকিতা খ্রুশ্চভই কেন্দ্রীয় কমিটিতে এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং দেশব্যাপী সফর করে স্থানীয় কমিটিগুলোতে বক্তৃতা করে বেড়ান। কমরেড স্তেপানভ, আমি মস্কো স্তালিন জন্মোৎসব কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলাম। আপনি কি আমার বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন ?

স্তেপা ॥ না।

বালা ॥ আপনাদের ভোটেই আমি স্তালিন-কমিটির সম্পাদক। এখন আপনিই সে জন্যে আমাকে গাল পাড়ছেন। এর নাম

গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেয়া। আপনি কি জন্মোৎসব পালনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন?

স্তেপা॥ দিলে কি এখানে এখনো বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়ে আছি?

বালা॥ মস্কোর বলশায় থিয়েটারে ১৯৩৬ সালের ২১ ডিসেম্বর যে সভা হয়, আপনি তাতে বক্তৃতা করেন?

স্তেপা॥ হ্যাঁ।

বালা॥ আমিও করি। আমি কী বলেছিলাম আপনার মনে আছে?

স্তেপা॥ স্তালিন স্তুতির বান ডাকিয়াছিলেন, এটুকু মনে আছে।

বালা॥ প্রাভদার তৎকালীন সংখ্যা থেকে আমার বক্তৃতার সারাংশটা পড়ি? "কমরেড ত্রোফিম বালাসিয়েভ বলেন, স্তালিন এখন আর কোনো ব্যক্তি নয়, একটি পতাকা, যে পতাকাতলে পার্টি ঐক্যবদ্ধ। বাম ও দক্ষিণ দুই প্রকার বিচ্যুতির বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন ও আপোষহীন সংগ্রামে যিনি আমাদের নেতৃত্ব করিয়াছেন সেই শিক্ষক ও লেনিনবাদীকে আজ অভিনন্দন জানাই।" এর প্রতিটি কথা সত্যি। স্তুতির কোনো রেশ এতে তো দেখতে পাচ্ছি না। এবার পড়ছি শুনুন, "বোরিস স্তেপানভ বলেন স্তালিন আমাদের পিতা স্তালিনের নাম মুখে লইয়া খামারের শ্রমিক শস্য গোলায় তোলে, স্তালিনের জয়ধ্বনি করিয়া কারখানার শ্রমিক ইস্পাত গলায়। স্তালিনের পৌরুষমণ্ডিত মুখ স্মরণ করিয়া সোভিয়েতের নারী সন্তানের জন্ম দেয়।" এটা তা প্রায় সমান—"স্তালিন একাধারে যোদ্ধা, দার্শনিক, কবি, নেতা, শ্রমিক, কৃষক,"—ডাক্তার বাদ গেল কেন বুঝলাম না—"মহাপ্রতিভা, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাবিদ; মানবজাতির মূর্তিমান বিবেক।" এই

রকম বিশেষণাদি এক কলম জুড়ে। কমরেড স্তেপানভ, এসব যে এক নাগাড়ে উগ্‌ড়ে ফেলেন সে কি শুধু ভয়ে।

স্তেপা ॥ আগেই বলেছি, কতকটা ব্যক্তিপূজায় আচ্ছন্ন ছিলাম বলে।

বালা ॥ এইরকম কাপুরুষোচিত, মেরুদণ্ডহীন, অন্ধ স্তুতি আপনার মুখ থেকে বেরুলো। অথচ তাতে দোষ নেই, কারণ আপনি নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ী একটা কাপুরুষ। অথচ আমার বা কমরেড মলোটভের সংক্ষিপ্ত বাস্তবনির্ভর স্তালিনের ভূমিকা-নির্দেশটা হয়ে দাঁড়ালো ব্যক্তি পূজা প্রসারেব ষড়যন্ত্র? আপনারা কি দিনকে রাত করতে বদ্ধপরিকর?

স্তেপা ॥ আমরা এখন বুঝতে পেরেছি স্তালিন-পূজা একটা জঘন্য ষড়যন্ত্র। আপনারা তা স্বীকার করেন না, এই যা তফাৎ।

বালা ॥ তথাকথিত স্তালিন-পূজায় কি পুরো পার্টি অংশগ্রহণ করে নি?

স্তেপা ॥ তা করেছিল। সেই সময়টা -

বালা ॥ আপনি কি বলতে চান পুরো সোভিয়েৎ কমিউনিষ্ট পার্টি একটা জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল? পুরো সোভিয়েৎ জনগণ কি স্তালিনের প্রশংসায় মুখর হয় নি? আপনি কি বলতে চান এই মহান দেশের মহান জনগণ সবাই এক জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন?

স্তেপা ॥ ঠিক তা নয় -

বালা ॥ আপনি কি বলতে চান সারা বিশ্বের কমিউনিষ্টরা, যারা স্তালিনের প্রশংসায় মুখর হয়েছিলেন, তাঁরা সবাই এক জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন? আপনি কি বলতে চান লা পাসিওনারিয়া, তোগলিয়াত্তি, মরিস থোরে, হ্যারি পলিট, উইলিয়ম জেড ফষ্টার,

ডিমিট্রেভ, মাওৎসেতুং, হো চি মিন, লুইস তারুক, ডি-এন আইদিৎ সবাই এক জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন? আপনি কি বলতে চান পাবলো পিকাসো, অঁরি মাতিস, পল এলুয়ার, অঁরি বার্ব্‌স, রোঁমা রোলাঁ, লুই এ্যারাগোঁ, টমাস মান, বার্ণার্ড শ, এইচ-জি-ওয়েলস, ডীন হিউলেট জনসন, শন ও'কেসি, ডন পামোস, থিওডোর ড্রাইজার, দিয়েগো রিভেরা, পাবলো নেরুদা, হাওয়ার্ড ফাষ্ট, নাজিম হিকমত প্রভৃতি দলনিরপেক্ষ লেখক-শিল্পীরা এক জঘন্য ষড়যন্ত্রের অংশীদার হিসেবে স্তালিনের ব্যক্তিত্বের জয়গান করেছিলেন? চার্চিলের মতন শত্রুরাও কি ষড়যন্ত্রের ফলেই স্তালিনের নেতৃত্বের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছিলেন? আপনাদের মাথা দি একেবারে খারাপ হয়ে গেছে, কমরেড স্তেপানভ, না এখনো খানিকটা সুস্থ আছে? যদি থাকে, তবে এংগেলস্ ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা সম্বন্ধে যা বলে গেছেন তা স্মরণ করবেন। ভুট্টা নিয়ে গবেষণার ফাঁকে খানিকটা অন্ততঃ মূল মার্কসবাদী গ্রন্থগুলো পড়ে নিলে ভালই হবে। ষড়যন্ত্র ক'রে কোনো ব্যক্তিকে বিশ্বের মেহনতী মানুষের নেতা করে তোলা যায় না। সোভিয়েৎ জনগণ নিজ প্রয়োজনে ইতিহাসের সংকটমুহূর্তে সৃষ্টি করেছিল লেনিনকে, তেমনি স্তালিনকে। স্তালিন মহান কারণ রুশ জনগণের সমস্ত আশা আকাংখাকে রূপ দিতে তিনি পার্টি'র নেতৃত্ব শক্ত মুঠোয় হাল ধরেছিলেন। লেনিনের "ট্যাক্স্ ইন কাইণ্ড" পড়েছেন?

স্তেপা॥ কোনো সন্দেহ আছে?

বালা॥ তাতে তিনি বিস্তীর্ণ রুশ মহাদেশের বর্ণনায় বলেছিলেন, এটা অংশত পুঁজিবাদী, অংশত সমাজতান্ত্রিক, অংশত দাস-

ভিত্তিক, অংশত আদিম গোষ্ঠি ভিত্তিক একটা বিপুল দেশ। এই পশ্চাদপদ দেশকে ৩৫-৩৬ সালের ঝড় ঠেকাতে হয়েছিল। যে মুহূর্তে স্তালিন বললেন. "উৎপাদন করো, নইলে মরবে" সেই মুহূর্তে তিনি ইতিহাসের তথা বিশ্বের সর্বহারার ইতিহাসের কণ্ঠস্বর হয়ে গেলেন। তাঁকে মহান ক'রে তোলার আর ষড়যন্ত্রের প্রয়োজন রইল না।

গ্রোস॥ কমরেড কর্ণেল, উনি কি প্রশ্নের পরিবর্তে বক্তৃতা করবেন?

বালা॥ বহুদিন রাজনৈতিক কথাবার্ত্তা শোনেন নি, একটু নাহয় শুনলেনই বা।

ক্রাসভ॥ যে কথাগুলো কমরেড বালাসিয়েভ বললেন সেগুলো প্রাসঙ্গিক এবং ওঁর অধিকারভুক্ত।

বালা॥ তবেই দেখুন।

স্তেপা॥ আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন না। স্তালিনের ব্যক্তিত্ব যে বিশাল ছিল কে অস্বীকার করবে? আমরা বলছি, ব্যক্তিপূজার যে বাড়াবাড়িটা হয়েছিল তার মারাত্মক ফল ফলেছিল। সব সাফল্যের কৃতিত্ব দেয়া হোতো স্তালিনকে, পার্টিকে নয়। আমরা তাই নীতি হিসেবে ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে।

বালা॥ ও, আপনারা নীতি হিসেবেই ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে?

স্তেপা॥ নিশ্চয়ই।

বালা॥ স্তালিনের অবদান আপনারা অস্বীকার করেন না?

স্তেপা॥ যতটুকু তাঁর প্রাপ্য সে সম্মান আমরা দিই।

বালা॥ নীতি হিসাবে সর্বপ্রকার ব্যক্তিপূজার বিরোধী হলে সারা সোভিয়েৎ জুড়ে খ্রুশ্চভ-এর ছবি টাঙিয়েছেন কেন? প্রতি পত্রিকায় পাতাজোড়া খ্রুশ্চভ এর ছবি আর জীবনী কেন?

খ্রুশ্চভ-এর নামে শতাধিক যৌথখামার ও কারখানার নাম দেয়া হয়েছে কেন? খ্রুশ্চভ-এর জীবনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে কেন? ইতিহাস ধর্ষণ করে খ্রুশ্চভকে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের মহান নায়ক বলা হচ্ছে কেন? মায় মস্কোর রেভোলিউশন মিউজিয়ামে বিপ্লবের সময়ে যে নিকিতা মহাশয়ের টাকও কেউ দেখেনি সেই খ্রুশ্চভের ২৪ খানা ছবি ঝুলিয়েছেন কেন?

স্তেপা॥ আপনার এসব কথার জবাব আমি দেব না। ছবিগুলো আমি ঝোলাইনি, অতএব—

বালা॥ আপনি বলেছেন—মানে আমার প্রশ্নবানে মুক্তকচ্ছ হয়ে অবশেষে ঢোঁকি গিলে স্বীকার করেছেন যে স্তালিনের অবদান আপনারা স্বীকার করেন। কোথায় তার লক্ষণ? স্তালিনের নাম মুছে দিয়েছেন সোভিয়েৎ থেকে, তাঁর দেহ পুড়িয়ে ফেলেছেন, রেভোলিউশন মিউজিয়মে তাঁর ছবির ওপর শাদা কাগজ সেঁটে দিতে লজ্জা বোধ করেন নি। এবং আপনাদের বিরলকেশ নেতা অবিশ্রাম স্তালিনকে "ইভান দি টেরিবল্‌এর মতন অত্যাচারী", "কালো কুত্তা", "দস্যু", "যুদ্ধবাজ", প্রভৃতি বলে খিস্তি করছেন।

ক্রাসভ॥ ওসব গালাগাল কমরেড স্তেপানভ দেন নি। তাই এ কথার জবাব দিতে উনি বাধ্য নন! আপনি অন্য প্রসংগে যান।

বালা॥ আপনি বলেছেন বেরিয়া-মলোটভ-আমি প্রভৃতিরা স্তালিনকে পরামর্শ দিয়ে তাঁকে হিটলারের গুণগ্রাহী ক'রে ফেলেছিলাম; ফলে তিনি নাৎসি আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়েন নি, দেশ দুর্বল ছিল। কমরেড স্তেপানভ, আপনার তো ঢের বয়স

হোলো, লিটভিনভ যখন যৌথ নিরাপত্তার প্রস্তাব আনলেন লীগ অফ নেসনস্-এ আপনার তখন অন্ততঃ সংবাদপত্র পড়ার বয়স হয় নি ?

স্তেপা ॥ যৌথ নিরাপত্তার প্রস্তাবটা আমি ভাল করেই জানি।

বালা ॥ সে নিরাপত্তা চুক্তি কার বিরুদ্ধে ছিল ?

স্তেপা ॥ নাৎসি জার্মেনি।

বালা ॥ কমরেড স্তেপানভ, স্পেনে গৃহযুদ্ধের সময়ে রুশ স্বেচ্ছাসেবকরা তুহাজার মাইল দূরে কার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েছিল ? নাৎসিদের বিরুদ্ধে নয় ? ফ্যাসিস্ত ফিনল্যাণ্ডকে আক্রমণ ক'রে মানেরহাইম লাইন ভেঙে দিয়ে কারেলিয়া ভূখণ্ড দখল করে লেনিনগ্রাদ সুরক্ষিত করা হয়েছিল কার আক্রমণের আশংকায় ? নাৎসি জার্মানির নয় ? ১৯৩৯ সালে পোলাণ্ডে ফৌজ পাঠিয়ে কার্জন লাইন পর্য্যন্ত অধিকার ক'রে তার বিরুদ্ধে স্তালিন আত্মরক্ষা করেছিলেন ? নাৎসি জার্মেনির বিরুদ্ধে নয় ? জার্মেনিতে নাৎসি অভ্যুত্থানের সময় থেকে অনবরত বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে স্তালিন কি অবশ্যম্ভাবী নাৎসি আক্রমণের ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি ? বলুন ইতিহাসের এত সাক্ষ্য আপনাদের চোখে পড়ে না ?

স্তেপা ॥ পড়ে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—

বালা ॥ তবে কোন আক্কেলে বলেন স্তালিন নাৎসি আক্রমণ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না ? এই বিপুল তথ্যের বিরুদ্ধে কী তথ্য আপনাদের মুর্খ নেতারা দিয়েছেন ?

স্তেপা ॥ নাৎসিদের সংগে অনাক্রমণ চুক্তি যিনি করতে পারেন—

বালা ॥ আপনারা কি একেবারে চোখের মাথা খেয়েছেন ? বোঝেন

না যে লোকার্ণো এবং মিউনিখে নাৎসি জার্মেনির সংগে বৃটেন ও ফ্রান্স জোটবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল সোভিয়েৎকে আক্রমণ করার জন্য ? জর্মন-সোভিয়েৎ অনাক্রমণ চুক্তি সে জোট ভেঙ্গে খান খান করে দেয় এবং যুদ্ধে নাৎসিদের একা লড়তে বাধ্য করে। যুদ্ধে অনাক্রমণ চুক্তিটা স্তালিনের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষামূলক কীর্তি।

স্তেপা ॥ এত সতর্কই যদি থাকবেন স্তালিন, তবে নাৎসিরা হু হু ক'রে মস্কো পর্যন্ত এগিয়ে এল কি করে ?

বালা ॥ আলুর সের কত ক'রে ?

স্তেপা ॥ অর্থাৎ ?

গ্রোস ॥ এসব অবমাননাকর তামাশার অর্থ কী ?

ক্রাসভ ॥ কমরেড বালাসিয়েভ, কমরেড স্তেপানভ ও প্রশ্নের জবাব দেবেন না।

বালা ॥ আমি জানতাম, দেবেন না, কারণ আলুর দর ওঁর জানার কথাই নয়। ততোধিক অজ্ঞাত অর্থনীতি। নইলে তৎকালীন বিশ্বের সর্বাগ্রর শিল্পোন্নত দেশ জার্মেনি যার হাতে আবার ফ্রান্স, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, অষ্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকো-স্লোভেকিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাংগেরির মিলিত সম্পদ—তার সংগে নবীন সোভিয়েতের প্রাথমিক কয়েকটা পরাজয়ের কারণ খুঁজতে স্তালিনকে নিয়ে টানাটানি করবেন কেন ? আরে মশাই, শেষ পর্যন্ত যে জিতেছে এবং এখনো বহাল তবিয়তে এখানে দাঁড়িয়ে সহযোদ্ধার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছেন তার জন্যে স্তালিনকে ও স্তালিনের পার্টিকে প্রণাম জানান। আলুর দর যেমন জানেন না, অর্থনীতিও তেমনি বোঝেন না, কেন কথা

বলেন? আপনি বলেছেন, ১৯৩৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি আমি লিওনিদ বারান্নিকভকে ভয় দেখাই এবং ১১ই ফেব্রুয়ারি বিশ্বস্ত কমরেড় বারান্নিকভকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। কী বলেছিলাম আমি বারান্নিকভকে?

স্তেপা॥ বলেছিলেন, "এর ফল খুব খারাপ হবে।"

বালা॥ কিসের ফল খারাপ হবে?

স্তেপা॥ আপনার স্বৈরাচারের প্রতিবাদ করার ফল।

বালা॥ কমরেড স্তেপানভ, আপনি মিথ্যাবাদী!

গ্রোস॥ এ অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য।

ক্রাসভ॥ আপনি ও কথা প্রত্যাহার করে মার্জনা ভিক্ষা করুন।

বালা॥ করলাম। স্তেপানভ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারির মিটিংটা কী বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ডাকা হয়েছিল?

স্তেপা॥ ঠিক মনে নেই। বারান্নিকভকে কোনো এক কারণে ভৎ´সনা করার জন্যই মনে হচ্ছে।

বালা॥ আমি কী বলেছিলাম অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে, অথচ আস্ত মিটিংটা কী জন্যে ডাকা হোলো মনে নেই? তবে মিটিং-এর কার্য-বিবরণী থেকে পড়ি? কার্যসূচী: কমরেড লিওনিদ বারান্নিকভের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ। কী অভিযোগ ছিল সেটা এবার মনে পড়ছে?

স্তেপা॥ না।

বালা॥ আশ্চর্য দুর্বল আপনার স্মৃতিশক্তি। নাটালিয়া বাসকোভা নামে এক মেয়ে-কমরেডকে মনে পড়ছে, না তাও পড়ছে না? অমন সুন্দরী মেয়েকে মনে পড়ছে তো?

স্তেপা॥ হ্যাঁ, মনে আছে।

বালা ॥ সেই বিবাহিতা কমরেডের প্রতি প্রেম-নিবেদনের অভিযোগে অভিযুক্ত হন নি কমরেড লিওনিদ্ বারান্নিকভ ?

স্তেপা ॥ ঐ রকমই কী একটা যেন অভিযোগ ছিল।

বালা ॥ কী রকম নয়, সেটাই ছিল অভিযোগ। অভিযোগ এনেছিলেন কমরেড বাসকোভার স্বামী নিকোলাই বাসকভ। বারান্নিকভ বলে, সে এবং নাটালিয়া পরস্পরকে ভালবাসে। তখন আমি যা বলি মনে আছে ?

স্তেপা ॥ সবটা কী করে মনে থাক্‌বে ? আপনার সামনে রয়েছে কার্যবিবরণী পড়ুন।

বালা ॥ "কমরেড ত্রোফিম বালাসিয়েভ : লিওনিদ বারান্নিকভ, তুমি যা বললে তার প্রতি আমার সহানুভূতি থাকলেও, তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি তুমি কমিউনিষ্ট। হৃদয়াবেগ দ্বারা পরিচালিত হওয়া তোমার সাজে না। তুমি আবার ভাল করে ভেবে দেখ, নইলে ফল খারাপ হতে পারে।" এ থেকে কি এই বোঝায় যে আমি ওকে স্বাধীন মতামতের অপরাধে ভয় দেখাচ্ছিলাম ? আর কতদূর নামবেন আপনারা ?

স্তেপা ॥ কিন্তু ১১ তারিখে মরলো বারান্নিকভ। সেটা তো সত্য।

বালা ॥ আদালতের সামনে ওর পোস্ট মর্টেম-এর রিপোর্ট রয়েছে। তাতে যে গুলিতে সে মরলো তার কী বিবরণ লেখা রয়েছে, কমরেড কর্ণেল দয়া করে পড়বেন ?

ক্রাসভ ॥ কোন কাগজটা ?

মেদেংকো ॥ ৭৮ নম্বর।

ক্রাসভ ॥ "গুলি—ট্রপেট সাইজ। অস্ত্র—জর্মন মাউজার পিস্তল।"

বালা ॥ সামরিক উকীল মহাশয় সব কাগজ আদালতে জমা করেন

নি এটা বড় পরিতাপের বিষয়। অবশ্য আমার কাছে আছে। কমরেড স্তেপানভ, বিক্ষুব্ধ স্বামী নিকোলাই বাসকভের কী হয়েছিল জানেন ?

স্তেপা ॥ না।

বালা ॥ কী করেই বা জানবেন ? আপনি তো তখনো নিরাপত্তা কমিটির দায়িত্বশীল পদে আসীন হন নি। ঐ ১১ তারিখেই রাত্রে বাসকভ নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করে। এটা হোলো পোস্টমর্টেম রিপোর্ট। কমরেড কর্ণেল, কী রকম গুলি ও কী অস্ত্রে আত্মহত্যা সংঘটিত হয়েছিল দয়া করে পড়বেন ?

ক্রাসভ ॥ গুলি—ট্রপেট সাইজ পিস্তল-শট। অস্ত্র —জর্মন মাউজার। অস্ত্রে দুটো গুলি কম, যদিও একটিমাত্র ব্যবহার করা হয়েছিল।”

বালা ॥ বারান্নিকভ মামলার এইখানেই ইতি করলাম। এবার ব্রানস্কি। ১৯৪১ সালের মে মাসে ব্রানস্কিকে যখন আদালতে অভিযুক্ত করা হয়, নিরাপত্তা কমিটির পক্ষে আপনিও তো ছিলেন আমার সংগে !

স্তেপা ॥ হ্যাঁ। তবে আপনিই যে প্রধান পরিচালক ছিলেন, সেটা তো অস্বীকার করতে পারেন না ?

বালা ॥ না, নিশ্চয়ই না। কমরেড স্তেপানভ, ব্রানস্কিকে মার্কিন গুপ্তচর হিসাবে অভিযুক্ত করার সময়ে আমরা দুজনে যেসব প্রমাণাদি জোগাড় করেছিলাম আপনার তা কিছু কিছু মনে আছে ?

স্তেপা ॥ সব নেই, তবে কিছু কিছু আছে। যেমন ওর ঘর খানা-তল্লাসী করে চিঠি পাওয়া যায়।

বালা ॥ মার্কিন রাষ্ট্রাদূতের লেখা। তা ছাড়া টাকা পাওয়া যায় প্রচুর, যা ওর তিন বছরের আয়ের সমান। আর কিছু ?

স্তেপা ॥ আপনার একখানা ছবি। (হাস্যধ্বনি)

বালা ॥ সে কথা যাক। গুপ্তচর বৃত্তির আর কোনো প্রমাণ ?

স্তেপা ॥ ঠিক মনে পড়ছে না—

বালা ॥ মামলার রেকর্ডটা ভাল ক'রে পড়েও নেননি একবার ?

স্তেপা ॥ একটা ম্যাপ—

বালা ॥ কোথাকার ম্যাপ ?

স্তেপা ॥ পুটিলভ কারখানার অভ্যন্তরের।

বালা ॥ আর আপনার কি স্মরণ আছে ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে ঐ পুটিলভ কারখানার ব্লাষ্ট ফার্নেসে এই বিস্ফোরণে বারো জন শ্রমিক প্রাণ হারান ?

স্তেপা ॥ হ্যাঁ।

বালা ॥ স্বভাবত আমরা এ সব তথ্য হতভাগ্য ব্রানস্কির সামনে উত্থাপন করি, এবং সে স্বীকারোক্তি করে।

স্তেপা ॥ স্বীকারোক্তি সবাই করতো তখন, আপনাদের মারের চোটে।

বালা ॥ কমরেড কর্ণেল, আপনি এই ফাইলটা একটু দেখুন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কমরেড স্তেপানভ, আমরা এটা জানতাম যে বিশ্বাসঘাতকতার একমাত্র শাস্তি তখন ছিল মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু আপনি জানেন কি যে ব্রানস্কির অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হলে তাকে কিছুতেই আমি মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে পারতাম না ?

স্তেপা ॥ না, জানবো কি ক'রে যে ব্রানস্কির জন্য আপনার প্রাণ উথলে উঠতো।

বালা ॥ না, আপনার জানবার কথা'ই নয়। ওটা অনেক উচ্চতর পার্টি নেতৃত্বের ব্যাপার। ব্রানস্কির মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হলে ওর প্রাণভিক্ষা ক'রে আমি যে আবেদন পাঠাই স্তালিনের কাছে তার অনুলিপি আছে ঐ ফাইলে, কমরেড কর্ণেল আপনাকে বলবেন কেন ব্রানস্কিকে মৃত্যুমুখে পাঠানো আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। তবু দেশের ও পার্টি'র স্বার্থে অপরাধীকে আদালতে হাজির করেছিলাম। কিন্তু ওর মৃত্যুদণ্ডে আমার···আমার বুকের মধ্যে···দেখি, জল। ওষুধ খাবো।

ক্রাসভ ॥ এ যে অবিশ্বাস্য কমরেড বালাসিয়েভ।

গ্রোস ॥ ও কাগজে কী আছে, কমরেড কর্ণেল ?

বালা ॥ ব্রানস্কির ঘরে আমার ছবি দেখে অবাক হয়েছিলেন, কমরেড স্তেপান অবাক হওয়ার কিছু নেই। লেভ ব্রানস্কি আসলে আমার ছেলে। [চাঞ্চল্য]

স্তেপা ॥ কী বললেন ?

বালা ॥ লেভ ব্রানস্কি-র আসল নাম লেভ বালাসিয়েভ। পারিবারিক কারণে অর্থাৎ ওর মা এবং আমার মধ্যে বিচ্ছেদ হওয়ায়—লেভ ওর মার নাম গ্রহণ করে। ওর মা'র নাম ব্রানস্কায়া।

ক্রাসভ ॥ ব্রানস্কির জন্মের রেকর্ডের অনুলিপিও রয়েছে এখানে। তাতেও দেখা যাচ্ছে—পিতার নাম ত্রোফিম বালাসিয়েভ এবং মায়ের নাম ভালেন্টিনা ব্রানস্কায়া। কমরেড বালাসিয়েভ, নিজের ছেলেকে আদালতে অভিযুক্ত করতে আপনার···আপনার···

বালা ॥ আঘাত পেয়েছিলাম, কমরেড ; কিন্তু ছেলের চেয়ে পার্টি বড়, দেশ বড়। শুধু—শেষ মুহূর্তে—মানে মৃত্যুদণ্ড উচ্চারিত হওয়ার

পর করুণার আবেদন করেছিলাম। যদিও সেটাও দুর্ব্বলতা বই কিছু না।

স্তেপা ॥ কমরেড···কমরেড বালাসিয়েভ····বছরের পর বছর এক-সঙ্গে কাজ করেছি। কখনো তো বলেন নি ব্রানস্কি আপনার ছেলে ?

বালা ॥ পার্টি'র বয়ঃকনিষ্ঠ কমরেডরা সবাই আমার ছেলে। তা ছাড়া পূর্বেই বলেছি, পারিবারিক কারণে ওর আর আমার মধ্যে একটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে·· ও যে ছবি ঝুলিয়ে রেখেছে, সেটা দেখে···কি বলে···আর কোনো প্রশ্ন আমার নেই, কমরেড কর্ণেল।

ক্রাসভ ॥ পরের সাক্ষী ডাকুন, কমরেড গ্রোসমান।

[মেদেংকোর নিদের্শে হতভম্ব স্তেপানভ চলে যান এবং শীর্ণ, বৃদ্ধ ভাসিলি সাভিংকভ আসেন]

বালা ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে) ভাসিলি পেত্রোভিচ, আপনার শরীর কেমন আছে আগে বলুন।

ভাসিলি ॥ ভাল, কমরেড বালাসিয়েভ, আমি বেঁচে আছি এখনো।

গ্রোস ॥ কমরেড সাভিংকভ, ১৯৪৩ সালের ১৬ই মার্চ আপনারা ১৭ জন গ্রেপ্তার হ'ন মস্কোর ভরবসকোগো অঞ্চলে। কি অভিযোগে গ্রেপ্তার হ'ন ?

ভাসিলি ॥ মস্কোর···মস্কোর বৈদ্যুতিক কেন্দ্রে আমরা···আমরা নাকি নাশকতামূলক কার্য্যের ষড়যন্ত্র করেছিলাম।

গ্রোস ॥ আপনি কি সত্যিই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন ?

ভাসিলি ॥ না জীবনে·· জীবনে কোনোদিন···পার্টি' বা····আমার ····আমার দেশের বিরুদ্ধে···

গ্রোস॥ আপনাদের বিচারে বিচারক কে ছিলেন?

ভাসিলি॥ যুদ্ধের সময়ে সাবোতাজের মামলা···মামলা গোপনে হয়···নিরাপত্তা কমিটির পক্ষে ত্রোফিম মিখাইলোভিচ বালাসিয়েভ···বিচারক ছিলেন।

গ্রোস॥ সে মামলায় ত্রোফিম বালাসিয়েভ আপনাকে কি দণ্ড দেয়?

ভাসিলি॥ যাবজ্জীবন শ্রম, সাইবেরিয়ার নুনের খনিতে····সেখানে ···সেখানে অসম্ভব শীত····

গ্রোস॥ আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই, এবং অভিযুক্তকেও অনুরোধ করবো, প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত করতে কারণ ভাসিলি পেত্রোভিচের শারীরিক অবস্থা মোটেই ভাল নয়।

বালা॥ আমারও তাই মত। তাই আমি কোনো প্রশ্নই করবো না।

ক্রাসভ॥ কী?

বালা॥ আমার প্রশ্ন নেই।

ক্রাসভ॥ ওর পুরো জবানবন্দীটা আপনার বিপক্ষে যাচ্ছে, কমরেড বালাসিয়েভ, কোনো প্রশ্ন না করলে সবটা আপনি মেনে নিচ্ছেন বলে ধরে নেব।

বালা॥ তাতে আমার লেশমাত্র আপত্তি নেই। কারণ আমি চিরকালই জানি কমরেড ভাসিলি সাভিংকভ নিজে ছিলেন নিরপরাধ।

গ্রোস॥ তবু তাঁকে আপনি সাইবেরিয়া পাঠালেন?

বালা॥ নিশ্চয়ই। ভরবস্‌কোগো অঞ্চলে যে শত্রু ঘাঁটি তৈরী হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ আমাদের ছিল না। ট্রটস্কির

চতুর্থ আন্তর্জাতিকের "বিপ্লবী পরাজয়বাদে" প্রভাবান্বিত কিছু লোক ওখানে মস্কোর বৈদ্যুতিক শক্তি কেন্দ্র উড়িয়ে দিয়ে নাৎসিদের সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। আমরা জর্মন ষ্টর্টের ৩৮০ ডায়নামাইট ষ্টিক পর্যন্ত আবিষ্কার করি। এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম যে উল্লিখিত ১৭ জন আসামীর মধ্যেই কয়েকজন সে গুপ্তচক্রের সদস্য। কিন্তু কেউ তা জানতে পারিনি এবং জানতো অন্যেরা, নির্দোষরা কোনো সাহায্যও করেন নি।

গ্রোস॥ তাই পাইকারীভাবে সবাইকেই শেষ করে দিলেন? এই আপনাদের বিচার?

বালা॥ বিচার-আইন-আদালত শ্রেণী-নিরপেক্ষ নয়, শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার মাত্র।

গ্রোস॥ কিন্তু নির্দোষকে দণ্ড দেওয়ার সময়ে হাত কাঁপে নি?

বালা॥ আপনাদের কেঁপেছিল বিচারের পূর্বেই বেরিয়াকে হত্যা করার সময়ে?

ক্রাসভ॥ এ প্রশ্ন অবৈধ এবং রাষ্ট্রের প্রতি অবমাননাকর।

গ্রোস॥ আপনি যদি জানেন কুড়িজনের মধ্যে একজন দোষী এবং তাকে খুঁজে বার করতে পারছেন না, তবে কুড়িজনকেই মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ১৯ জন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করার আদেশ দেবেন?

বালা॥ সব সময়ে নয়, তবে ১৯৪৩ সালে নাৎসি আক্রমণের মুখে সোভিয়েৎ ইউনিয়নকে বাঁচাবার জন্যে সেটা করতে প্রস্তুত ছিলাম। অবশ্য গোড়ায় নয়। প্রাণপণে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে আমরা খুঁজি আসল অপরাধীদের। যখন কিছুতেই সফল হলাম না এবং ১৭ জনকেই ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিলাম,

তখন একজন বর্ষীয়ান্ শ্রদ্ধেয় কমরেড আমাকে বোঝালেন, ১৭ জনের মধ্যেই যখন খুনেরা লুকিয়ে রয়েছে তখন এদের ছেড়ে দেওয়া মানে সোভিয়েতের ভবিষ্যৎ বিপদের সূচনা করা ; একজন অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে ৯৯ জন নির্দোষীকেও তার সংগে শেষ ক'রে দেওয়া শ্রেয়ঃ।

গ্রোস ॥ কে বলেছিলেন এ কথা আপনাকে ? স্তালিন ?

বালা ॥ না। উপরন্তু স্তালিন বলেছিলেন সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হোক।

গ্রোস ॥ তবে কি বেরিয়া ?

বালা ॥ না, বেরিয়ার এ মামলা দেখার সময় ছিল না।

গ্রোস ॥ তবে কে আপনাকে এই ন্যায়বিচারবিরোধী নিষ্ঠুর অমানুষিক প্রস্তাব পাঠালেন ?

বালা ॥ তার নাম আমি বলবো না।

গ্রোস ॥ আপনাকে বলতেই হবে।

ভাসিলি ॥ আমি বলছি। সে প্রস্তাব করেছিলাম আমি। (চাঞ্চল্য) আপনি…আপনি ন্যায়বিচারের কথা বলছেন যেন ওটা একটা… একটা মূর্ত ঐশ্বরিক সত্য। আসলে ন্যায়বিচারও শ্রেণীবিচার। আপনারা…আপনারা সে খুনটাকে বুঝতে পারছেন না… সোভিয়েৎ দেশের অবলুপ্তি যে…যে বিশ্ববিপ্লবের চরম পরাজয়… এটা আপনারা যারা শুধু সুখসমৃদ্ধ দেশ দেখছেন আপনারা বুঝতে পারছেন না। স্তালিনকেও না, কমরেড বালাসিয়েভ্‌কেও নয়, আমাকেও নয়। এখানে দাঁড়িয়ে আমার কমরেড ত্রোফিম বালাসিয়েভকে অভিনন্দন জানাই ওর হাতে আমার দণ্ডাদেশ সই করার জন্য।

বালা ॥ ভাসিলি পেত্রোভিচ, আপনি আর কথা কইবেন না, শেষ-কালে কি ডাক্তার ডাকতে হবে?

ভাসিলি ॥ অত সহজ নয়, ত্রোফিম মিখাইলোভিচ, আপনি তো আমার সংগে হেঁটে পারতেন না। মনে নেই? আপনি তো শুধু ট্যাবলেট খেতেন।

বালা ॥ সে যাই হোক, এখন আপনি চেপে যান। বসে পড়ুন।

ভাসিলি ॥ একেবারেই না। বলতে হবে…সজোরে চেঁচিয়ে বলতে হবে। সাইবেরিয়ায় স্বাস্থ্য ভেঙে যেতে…এবং…এবং এঁদের অবিরাম প্রচারের ফলে…আমারও মনে হয়েছিল তুমি ত্রোফিম বুঝি সত্যিই একটা নরপশু। এখন…এখন বুঝতে পারছি, তা নয়…আমরা বদলাই নি, কমরেড, বদলেছে এরা। নিজেদের খেয়ালখুশি মতন মার্কসবাদ লেনিনবাদকে বদলে নিচ্ছে। কিন্তু …কিন্তু আমি জানি, তুমিও নিশ্চয়ই জানো ত্রোফিম…লেনিনের-স্তালিনের পার্টির মৃত্যু নেই। এই মহান পার্টি আবার শত শত স্তালিনের জন্ম দেবে। তদ্দিন পর্য্যন্ত তোমাকে আর আমাকে বাঁচতেই হবে, কমরেড!

—যবনিকা—

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

নবদূর্বাদলশ্যাম

(হাসির নাটক)

চরিত্র লিপি

শ্রীদূর্বাদল চৌধুরী—কর্তা—উৎপল দত্ত
শ্রীমতী শ্যামলিমা চৌধুরী—গিন্নী
—নীলিমা দাস
সুখময়—ভৃত্য—সমর নাগ
রোহিতবাবু—অতিথি - রবি ঘোষ

পরিচালনা—উৎপল দত্ত

[দূর্বাদল বাবুর বাড়ির বৈঠকখানা। রোহিত বাবু একা।]

রোহিত ॥ নামটা একটু বিদঘুটে হলেও লোক কিন্তু বেশ ভাল। সেদিন চায়ের দোকানে তো আলাপ হল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বেশ চমৎকার লোক। কি রকম আপ্যায়ন করে বললেন—আমরা কিন্তু কোন কথা শুনব না। যে ক'দিন এখানে আছেন, সকাল-সন্ধ্যে দু'বেলাই আমাদের ওখানে আসতে হবে। এ কিন্তু বেশ ভাল হল.........চমৎকার হ'ল! যা চাইছিলাম ঠিক তাই হল! কিন্তু......চাকরটা! আমাকে এখানে ছেড়ে দিয়ে গেল কোথায়? ভেতরে একটা খবর দিতে হবে। হয়ত বা খবর দিতেই গেছে। কিন্তু না....যে রকম তাড়াহুড়ো করে গেল, নাম-ধাম জিজ্ঞেস না করেই......(মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল)......ও বুঝেছি পেটখারাপের ধার্ত? হতেই হবে!

আমারও যে ও রকম হয় মাঝে মাঝে! (ভৃত্য সুখময়ের প্রবেশ) এই যে! সকাল থেকেই পেটটা খারাপ করেছে তো?

সুখময়॥ আজ্ঞে না তো—

রোহিত॥ তা হলে? আমাকে এখানে ছেড়ে দিয়েই যে ঐ রকম হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেলে? নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করার সময় হল না তোমার।—আসছি, বলেই দৌড় দিলে—এ নিশ্চয়ই পেট খারাপ! কি বল? ঠিক বলছি না?

সুখময়॥ আজ্ঞে না। ডালটা ধরে উঠেছিল—তাড়াতাড়ি নামিয়ে এলাম।

রোহিত॥ ও! তাই। আমি ভাবছিলাম বুঝি…

সুখময়॥ আজ্ঞে না।

রোহিত॥ কি না?

সুখময়॥ আজ্ঞে পেটখারাপ।

রোহিত॥ না—মানে…আমারও মাঝে মাঝে ঐ রকম হয় কি না।

সুখময়॥ (একগাল হাসিয়া) ও! হয় বুঝি? রোজ গাঁদাল পাতা সেদ্ধ খাবেন বাবু—একেবারে ভাল হয়ে যাবে।

রোহিত॥ (হতভম্ব অবস্থায় তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া) ও—ভাল হয়ে যাবে বুঝি…আচ্ছা….তা হলে না হয়……ও হ্যাঁ… তোমার বাবুকে খবর দিয়েছ?

সুখময়॥ আজ্ঞে হ্যাঁ…… যাই……(যে দিক দিয়া আসিয়াছিল তাহার বিপরীত দিকের প্রস্থান পথের দিকে অগ্রসর হয়)।

রোহিত॥ (মঞ্চের সম্মুখভাগে অগ্রসর হইয়া আসিয়া যেন নিজেকে বলিতেছেন এমনভাবে) কিন্তু ছোকরাটার সঙ্গে আলাপটা একটু জমিয়ে রাখলে মন্দ হত না! কায়দা করে একটু জেনে নেওয়া

দরকার কর্তা-গিন্নী লোক কেমন! তা ছাড়া জলখাবার-টলখাবারগুলো তো ওই আনবে। শেষে পেট খারাপ মনে করে যদি……(ভৃত্যের প্রস্থান পথের দিকে অগ্রসর হইয়া) ওহে শোন শোন……

সুখময়॥ (রোহিত বাবুর ডাকে ফিরিয়া আসিয়া) আজ্ঞে?

রোহিত॥ না…মানে ··তুমি যা ভাবলে, আমার কিন্তু না নয়!

সুখময়॥ (বিগলিত ভাবে হাসিয়া) আজ্ঞে তা বুঝেছি।

রোহিত॥ (পুনরায় হতভম্ব হইয়া গিয়া) কি বুঝলে বল তো?

সুখময়॥ (পুনরায় বিগলিত ভাবে হাসিয়া) আজ্ঞে আপনার পেট খারাপ নয়!

রোহিত॥ কি করে বুঝলে?

সুখময়॥ (এক গাল হাসিয়া) আজ্ঞে আমরা তিন পুরুষে চাকর! লোকের আড়া দেখলে লোক বুঝতে পারি।

রোহিত॥ বাঃ—তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান লোক হে! তা তোমার নামটি কি?

সুখময়॥ আজ্ঞে সুখময়। তা হ্যাঁ বাবু, আপনার নামটি?

রোহিত॥ (পুনরায় হতভম্ব হইয়া গিয়া) অ্যাঁ……আমার নাম? মানে?

সুখময়॥ (বেশ সপ্রতিভ ভাবে) না—মানে—আপনার নামটি? বাবুকে তো বলতে হবে।

রোহিত॥ (সুখময়ের সহিত সমান তালে সপ্রতিভ হইবার চেষ্টা করিয়া) ও—বাবুকে বলতে হবে—না? বল—রোহিত বাবু এসেছেন—সেদিন চায়ের দোকানে যাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

সুখময়॥ কি বললেন? রোহিত…মানে রুই…?

রোহিত ॥ বাঃ—তুমি তো বেশ বাংলা জান দেখছি!

সুখময় ॥ (বেশ গম্ভীরভাবে আত্মসচেতনতার সহিত) আজ্ঞে এইট্ ক্লাশ অবধি পড়েছিলাম।

রোহিত ॥ বাঃ—তুমি তো লেখা পড়ায় বেশ ভাল দেখছি--

সুখময় ॥ (মুখে একটা গর্বের হাসি ফুটিয়া উঠে) আজ্ঞে তা নেহাত মন্দ ছিলাম না। তবে রোহিত আর এমন কি? জানেন? আমাদের গাঁয়ে একটা লোক ছিল তার নাম কি ছিল জানেন? গোপাদ—মানে গরুর ঠ্যাং।

রোহিত ॥ বাঃ বেশ বেশ। তাহলে এবার যাও. বাবুকে একটা খবর দাও।

সুখময় ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ--যাই—(প্রস্থান পথের দিকে অগ্রসর হয়)

রোহিত ॥ ও। শোন…শোন…(সুখময় ফিরিয়া আসিলে) তুমি ছেলেটি কিন্তু বেশ চালাক-চতুর…বুঝলে…

সুখময় ॥ (বিগলিত ভাবে) আজ্ঞে তা যা বললেন—

রোহিত ॥ (যেন কোন গোপন কথা বলিতেছেন এমন ভাবে) তবে আমিও কিন্তু খুব বোকা-সোকাটি নই।

সুখময় ॥ (এক গাল হাসিয়া) আজ্ঞে সেটা কি আর আমি বুঝি নি — দেখেই বুঝেছি।

রোহিত ॥ বুঝেছ বুঝি! বাঃ বেশ বেশ! (হঠাৎ কি রকম সন্দেহ হয়—ঠিক বুঝেছো তো?) কিন্তু…কি করে বুঝলে?

সুখময় ॥ (মুখে বেশ একটু জটিল হাসি, তাহাতে কিছুটা অহঙ্কার, কিছুটা সবজান্তা ভাব) আজ্ঞে বুঝব না? আমি যে বাবু চরিয়ে খাই!

রোহিত ॥ বাবু চরিয়ে খাও? (নিজের কানে কথাটি একবার যেন

বাজাইয়া নেন) বাবু চরিয়ে খাও। বাঃ…বাঃ-বাঃ-বাঃ! বেশ কথাটি তো! তুমি তো দেখছি বেশ ভাল ভাল কথা কও হে! তোমায় তো দেখছি চার আনা পয়সা দিতে হয়।

সুখময় ॥ (একগাল হাসিয়া) আজ্ঞে তা দিলে কিন্তু মন্দ হয় না।

রোহিত ॥ কিন্তু একটা কথা আছে। আমি কিন্তু মিথ্যে কথাটি একেবারে সহ্য করতে পারি না।

সুখময় ॥ (গম্ভীরভাবে চোখ বুঁজিয়া) আজ্ঞে মিথ্যে আমি বলি না।

রোহিত ॥ বললেই কিন্তু আমি ধরে ফেলি।

সুখময় ॥ (গম্ভীরভাবে, কিন্তু চোখ খুলিয়া) আজ্ঞে বললে তো ধরবেন! আমার তো মিথ্যে বলা বারণ।

রোহিত ॥ ও—বারণ বুঝি। তা বেশ! আচ্ছা সুখময় তুমি যখন এত ভাল, তখন তোমার কর্তাটি নিশ্চয় আরো ভাল?

সুখময় ॥ আজ্ঞে অমন ভালো বড় একটা দেখা যায় না।

রোহিত ॥ আর গিন্নী?

সুখময় ॥ আজ্ঞে—তাঁকে তো ভাল বললে খারাপ বলা হয়। তিনি তো চমৎকার!

রোহিত ॥ দুজনেই খুব সাদাসিদে…না?

সুখময় ॥ আজ্ঞে সাদাসিদে বলে সাদাসিদে! এক ফোঁটা কালো নেই, এতটুকু বেঁকা নেই?

রোহিত ॥ (যেন কোন গোপন কথা বলিতেছেন এমন ভাবে) দুজনে খুব ভাব—না?

সুখময় ॥ আজ্ঞে আজ তিন বছর কাজ করছি—একদিন এতটুকু ঝগড়া দেখলাম না—এক মিনিট এতটুকু তর্ক শুনলাম না। এক

এক সময় তো মানুষ বলেই মনে হয় না। স্রেফ দুটি পায়রা—বক্-বকম্—বক্-বকম্! আমার নিজেরই কি রকম লজ্জা-লজ্জা করে সার!

রোহিত॥ এই দেখ—কথায় কথায় ভুলে গিয়েছিলাম। এই নাও তোমার চার আনা পয়সা।

সুখময়॥ (বেশ লজ্জা-লজ্জা ভাব) আজ্ঞে—একটু বেশী হয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে—

রোহিত॥ (সুখময়ের লজ্জা দেখিয়া নিজেও যেন একটু লজ্জায় পড়িয়া গিয়াছেন) না না—এ আর এমন বেশী কি! মোটে তো চার গণ্ডা পয়সা।

সুখময়॥ (পয়সা হাতে লইয়াছে। আবার যেন ফিরাইয়া দিতে পারে, এমন ভাব দেখাইয়া) দেখুন—আপনার কোন অসুবিধে হবে না তো? তাহলে না হয়…

রোহিত॥ পাগল না কি! চার আনা পয়সায় আবার অসুবিধে… কোন অসুবিধে নেই! এখন তুমি কর্তা-গিন্নীকে একটু খবর দাও। বল—আমি দেখা করতে এসেছি…কেমন!

সুখময়॥ আজ্ঞে এই দিলাম বলে। (সুখময় পিছনে দক্ষিণ কোণের পথের দিকে অগ্রসর হয়।)

রোহিত॥ (একটি চেয়ার মঞ্চের সম্মুখভাগে লইয়া আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তারপর আপন মনে) হুঁ! বলে কি না—অসুবিধে হবে না তো! অসুবিধে? আরে চার আনা পয়সা তো কম দিয়েছি! জায়গা যা পেয়েছি, আর খবর যা দিয়েছ—তাতে তো আর একটু বললে কইলে আট আনাও দিয়ে ফেলতে পারতাম। বাবাঃ—এখনও বেশ কটা দিন এখানে থাকতে

হবে। এ ভারী চমৎকার হল! হোটেলে শুধু খাওয়াটি আর শোয়াটি। আরে বাবা কিছু না হক তুবেলা চা-জলখাবারটা তো হবে। খরচা অর্ধেক না হক, অর্ধেকের কাছাকাছি তো কমে যাবে। তারপর? তু-একদিন কি আর নেমনতন্নটা হবে না, সকাল-রাত্তিরে খাওয়ার জন্যে? বাস—বাস! (নিজের মাথা নিজেই চাপড়াইয়া) সাবাস ভাই—চমৎকার! ফন্দী যা এঁটেছ না! আহা! কবে আমার সেদিন হবে! বেড়াতে এলে শুধু ট্রেন ভাড়াটাই লাগবে—খাওয়া-থাকা সবটাই পরের খরচায়! আহা! স্বামীর নাম দূর্বাদল, স্ত্রীর নাম শ্যামলিমা আর বাড়ির নাম নবদূর্বাদলশ্যাম। আহা কি নাম রে! কর্তা, গিন্নী, বাড়ি, সব যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে—আয়···ওরে আয়···তুই বড় শ্রান্ত···কোলে আয়! (সুখময় কিন্তু তখনও যায় নাই। যে দিকে রোহিত বাবু বসিয়াছিলেন, তাহার বিপরীত দিকে দূরপ্রান্তের প্রস্থান পথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে চড়-কিল-ঘুষি মারার ও নাকে-কানে মোচড় দেওয়ার ইঙ্গিত করিতেছিল। হঠাৎ তাহার নাকে যেন কিসের গন্ধ আসিল)।

সুখময়॥ সর্বনাশ!

রোহিত॥ কেন···কেন? কি হল?

সুখময়॥ (প্রস্থানোদ্যত) তুধটা ধরে গেল!

রোহিত॥ যাও....যাও···এখনও দাঁড়িয়ে আছ! খাবার জিনিস! ধরা তুধে চা বড় খারাপ হয়।

সুখময়॥ আজ্ঞে যাই! আর আপনার আসার খবরটাও তো বাবুকে দিতে হবে! [দ্রুত প্রস্থান করে]

রোহিত ॥ (হতভম্বের ন্যায়) এখনও দাও নি। (ততক্ষণে সুখময় প্রস্থান করিয়াছে।) নাঃ—মাথা বলে কোন পদার্থ নেই! (তারপর আপন মনে ঘাড় নাড়িয়া সমর্থন জানাইতে জানাইতে) কিন্তু তা হক···ছোকরা বেশ চটপটে! বাড়িটিও ভাল, ঘরটি তো চমৎকার! আসবাব-পত্তরও মন্দ নয়···চেয়ার-টেয়ারে বসে বেশ আরাম আছে। (নিজেরই দাড়ি ধরিয়া নিজেকেই শুনাইতে লাগিলেন) ওরে বাবা···যা···পেয়েছিস বেশ পেয়েছিস। এর চেয়ে ভাল আর পাবি না। এখন যদি আলাপটা জমিয়ে নিতে পারিস—তো আয় না, প্রত্যেকবছর আয়! চেঞ্জকে চেঞ্জও হবে অথচ খরচও অর্ধেকের কম। (কাহারা যেন আসিতেছে বলিয়া মনে হয়) ঐ বোধ হয় কর্তা গিন্নী আসছেন। (খুব তাড়াতাড়ি) ঘরটি ভাল, বাড়িটি ভাল, বসবার জায়গাপত্তর বেশ ভাল, চাকরটি বুদ্ধিমান!····আহা···· কর্তা-গিন্নী যদি এই রকম ভাল হয় না?···তা হলে বাড়ি নয় তো....যেন মধুভাণ্ড! (জিভে মধু চাটিবার শব্দ করিয়া) আহা—হা-হা-হা···

[শ্রী ও শ্রীমতী দূর্বাদলের প্রবেশ]

শ্রীদূর্বাদল ॥ আজ আমরা আপ্যায়িত হলেম রোহিত বাবু।

শ্রীমতী দূর্বাদল ॥ আমাদের কি ভাগ্য—আজ আপনি আমাদের এখানে এসেছেন।

শ্রী ॥ ভাল আছেন তো রোহিত বাবু?

শ্রীমতী ॥ সত্যি···আপনি যে মনে করে এখানে এসেছেন—

শ্রী ॥ আর আসা বলে আসা! একেবারে ঠিক সময়ে—

রোহিত ॥ সত্যি?

শ্রীমতী ॥ সত্যি মানে? একেবারে ঠিক যে সময়টিতে দরকার।

রোহিত ॥ (গদগদ ভাবে) না—মানে—এভাবে যে আপনাদের কাজে লাগতে পারব…

শ্রীমতী ॥ আচ্ছা রোহিত বাবু… ?

রোহিত ॥ আজ্ঞে ?

শ্রী ॥ (রোহিত বাবুর বাঁ হাত ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া) মাফ করবেন। আমি কিন্তু প্রথম…

শ্রীমতী ॥ (রোহিত বাবুর ডান হাত ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া) কক্ষনো না—প্রথম আমি!

শ্রী ॥ (রোহিত বাবুকে নিজের দিকে টানিয়া) কিছুতেই না! হতেই পারে না! (স্ত্রীর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) উঃ।

শ্রীমতী ॥ কি শুনছেন ওর কথা রোহিত বাবু! দেখছেন না? আবোল-তাবোল বকছে।

শ্রী ॥ আবোল-তাবোল ?

শ্রীমতী ॥ একশবার আবোল-তাবোল! নিশ্চয়ই আবোল—তাবোল!

শ্রী ॥ দেখছেন রোহিত বাবু, আমার শাশুড়ি ঠাকরুণ মেয়েটাকে ছোটবেলায় ভদ্রতা পর্যন্ত শেখান নি!

শ্রীমতী ॥ ভদ্রতা! তুমি কি ভদ্দর লোক না কি, যে তোমার সঙ্গে ভদ্রতা করে কথা কইতে হবে?

শ্রী ॥ কি বললে ?

শ্রীমতী ॥ বললাম তুমি ছোটলোক!

শ্রী ॥ আর তুমি কি জান? তুমি বজ্জাত! নির্বোধ মেয়েমানুষ কোথাকার!

শ্রীমতী ॥ গর্দভ বেটাছেলে কোথাকার!

শ্রী ॥ কি বললে ?

শ্রীমতী ॥ বললাম তুমি একটি গাধা !

শ্রী ॥ আহা ! মেয়েটার মাথায় বজ্রাঘাত হয় না গো ! স্বামীকে বলে গাধা ! দেখ, তুমি ওঁকে বিরক্ত করছ। ওঁকে তুমি ছেড়ে দাও বলছি !

শ্রীমতী ॥ বিরক্ত আমি করছি না তুমি করছ ? ছেড়ে দাও বলছি।

শ্রী ॥ আমি কিন্তু তোমায় শেষবার বলছি -ছেড়ে দাও।

[এতক্ষণ সমানে রোহিত বাবুকে লইয়া টানাটানি চলিতেছিল। রোহিত বাবু আর পারিলেন না। আকুল কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন—উঃ !]

শ্রী ॥ (তখন রোহিত বাবু শ্রীমতীর আয়ত্তে) শুনতে পাচ্ছ ? তোমার টানাটানিতে ওঁর লাগছে ! উনি চেঁচাচ্ছেন !

রোহিত ॥ (কোনমতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়াছেন। নিজের গায়ে-পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে) মাফ করবেন ! এখন দেখছি আপনারা একটু ব্যস্ত। আমি না হয় পরে একদিন আসব।

শ্রী ॥ না না ব্যস্ত কোথায় !

শ্রীমতী ॥ আমাদের এখন কোন কাজ নেই ! আপনি এলেন, না বেঁচে গেলাম ! তবু একজন গল্প করার লোক পাওয়া গেল।

রোহিত ॥ না না—মানে—তবুও…

শ্রী ॥ ও তবুও-টবুও নয়। বরং উলটোটাই। আসুন আপনাকে বলি। (একটি চেয়ার টানিয়া আনিয়া) বসুন।

শ্রীমতী ॥ সত্যি একেবারে উল্‌টো! (আর একটি চেয়ার টানিয়া আনিয়া) বস্থন—আপনাকে ব'লি তাহলে।

রোহিত ॥ ধন্যবাদ। (শ্রীমতী প্রদত্ত চেয়ারে বসিতে যাইতেছিলেন)

শ্রী ॥ না না ওটা নয়····এইটে!

রোহিত ॥ ও—মাফ করবেন (চেয়ারে বসিতে গেলেন)

শ্রীমতী ॥ না না—ওটাতে নয়—এটাতে বস্থন।

শ্রী ॥ না!

শ্রীমতী ॥ হ্যাঁ!

শ্রী ॥ আচ্ছা—আর কতক্ষণ চালাবে বল তো! একটু শান্তি অন্ততঃ রোহিত বাবুকে দাও।

রোহিত ॥ মিছিমিছি কাজের সময় এসে আমি আপনাদের ব্যস্ত করলাম। আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।

শ্রীমতী ॥ কিন্তু কেন?

শ্রী ॥ না না—ওসব কথা আপনি একেবারে মনে আনবেন না।

শ্রী ও শ্রীমতী ॥ (একসঙ্গে, যে যার নিজের চেয়ার ধরিয়া) বস্থন।

[রোহিত বাবু চেয়ারে বসিতে আসিলে, শ্রীমতী তাঁহার চেয়ারটি রোহিত বাবুর পিছনে আনিয়া দিলেন। রোহিত বাবু বসিতে যাইবেন এমন সময় শ্রীদূর্বাদল—'না ওটাতে নয়'—বলিয়া চেয়ারটি সরাইয়া লইতেই রোহিতবাবু পড়িয়া গেলেন।]

শ্রীমতী ॥ হল তো! সাধে তোমায় গাধা বলি।

শ্রী ॥ (তাঁহার পক্ষে ক্রুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক) কি? দোষটা বুঝি আমার একার? আর তোমার দোষ নয়? ওঁর ওই চেয়ারটা

পছন্দ নয়, আর তুমি ওইটেতেই ওঁকে জোর করে বসাবে! কথা মন্দ নয়! আহা—মুখটা যদি ওঁর থেঁতো হয়ে যেত তো বেশ হত! পুলিসে খবর দিতাম—হাতে হাতকড়া দিয়ে ধরে নিয়ে যেত একেবারে। গাধা। গাধা আমি না তুমি। আশ্চর্য, আমি দেখেছি, যত কিছু জোটে কি না আমারই বরাতেই। (তৎক্ষণে রোহিত বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন) আপনার লাগে নি তো রোহিত বাবু?

রোহিত ॥ (রোহিত বাবুর লাগিয়াছে বিলক্ষণ—কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে পিছনে হাত ঘসিতে ঘসিতে) নাঃ— তেমন কিছু নয়।

শ্রী ॥ শুনে বড় আনন্দ হল। আসুন এদিকটায় বসুন।

[রোহিত বাবু এবার পড়ি-কি-মরি অবস্থায় দৌড়াইয়া গিয়া চেয়ারটিতে বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী সামনে আসিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে]

শ্রীমতী ॥ সত্যি আপনার লাগে নি তো?

শ্রী ॥ (শ্রীমতীকে পাশ কাটাইয়া আসিবার চেষ্টা করিয়া) সত্যি যদি লেগেও থাকে তবে তার জন্যে দায়ী তুমি!

মতী ॥ আমি? না, তুমি!

শ্রী ॥ তুমি?

শ্রীমতী ॥ কক্ষনো না।

[দুইজনে রোহিত বাবুকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।]

শ্রী ॥ তুমি থামবে কি না?

শ্রীমতী ॥ আমার ইচ্ছে না হলে নয়।

শ্রী ॥ তোমার ইচ্ছে না হলে নয়?

শ্রীমতী ॥ না—আমার ইচ্ছে না হলে নয়।

রোহিত ॥ (নিজেকে) না এলে কি চলতো না রোহিত?

শ্রী ॥ ভগবান সাক্ষী! আমার কিন্তু হাত চলবে।

শ্রীমতী ॥ য্যাঃ—য্যাঃ! ওরকম হাত-চালানে-ওয়ালা আমার অনেক দেখা আছে।

শ্রী ॥ পাজী মেয়েমানুষ!

শ্রীমতী ॥ বজ্জাত বেটাছেলে!

শ্রী ॥ বাঁদর।

শ্রীমতী ॥ গাধা।

শ্রী ॥ ওঃ—জীবন একেবারে দুর্বহ করে তুললে!

শ্রীমতী ॥ তা তো বলবেই! চোর, জোচ্চোর! বুড়ো আঙ্গুল নেড়ে আমার বাবার পয়সায় খাচ্ছ! লজ্জা করে না কথা বলতে!

শ্রী ॥ তোর বাবা…!

শ্রীমতী ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ আমার বাবা!

শ্রী ॥ সে তো জালিয়াৎ!

শ্রীমতী ॥ আর তোর? সে তো জেলে যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছিল!

শ্রী ॥ (রোহিত বাবুকে) শুনছেন…! শুনছেন আপনি?

রোহিত ॥ গত দু-হপ্তা কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা গেছে ..কি বলেন?

শ্রী ॥ (শ্রীমতীকে) দেব নাকি হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে?

রোহিত ॥ কি রকম একটু অসময়ের ঠাণ্ডা বলে মনে হল না?

শ্রীমতী ॥ কে কার হাঁড়িটা ভাঙ্গে একবার দেখি না?

শ্রী ॥ (পা ঠুকিয়া) চুপ!

শ্রীমতী ॥ (পা ঠুকিয়া) কক্ষনো না!

রোহিত ॥ (মিটাইবার চেষ্টায়, শ্রীকে আস্তে আস্তে, যেন শ্রীমতী শুনিতে না পান) বলুন না মশাই, তুমিই ঠিক বলছ—তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

শ্রী ॥ (চোখ পাকাইয়া) কি বললেন?

রোহিত ॥ না...মানে...কিছু বলি নি তো!

শ্রী ॥ (শান্ত কণ্ঠস্বরে) আপনাকে কিন্তু আমি আস্ত রাখব না।

রোহিত ॥ না—মানে...সত্যি কিছু বলি নি! যদি বা মুখ ফস্কে কিছু বেরিয়ে গিয়েও থাকে...আপনি ভুলে যান না মশাই!

শ্রী ॥ (ক্রুদ্ধস্বরে) দেখুন—আমার বেশ একটু বয়েস হল।

রোহিত ॥ আজ্ঞে তা হল...

শ্রী ॥ (গলার স্বর ক্রমশঃ চড়িতেছে) অনেক রকম পাগলের অনেক রকম আবোল-তাবোল আমায় শুনতে হয়েছে....

রোহিত ॥ আজ্ঞে তা হয়েছে....

শ্রী ॥ কিন্তু এ রকম অর্থহীন আবোল-তাবোল আমি কোনদিন শুনি নি!

রোহিত ॥ (বেশ কিছুটা নার্ভাস হইয়া গিয়া) কি রকম বলুন তো?

শ্রী ॥ এই ..আপনি যা বললেন!

রোহিত ॥ না মানে আমি বলছিলুম—

শ্রী ॥ চুপ!...সুখময়...ছড়ি গাছটা নিয়ে আয় তো! মেরে পিঠের ছালটা তুলে নিই! বলে কিনা...বলছিলুম...। একটা বজ্জাত মেয়েছেলে.... বাপটা চোর। ধিকি ধিকি করে সারা জীবনটা আমার তুষের আগুনে জ্বালিয়ে দিলে...আর বলে কিনা—তুমিই

ঠিক বলেছ…। একটা বুড়িধাড়ি মেয়েমানুষ—রক্তচোষা ছারপোকা। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কুরে কুরে খেয়ে গেল, আর বলে কিনা…উনিই ঠিক।

রোহিত ॥ দয়া করে যদি একটু শোনেন…

শ্রীমতী ॥ আপনি কান দিচ্ছেন কেন রোহিত বাবু। (স্বামীকে দেখাইয়া) দেখছেন না. বেহেড পাগল।

শ্রী ॥ আচ্ছা রোহিত বাবু…?

রোহিত ॥ আজ্ঞে…?

শ্রী ॥ আপনার তো বেশ বয়েস হল ?

রোহিত ॥ আজ্ঞে….তা হল।

শ্রী ॥ তবে বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক রকম গাধা হয়ে যাচ্ছেন কেন বলুন তো ?

রোহিত ॥ আজ্ঞে…?

শ্রী ॥ (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে মুখ ভেংচাইয়া) আজ্ঞে! আপনি বললেন না—আমি যেন ওকে বলি—তুমিই ঠিক বলেছ ?

রোহিত ॥ না—মানে—

শ্রী ॥ মানে একটাই। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকে গাধা হয়। কিন্তু একটু একটু করে বাড়ে….একটু একটু করে গাধা হয়। আপনার মত এত অল্প বাড়ে এত বেশী গাধা হতে আমি আর কাউকে দেখি নি!

রোহিত ॥ (মনে আঘাত পাইয়া শুষ্ক স্বরে) চমৎকার ভদ্রলোক আপনি!

শ্রী ॥ আমার মত অবস্থায় পড়লে, আপনিও ঠিক এই রকম বলতেন। ধরুন রোহিত বাবু—রোজ যদি আপনাকে রোহিত মৎস্যের মত

খামি-খামি করে কেটে, মুন-হলুদ মাখিয়ে জ্বলন্ত উনুনে, ফুটন্ত তেলে ভাজা হত, তা হলে কি রকম হত ?

রোহিত ॥ বলেন কি ! ফুটন্ত তেলে জ্বলন্ত উনুনে ?

শ্রী ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। ফুটন্ত তেলে জ্বলন্ত উনুনে ! (শ্রীমতী এতক্ষণ দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিলেন—কখনও বা রাগে ঘুরপাক খাইতে-ছিলেন)।

শ্রী ॥ কিন্তু কি যেন বলছিলুম আপনাকে ? নাঃ—কিচ্ছু মনে নেই ! (মাথার চুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে) রোহিত বাবু ! আমার বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীমতী ॥ (পিছন দিক হইতে রোহিত বাবুকে ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে দিতে) ঠিক ! ওটার মাথাই খারাপ হয়ে গেছে রোহিত বাবু, ওটাকে রাঁচিতে পাঠিয়ে দিন !

শ্রী ॥ (সামনের দিক হইতে রোহিত বাবুকে ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে দিতে) আপনারও মাথা খারাপ হয়ে যেত রোহিত বাবু—যদি আপনাকে রোজ রোহিত মৎস্যের মত টুকরো টুকরো করে ফুটন্ত তেলে ভাজা হত !

শ্রীমতী ॥ আপনার সামনে একটা পাগল দাঁড়িয়ে রোহিত বাবু ! আপনি গারদে খবর দিন।

শ্রী ॥ ইস্ ! আপনার পেছনে একটা ডাইনী দাঁড়িয়ে রোহিত বাবু !

শ্রীমতী ॥ আপনার সামনে একটা বদ্ধ পাগল রোহিত বাবু ! পালিয়ে আসুন…কামড়ে দেবে !

শ্রী ॥ রোজ আমার খাবারে একটু করে সেঁকো বিষ মিশিয়ে দেয় রোহিত বাবু। পেটভর্তি আমার বায়ু।

শ্রীমতী ॥ চায়ে রোজ এক চামচে করে টিংচার আইডিন মিশিয়ে দেয় রোহিত বাবু। পিত্তিতে গলা আমার জ্বলে যায়।

শ্রী ॥ মিথ্যে কথা!

শ্রীমতী ॥ কি? মিথ্যে কথা? আমি এক্ষুণি এনে দেখিয়ে দিচ্ছি।

(ঝড়ের গতিতে বাহির হইয়া যান।)

শ্রী ॥ আনতে গিয়ে যেন তুই মারা যাস্। তোর মুখ যেন আর আমাকে দেখতে না হয়।

রোহিত ॥ (দর্শকদের দিকে ফিরিয়া) এখান থেকে কেটে পড়াই শ্রেয়—কি বলেন?

শ্রী ॥ আমার বড় দোষ হয়ে গেছে রোহিত বাবু। আপনার সঙ্গে ঠিক মত ব্যবহার করতে পারি নি।

রোহিত ॥ (বিস্মিত হইবার ভান করিয়া) বাঃ। কখন? কোথায়?

শ্রী ॥ কেন? এইমাত্র? এখানে?

শ্রী ॥ সত্যি আপনি কি বলছেন—আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এমন ভদ্র ব্যবহার আমি আর কোথাও পাই নি। আপনাদের অভ্যর্থনা আমার চিরকাল মনে থাকিবে। আচ্ছা—আজ তাহলে আসি। (হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন)

শ্রী ॥ (হতভম্ব অবস্থায় নমস্কার করিতে করিতে) সে কি! এখনি চলে যাবেন?

রোহিত ॥ (যাইতে উদ্যত) একটু জরুরী কাজ আছে।

শ্রী ॥ (ততক্ষণে নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন খপ করিয়া রোহিতবাবুর একখানি হাত ধরিয়া ফেলিল) এ আপনি ঠাট্টা করছেন।

রৌহিত ॥ (হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতে করিতে) আজ্ঞে না।

শ্রী ॥ (আরও জোর করিয়া হাত চাপিয়া ধরিয়া) আরে যাঃ। একটু চা অন্তত খেয়ে যান।

রোহিত ॥ সত্যি বলছি আজ পারব না!

(হাত ছাড়াইয়া লইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন)

শ্রী ॥ (আরও জোর করিয়া হাত চাপিয়া ধরিয়া, প্রায় ঘরের মধ্য-স্থলে টানিয়া আনিতে আনিতে) পারব না বললেই হবে! পারতেই হবে!

রোহিত ॥ (কাতর স্বরে) আমায় ছেড়ে দিন! আমার কাজ আছে! সত্যি বলছি।

শ্রী ॥ (ততক্ষণে চেয়ারে বসাইয়া দিয়াছে) আপনি চলে গেলে, আমি মনে বড্ড আঘাত পাব রোহিত বাবু! ভাবব—আপনি আমার ওপর বিদ্বেষ নিয়ে চলে গেলেন! সুখময়! (সঙ্গে সঙ্গে সুখময়ের প্রবেশ) আমাদের জন্য চা! (সুখময়ের মাথা নাড়িয়া হ্যাঁ বলিয়া দ্রুত প্রস্থান)।

রোহিত ॥ আমি যে এখানে রয়ে গেলাম—একটা কিন্তু সর্ত রইল!

শ্রী ॥ কি বলুন?

রোহিত ॥ আপনাদের ঘরোয়া ব্যাপারের মধ্যে আমাকে জড়াবেন না!

শ্রী ॥ বেশ! কথা রইল।

রোহিত ॥ ঠিক তো?

শ্রী ॥ (উৎসাহের চোটে সজোরে রোহিতবাবুর পিঠ চাপড়াইয়া) নিশ্চয়!

রোহিত॥ (ভাল করিয়া বসিয়া দূর্বাদলবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া একটু মৃদু হাসিলেন।)

শ্রী॰ সত্যি —আপনার মত লোক হয় না! দুদিন বাদেই দেখবেন—চলতে ফিরতে আপনি! আপনাকে ছাড়া আমার চলছেই না!

রোহিত॥ সত্যি! (বিনয়ে গদগদ হইয়া) না না, এ আপনি বাড়িয়ে বলছেন!

শ্রী॥ একটুও বাড়িয়ে বলছি না! আর কেন হবে না বলুন না? স্বভাবটি ঠিক আমার মত! একেবারে খাপে-খাপ মিলে গেছে! শুধু যে বাইরেটাই ভদ্র—তা তো নয়! ভেতরটিও সহজ, সরল। গাল-গল্পে হাসি-তামাসায় কথাবার্তার ধরনটিও চমৎকার। কি? বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি কিন্তু বাজি রাখতে পারি! যেমনটি বলছি—আপনি ঠিক সেই রকম।

রোহিত॥ (বিনীতভাবের অন্তরালে আত্ম-অহঙ্কার) না না বাজি রাখতে হবে না! আমিও খুব একটা অস্বীকার করতে পারছি না!

শ্রী॥ বাঃ চমৎকার! বললাম না, খাপে-খাপ মিলে যাবে! আচ্ছা এবার তাহলে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন! আপনার ঐ সহজ সরল মন নিয়ে…

রোহিত॥ বলুন?

শ্রী॥ আপনার জীবনে খুব বীভৎস একটা কিছু কখনো দেখেছেন কি?

রোহিত॥ (না বলিলে ছোট হইয়া যাইবেন মনে করিয়া) আজ্ঞে, তা দু-একটা দেখেছি বই কি!

শ্রী ॥ কিন্তু আমার স্ত্রীর মুখের মত বীভৎস কিছু নিশ্চয়ই কখনো দেখেন নি? তাই না?

রোহিত ॥ এই দেখুন—আবার আরম্ভ করলেন....

শ্রী ॥ (বাধা দিয়া) তাহলে আপনি মেনে নিচ্ছেন?

রোহিত ॥ মাফ করবেন...

শ্রী ॥ শুধু যদি মুখটা হত, তাহলে তো কোন কথা ছিল না! কিন্তু ভেতরটা! রোহিতবাবু সে যে কত নীচ একটা ব্যাপার বললেই বুঝতে পারবেন!

রোহিত ॥ (ব্যস্ত হইয়া) না দেখুন, এইমাত্র কিন্তু আমাদের মধ্যে কথা হয়ে গেল—

শ্রী ॥ চুপ করুন! আমার শেষ হলে আপনি বলবেন! জানেন? রোজ রাত্তিরে আমি বিছানায় শুতে যাই, কিন্তু ঘুম ভাঙ্গে কোথায় জানেন? মাটিতে! কেন জানেন? সারারাত আমাকে এইভাবে—এইভাবে—(রোহিতবাবুর পায়ের গোছে লাথি মারিতে মারিতে) লাথায়! জিজ্ঞেস করলে বলে (পুনরায় লাথি মারিয়া) ঘুমের ঘোরে মেরেছি তো হয়েছে কি!

[প্রত্যেকটি লাথির সঙ্গে সঙ্গে রোহিতবাবু ওঃ! উঃ! লাগছে!...সত্যি লাগছে! ইত্যাদি করিতে থাকেন।]

শ্রী ॥ কতবড় বজ্জাত মেয়েমানুষ তা জানেন? এইভাবে চুল টেনে বলে (রোহিত বাবুর চুল ধরিয়া টানিয়া) স্বপ্ন দেখছি!

রোহিত ॥ আঃ লাগছে যে।

শ্রী ॥ ঠিক তাই! আমারও ঐরকম লাগে! জানেন? আড়ামোড়া ভাঙ্গবার নাম করে (আড়ামোড়া ভাঙ্গিবার নাম করিয়া সজোরে রোহিত বাবুকে ঘুঁষি মারিয়া) এইভাবে আমাকে ঘুঁষি মারে।

রোহিত ॥ (প্রায় কাঁদ কাঁদ অবস্থায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া) না কক্ষনো না! এইভাবে মারধর খাবার জন্যে আমি এখানে আসি নি! (চলিয়া যাইতে উদ্যত। এমন সময় সামনে শ্রীমতী শ্যামলিমা, হাতে চায়ের বাটি)।

শ্রীমতী ॥ এটা খেয়ে ফেলুন!

রোহিত ॥ এটা কি?

মতী ॥ আমার সকালবেলার চা! গরম করে নিয়ে এলাম!

॥ ওঃ—এটা এখনও বেঁচে আছে?

শ্রীমতী ॥ নিশ্চয়! হাড়ে ডুব্বো এই যাঃ (জিভ কাটিয়া) ফুব্বো গজালে তবে মরবো! (রোহিত বাবুকে) আপনি হাঁ করে দেখেছেন কি? নিন—খেয়ে দেখুন!

রোহিত ॥ (প্রায় কাঁদ কাঁদ অবস্থায়) কিন্তু কেন?

শ্রীমতী ॥ না খেলে বুঝবেন কি করে—টিংচার আইডিন মেশান আছে কি না!

শ্রী ॥ আচ্ছা—আমিও নিয়ে আসছি। (ঝড়ের গতিতে বাহির হইয়া গেলেন)।

শ্রীমতী ॥ ভগবান! আর যেন না ফেরে! আমি যেন বিধবা হই!

রোহিত ॥ (জনান্তিকে) ওঃ এ কাদের পাল্লায় পড়েছি রে বাবা!

শ্রীমতী ॥ আপনি খাবেন কি না?

রোহিত ॥ আজ্ঞে না!

শ্রীমতী ॥ কেন? পরিষ্কার বাটি! এ বাটিতে আমি চা খাই!

রোহিত ॥ আজ্ঞে তা আমি অস্বীকার করছি না! কিন্তু এখন আমি আসি—

শ্রীমতী ॥ বাঃ আসি মানে···?

রোহিত ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ! আমার একটা জরুরী কাজ আছে!

শ্রীমতী ॥ যাবার আগে যদি দয়া করে আমার একটা অনুরোধ রাখেন।

রোহিত ॥ (সহজে মুক্তি পাইবেন এই আশায়) নিশ্চয় রাখবো! কি বলুন?

শ্রীমতী ॥ যদি আমাকে নিয়ে ইলোপ করেন!

রোহিত ॥ মানে... ?

শ্রীমতী ॥ যদি আমাকে নিয়ে ইলোপ করেন!

রোহিত ॥ (সরিয়া আসিয়া নিজের মাথায় থাপ্পড় মারিয়া) কি রে! শুনতে পেয়েছিস? মেয়েটা তোকে নিয়ে ইলোপ করতে বলছে?

শ্রীমতী ॥ (কাছে আসিয়া) তাহলে দয়া করে......

রোহিত ॥ (তড়াক করিয়া পিছাইয়া আসিয়া) আজ্ঞে না! আমি পারব না!

শ্রীমতী ॥ কেন?

রোহিত ॥ কলকাতায় আমার বউ ছেলে আছে!

শ্রীমতী ॥ আপনি তাহলে না বলছেন?

রোহিত ॥ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে।

শ্রীমতী ॥ এখানে এই মুহূর্তে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, সমস্ত দায়-দায়িত্ব কিন্তু আপনার!

রোহিত ॥ (হতভম্বের ন্যায়) আমার!

শ্রীমতী ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ! আপনার। এই মুহূর্তে আমি এখানে লাস হয়ে পড়ে যাব! যে রক্তপাত আপনি ঘটাবেন—তার সমস্ত অভিশাপ যেন বাজের মত আপনার মাথার ওপর নেমে আসে!

রোহিত ॥ (বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে) কেন আপনি আমাকে এভাবে পাগল করছেন ? আমি আপনার কি করেছি ?

শ্রীমতী ॥ তারের বাজনায় পিড়িং করার একটা সীমা আছে রোহিতবাবু ! আপনার জানা উচিত, বেশী জোড়ে পিড়িং করলে তার ছিঁড়ে যায় ! আজ দশবছর ধরে আমার যা ছিল তাই ওকে দিয়েছি ! আর দেবার মত আমার যে যথেষ্টই ছিল, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ।

রোহিত ॥ (ঐ একই সুরে) নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি ! কিন্তু আমার তাতে কিছু এসে যায় না ।

শ্রীমতী ॥ আপনার কেন এসে যাবে বলুন ! আপনার এসে যাবার তো কথা নয় ! (রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করিয়া) আপনি তো ঐ শুয়োর-ছানাটার মত স্বার্থপর ! (স্বামীর গমনপথের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) ফেলত আমার মত হাত-পা বেঁধে ঐ জানোয়ারটার সামনে ! পিটিয়ে একেবারে মাদুর করে দিত আপনাকে । তাহলে আপনারও এসে যেত । জানেন ? রোজ আমাকে মারধর করে ! ও—বিশ্বাস হচ্ছে না ?

রোহিত ॥ (পিছাইতে পিছাইতে) আজ্ঞে হ্যাঁ—নিশ্চয়ই বিশ্বাস হচ্ছে !

শ্রীমতী ॥ (বাঘের মত অগ্রসর হইতে হইতে) শুধু মারে নয় । এইভাবে হাত মুচকে দেয় ! (রোহিত বাবুর হাত মুচকাইয়া দেন । রোহিতবাবু চিৎকার করিয়া উঠেন) এইভাবে চিমটি কাটে (রোহিতবাবু পিছাইতে পিছাইতে চিমটি কাটিয়া দেখাইতে) না না ওভাবে নয়—এইভাবে…যাকে বলে মোড়া

চিমটি ! (রোহিতবাবুকে চিমটি কাটিলে রোহিতবাবু আবার চিৎকার করিয়া উঠেন ।)

[হাতে এক গামলা ঝোল ও চামচে লইয়া দূর্বাদলবাবুর প্রবেশ]

শ্রী ॥ (চামচে করিয়া ঝোল বাড়াইয়া দিয়া) নিন খেয়ে দেখুন····

রোহিত ॥ কিন্তু···কেন !

শ্রী ॥ সেঁকো বিষ আছে বলে ! খাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন পেট বায়ুতে ভর্তি হয়ে গেছে !

রোহিত ॥ আমি আপনার কথাতেই বিশ্বাস করছি ।

শ্রীমতী ॥ (চায়ের বাটি বাড়াইয়া দিয়া) আমারটাও তাহলে খেয়ে দেখতে হবে !

রোহিত ॥ না !

শ্রী ॥ খেতেই হবে !

রোহিত ॥ কক্ষনো না !

শ্রীমতী ॥ মাইরি বলছি ! শুঁকে দেখুন কি বিশ্রী গন্ধ !

শ্রী ॥ কালীর দিব্যি বলছি ! সাক্ষাৎ সেঁকো বিষ ! (ইতিমধ্যে দুইজনেই রোহিত বাবুকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন । দুই জনেই রোহিত বাবুকে জোর করিয়া খাওয়াইবেন । রোহিত বাবু দাঁতে দাঁত চাপিয়া ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছেন । ঝোল ও চা জামাকাপড়ের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে) ।

শ্রীমতী ॥ (রোহিত বাবুর উদ্দেশ্যে) দেখ—দেখ—বোকাটার রকম দেখ !

শ্রী ॥ (রোহিত বাবুর উদ্দেশ্যে) শুয়োরের মত জেদ করে কোন লাভ নেই । খেতে তোমাকে হবেই বাছাধন !

শ্রীমতী ॥ (স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া) আ মোলো যা ! গাধার মত করছে দেখ ! উনি কি ছোট ছেলে না কি ! যে জোর করে ঝোল খাওয়াবে।

শ্রী ॥ ও—উনি বুঝি তোমার কোলের খোকাটি ! যে জোর করে চা খাওয়াবে !

শ্রীমতী ॥ ফের কথা !

[চায়ের বাটিটি ছোঁড়েন। কিন্তু বাটিটি আসিয়া পড়ে রোহিত বাবুর উপর]

শ্রী ॥ বেশ করছি !

[ঝোলের গামলা ছোঁড়েন। সেটিও রোহিত বাবুর উপর আসিয়া পড়ে । রোহিত বাবু কাঁদিয়া ফেলেন]

শ্রীমতী ॥ তবে রে !

[টেবিলের উপর হইতে একটি পাথরের কাগজ-চাপা তুলিয়া নেন]

শ্রী ॥ (রোহিত বাবুকে সামনে রাখিয়া) খবরদার ! ওটা ছুঁড়ে মেরো না বলে দিচ্ছি ! মাথা ফেটে রক্তা-রক্তি হয়ে যাবে !

রোহিত ॥ (কাঁদিতে কাঁদিতে) ও—বাবা ! এ যে খুনে ! (দূর্বাদলকে) দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন আপনারা আপনাদের যা ইচ্ছে তাই করুন !

শ্রীমতী ॥ রোহিতবাবু আপনি সরে যান বলে দিচ্ছি ! আমি কিন্তু সত্যি ছুঁড়ে মেরে দেব !

শ্রী ॥ Don't move রোহিত বাবু ! Don't move ! ও খুনে মেয়েছেলে সব পারে ! পুলিস ! পুলিস !

রোহিত ॥ (নিজেকে) এখানে না এলে কি চলত না রোহিত ?

[আকুল হইয়া ক্রন্দন করে]

শ্রীমতী ॥ তা হলে সরবেন না ? বেশ তবে চলুক ! আমি কিন্তু ছুঁড়লুম !

শ্রী ॥ (ততক্ষণে রোহিত বাবুর আড়ালে আড়ালে আলোর সুইচের কাছে আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন আলোটি নিভাইয়া দিয়া) বেশ তাহলে ছোঁড়।

[মঞ্চ অন্ধকার। শ্রীমতী সঙ্গে সঙ্গে পাথরটি ছুঁড়িয়া দেন। রোহিত বাবুর কাতর চিৎকার শোনা যায় লাগিয়াছে রোহিত বাবুরই।]

শ্রী ॥ কি! আমাকে খুন করার চেষ্টা!

[ঘুঁষির আওয়াজ শোনা যায়। রোহিত বাবু কোঁক করিয়া উঠেন।]

শ্রীমতী ॥ তবে রে!

[সঙ্গে সঙ্গে চপেটাঘাতের আওয়াজ শোনা যায়। রোহিত বাবু বলিয়া উঠেন—বড্ড লেগেছে! আর কখনও করব না!]

শ্রী ॥ দেখা যাক—এবার কে তোকে বাঁচায়—বজ্জাত মেয়েমানুষ কোথাকার!

[হাতের কাছে যাহা পাইলেন তাহাই ছুঁড়িয়া মারিলেন!]

রোহিত ॥ ওরে বাবারে গেছিরে পাটা ভেঙ্গে দিয়েছে রে!

শ্রীমতী ॥ তবে রে! দাঁড়া! ভেঙ্গে আমি সব চুরমার করে দিচ্ছি! (ঘরের জিনিষপত্র ভাঙ্গার শব্দ শোনা যায়। অনেকগুলিই রোহিতবাবুর উপর আসিয়া পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে রোহিত বাবুর চিৎকার)—বাবা রে! গেছি রে! মেরে ফেল্লে রে!

শ্রী ॥ কি! আমার ঘর তছনছ করা! দাঁড়া ঘরে আমি আগুন ধরিয়ে দিচ্ছি! কি করে তছনছ করবি—কর!

[অন্ধকার ঘরে ভীষণ রকম ছোটাছুটি, দাপাদাপি চিৎকার শোনা যায়]

রোহিত ॥ ওগো কে কোথায় আছ আমাকে বাঁচাও—দুটো পাগল মিলে ক্রমাগত আমাকে মাড়িয়ে যাচ্ছে !

শ্রী ॥ কাকে কি বলছেন ! ওটা কি মেয়েছেলে ? ওটা তো উট !

শ্রীমতী ॥ আর তুই কি ? তুই তো ছাগল !

শ্রী ॥ চোপ ! তোর বাপ না চোর।

শ্রীমতী ॥ তুই চোপ ! তোর বাপ না জোচ্চোর। (রোহিতবাবু গোঙাইতে থাকেন। হঠাৎ ঘরের মধ্যস্থলে ও দুই পাশে আগুনের আভা দেখা যায়)।

রোহিত ॥ আগুন—আগুন—আগুন।

[সমস্ত মঞ্চ রক্তিমাভ হইয়া উঠে। সুখময় দুই হাতে দুই বালতি জল লইয়া প্রবেশ করে।]

সুখময় ॥ আগুন। তাই তো। (বালতি উপরে তুলিয়া উপুড় করিয়া দেয়। সমস্ত জল আসিয়া পড়ে রোহিতবাবুর উপর। রোহিত-বাবু ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার অবস্থা পাগলের মত। চারিদিক হইতে—তবে রে! আস্পর্দার শেষ নেই! ফের কথা? ইত্যাদি আওয়াজ, দমকলের ঘণ্টার শব্দ, ক্যানেস্তারা বাজানর আওয়াজ শোনা যায়। পাগলের মত রোহিত বাবু প্রস্থান পথের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে হঠাৎ গানের সুরে গাহিয়া উঠেন)—কালীমা রণে মেতেছে। শিবের গলায় পা দিয়ে জিভটি কেটেছে।

[যখন প্রায় প্রস্থানোদ্যত, একেবারে পিছনে মধ্যস্থলে দূর্বাদলবাবু তাঁহার পত্নীর ছায়ামূর্তি দেখা যায়।]

শ্রী ও শ্রীমতী ॥ (একসঙ্গে) যাবেন না রোহিত বাবু। চা হয়ে গেছে।

—ঃ পর্দা নামিয়া আসে ঃ—

ঋত্বিক কুমার ঘটক

সেই মেয়ে

(মনোস্তাত্ত্বিক নাটিকা)

চরিত্র লিপি

শান্তি, ডাক্তার, নার্স, আয়া, নকুড়, (স্বামী) একটি ভদ্রলোক ও একজন বিবাহিতা মহিলা
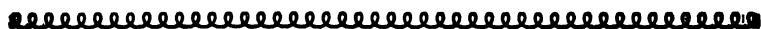
[পর্দা উঠলে দেখা গেল—ফাঁকা মঞ্চ। সঙ্গীত। মঞ্চের একেবারে শেষে একটা কালো আস্তরণ ঝুলছে, তার ত্বপাশে পিছনে ত্বটি দরজা। বাঁদিকেরটা ভেতরে যাবার, ডানদিকেরটা বাইরে থেকে আসবার।

মঞ্চের বাঁয়ে একটা উঁচু মতো জায়গা, বক্তৃতা মঞ্চের মতো, তার গায়ে ধাপ লাগানো আছে। পুরো ব্যাপারটা সাদা কাপড়ে মোড়া, তলের দিকে নীল কাপড়ের একটা টানা আছে।

মাঝে সাধারণ একটা টেবিল সবুজ আচ্ছাদনে ছাওয়া। তার ত্বপাশে ত্বটি চেয়ার মুখোমুখি বসানো। টেবিলের উপর কিছু খাতাপত্র। বাঁ হাতে একটা Easel, তাতে লাগানো মনস্তত্ত্ববিদের একটা ডায়াগ্রাম, কালোর পট-ভূমিতে সাদায় আঁকা আছে।

মঞ্চের ডান দিকে একটা মাথা সমান উঁচু কাঠের রেলিং, ইংরেজী L-shap এর মত, তাতে কাঠের নিজস্ব রংই রয়েছে। কোনো রংয়ের পোঁছ চড়ানো হয়নি। তার মাঝে দর্শকের দিকে মুখোমুখি করে একটা হুড়কো ও ছিটকিনি সমেত

প্রমান মাপের দরজা, তার মাথাটা রেলিং-এর থেকে উঁচু। তার রং চটে যাওয়ায় হলুদের পোঁছ ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া। এটাকে দেখলেই বোঝা যায় সাংকেতিক নির্দেশক হিসাবেই এর অস্তিত্ব এবং এর ব্যবহারও সাংকেতিক-ই হবে। এই রেলিং-এর পেছনে একটা খাটের ওপরে পাতা, —সাদা,—তারপাশে একটা সাধারণ টুল। বিশেষ মুহূর্ত্তগুলিতে এই রেলিং-এর ছায়া সমস্ত মঞ্চকে গ্রাস করে বসবে। একেবারে পেছনে, কালো আস্তরনটার গা ঘেঁসে একসারি ফুলের গাছের টব, তাতে সাদা, লাল এবং ঘি রংয়ের ফুল অগোছালো ভাবে ফুটে রয়েছে।

Easel-টার গায়ে একটা লম্বা ছড়ি ঠেসান দিয়ে রাখা আছে। অনেকটা Billiard-এর stick-এর মতো। নাটকীয় সাদা আলোর প্রাধান্য। শুধু ঐ বিছানার কাছে যখন অভিনয় চলবে তখন একপাশ থেকে Amber এবং steel blue ব্যবহৃত হবে। আর Hallucination-এর দৃশ্যে বিভিন্ন রংয়ের আলোর দাঙ্গা লেগে যাবে; আর নায়িকার স্বপ্ন বিভোর মুহূর্তে আসমানী নীল রং মঞ্চ অধিকার করে থাকবে। যখন যে অংশে অভিনয় চলবে, তখন অন্যান্য অংশ হয় নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, নয়তো একেবারে অন্ধকারে তলিয়ে যাবে।

এই মঞ্চসজ্জা এক মঞ্চে সহাবস্থান করছেও দেখানো যায়, আবার দরকার পড়লে, রোগীদের ডোরা কাটা পোষাক পরা চারজন লোক, যখন যেটা দরকার সেটা সরিয়ে নিচ্ছে

অথবা সাজঘর থেকে নিয়ে এসে বসাচ্ছে—এই ভাবেও দেখানো যায়।

আন্তর্জাতিক উন্মাদ রোগের প্রতীক খুব বড় করে একটা সাদা কাগজে কালো রেখায় এঁকে পেছনের কালো আস্তরনের একেবারে বাঁয়ে মাথার দিকে সাঁটা,—শান্তি কিছুটা লজ্জাবনত হয়ে মঞ্চে ঢুকল। একটা সাধারণ লাল পেড়ে শাড়ী পরা; কপালে বড় করে সিঁন্থরের ফোঁটা আর সিঁথিতে সিঁদুর। গ্রাম্যতার ছায়া আছে মুখে, নাকে নাকছাবি। এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে দর্শকদের দিকে নজর পড়ল, সে সোজা সামনে এসে বাঁদিকের বক্তৃতার স্থানটিতে উঠে দাঁড়াল। একটু মৃদু হাসল, ঘোমটা টেনে দিল, নমস্কার করল।]

শান্তি॥ এই যে তোমরা অপেক্ষা করছ দেখছি। বলব, সব বলব তোমাদেরকে আজ, হয়তো আমার বলায় আর কারো লাভ হবে, হয়তো মানুষকে দূর দূর করে তাড়াতে গিয়ে একবার চিন্তা করবে—এমন করে দূরে সরিয়ে আবার অসুখ ফিরিয়ে আনবে না। হয়তো বিনিদ্র চোখে তাকাবেনা, আর সমস্ত কথাকেই অতি তাড়াতাড়ি জেনে নিয়ে আমাদের মত মেয়েদের অতি স্বাভাবিক বলা কিছুকে সন্দেহের বস্তু করে তুলবে না— আমরা ফিরে যে যাব, সেখানে আমাদের মনে প্রাণে গ্রহণ করবে কে? কিন্তু আমার হাতে সময় বড় কম; অনেক যে বলার ছিল, এ অসুখের বীজ অনেক দিন থেকে অনেক গভীরে বড় হয়ে উঠছিল, হঠাৎ একটা ধাক্কায় ওপরে উঠে এসেছিল। কত কত ধাপ পেরিয়ে কত সমুদ্দুর উজিয়ে এসে আজ আমি ঠাণ্ডা

মাথায় তুটো কথা বলতে পারছি। সব বলতে সময় লাগবে। তাই ছোট করে বলি শোন। এক যে ছিল মেয়ে তার নাম ছিল শান্তি—

[ও উঁচু জায়গা থেকে নেমে এসে মঞ্চের সামনে পায়চারী করে আর বলে যায়]

শান্তি॥ না কথা যে ছাই গুছোতে পারিনা, গাঁয়ের মেয়ে।… ও হ্যাঁ, আমি আকাশ নদী জল খুব ভালোবাসতাম—আর ফুল. হ্যাঁ, জান ফুল, সাদা ফুল, শ্বেত পদ্ম, শিউলি, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ—আরো কত নাম না জানা—না জানা কি কি—মনে পড়ছে না। আমি ভালোবাসতাম সাদা রং হালকা নীল আসমাসী রং, তারপর কি যেন হয়ে গেল—গুলিয়ে যাচ্ছে—দাঁড়াও ডাক্তারবাবুকে ডাকি, ও আমার থেকে ভালো করে ছোট্ট করে গুছিয়ে বলতে পারবে,—ডাক্তারবাবু, ও ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার॥ (নেপথ্যে) কাজ করছি শান্তি—

শান্তি॥ এরা অপেক্ষা করে আছে এসো একবার!

[ডাক্তার ঢুকলেন]

শান্তি॥ দেখনা কত জন বসে আছে।

ডাক্তার॥ তাইতো,…শান্তি তুমি আমায় কাজ করতে দেবে না। বারবার সেই একই গল্প আর কাঁহাতক বলা যায়। ওদের যেতে বলে দাও। তা ছাড়া তোমার তুঃখে নাটক নেই, বড় বিশ্রী নিষ্ঠুর রুঢ় সত্য আছে। এটা লোকের ভালো লাগবে কেন?

শান্তি॥ (উদগ্র ভাবে) লাগবে, লাগবে, ভীষণ করে ভাল লাগবে। আমার খবরটা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া উচিৎ।

ডাক্তার॥ এঁরা চান নাটক; সত্যি জীবনে নাটক বড় কম—

শান্তি ॥ এরা নাটক চায়না গো, এরা জানতে চায়, বুঝতে চায়, কেন এমন হলো আমার ? তারপরেই বা কী ঘটল ?

ডাক্তার ॥ উঃ শান্তি। (মাথা নাড়েন) কী আর করা যাবে, যাও ভেতরে যাও। আমি এঁদের একটু প্রস্তুত করি।

শান্তি ॥ তাহলে মুখে রং দিয়ে চোখের কোলে কালি, যেমন প্রথম এসেছিলাম—

ডাক্তার ॥ যা খুশী করো, কিন্তু এবার এসো।—

শান্তি ॥ তুমি বড্ড তাড়াও— (শান্তি বেরিয়ে গেল, ডাক্তার হাত পেছনে করে উঁচু জায়গাটাতে উঠে দর্শকদের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল)

ডাক্তার ॥ শান্তি আজ চলে যাবে। তিন মাস ৮ দিন পরে ও আজ বিদায় নিচ্ছে। শান্ত মেয়ে বারাসতের কাছে বাড়ী। হয়তো ওর কাহিনী ভালো লাগবে না, আপনাদের ক্লান্তি আসতে পারে, তবু শুনলে হয়তো কিছু পাবেন। দেখুন এখানে মানসিক রোগের চিকিৎসা করা হয়। আমি এখানকার একজন মনস্তাত্বিক ডাক্তার, সমাজকর্মীও বটে। সাধারণতঃ এই সব বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন লোকেরা করেন, কিন্তু সময় সংক্ষেপের জন্য সবকটি ভূমিকাই আমি এ রাতের জন্য গ্রহণ করলাম।...শান্তি আমারই রোগী— (ডাক্তার নেমে এসে Easel-এর গায়ে ঠেসান দেয়া লাঠিটা হাতে নেন। এর পরের কথার সময় লাঠি দিয়ে তিনি বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করবেন।)

ডাক্তার ॥ আচ্ছা, গল্পটা শুরু করবার আগে মোটামুটি জায়গাটি আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই যেখানে উঠে আমি কথা বললাম, এটাকে ধরে নিন যখনই কোন মন্তব্যের দরকার

পড়বে, এখানে দাঁড়িয়ে বলব ....এর পেছনে এই জায়গাটা একটা কাল্পনিক রেখায়.ভাগ করে নিন এই ভাবে।...ও পাশ-টাতে রোগীর কেবিন—দরজা এবং বিছানা সমেত। তারপরে এই পিছনে টেবিল চেয়ার আর চার্ট দেখছেন তার সামনে এইভাবে রেখা টেনে ধরে নিন তার পেছনে আমার চেম্বার, ওখানে আমি রোগী দেখি।...একেবারে পেছনের টবের সারি ইঙ্গিত দিচ্ছে একটি বাগানের, যেখানে সাধারণতঃ রোগীদের বিকালে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। আসলে আপনাদের কল্পনার ওপরেই সব ছেড়ে দিতে হচ্ছে—কল্পনা আর সহানুভূতি, মনে রাখবেন—শান্তি বড় ভালো মেয়ে, গত তিন মাস ৮ দিন আগে সে আসে বেস্পতি-বার, সেদিন ছিল ১লা মে, ১৯৪৯ সাল,—তারিখটা আমার মনে আছে, কিন্তু অসাধারণ মেয়ে সে নয়, তবে মনে করার মতো একটা উদাসভাব ওর মধ্যে—ঐ যে সে আসছে।—(বাইরে থেকে শান্তির চিৎকার ভেসে আসে)—"কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা আমাকে ? যাবো না। আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে মারার জন্য তোমরা এক চক্রান্ত—উঃ কী নিষ্ঠুর।"—

[ডাক্তার তাড়াতাড়ি চেয়ারে বসেন। স্বামী, নার্স ও আয়া শান্তিকে টেনে নিয়ে আসে। তার চুল খোলা, চোখ উদ্‌ভ্রান্ত, বেশবাস আলু-থালু। এসেই মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। মুখ তোলে, কপালে হাত দেয়। মোছে ব্যথার জায়গাটা, তারপর হাতটা নামাতেই দেখে হাত সিঁদুরে লাল হয়ে গেছে, ও চীৎকার করে ওঠে।]

শান্তি ॥ .... রক্ত। ... দেখ ওরা আমাকে মেরে ফেলছে !—মাথা দিয়ে আমার রক্ত ঝরছে —

স্বামী ॥ ছিঃ শান্তি, ওটা সিঁদুর !

শান্তি ॥ (মুখ তুলে) সিঁদুর ! সেতো বিয়ে হলে মেয়েরা পরে !··· আমার কোথায় বিয়ে বলতে পার ?

স্বামী ॥ কেন শান্তি, তুমি কী আমাকে—

শান্তি ॥ একী, হাতে চুড়ী !—

স্বামী ॥ ওটা লোহা। এয়োঁতীর লক্ষণ।

শান্তি ॥ এয়োঁতী ! বিয়ে ! সিঁদুর ! সব ষড়যন্ত্র ! ওরা আমাকে ভুলিয়ে মারতে চায়। এইনে তোরা,—এইনে, এইনে, এইনে— ! (ও টুকরো টুকরো করে লোহাটাকে আছড়ে, ভাঙ্গে, ডলে ডলে সিঁদুরটা উঠিয়ে দেয়।)

[ডাক্তার ধীর পদে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত দেয়। শান্তি তাকায়।]

ডাক্তার ॥ বসবেন আসুন, চেয়ারে।

শান্তি ॥ তুমি কে ?

ডাক্তার ॥ বন্ধু।

শান্তি ॥ বন্ধু ?....তোমাকে আগে গাঁয়ে দেখিনি ! নতুন এসেছ ?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ।

শান্তি ॥ বেশ চলো কোথায়—এখানটায় বসব ?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ।

[শান্তি ঘুরে বসতে যাবে, ওর নজর গিয়ে পড়ে স্বামী এবং নার্সে'র ওপরে। ও আঁতকে ওঠে।]

শান্তি ॥ (ডাক্তারকে) ওগো লোকটা শুনছ ?···ওকে তাড়াও আর ঐ মেয়েটাকে। ওরা ষড় করেছে আমাকে মেরে ফেলবে।··· তোমরা কী ভাবছ আমি তোমাদের ষড় বুঝতে পারিনি ? আমাকে

মেরে তোমরা দুজন একসঙ্গে সুখে থ'কবে, তাই না? ওদের বের করে দাও নইলে আমি ছুটে পালাব।

ডাক্তার॥ Sister ভদ্রলোককে নিয়ে বাইরে গিয়ে বসুন। (sister, স্বামী এবং আয়া সমেত বেরিয়ে গেল। শান্তি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বসে।)

শান্তি॥ আঃ, বাঁচা গেল,—তুমি না, তুমি বড় ভালো লোক তোমাকে আমার ভালো লাগছে। ওরা খালি আমায় মারে জান···তুমি তা করবে নাতো?

ডাক্তার॥ কক্ষনো না আমরা দুজন বন্ধু।

শান্তি॥ তাহলে তুমি আমার পাশে থাকবে?

ডাক্তার॥ হ্যাঁ (কাগজ দেখেন) আপনার নামতো শ্রীমতী শান্তিময়ী দাসী।

শান্তি॥ হ্যাঁ।

ডাক্তার॥ আপনাকে এখানে কেন আনা হয়েছে জানেন?

শান্তি॥ আপনি বলছ কেন? তুমিতো অনেক বড়ো।

ডাক্তার॥ বেশতো তোমাকে এখানে আনা হয়েছে কেন জান?

শান্তি॥ জানব না কেন? এটাইতো আমাদের বাড়ী তবে—

ডাক্তার॥ তবে?

শান্তি॥ তবে কী সব এনে জড়ো করেছ, আর নাম দিয়েছ হাসপাতাল।

ডাক্তার॥ হাসপাতালে কী হয় জানো?

শান্তি॥ না।

ডাক্তার॥ আচ্ছা!···আজ কী বার?

শান্তি॥ আজ বোধহয় রবিবার।

ডাক্তার ॥ বেস্পতিবার নয়তো ?

শান্তি ॥ তা কেন হতে যাবে, তাহালে তো লক্ষীর ঘটপূজো করতাম। ঘট-পট কিছুই তো দেখছি না। কোথায় গেল ?

ডাক্তার ॥ আজ কত তারিখ ?

শান্তি ॥ এটা কি আদালত পেয়েছ, খালি আমায় জিজ্ঞাসা করছ ? আমি সব ভুলে গেছি···আমাকে ও। ···হ্যাঁ গো ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ॥ আমি যে ডাক্তার সেটা কী করে জানলে ?

শান্তি ॥ আমার কানে ও বলে গেল।

ডাক্তার ॥ কে ও ?

শান্তি ॥ আমার মানিক গো। আমার খোকন সোনা।

শান্তি ॥ ও।···মানিক আর কী বলেছে ?

শান্তি ॥ অনেক কিছু বলে। বলে—মা (কাঁদ কাঁদ ভাব)

ডাক্তার ॥ সে কোথায় ?

শান্তি ॥ (উত্তেজিত) তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে! আমার কোল থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেছে।

ডাক্তার ॥ কে নিয়ে গেছে।

শান্তি ॥ কে আবার !···ঐ হাড়হাবাতে মড়া খেকোটা আমায় বলে সে সব জায়গার—

ডাক্তার ॥ কবে নিল ?

শান্তি ॥ কবে যেন····। অনেক দিন—না না বেশী দিন নয়। দেড় মাস বয়স হয়েছিলো মানিকের আর আমার কোল থেকে—

ডাক্তার ॥ আচ্ছা খোকন কানে কানে আর কী বলে ?

শান্তি ॥ চুপি চুপি বলছি, কাউকে বলো না। ওরা যদি জানে যে

খোকন আমার কাছে আসে, কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে, তবে—

ডাক্তার ॥ খোকন কী বলে ?

শান্তি ॥ বলে ঐ বাবাটাকে মেরে ফেল, নইলে ওই তোমাকে মারবে।

ডাক্তার ॥ পরিস্কার বলে ?

শান্তি ॥ একেবারে পরিস্কার, খোকনই তো আমায় সব চিনিয়ে দেয়—

ডাক্তার ॥ খোকন কাছে নেই, তাহলে বলে কী করে ?

শান্তি ॥ তাও জানোনা ? ঐযে গো, রেডিওতে বলে। শুধু আমার কানে।

ডাক্তার ॥ খোকন ছাড়া আর কেউ কিছু বলে ?

শান্তি ॥ বলে না আবার পাড়াময় ঐ ক্ষ্যান্তদি (ও কর গুণে বলে যায়) মায়া পিসী, অঞ্জলী বৌদি, আরো আরো সকলে, বলে তুই পাগল হয়ে গেছিস্। আমার কোন কথা ওরা বিশ্বাস করে না, দু হাতে ঠেলে সরিয়ে দেয় আমাকে। আমার ঐ স্বামীর সঙ্গে মিলে ওরা সবাই ষড় করেছে। যেমন ওই সাদা থান পরা মেয়েটা এখানে করছে। ওরা আমাকে সরিয়ে দিয়ে ঐ লোকটাকে ভোগ করতে চায়। সব শত্তুর, একটাও বন্ধু নেই তুমি ছাড়া।

ডাক্তার ॥ তা, ওরা সবাই কি কানে কানে রেডিওতে বলে।

শান্তি ॥ তুমি কেমন গা ? ওরা রেডিও জানবে কি করে ? সে— এক আমার খোকন আর আমি জানি।…জান খোকন—(চোখে জল বেরিয়ে আসে) খোকন কেমন চুকচুক করে দুধ খেত, কেমন করে না ছোট ছোট লাল ফোলা হাতগুলো মুঠো করত,

ভারী দুষ্টু ছিল, মাড়ী দিয়ে কুট করে কামড়ে দিত, এখনো আমার বুক টন্‌টন্ করে—তুমি খোকনের কাছে আমায় পৌঁছে দেবে ?

ডাক্তার ॥ কেন কী করবে ?

শান্তি ॥ সেই ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখে—পাগল পাগল হয়ে যেতাম, কারো সংগে কথা বলতে ইচ্ছে করত না। সেই স্বপ্নটা বলি। জান, হালকা নীল রং-এর বাড়ীটা, সামনে সাদা সব ফুলে ভরা বাগান, ফাঁকা সবুজ মাঠ আর গেরুয়া খোয়াই, মেঘ উড়ে যাওয়া নীল আকাশ আর একটা খোকন, সে আর আমি থাকব, তাল বনের সারির পেছনে ছোট্ট অঞ্জনা নদীটা ছুটে ছুটে পালাবে…ঐ ছবিটাই তো আমাকে ধাঁধিয়ে রেখেছে …ও বুক জ্বালা করছে কেন, হ্যাঁগা ডাক্তার ?

ডাক্তার ॥ সেরে যাবে…sister !—

শান্তি ॥ কাকে ডাকছ ?

ডাক্তার ॥ তোমার বন্ধুকে। আর এক বন্ধু। সে তোমাকে শোবার ঘরে বিশ্রাম করতে নিয়ে যাবে।

[নার্স ঢুকলো। শান্তি লাফিয়ে ওঠে। বিস্ফারিত চোখে তাকায়।]

নার্স ॥ বলুন।

ডাক্তার ॥ পাঁচ নম্বর কেবিন। আর হাস্‌ব্যাণ্ডকে—

নার্স ॥ অপেক্ষা করছেন।

ডাক্তার ॥ পাঠিয়ে দিন, আর এঁকে—(শান্তি ছুটে মঞ্চের বাঁয়ে চলে যায়)

ডাক্তার ॥ উঠুন।—এমন করলে আপনাকে সাহায্য করা আমার কেন, কারো পক্ষেই অসম্ভব। ঠাণ্ডা মাথায় যা জিজ্ঞাসা করি জবাব দিন। একটু সংযত হোন।

[স্বামী সামলে নিয়ে উঠে বসে। ডাক্তার আস্তে আস্তে চলে আসেন উঁচু জায়গাটার উপরে। উনি যে চলে গেছেন স্বামী যেন সেটা বুঝতে পারে না। শূণ্য চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে বসে আছে।]

ডাক্তার ॥ (দর্শকদের) এই ভাবে শান্তি এখানে প্রথম এল, এখন আমি তো শুধু একজন ডাক্তার না মনস্তাত্ত্বিক। কাজেই মানুষের মনগুলোকে নেড়ে ঘেঁটে অনেক গোপন ব্যথার কথা জানতে চেষ্টা করাই আমার কাজ, কিন্তু তার থেকেও বড় আমি সমাজ-তত্ত্ববিদ এবং সমাজসেবী হতে চেষ্টা করি। এই যে হারিয়ে যাওয়া ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট ডাষ্টবিনে ফেলে দেওয়া মানবতা— সমাজ এদের হয় ভয় করে নয় ঘৃণা করে। কিন্তু কিছুতেই তাদের মানুষ হিসাবে গ্রহণ করে না। আর এতে যে পাপ সঞ্চয় হয়, তাতে এদের ব্যাধি বাড়ে। আমার চেষ্টা এদেরকে আবার স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার। তাই এই স্বামীটিকে নিয়ে পড়া যাক।

[ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসেন। স্বামী টেবিলে মাথা নত করে ঝুঁকে ছিল, এবার সোজা হয়ে বসে তাকাল।]

ডাক্তার ॥ সত্যি সত্যি হয়েছিলটা কী? গোড়া থেকে সব খুলে বলুন। মনে রাখবেন ডাক্তারের কাছে কিছু গোপন রাখতে নেই।

[স্বামী কয়েক বার চেষ্টা করে কেঁদে ফেলে মুখ ঢাকে]

স্বামী ॥ ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ॥ (ধমক দিয়ে) সোজা হয়ে বসুন, মুখ তুলে চান। আপনাকে কী patient হিসাবে treat করতে হবে নাকী? যা জিজ্ঞাসা করব পরপর বলে যান।

[স্বামী সংযত হয়ে বসে]

স্বামী ॥ বলুন।

ডাক্তার ॥ আপনার বিয়ে কদ্দিন হল হয়েছে।

স্বামী ॥ এই ইংরেজী মাসের আট তারিখে ত্ব'বছর পুর্ণ হবে, ২৫শে বৈশাখ।

ডাক্তার ॥ বিয়ের আগে আপনার স্ত্রীকে আপনি চিনতেন?

স্বামী ॥ না। ওদের বীরভূমে বাড়ী। ওর মার এক কুটুম্ব—মানে আমার কিছু জমি আছে আর বারাসাতে হরেনবাবুর দোকানে খাতা লিখি—তাই—

ডাক্তার ॥ তাই সুপাত্র বলে বিবেচিত হয়ে আপনার বিয়ে হয়ে গেল।

স্বামী ॥ এক রকম তাই-ই।

ডাক্তার ॥ আপনার স্ত্রীর কোন অস্বাভাবিকতা আগে লক্ষ্য করেছেন?

স্বামী ॥ না, তবে পরে শুনেছি ওর একমাত্র দিদি ১৪।১৫ বছরে আত্মহত্যা করেছিলো। কী রকম আনমনা ধরণের ছিল—না'-কী সে। খালি কালী পূজো আর লক্ষ্মী পূজোয় মেতে থাকত। আর শান্তি থেকে থেকে একটা সাদা হাল্কা নীল বাড়ীর কথা বলত, বিশেষ করে ছেলে হবার পর থেকে। আর সবসময় এমন ভাবালু ধরণের থাকত, ওকে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। চেষ্টাও খুব করিনি। সারাদিন খেটে এসে বিশ্রাম করা ছাড়া

আর কিছুই করতে ইচ্ছা করত না। তবে বড় শান্ত, পাড়ার লোকে ওকে ভালোবাসত।

ডাক্তার ॥ তার পর ?

স্বামী ॥ তারপরই খোকন হ'ল আর ও খোকনকে কোলে নিয়ে গান করত নিজের রচা গান—

[মঞ্চের ওপর ডাক্তার ও স্বামী স্তব্ধ হয়ে যায় ওদের ওপর আলো নিষ্প্রভ হয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। তীব্র আলোর রেখা অনুসরণ করে গান গাইতে গাইতে শান্তি ঢুকল,—যেন ছেলে ঘুম পাড়াচ্ছে।

সোনা ছেলে, ভাল ছেলে
আর কেঁদোনা ॥
পরীরাণী আসবে' খনি,
আর ভেবো না ॥
ধীরে ধীরে, ঘুমঘোরে
আঁখি দুটী আসবে ভরে
তখন তুমি জোর করে
আর জেগো না ॥

গাইতে গাইতে শান্তি চলে গেল। ডাক্তার ও স্বামীর ওপর আবার আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।]

ডাক্তার ॥ তারপর ?

স্বামী ॥ তারপর খোকনকে তড়কা রোগে ধরল। প্রথমে টোটকা জাতীয় ওষুধ খাওয়ানো হলো শেষের দিকে বারাসাত থেকে ডাক্তার দেখানো হল, কিছু হলো। তারপর—(কাঁদো কাঁদো

হয়ে যায় সামলে ওঠে) খোকনকে ধরে রাখা গেল না ; সেই দেড়মাসের খোকনকে কোলে আঁকড়ে ধরে সে তিনদিন তিন রাত বসে—থাকল ঠায়, শেষে আমাকেই জোর করে—সব কাজ সেরে যখন খালি হাতে বাড়ী ফিরলাম আমাকে দেখে আঁতকে উঠল। সেই থেকে ওর মাথায় ঢুকে বসে আছে যে আমিই ওর খোকনকে—জীবন আমার দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে ডাক্তারবাবু। —স্বপ্ন আমারও ছিল। কোথা থেকে কী হয়ে সব চুরমার হয়ে গেল।

ডাক্তার ॥ আচ্ছা বুঝলাম।—তুমি আজকে যাও। প্রথম ৭ দিন আমরা সাধারণত: আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে দিই না। তোমার প্রতি যেমন মনোভাব ওর, তোমাকে খবর না দিলে এসো না। উপযুক্ত বিবেচনা করলেই খবর দেব। ওর যা যা দরকারী জিনিষ সে সব এনেছ তো ?

স্বামী ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

ডাক্তার ॥ বেশ, তাহলে এসো। (নার্স ঢুকল)

ডাক্তার ॥ এই যে sister, এই ওষুধগুলো খাইয়ে দিন। (prescription দিলেন) আর বিকেলের দিকে ওকে নিয়ে মাঝে মাঝে একটু বাগানে বেড়াবেন। আমাদের কাছে যে সব কথা ও বলবেনা, আপনাদের মেয়েদের কাছে হয়তো বলতে পারে। তবে Excited যেন না হয়।

স্বামী ॥ ডাক্তারবাবু, ভালো হবে তো ?

ডাক্তার ॥ আঃ। তোমাকে তো চলে যেতে বলেছি।

স্বামী ॥ কিন্তু—

ডাক্তার ॥ কোন কিন্তু নেই। তুমি এখন এসো ; যা করবার আমরা করব। [স্বামী চলে গেল কাঁদ কাঁদ মুখ করে।]

ডাক্তার ॥ খুবই Common case.

সিষ্টার ॥ হ্যাঁ একেবারেই সাধারণ।

ডাক্তার ॥ কিন্তু এগুলোতেই আমি আনন্দ বেশী পাই। জানিনা কেন। সামাজিক দিক থেকে এইসব রোগীরাই বেশী Important.

সিষ্টার ॥ Sir Patient কিন্তু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। Delusion বেড়ে গেছে, Cabin-এ আটকে রাখা যাচ্ছে না, ভয়ংকর চেঁচাচ্ছে।

[ডাক্তার উঠে দাঁড়াল]

ডাক্তার ॥ Syringeটা গরম জলে boil করে আনুন।

[একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার ভেসে আসে শান্তির। ওরা দুজনেই বেরিয়ে যায়] [শান্তি এসে বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়ায়]

শান্তি ॥ (দর্শকদের) এরা যখন এই সব কথায় ব্যস্ত ছিল, ঠিক সেই সময়ে আমার কী হচ্ছিল, সেটা এবার বলি। আমি যে বায়োস্কপ দেখতে পারিনে কিন্তু ঠিক বায়োস্কপের মতো জিনিষগুলো ঘটে গেল।....

ঐ সাদা কাপড় পরা মেয়েটা আর কজন মিলে আমাকে একটা লোহার গরাদ দেওয়া দরজার পিছনে ঢুকিয়ে দিল। ছোট একটা ঘর, দরজায় তালা দিতে কড়াৎ করে একটা ভয়ংকর শব্দ হ'ল। আমার মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমি বন্দী। আমি ছুটে গিয়ে দরজা ধাক্কালাম। ওরা চলে গেল... এমন সময় খোকন—আমার খোকন ঐ তালাটার থেকে বেরিয়ে

এল, প্রথমটা কেমন আবছা আবছা কাঁপা কাঁপা—তারপর পষ্ট হয়ে উঠল, দরজা গলে কেমন করে আমার কাছে এসে হেসে দাঁড়াল। কেমন করে হাঁটতে শিখল সে, কেমন করে দরজা গলে এল, আমার তো অবাক লেগে গেল। তখন মনে পড়ল—কেমন করে রেডিওতে কথা বলত সে। ওর কথা বলাও তো আগে শুনিনি—একথাতো ভাবিনি আগে। ও সব পারে আমার খোকন। ঐ তো কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে হাসছে।

—হঠাৎ ওর গা বেয়ে একরাশ সাপ কিলবিল করে উঠে আসতে থাকল। দরজার গরাদগুলোও নড়ে নড়ে সাপ হয়ে গেল। সেই তালাটা কাঁপতে কাঁপতে কালীমূর্তি হয়ে জিভ বের করে খাঁড়া উচিয়ে দাঁড়াল। আমার চোখ ফেটে জল এল, আমার খোকনকে মারবে কেন সে। খোকনকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আমি চেঁচিয়ে বললাম—মা তুই যদি মা হোস তাহলে জানবি যে দেবী অংশে তোর জন্ম আমারও সেই দেবী অংশে জন্ম। আমি মা।—খবরদার।

খিলখিল করে মা কালী হেসে উঠল। গরাদের সাপগুলো সব লক্ লক্ করে জিভ বের করে, লাল নীল সবুজ হলদে কালো সব ছানারা জোরে জোরে ঘুরপাক খেতে খেতে চলে যেতে থাকল, আমি ছুটে গিয়ে সাপগুলোকে ধরলাম। মা কালী হেসে বলল—মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ কর।—সেকী? আমি জানিনা মাগো, আমি মুখ্য আমাকে কেউ শেখায়নি। সে বলল মুখ আছে আন্ তোর কানে নাম নিয়ে দিচ্ছি। কেমন ভরাট গলায় আমার কানে কানে বলল ও—ং, স্বাহাঃ ও—ং হ্রীং ঃ ও—ং ক্লীং ও—ং ক্রীং ঃ খালি বলবি একথা আটবার বলবি। এটা বললে যদি বলালম।

খোকনকে ছেড়ে দেয়। তাই বললাম। আর মাথা ঠুকতে থাকলাম।.. (সে দৌড়ে কেবিনে ঢুকে মাথা ঠুকতে লাগল। যাবার সময়টুকু সঙ্গীত দিয়ে ভরে দিতে হবে।]

(ডাক্তার নার্স আয়া ঢুকল, তখনও শান্তি মাথা ঠুকছে। ওদের দেখেই ওর ভাব পরিবর্তন হয়ে যায়। শয়তানী হাসি হেসে ওঠে।)

শান্তি ॥ তোমরা ভাবছ আমাকে আটকেই জিতেছ? আসল গোপন কথাটা তোমাদের কাউকে বলিনি। তাকে আমি মেরে ফেলেছি।

ডাক্তার ॥ কাকে? খোকনকে?

শান্তি ॥ আঃ কি অলুক্ষণে কথা!…ওকে—ঐ লোকটাকে যে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, লুকিয়ে রেখেছে আমার তো শাড়ী পরা উচিত নয়, তোমার মতো আমাকে একটা থান দাও গো; ঐ লোকটার সঙ্গে বিয়ে বিয়ে খেলা খেলেছিলাম একবার। (শান্তি নিজের কাপড়ের দিকে তাকায় আঁতকে, ওঠে) একী? পাড়টা যে সাপ হয়ে উঠছে, লক্ লকিয়ে গা বেয়ে উঠছে। (দরজা জোরে ধাক্কায়) খুলে দাও ডাক্তারবাবু। এখানে আমি দম বন্ধ হয়ে মরে যাব….বাইরে আকাশ আছে, সাদা ফুল গুলো আছে খোকন আছে সেখানে অপেক্ষা করে আছে আমার ছোট্ট ঘর সংসার—একী সারা গায়ে আমার সাপ জড়িয়ে ধরেছে। ও ঐ লোকটা, ওকে মেরে ফেলেছি বলে? খুন করেছি দুহাতে গলা টিপে ধরে—। (নিজের গলা টিপে ধরে। ডাক্তার দরজা খুলে ঢুকে পড়েন, পেছনে নার্স ও আয়া)

শান্তি ॥ (খিলখিলিয়ে ওঠে) ঐ লোকটা পাঠিয়েছে; পাঠা যা

পারিস্ করেনে, আমি বেশ করেছি, আবার করব। কিন্তু দিদি শাড়ীর পাড় যে সাপ হয়ে গেছে; ঝাপটে ধরেছে—, কী রং বদলাচ্ছে, কেমন ফ্যাকাশে হলদে সাদা ছোপ, চোখগুলোও সাদা, তোমার থানটা আমায় দাও। আমি এটাকে ছিঁড়ে ফেলি। (ছিঁড়তে যায়। নার্স ও আয়া জোর করে ধরে শুইয়ে দেয় দর্শকদের দিকে মুখ করে, ডাক্তার Syringe বের করে Injection দিতে তৈরী হন। শান্তির দেহের যে অংশে Injection দেয়া হবে, সে অংশটাকে আড়াল করে আয়া দাঁড়ায়; শান্তি বিস্ফারিত নেত্রে ডাক্তারের হাতের Syringe-টা দেখে)

শান্তি॥ কী ঐ ছুঁচটা ফোটাবে? অতবড়? সেবার ছুঁচ ফুটিয়ে ছিল, কা যেন, সেই T B C নাকী, কী ব্যথা।....আবার তোমরা দেবে? শাস্তি দিচ্ছ? সত্যি কথা বলেছি বলে শাস্তি দিচ্ছ? মেরেছি বলে শাস্তি দিচ্ছ?—উঃ।

[ডাক্তার Injection করেন। শান্তি আর্তনাদ করে। আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসা মাত্র জিনিষগুলো নার্সের হাতে দিয়ে ডাক্তার এসে বক্তৃতার উঁচু জায়গায় দাঁড়ায়। নার্স ও আয়া ডাক্তারের কথা বলার সময়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে যায়]

ডাক্তার॥ (দর্শকদের) এই ভাবে শান্তি তিন দিন তিন রাত্রি প্রলাপ বকে গেল। ওর কাছে ওর ছেলে যে কতবার এলো গেল কতবার সে স্বামীকেও খুন করল, কতবার সে সাদা নীল বাড়ীর স্বপ্ন দেখল তার ইয়ত্তা নেই। আর; ঘুম নেই।...তারপর আস্তে

আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল, সে ঘুম চলল টানা ২৪ ঘণ্টা। তারপর ভাঙ্গল। তখন আমি sister-কে ডাকলাম।

[ডাক্তার গিয়ে তার কেবিনের সামনে বসেন। শান্তি কেবিনে উঠে বসে ক্লান্তভাবে তার বিছানায়। নার্স এসে ডাক্তারের সামনে দাঁড়াল]

ডাক্তার ॥ কী খবর পাঁচ নম্বরের Pateint-এর ?

নার্স ॥ খাবার এবং ওষুধ ঠিকমত খাচ্ছে। আর চেঁচামিচিও করছে না। Hallucination আর নেই, তবে বড্ড বিষন্ন আর ওজনও কমে গেছে। দুর্বল।

ডাক্তার ॥ ওকে ডেকে আনুন।

নার্স ॥ আয়াকে আনতে বলে দিয়েছি।

[আয়া কেবিন থেকে শান্তিকে উঠিয়ে নিয়ে ডাক্তারের টেবিলের দিকে আনে।]

ডাক্তার ॥ Sister এবার আপনার পালা। একটু বাগানে নিয়ে যান। কথা বের করার চেষ্টা করান।....এই যে শান্তি এখন কেমন আছো ?

শান্তি ॥ মাথাটা বড় ভার, হাত পা নাড়তে কষ্ট হচ্ছে।

ডাক্তার ॥ কিছুনা। হাওয়ায় একটু ঘুরলেই কমে যাবে। আর রেডিও-টেডিও শুনতে পাচ্ছ ? বায়স্কোপ দেখছ ?

শান্তি ॥ না। খালি ঘুম পাচ্ছে। কী ওষুধ দিয়েছেন ?

ডাক্তার ॥ ঘুমোবার। ঘুমইতো এখন তোমার ওষুধ। ভালোমতো খাচ্ছটাচ্ছতো ?

শান্তি ॥ হ্যাঁ।

ডাক্তার ॥ আর কিছু খেতে ইচ্ছে করে ?

শান্তি ॥ ঠাণ্ডা কিছু, যাতে মাথার তাপটা—

ডাক্তার ॥ বেশতো। sister ওর diet এর দইটা ঘোল করে দেবেন।

নার্স ॥ আচ্ছা sir।

ডাক্তার ॥ শান্তি এখন যাও দিদির সঙ্গে। আমার আবার বাইরে একটু কাজ আছে। এখন দিদিকে শত্তুর বলে মনে হচ্ছে নাতো?

শান্তি ॥ (সলজ্জ হেসে) না।

ডাক্তার ॥ ভাল আমি চললাম। (ব্যাগ নিয়ে ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন। নার্স ইসারায় আয়াকে চলে যেতে বললেন। আয়া চলে গেল। নার্স শান্তির হাত ধরে টবগুলোর পেছনে চলে গেলেন। এরপর থেকে যত কথা এরা বলবেন মঞ্চের সমস্ত পরিধিটা ঘুরপাক খেয়ে পায়চারী করতে করতে বলবেন এবং প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ কথাই টবের সারির কাছে গিয়ে হবে।

শান্তি ॥ তোমার নাম কী?

নার্স ॥ সুচিত্রা॥

শান্তি ॥ সুচিত্রাদিদি। (শান্তি একটা টবের সাদা ফুল তুলে নিল। নার্স লক্ষ্য করেন।)

শান্তি ॥ (মুখ তুলে। ওর দিকে তাকিয়ে) ফুল সাদা।

নার্স ॥ সাদা রং বড় ভালো না?

শান্তি ॥ সাদা আর আসমানী নীল।

নার্স ॥ তোমার বাড়ীর রং তো ঐ রকম।

শান্তি ॥ এখন নয়, হবে।

নার্স ॥ কোথায় হবে?

শান্তি ॥ আমার মামার বাড়ীর পাশে। ছোট বেলায় একবার গিয়েছিলাম বোলপুরের উত্তরে ভুবনডাঙা গাঁয়ে মামার বাড়ী। সেইখানে অঞ্জনা নদীর ধারে জায়গাটা বড় মনে ধরে গেল—তালবন আর খোয়াই, আর ঝির ঝিরে ছোট্ট নদী,—

নার্স ॥ কবে হবে ?

শান্তি ॥ খোকন ফিরে এলেই। (নার্স থমকে দাঁড়াল, তারপর আবার হাঁটতে থাকেন।)

নার্স ॥ তুমি জান ? তুমি এখানে কেন এসেছ ?

শান্তি ॥ হ্যাঁ।

নার্স ॥ কী হয়েছে তোমার ?

শান্তি ॥ আমি পাগল হয়ে গেছি।

নার্স ॥ সেটা তুমি বুঝতে পারো ?

শান্তি ॥ পারি কখনো কখনো।

নার্স ॥ কতদিন তো হ'লো। এখন গুম হয়ে থাকনা সত্যি। কিন্তু একেবারে কী ভালো হতে চাও না ?

শান্তি ॥ খুব চাই। কিন্তু ওরা যে পাগল—পাগল করে দূরে সরিয়ে রাখে। এমন করে তাকায় যেন আমি চোখ দিয়ে ওদের গিলে খাব।

নার্স ॥ তাতে তুমি মন দাও কেন ?

শান্তি ॥ না দিয়ে পারি ? আমাকে নিয়ে দিনরাত গুজগুজ ফুসফুস—কাছে গেলেই চুপ। পাড়ার ছেলেরা ঢিল ছোড়ে, টিটকিরী কাটে পাগলী বলে। কেন এমন করে ওরা সকলে মিলে ? আমি যে মানুষ আমিও যে ভালো হতে চাই—এটা ওরা—

নার্স॥ বোঝেনা। আচ্ছা তুমি জান, তোমার স্বামী বেঁচে আছেন, তুমি ওকে মারনি ?

শান্তি॥ জানি।

নার্স॥ তবে ?

শান্তি॥ হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়। হয়তো মেরে ফেললেই ভালো ছিল বলে তখন মনে হয়। ও—ই তো আমার—

নার্স॥ ও তোমার খোকনকে কিছু করেনি। খোকন অসুখ হয়ে —মরে—(সজোরে দুহাতে ওর মুখটাকে চেপে ধরে শান্তি।)

শান্তি॥ (চেঁচিয়ে) ডাইনী, বদমাইস, তোকে আজ মেরেই ফেলব। আবার সেই মিথ্যেটা বলে আমাকে পাগল করার চেষ্টা করছিস ? তুইও ওদের ষড়ের মধ্যে আছিস্ ; আমার ঐ স্বামীটাকে ভোগ করতে চাস, তোকে দান করে দিলাম।… …কিন্তু বলবি বলাবি আর আমার খোকনের সম্বন্ধে—

[শান্তি নার্সকে প্রায় মেরেই ফেলছিল। নার্স-এর চীৎকার শুনে আয়া দৌড়ে আসে। দুজনে মিলে শান্তিকে টেনে নিয়ে যায় আর শান্তি গোঁ গোঁ করে। ওরা বেরিয়ে গেল। ডাক্তার এসে টেবিলের ওপর ব্যাগ রেখে, উঁচু বক্তৃতার জায়গায় দাঁড়াল। রুমালে ঘাম মুছলেন।]

ডাক্তার॥ (দর্শকদের) ফিরে এসে যখন শুনলাম তখন নতুন ওষুধের ব্যবস্থা করলাম।…শান্তি চিকিৎসাতে কোন আপত্তি করত না আর, খালি ফাঁকা হাওয়া আর সবুজ মাঠের দিকে তার ঝোঁক, এবং ঐ একটা বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ না করলে তার মানসিক স্থৈর্য্য স্বাভাবিক ছিল। ও বোনার কাজের দিকেই নজর দিল। বিশেষ করে বাচ্চার মোজা সোয়েটার এই সব—কিন্তু বিপদ

হল আর একদিন তার স্বামীকে নিয়ে এসে। (ডাক্তার নেমে এসে বসলেন চেয়ারে, শান্তি নার্সের সঙ্গে সামনে এসে দাঁড়াল।)

ডাক্তার ॥ বোস, (শান্তি বসল)

ডাক্তার ॥ বেশ কিছুদিন তো হয়ে গেল, এখন কেমন বোধ করছ ?

শান্তি ॥ অনেকটা ভালো। কবে আমায় ছাড়বে ডাক্তার বাবু ? মাথার ভারও কমে গেছে, দুর্বলতাও কমে গেছে, কাজ করতেও ভালো লাগে, বাগানে বেড়াতেও ভালো লাগে।

ডাক্তার ॥ ভাল···আজ একজন আসছে। (শান্তি উচ্চকিত ও উচ্ছ্বসিত)

শান্তি ॥ কে ?....সে ?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ।

শান্তি ॥ সে ? আসছে ! এখানে ? এতদিনে মনে পড়ল ? (ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে)

ডাক্তার ॥ এখুনি আসবে ; কেঁদনা।

শান্তি ॥ কত বড় হয়েছে ? দেখতে কেমন হয়েছে ? শরীর স্বাস্থ্য—

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ।

নার্স ॥ (ইশারা করে।) Sir—

ডাক্তার ॥ জানি। একটা ধাক্কার দরকার। (আয়া ঢুকল)

আয়া ॥ নকুড় দাস এসেছেন।

[চমকে শান্তি তাকাল। বিস্ফারিত তার চোখ।—নকুড় ঢুকল। সেইরকমই তার চেহারা]

ডাক্তার ॥ এসো নকুড়, যাও শান্তির সঙ্গে বাগানে গিয়ে বস।

[শান্তি ছিটকে এক কোণে চলে যায়, সেখান থেকে দৌড়ে

পালাতে যাবে এমন সময় নার্স ও আয়া তাকে ধরে ফেলে।]

শান্তি ॥ আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে মারতে এসেছে।…ওগো, তোমাদের ছুটো পায়ে পড়ি, তোমাদের কি দয়ামায়া নেই? হায় ভগবান!—খুনেটাকে সরিয়ে নিয়ে যাও। যাও যা-ও!

ডাক্তার ॥ Sister কেবিন!

[Sister ও আয়া শান্তিকে জোর করে নিয়ে গেল। নকুড় দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল।]

ডাক্তার ॥ চিন্তা করোনা, এত সহজে এ অসুখ সারে না, এটা নাটক—নভেল নয় যে ছুম্ করে রাতারাতি ভালো হয়ে উঠবে।

নকুড় ॥ কিন্তু তিন মাস তো হতে চলল। বাড়ী আমার কাছে মরুভূমি।

ডাক্তার ॥ আর বেশি দিন নয় বলে মনে হচ্ছে। অনেক উন্নতি হয়েছে। তোমার হয়তো চোখে সেটা ধরা পড়ছে না।…কিন্তু একটা জায়গা বাদে এখন—ও অনেক সুস্থ সহজ ও স্বাভাবিক। শরীরটাও অনেক ভালো, ওজন বেড়েছে। (পাশের কেবিনে, এই কথাগুলো চলার মধ্যে নার্স ও আয়া শান্তিকে শুইয়ে দেয়। নার্স তারপর বেরিয়ে এসে ডাক্তারের সামনে দাঁড়ায়।)

ডাক্তার ॥ (নকুড়কে) আজকে এসো তোমাকে আবার চিঠি দেব, তখন এসো।—

[নকুড় আস্তে আস্তে বেরিয়ে যেতে যেতে আবার ফিরে এসে হাতের পোঁটলাটা রাখে।]

নকুড় ॥ এই কিছু ফল আর কাপড় চোপড়—

ডাক্তার ॥ রেখে যাও। Sister ওগুলো নিয়ে নিন।

[নকুড় নিঃশব্দে নমস্কার করে বেরিয়ে গেল।]

ডাক্তার ॥ (চিন্তিত) Sister Bed Ticket-টা দিনতো।

[নার্স তুলে ধরে, ডাক্তার লেখেন]

ডাক্তার ॥ ৮টা E C T দিনতো, হপ্তায় দুবার Insulin injection করান প্রথম E C T এরপরে watch করবেন। (নার্স সব জেনে বেরিয়ে যান, ডাক্তার আস্তে আস্তে বক্তৃতার উঁচু জায়গায় দাঁড়ান)

ডাক্তার ॥ (দর্শকদের) E C T হচ্ছে Electric Convulsion Therapy অথবা মাথায় বিদ্যুৎ তরঙ্গ চালিয়ে ঝাঁকি দিয়ে মাথায় জট ছাড়ানোর একটা পন্থা। অনেক সময় মাথায় উল্টোপাল্টা জট হয়ে যায়। এটা Injection-এর ও করা যায়, কিন্তু সেটা ব্যয় বহুল ও কষ্টপ্রদ। এ ক্ষেত্রে আমি E C T উপযুক্ত মনে করলাম। কিন্তু বারবার একই জিনিষ আপনাদের দেখতে ভাল লাগবে না, তাই শেষ বারেরটাই আপনাদের দেখাচ্ছি।

[ডাক্তার ঘুরে প্রস্থান করেন. E C T যন্ত্রপাতি আনিয়ে ডাক্তার নার্স আয়া ও অন্যান্য তিনজন Attendent কেবিনে প্রবেশ করেন। শান্তি উঠে বসে।]

শান্তি ॥ ওগুলো কী? আবার, আবার সেই যন্ত্রণা? তোমরা সবাই আমাকে সন্দেহ করো। মনে কর, আমি পাগলাই আছি। দোহাই ডাক্তারবাবু, তোমার পায়ে পড়ি, আমি সেরে গেছি, আর আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে শাস্তি দিয়ো না। আর কোনদিন আমি তোমার কথার অবাধ্য হব না। ডাক্তারবাবু, তুমি কী নিষ্ঠুর—

[নার্স ওর মুখে রবারের নলটা ঢুকিয়ে শুইয়ে Headgear-টা ঠিক মত লাগাল। আয়া এবং attendent-রা ওর দেহের

বিভিন্ন অংশ চেপে ধরেন। ডাক্তার switch টিপে দেন। Convulsion হতে আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে শান্তি গোঁ গোঁ করে নেতিয়ে পড়ে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে…সঙ্গীত ও শান্তির আর্তনাদ শোনা যায়।…নিঃশব্দতা…ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ডাক্তার ও শান্তির কথোপকথন শোনা যায়।]

ডাক্তার ॥ কী শান্তি? কেমন?

শান্তি ॥ কেমন হালকা লাগছে। …. নিঃশ্বাস নিতে …

ডাক্তার ॥ কষ্ট হচ্ছে?

শান্তি ॥ না। আরাম লাগছে। আমি এখন ঘুমোব।

ডাক্তার ॥ ঘুমোও— (শান্তির মিষ্টি গলা ভেসে আসে—সোনা ছেলে ভালো ছেলে আর কেঁদোনা।)

ডাক্তার ॥ (অন্ধকারের মধ্যে থেকে) নদীতে চর জাগে হঠাৎ, পলি পড়ে বহুকাল ধরে। অসুখের চিকিৎসা বহুকাল ধরে ধীরে ধীরে মোড় ফেরে, একটা সমাধানের দিকে এগিয়ে যায়। …এতদিনের পর আজ আমি নকুড়কে ডেকে পাঠিয়েছি। (আলো জ্বলে ওঠে নকুড় ও ডাক্তার বসে।)

ডাক্তার ॥ তৈরী হয়ে এসেছো?

নকুড় ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু—

ডাক্তার ॥ কিন্তুটা আমার ওপর ছেড়ে দাও, বাড়ী নিয়ে যাও। এখনই তোমার বড় পরীক্ষা। সমাজের স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে ওকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। আশেপাশের লোকের বিদ্রুপ এবং সন্দেহ ভরা চোখ থেকে ওকে তোমাকেই আড়াল করে রাখতে হবে। সেটাই বড় কষ্টের কাজ আমাদের দেশে।

নার্স ॥ কিন্তু কিন্তু ও আমাকে ঘেন্না করে। (নার্সের সঙ্গে শান্তি এল। নকুড়কে দেখেই স্তব্ধ হয়ে গেল। নকুড় উঠে দাঁড়াল। দুজনে দুজনার দিকে তাকিয়ে থাকে। নকুড়ের চোখ উদ্বেগ। হঠাৎ শান্তি ঘোমটা দিল।)

ডাক্তার ॥ শান্তি তুমি আজ বাড়ী যাচ্ছ। তোমার স্বামী এসেছেন তোমাকে নিয়ে যেতে। (শান্তি নিরুত্তর)

ডাক্তার ॥ কথা বলছ না কেন? এখানে এসে বসো। (শান্তি কোন কথা না বলে ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় এসে প্রথমে নকুড়কে পরে ডাক্তার কে প্রণাম করে। নকুড় অবাক হয়ে কিছু দূরে সরে গেল, শান্তি ডাক্তারের কাছে ঘেঁসে এলো।)

ডাক্তার ॥ একী? তুমি কাঁদছ শান্তি?

শান্তি ॥ আমি কী করে ওঁর কাছে মুখ দেখাব? উনি দেবতা, ওঁকে আমি যা সব বলেছি—

ডাক্তার ॥ সেগুলো তোমার মনে পড়ে?

শান্তি ॥ সব। লজ্জায় আমি মাটিতে মিশিয়ে যাচ্ছি।

ডাক্তার ॥ ও সবতো তুমি বলোনি শান্তি, অসুখ বলেছে। আর অসুখ হয়েছিল, কারণ তোমার মায়ের মন এখন তুমি বুঝতে পারো, তোমার খোকন মাণিক আর কোনদিন আসবে না?

[শান্তি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে]

ডাক্তার ॥ কেঁদোনা। তোমার খোকন আবার আসবে নতুন চেহারা নিয়ে। ফল ঝরে গেলে দুঃখ হয়—ই কিন্তু গাছ তো বেঁচে রইল আবার ফল ফলবে। বাড়ী যাও শান্তি।

শান্তি ॥ আমাকে ছেড়ে দিচ্ছেন?

নার্স ॥ হ্যাঁ, তুমি একদম ভালো হয়ে গেছো। এবার যাও সবার টিটকিরী আর অবিশ্বাস ডিঙিয়ে তোমার সেই অঞ্জনা নদীর ধারে তালবনের কোল ঘেসে সাদা ফুলের বাগান আর হালকা নীল রং-এর বাড়ীর খোঁজ করগে। নতুন মাণিক আসবে তার ঘর তৈরী করো।

[শান্তি সবাইকে ছাড়িয়ে বক্তৃতার উঁচু জায়গায় এসে দাঁড়ায়]

শান্তি ॥ এই হল আমার অসুখের গল্প। বড় কষ্ট কিন্তু সারে তো। তখন ভাবতাম এঁরা ইচ্ছে করে শাস্তি দিচ্ছেন, আজ বুঝছি ওরা আমারই ভালো করেছেন, এখন আবার আমি মানুষের জগতে ফিরে যাব। তাই যাবার আগে তোমাদের যতজনকে পারি বলে যাব। সুচিত্রাদি, আমায় সিঁদুর পরিয়ে টিপ দিয়ে দেবে? (সুচিত্রা হেসে তাই করে) আমি এখন ছোট্ট মেয়েটি তোমরা, কিছু মনে করো না।

[বোকা বোকা নকুড়ের হাত ধরে অপর হাতে পোঁটলা নিয়ে সে ছুটে চলে গেল। নার্স হাসেন। ডাক্তার বক্তৃতার জায়গায় উঠে দাঁড়ান।]

ডাক্তার ॥ আপাততঃ নটে গাছটি মুড়িয়েছে। আমাদের কিন্তু অপেক্ষা করে থাকতেই হবে তাদের জন্যে যাদের সমাজ পরিত্যাগ করে, অর্থের কষ্টের চাপ যাদের অন্তর ফেটে চৌচির করে, যারা মানুষ বলে গন্য হয় না। ঐ খারিজ হয়ে যাওয়াদের জন্যই আমাদের প্রতীক্ষা। [নার্স বেরিয়ে যান] —মানুষে ব্যথা পায়, কষ্ট পায়, তরঙ্গে তরঙ্গে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ভাবে মৃত্যু এল বুঝি। কিন্তু মৃত্যুর ছদ্মবেশ ছিড়ে বেরিয়ে আসে নবজীবন····সব জন্মই তো তাই।

—আজ শান্তি গেল। কিন্তু আমার খাতা বন্ধ হ'ল না, যদিও আমি তাই চাই। কিন্তু এখনো ও ফিরে আসতে পারে, আবার তার এই বিকৃতি দেখা দিতে পারে। কিন্তু তাতে কী? যক্ষ্মা একবারে সেরে যায়। অনেক সময় আবার আক্রমণ করে। তাকে আবারও সারানো যায়। একেবারে সেরে যায়, এ অসুখ যক্ষ্মার মতনই একটা। এও সারে একবার না হোক আরবারে। খালি মানুষের অনুকম্পা, স্নেহ, করুণা, উপলব্ধি, বোধ-সহযোগিতার কাঙাল এরা। এদের দূরে ঠেলে না রেখে কেন এদের ভাল বাসব না? কিন্তু আজও সে হাওয়া তৈরী হয়নি। আসল চিকিৎসা সেই ভালোবাসা। তা কি পাবে এরা? এই রইল তীব্র শেষ প্রশ্ন। উত্তর চাই। কবে পাব? কবে?

[ডাক্তার দুহাত শূন্যে ছুড়ে দেন—নার্স দ্রুত পায়ে ঢোকেন]

নার্স॥ স্যার, আর একটা নতুন Patient—

[এক ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি বিবাহিতা মহিলা ঢুকে মাটিতে আছড়ে পড়ল]

নতুন মহিলা॥ (মুখ তুলে) কোথায় নিয়ে এলে?…কোন জেলখানা?—

[সবাই চুপ করে তাকিয়ে থাকেন ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে]

—যবনিকা—

অরুণ মুখোপাধ্যায়

জটায়ু সংবাদ

চরিত্র লিপি

পরাশর দিবাকর ঘণ্টে হরিশ
মদনা জটাধর বৃন্দাবন রঘু
পাঁচু নরেন ধম্মোদাস পালবাবু
শিষ্য রসিদ বাবাজী (প্রেমানন্দ)
গগন দারোগা কমল ও রবি

[পর্দা খোলার আগে থেকেই কনসার্ট শোনা যায়। পর্দা খুললে দেখা যায় গ্রামের যাত্রার আসরের গ্রীণরুম। একটি পোষাকের ট্রাঙ্ক,-তার ওপর দুই একটি পোষাক, তীর-ধনুক-গদা, এবং দড়িতে ঝোলানো কিছু ধুতি, গেঞ্জী-হাফসার্ট দেখা যায়। আসরে ঢোকবার মুখে একটি পর্দা টাঙানো রয়েছে। রাবণরূপী পরাশর পর্দাটা ফাঁক করে আসরের দিকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখছে। একপাশে একটি বেঞ্চির উপর শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে বিবেকরূপী দিবাকর। এছাড়া মঞ্চে রয়েছে জটায়ূরূপী ঘণ্টে, সীতারূপী মদনা, চেড়ীরূপী পাঁচু, রামরূপী বৃন্দাবন, লক্ষ্মণরূপী হরিশ। কেউ মেক-আপ করছে, কেউ পোষাক পরছে আবার কেউ গুলতানি করছে। কনসার্ট চলতে থাকে।]

পরাশর ॥ আসর বেশ জমে উঠেছে—গলা তুলে বলবি সব।

ঘণ্টে ॥ আজ তো মদ্‌না ফাটাবে গো পরাশরদা। নিজির গেরামে পালা হচ্ছে—যতরকম প্যাঁচ জানে ছাড়বে আজ।

মদনা ॥ ওঃ ! বলে নিজির গেরাম থিকে লুকুয়ে লুকুয়ে বেড়াচ্ছি—খেলুয়ে পার্ট করবো কি—সামনে ড্যাব্‌ডেবে চোখ নিয়ে বসে আছে পালবাবু—

ঘণ্টে ॥ পালবাবু !

মদনা ॥ হ্যাঁগো য়ে বায়না দিয়ে এনেছে—এ গেরামের জোতদার পালবাবু ! দেনার সুদ দিতি পারিনি আজ চার মাস ।

[কনসার্ট থামে]

পরাশর ॥ নে কনসার্ট থেমে গেছে—ঢোক্ এবার—

[মদন বিড়িতে শেষ টান দিয়ে ধোঁয়া সরাতে সরাতে চলে যায়]

ঘণ্টে ঠিক টাইমে ঢুকবি বলে দিলাম । হাতে একটা খিঁচ মতন লেগেছে বেশী লড়তে পারবো না । আজ তাড়াতাড়ি মারা যাবি বুইলি ? আমি ঢুকলাম ("ভিক্ষা লাগি দ্বার প্রান্তে "দাঁড়ায়ে ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি বলতে বলতে প্রস্থান)

বৃন্দাবন ॥ কইরে চা-ফা দেনা একটু—গলাটা ভিজিয়ে নিই । পরের সিনেতো আবার কেঁদে ভাসাতে হবে !

[পাঁচু কেটলী থেকে চা দেয়]

ঘণ্টে ॥ ইস্ । রবি, দেখতো—নাকের তলাটা এত সুড় সুড় করতেছে কেন ?

পাঁচু ॥ চুঁলটুল আঁটকে গেঁছে বোঁধ হঁয় !

বৃন্দাবন ॥ এঃ, শালা চা না ঘোড়ার পেচ্ছাব ?

পাঁচু ॥ আঁদা দিঁয়ে তোঁ কঁরলাম !

বৃন্দাবন ॥ ক'বার ফোটানো হয়েছে সন্ধ্যে থেকে ? (ভেংচে)

আদা দিয়ে তো করলাম (পাঁচু চা দিতে থাকে। রবি ঘণ্টের ডানা পরাচ্ছে)

[নেপথ্যে পরাশরের অট্টহাসি—ধড়মড় করে উঠে পড়ে দিবাকর]

[নেপথ্যে মদনের কণ্ঠ—"কে আছো কোথায় রক্ষা কর—রক্ষা কর একাকিনী আমি বনমাঝে"]

ঘণ্টে ॥ ঐ মদ্‌না হাঁক পাড়তেছে, ধর দিবাকর—("জাগো-জাগো কে আছ কোথায়—জাগো সবে জাগো"—দিবাকর গান করতে করতে চলে যায়।)

বৃন্দাবন ॥ ছোকরার গলাটি বড় মিঠে।

ঘণ্টে ॥ কত যত্ন করে গলার—আমাদের মতন? নেশা করে না, আজেবাজে বকে না। দ্যাখ না, ঐ গান গেয়ে এসে আবার শুয়ে পড়বে। আবার সেই ২য় অংকে ৫ম দৃশ্যে গান—ঠিক টাইমে উঠে আবার গান ধরবে। উঃ রবি, তোর পোষাকে কত ছার-পোকা পুষেছিস্ বলতো শালা, চুলকোতেও পারিনা—আমি যে পাখী। (ডানা ঝাপটায়। বৃন্দাবনের কাছে এসে বসে। রবি পাঁচুর ড্রেস করতে থাকে।)

বৃন্দাবন ॥ কি রে তুই আবার বসলি কেন? এখুনি তো ঢোকা তোর।

ঘণ্টে ॥ আরে বাবা দাঁড়াও—দিবাকর এখন ঘুরে ফিরে গাবে।

বৃন্দাবন ॥ হ্যাঁরে, পরাশরকে বলেছিলি টাকার কথাটা?

ঘণ্টে ॥ বলার আর সুযোগ পেলাম কই? তা তুমি যে এখেন থিকে ঘরে ফেরবে বলতেছ—কালকেও তো এখেনে বকাসুর বধ আছে।

বৃন্দাবন ॥ সে বিকেলের আগেই ফিরে আসব'খন! সকালে যেতেই হবে ডাক্তার নিয়ে—ছেলের অসুখটা বড্ড বেড়েছে।

ঘণ্টে ॥ অনেকদিন ধরেই তো ভুগছে—তা ডাক্তার কি বলছে?

বৃন্দাবন ॥ আরে দেখছে তো ঐ শ্যাম ডাক্তার। ভারী অসুখের চিকিচ্ছে কিছু জানে নাকি ও? ইষ্টিশনের বড় ডাক্তার নিয়ে যাব কাল সকালে। সেই জন্যেই তো আরও বেশী করে টাকার দরকার। তাছাড়া—ঘরে চালও নেই—আসবার সময় দেখে এলাম—'

ঘণ্টে ॥ (লাফিয়ে উঠে) রে রে পাপাচারী দুরাত্মা—(বলতে বলতে বেরিতে যায়। নেপথ্যে হাস্যরোল।)

বৃন্দাবন ॥ কি হলো? সবাই হেসে উঠলো কেন?

["উঃ বাপ্‌রে বাপ্" বলতে বলতে ঢোকে দিবাকর]

কি হল'রে দিবা?

দিবাকর ॥ উঃ—কপালটা ফেটেই গেল বোধ হয়। ঘণ্টেদাকে কত বার বলেছি—তুমি বাঁদিক ঘেঁষে ঢুকবে—আমি ডানদিক ঘেঁষে বেরুব—ঠিক সেই ধাক্কা লাগলো! উঃ এখনও ঝন্‌ঝন্ করছে মাথার ভিতরটা।

বৃন্দাবন ॥ জল দে—জল দে।

দিবাকর ॥ আমি তো যাহোক টাল সামলে বেরিয়ে এলাম—ঘণ্টেদা হুমড়ি খেয়ে পড়লো—লোকও হৈ হৈ করে হেসে উঠলো।

[দিবাকর ঘুমোবার উদ্যোগ করে।]

[হাসতে হাসতে মদনের হাত ধরে পরাশর ঢোকে। নেপথ্যে হাততালি।]

পরাশর ॥ ওঃ ঘণ্টেটা একটা রাবিশ!

বৃন্দাবন॥ কিরে, তোর চোখে আবার কি হলো? ('মদন চোখে কাপড়ের ভাপ্ দিতে থাকে।)

মদন॥ জটায়ু লড়াই করলো রাবণের সঙ্গে, আর তার ডানার ঝাপটায় আমার চোখটাই যেতে বসেছিল আর কি!

পাঁচু॥ কঁতকঁরে বঁললাম পঁরাশরদারে, জঁটায়ুর পাঁটটা আঁমারে দাঁও—

মদন॥ তোরে তো বাল্মীকির পাট দিইলো পরাশরদা—তা তুইই তো করলি না।

পাঁচু॥ আঁহা কি আঁমার পাঁট রে—এঁমনি এঁমনি কঁ'রে যাঁবি—এঁমনি কঁ'রে বঁসে থাঁকপি। ওরে পাঁট বলে—পাঁট! পাঁটের তুঁমি কি বোঁঝ চাঁদ?

পরাশর॥ আচ্ছা আচ্ছা বলতো জটায়ুর সীনটা—দাঁড়া ধরিয়ে দিচ্ছি।

পাঁচু॥ আঁমার মুঁখস্থ—! বঁলবো? "যঁতক্ষণ দেঁহে আঁছে প্রাঁণ, রাঁখিব সঁতী নাঁরী সীঁতার সঁম্মান।

পরাশর॥ সম্মান! বাপ্‌স্ঃ রাবণ ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবে।

পাঁচু॥ বাঁরে, জঁটায়ু তোঁ পাঁখী, তাঁর গলাও তোঁ পাখীর মঁত হঁবে।

বৃন্দাবন॥ কিন্তু ঘণ্টে কি করছে এতক্ষণ ধরে?

পরাশর॥ তুমি ঢুকে পড়ো বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন॥ কিন্তু যে লাইনে ঢোকা সেটা বলছে না যে!

মদন॥ দাঁড়াও, এত তাড়াতাড়ি বলবে? কতবার পাকখাবে—চোখ্ কপালে তোলবে— লটকে লটকে পড়বে—তারপর তো তোমায় নাইন্ দেবে।

পরাশর॥ তুমি ঢুকে পড়ো না?

বৃন্দাবন ॥ ঘণ্টে আবার খচে যাবে না তো? ওর তো একটাই সীন্ খেল দেখাবার। ঐ বলেছে—আমি চললাম। ('সীতা-সীতা' ইত্যাদি বলে প্রস্থান।)

পরাশর ॥ লক্ষ্মণ কোথায়? এই হরিশ, এখনো ঝিমোচ্ছিস? রাম ঢুকে গেছে—

হরিশ ॥ (উঠতে গিয়ে আবার বসে পড়ে পেট চেপে) উফ্!

পরাশর ॥ কি হলো?

হরিশ ॥ চাডা না খেলিই ভাল হোত বোধ হয়। না—একবার ঘুরে আসতিই হবে দেখতিছি—

পরাশর ॥ কোথায় যাবি? ঘণ্টে বেরোলেই তো তোর ঢোকা।

হরিশ ॥ ক'দিন ধরে হজমের গোলামালে পেটটা পরিষ্কার হচ্ছিল না—তাই কালকে একটা বড়ি খেয়েলাম।

পরাশর ॥ জোলাপ?

হরিশ ॥ সকালেই সব 'কিলিয়ার' হয়ে গেল—এখন শালা আবার চাগাড় দিয়েছে।

পরাশর ॥ তা, এতক্ষণ কি করছিলে?

হরিশ ॥ যা হোক করে ম্যানেজ করে নিও—আমি আসছি। (ছুটে বেরিয়ে যায়)

পরাশর ॥ যা বাবা! কি করি এখন? (নেপথ্যে হাততালি)

মদন ॥ ঐ ঘণ্টেদা কেলাপ্ নিল। (ঘণ্টে ঢোকে) সাবাস্ ঘণ্টেদা—সাবাস্। তোমার জবাব নেই।

পরাশর ॥ কিন্তু এদিকে কি হবে এখন? লক্ষ্মণ না ঢুকলে রাম কি করবে?

ঘণ্টে ॥ কেন—লক্ষ্মণের কি হোল? (মদনের দিকে তাকায়)

[পরাশর পাঁচুকে একদিকে সরিয়ে নিয়ে যায়। আর একদিকে মদন ও ঘণ্টে কথা বলতে থাকে]

পরাশর ॥ এই পাঁচু—তুই রেডি তো—ঢুকে পড়।

ঘণ্টে ॥ এই মদনা তোর পাল বাবুর পাশে শা'মশাইও বসে আছে যে রে।

পাঁচু ॥ আঁমি। আঁমার সীঁনতো অঁশোক বঁনে—

মদন ॥ শা'মশাই কে?

পাঁচু ॥ আঁগে তোঁ রাঁমের বিঁলাপ।

ঘণ্টে ॥ আমার যম।

পরাশর ॥ এদিকে যে লক্ষ্মণের জোলাপের কাজ চলছে।

ঘণ্টে ॥ তুই যেমন পালবাবুর কাছে ধারিস—আমিও তেমনি—

পরাশর ॥ যতক্ষণ না আসে তুই ড্যান্স চালা—

ঘণ্টে ॥ ওকে দেখেই আমার হ'য়ে গেছে।

পরাশর ॥ তুই তো তু'বছর সখীর পার্ট করেছিস—যা হোক একটা ড্যান্স্ চালিয়ে দে।

ঘণ্টে ॥ শালা অতদূর থেকে পালা শুনতে এয়েছে।

পরাশর ॥ রবি, পাঁচুকে একটা ওড়না দিয়ে দাও।

মদন ॥ পালবাবুর পেয়ারের বন্ধু বোধ হয়।

পাঁচু ॥ কিন্তু চেঁড়ীর সাঁজে?

পরাশর ॥ আঃ—চেড়ীনৃত্যই করবি—নে, এখান থেকে নাচতে নাচতে চলে যা। আমি কনসার্ট'কে ইসারা করে দিচ্ছি৷

[পাঁচু নাচ শুরু করে—ঘণ্টে ও মদনা অবাক হয়ে তাকায়। পাঁচু বেরিয়ে যায়।]

মদনা ॥ বেন্দাদা যা চটে যাবে না ? সীতা হরণের দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে। হঠাৎ সামনে একজন চেড়ী এসে—

পরাশর ॥ তা আমি কি করব বল্ ? একটা কিছুতো—

ঘন্টে ॥ না—না তাতে কি হ'য়েছে—শ্রোতারা বুঝে নেবে—রাম ভাবছে সীতা অশোকবনে বন্দিনী হ'য়ে আছে। সে কথা ভেবে রামের দুঃখ আরও উথ্‌লে উঠবে—দ্যাখতো মদনা, বেন্দাদা দুঃখে দাঁত কিড়বিড় করছে কিনা ? (সবাই হাসে)

[হঠাৎ জটাধর ঢোকে]

জটাধর ॥ হ্যারে জটায়ু, তুই মরিস নি ?

ঘন্টে ॥ এ আবার কে ?

মদন ॥ জটাদা ! তোমাকে মেডেল্ দিতে এসেছে বোধহয়—

জটাধর ॥ রাবণ চোখের সামনে সীতেরে হরণ করে নে' গেল, আর তুই এখেনে দাঁত বার করে হাসতেছিস ?

ঘন্টে ॥ পাগল নাকি ?

মদনা ॥ দমে আছে।

জটাধর ॥ শুধু নম্পঝম্পই সার। নেমকহারাম—মট্‌কা মেরে পইড়ে থেকে এখন নঙ্গ হচ্চে—শালা ! (ঝাঁপিয়ে পড়ে)

ঘন্টে ॥ বাঁচাও—বাঁচাও।

মদনা ॥ এই জটাদা, কি হচ্ছে ?

জটাধর ॥ শালা তোর বাঁচার সাধ আমি মিটোয় দেব।

[ত্রস্তে রঘু ঢোকে]

রঘু ॥ আরে এই জটাদা, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—কি হ'চ্ছে কি ?

জটাধর ॥ শালা জটায়ু হয়েছে—জটায়ু। নিজির জেবন দে' সতীনারীর মান রাখব বলে !

রঘু ॥ আরে শোন—এটা যাত্রার অভিনয় (ছাড়িয়ে দিয়ে) ওতো সত্যিকারের জটায়ু নয়।

ঘণ্টে ॥ বলুন তো—বলুন তো, দাদা !

রঘু ॥ ওতো জটায়ু সেজেছে—এই দ্যাখ্না—যাত্রার আসরে সীতাকে হরণ করে নিয়ে এল রাবণ—সীতা কত কান্নাকাটি করলো। আর এখানে দ্যাখ্—রাবণের পাশে দাঁড়িয়ে সীতা হাসছে।

জটাধর ॥ ছি-ছি-ছি-ছি-। নজ্জা করে না—উদিকি রাম সীতা সীতা করতেছে আর তুমি ইদিকি রাবণের গায়ে ঢলে পড়ে বিড়ি ফুঁকতেছ !

মদনা ॥ তা আমি তো মদ্না গো জটাদা। আমারে চিনতে পারতেছ না ?

ঘণ্টে ॥ আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে যা হোক। রোজ রোজ নতুন জটায়ুরে তো রাবণের হাতে প্রাণ দিতে হয় দেখতিছি।

রঘু ॥ কিছু মনে করবেন না ভাই—ওর মেজাজটা—

ঘণ্টে ॥ বুঝেছি দাদা— (রঘু জটাকে এক পাশে নিয়ে যায়)।

মদনা ॥ ও চিরকালটাই ক্ষ্যাপাটে—এখন বোধহয় মাথাটা একেবারেই গেছে। তাছাড়া গাঁজার দমে থাকলে—(বৃন্দাবন ঢোকে)

বৃন্দাবন ॥ ব্যাপার কি পরাশর ? লক্ষ্মণ কোথায় ? কথা নেই—বার্তা নেই হঠাৎ চেড়ী ঢুকে নাচ জুড়ে দিল !

পরাশর ॥ কি করি বলো—লক্ষ্মণের হঠাৎ এসে গেল যে—(হরিশ ঢোকে) ঐ এসে গেছে। মদ্না, পাঁচুকে ইসারা কর চলে আসতে।

নাও—পাঁচু বেরিয়ে এলে তুমি আবার ঢোক—তারপরে লক্ষ্মণ ঢুকবেখন।

ঘণ্টে॥ ভাল করে হাতমাটি করেছ তো হরিশ—বেন্দাদাকে জড়িয়ে ধরে আবার কাঁদবে তো!

জটাধর॥ ছি-ছি-ছি এসব কি রঘুদা! তোমারে কত করে বনমু—

[রঘু জটাকে থামায়—পাঁচু বেরিয়ে আসে]

পরাশর॥ বৃন্দাবন, একটু মোশন্ দিয়ে কোরো—বেশ জমে উঠেছিল—এখন আবার ঝুলে গেছে। (বৃন্দাবন বেরিয়ে যায়) চল্ মদনা আমাদের তো আবার সাজ বদল আছে।

[মদনকে নিয়ে ভেতরে যায়]

ঘণ্টে॥ রবি আমার পোষাকটাও খুলে নিবি চল। পাঁচু তোর তো জটায়ু করার খুব সখ—পরের নাইট থেকে তুইই নামবি। "আপনি বাঁচলে বাপের নাম।"

[রবি, পাঁচু, ও ঘণ্টে ভেতরে যায়]

জটাধর॥ বলি একি রাবণবধ পালা হচ্ছে নাকি? বুড়ো রাম—হেঁড়ে সীতা—তোমারে কত করে বনমু রাবণবধ পালাডা একবার নামাও! তা তুমি তো কিছুতিই আমার কথায় কান দাও না।

রঘু॥ দূর!—আমার বলে মরবার সময় নেই! কত ঝামেলা—চাষীদের সব ঘরে গিয়ে বোঝাতে হ'চ্ছে—

জটাধর॥ ও মিটিন করে, আর বুজায়ে ঘণ্টা হবে। ভীতুর মড়া সব। খালি কপাল চাপড়াতি জানে, আর ঐ পালবাবুর পায়ের তলায় বসে দয়াভিক্ষে করতি জানে। তুমি যখন বুজুবে তখুন

সব হ্যাঁ হ্যাঁ করবে—আবার দেখো—ঐ পালবাবুর গোলাতেই পিঠে করে ধান বয়ে দে' আসপে।

রঘু॥ নারে দিন বদলে যাচ্ছে। মুখে রক্ত তুলে যে ফসল বোনে চাষীরা বুকের রক্ত দিয়েই সে ফসল আগলাবে এবার!

জটাধর॥ ও বাবা! তাহোলে তো একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হবে বলো?

রঘু॥ হয় হবে—তবে রক্ত এবার শুধু চাষীদেরই ঝরবে না। কিরে, তুইও ভয় পেয়ে গেলি নাকি?

জটাধর॥ ভয়? ভয় কিনা জানিনে, তবে তোমার কথা শুনে বুকির মধ্যি একটা কাঁপন লাগতেছে। তুমি বাপু গেরামে এসে একটা হৈ হৈ বাধায়েছ বটে।

রঘু॥ সে কিরে! পালবাবুও যে ঐ কথা রটিয়ে বেড়ায়। দারোগা তো সাবধান করেই দিয়েছে আমাকে—

জটাধর॥ তা ওদের বুকি তো জ্বালা ধরবেই। শহরে লেখাপড়া করছিলে—গেরামে এসে, নিজিই নাঙল ধরে চাষ করতি লেগে গেলে। তা হ্যাঁগো রঘুদা, পালবাবু একথাও তো বলে বেড়াচ্ছে—ঐ জমি নাকি তোমার না? তোমার বাপ নাকি—

রঘু॥ বাবার সংগে পালবাবুর কি বন্দোবস্ত ছিল আমি জানি না। ও সব নিয়ে পরে ফয়সলা হবে। পালবাবুকে জানিয়ে দিয়েছি আগে চাষীরা যে যার ফসল ঘরে তুলুক—

জটাধর॥ ওফ্—সে যে ভীষণ মজার ব্যাপার হবে গো। তা চাষীদের গোলা ভরে উঠলে একটা মোচ্ছব তো করতে হবে। তা ত্যাখুন ধরো একটা পালা নামাতি পারলি—

রঘু ॥ তোর সেই ঘুরে ফিরে পালার কথা—পালা নামানো অমনি সোজা ব্যাপার নাকি।

জটাধর ॥ তুমি বলো না একবার আমি সব ব্যবস্থা করবো! আমাদের পালাতে তুমি হবে রাম।

রঘু ॥ আমি?

জটাধর ॥ হ্যাঁ, তুমি ছাড়া কে হবে? তোমার যা মানাবে নি—আর সীতা হবে আমাদের রানীদিদি—ঐ বিড়িফুঁকো, হেঁড়েগলা মদনার চে'য়ে একেবারে খাঁটি সীতে হবে। আর আমি হবো জটায়ু!

রঘু ॥ তারপর? তোর পালাতে রাবণ কে হবে শুনি?

জটাধর ॥ হ্যাঁ, রাবণ চাই একখান্ জম্‌কালো!

রঘু ॥ চাই-ই তো। জটায়ু না মরলে সীতাহরণ হয় না—আর তুই তো প্রাণ থাকতে সীতাহরণ করতে দিবি না! তা বেশ শক্ত সমর্থ রাবণ না হলে—

জটাধর ॥ শক্ত সোমথ্থ না হলি জটায়ুর হাতেই রাবণেরে মরতি হবে।

রঘু ॥ কিন্তু মাঝপথে রাবণ মরে গেলে পালাওতো শেষ হয়ে যাবে। রামায়ণই তো উল্টে যাবে জটাদা।

জটাধর ॥ ও রাবণ নিয়ে তুমি অত ভেব না রঘুদা—তেমন দশাসই না পেলে রাবণ ভাড়া করে নে আসব।

রঘু ॥ তার চেয়ে এক কাজ করলে হয় না জটাদা?

জটাধর ॥ কি?

রঘু ॥ পালবাবুকে যদি রাবণের পার্টটা দেওয়া যায়?

জটাধর ॥ পালবাবু! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে রঘুদা!

তাছাড়া ফসল তোলার মোচ্ছবে চাষীরা পালা গাবে—সেখানে পালবাবু—

রঘু ॥ বেমানান হয়ে যাবে, না? আচ্ছা তাহোলে বড় দারোগা ব্যানার্জী বাবু—

জটাধর ॥ তুমি কি মস্করা করতেছ নাকি বলো তো? তোমারে আমি স্পষ্ট বলতিছি রঘুদা—ও তোমার রামায়ণ উল্টেই যাক আর যাই হোক ঐ শয়তানগুলোর কেউ যদি রাবণ হয় তাহোলে জটায়ুর হাতেই ওদের মিত্যু লেখা আছে।

রঘু ॥ তা ধর রাবণও তো রাক্ষস ছিল?

জটাধর ॥ সে যা ছেল ছেল—এরা সব রাক্ষসেরও বাড়া। জমি গেলার রাক্ষস—ঐ পালবাবু—দাদারে ঐ তো গেরাম ছাড়া করেছে। আরও কত জনার জমি গিলেছে তার হিসেব নেই। আর ঐ দারোগাডা—ঘুষখোর - মদমাংস গেলার রাক্ষস। খালি পোঁ ধরে আছে পালবাবুর, আর রুলির গুতো দিতেছে চাষীদের।

রঘু ॥ কিন্তু ওদের শক্তি যে অনেক রে জটাদা। জটায়ু তো নিজের জীবন দিয়েও রাবণের হাত থেকে সীতাকে রক্ষা করতে পারে নি।

জটাধর ॥ না পারুক। শান্তিতেই মরেছে গো রঘুদা! সে তো জানতো শেষতক রামের হাতে রাবণের মিত্যু হবেই।

রঘু ॥ ঠিক বলেছিস জটাদা—খাঁটি কথাটাই বলেছিস্ তুই। শেষতক রাবণের মৃত্যু হবেই। যাহোক চল্, এবার পালা দেখি।

জটাধর ॥ না, পালা দেখতি আমার আর মন নাই। এখন তো

রাম খালি ভেউ ভেউ করে কাঁদবে আর বুক চাপড়াবে। আর ঐ যে প্রেমানন্দ বাবাজী বসে রয়েছেন, হুঁহুঁ হুঁহুঁ করে ডুকরে ডুকরে কাঁদবে—সে আমার সহ্য হবে নি। ঐ আর এক শয়তান।

রঘু॥ বলিস কিরে জটাদা! কত বড় বাবাজী! সাত গাঁ থেকে ভক্তরা আসে। তুইও তো যাস্ ওর আড্ডায়।

জটাধর॥ আমি যাই পেসাদ পেতি—সেই সংগে নেশাভাঙ। বাবাজী সব সময় ভাবে ডুবে আছেন। যত বোকা মেয়েমানুষ আর বেধবাগুলো জোটে ওর ওখেনে—তাদের নে—তোমার সামনে বলতি নজ্জা নাগে রঘুদা—আর কত বড় ঘুঘু জান—পালবাবু দিঘি কাটাবে তা চাষীদের বলে বেগার দিতি, বলে পুণ্যি হবে—অং বং সংকিত্যি বলে বুজোতি চায়—এ জন্মে খেটে যাও পরজন্মে—

রঘু॥ হাঃ হাঃ হাঃ জটাদা, সবাই তোকে পাগল বলে—তোর বুদ্ধিসুদ্ধি নেই বলে সবাই তোর কাছে কিছু আড়াল করেনা। এদিকে তুই যে দুধমেরে ক্ষীরটুকু চিনিস সেটা তো কেউ বোঝে না। যাক্‌গে, আমি আসরে যাচ্ছি! এখানে আবার কোন ঝামেলা করিস নি যেন। যাত্রা ভেঙে গেলে এখানেই চাষীদের নিয়ে একটা মিটিং হবার কথা আছে। [প্রস্থান]

[সন্তর্পণে নরেন ঢোকে]

নরেন॥ রঘুনাথ খুব বাড়িয়েছে--চাষীদের একেবারে মাথার তুলে নাচছে। মিটিন করবে—মিটিন্—কুকুরের পাল সব।

জটাধর॥ কি বললে—কুকুরির পাল? তা তুমিও তো পালের কুকুর।

নরেন ॥ তার মানে ?

জটাধর ॥ মানে চাষীরা যদি কুকুরির পাল হয়—তা তুমিও চাষীর ঘরের ছেলে – এখন পালবাবুর পা চাটাই তোমার কাজ –তালি তুমি হলে গে পালের কুকুর। [ত্রস্তে পালের প্রবেশ]

পাল ॥ জটা পাগলা কি বলে আবার! কিরে ব্যাটা, এখানে কেন ? হনুমানের পার্টটা তুই করবি নাকি ?

জটাধর ॥ তা নেজের আগুনি য্যাকুন নঙ্কাপুরী পোড়ানোর দরকার হবে ত্যাকুন হনুমানই সাজবো।

পাল ॥ নরেন, তুমি যাও --ওদিকটা ঘুরে এস। ওরা কিছু আঁচ পায় নি তো ?

নরেন ॥ না না।

পাল ॥ ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই কাজ শেষ করতে হবে। নিজেদের গোলায় ফসল তোলাচ্ছি। (নরেন ইসারা করে) আরে না না—ব্যাটা গাঁজায় দম দিয়ে বসে আছে—ও কিছু বুঝবে না— তুমি যাও !

নরেন ॥ না না পালমশাই, ও রঘুনাথের বড় সাকরেদ হয়ে উঠেছে। ও ব্যাটা পাগলা হলে কি হবে ডুবে ডুবে জল খায়! একটু আগেই রঘুর সঙ্গে মিটিন নিয়ে—

পাল ॥ ঠিক আছে – তুমি যাও আমি দেখছি। (নরেন চলে যায়) তারপর জটাবাবু, অনেক উন্নতি হয়েছে তা হোলে। বাবাজীও বলছিল—সেদিন নাকি তুই কি বলেছিস ?

জটাধর ॥ কি আবার বলবো ? বাবাজী চাষীদের বোঝাচ্ছিল— তোমরা সব কাজ করে যাও—ফসলের চিন্তা কোর না—ফসল সব ভগবানের পায়ে সমর্পণ করো। তা আমি বনু—ভগবানের

পায়ে না—ঐ পাল বাবুর পায়ে। তা সেকথা শুনে তো বাবাজীর ভাবসমাধি হয়ে গেল।

পাল ॥ তোরও ডানা গজিয়েছে তা হোলে।

জটাধর ॥ তা ডানা দুটা গজানো ভাল। দেখলেন তো ডানার ঝাপটায় জটায়ু রাবণেরে কাত্ করে এনেছিল প্রায়।

পাল ॥ কিন্তু মরতে তো হ'ল তাকে।

জটাধর ॥ তা তোমার রাবণের মরণও ঘনিয়ে এয়েছে!

পাল ॥ কে মারবে—তোদের ঐ রাম? রঘুপতি রাঘব রাজারাম।
[হাসি]

জটাধর ॥ রাম একা না গো পালবাবু—তার সাথে বানর সেনাও আছে লাখে লাখে।

[নেপথ্যে হাততালি। বৃন্দাবন পেট চেপে ধরে আসর থেকে আসে। পেছনে হরিশ। অপরদিক থেকে পরাশর, ঘণ্টে, মদনা ও পাঁচুও ঢোকে।]

হরিশ ॥ কি হলো বেন্দাদা?

বৃন্দাবন ॥ এক গেলাস জল দে তো তাড়াতাড়ি।

[পরাশরের ইশারায় পাঁচু ও মদন আসরে চলে যায়। ঘণ্টে জল নিয়ে আসে।]

ও: চোখে একেবারে অন্ধকার দেখছি।

ঘণ্টে ॥ সন্ধ্যে থেকে পেটে তো পড়ে নি কিছুই!

পাল ॥ এ্যাঁ, না খেয়ে আছ! শেষ অবৃদি লড়বে কি করে হে? সে যা হোক তোমার পাটটা বড় ভাল হচ্ছে হে। তোমাকে আমি মেডেল দেব।

ঘণ্টে ॥ মেডেল না দিয়ে যদি টাকা দেন তো—

বৃন্দাবন ॥ আঃ ঘণ্টে—

পাল ॥ টাকা। টাকা দিলে খুশী হও? বেশ তাই দেওয়া যাবে—পালা শেষ হলে টাকাই না হয় সেঁটে দেওয়া যাবে বুকে।

[একজন শিষ্যসহ প্রেমানন্দ বাবাজী ভাব সমাহিত অবস্থায় ঢোকেন।]

বাবাজীর আবার কি হলো?

শিষ্য ॥ রামের বিলাপে বাবাজীর ভাব সমাধি হয়েছে।

পাল ॥ দাও-দাও চোখে মুখে জল দাও।

শিষ্য ॥ না বাবাজীর কানে এখন মন্ত্র দিতে হবে। বল (কানে কানে) হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। (বাবাজী চমকে ওঠেন)

বাবাজী ॥ সীতা—সীতা। আহা! যেই সীতা সেই রাধা। সীতার দুঃখে কাঁদে রাম—রাধা কাঁদে কৃষ্ণ বিরহে—রাধাকৃষ্ণ—রামসীতা সব একাকার।

শিষ্য ॥ আহা স্বর্গীয়! (মদন ঢোকে)

বাবাজী ॥ কাছে আয়—আশীর্বাদ করি। তোর অভিলাষ যেন ভগবান কৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্ঘ্য হ'য়ে পৌঁছয়, বুকে আয়—বুকে আয় বেটী। (বুকে নেয়)

জটাধর ॥ ও বেটী নয় ব্যাটা।

বাবাজী ॥ এ্যাঁ (ঝটকা দিয়ে সরিয়ে) তাইতো, তাইতো, নহো তো কোমল অংগ 'কুসুম পেলব' কিন্তু তাতে কি—পুরুষও যা প্রকৃতিও তাই। সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের লীলা।

শিষ্য ॥ অহো কি সুষমা!

পাল ॥ বাবাজীকে নিয়ে যাও।

বাবাজী ॥ জয়কৃষ্ণ—জয়কৃষ্ণ [শিষ্যসহ প্রস্থান]

পাল ॥ এই মদনা লুকোচ্ছিস কোথায় ?

মদনা ॥ কই নাতো লুকোই নি।

পাল ॥ খুব তো সীতা সেজে পালা গাওয়া হচ্ছে, চারমাসের সুদ জমে কত হয়েছে খেয়াল আছে ? দুয়েকদিনের মধ্যে দেখা করবি না হলে তোর ভিটেমাটি আর বাঁচাতে পারবো না।
(মত্ত অবস্থায় দারোগা ব্যানার্জী ঢোকে) একি ! তুমি আবার উঠে এলে কেন ? পা টলছে—পড়ে যাবে যে !

দারোগা ॥ আপনি উঠে এলেন, বাবাজী উঠে এলেন ভাবলাম কোন ঝামেলা হয়েছে বোধহয়। বাবাজী যদি প্রেম দিয়ে সামলাতে না পারেন তাই (পিস্তল উঁচিয়ে)

পাল ॥ না, না, কোন ঝামেলা হয়নি। চল। আসল সময়ে ডোবাবে দেখছি।

দারোগা ॥ (পিস্তল উঁচিয়ে থাকে) খুব ভাল হ'চ্ছে ভাই—পালা খুব ভাল হচ্ছে—চালিয়ে যাও—সবাইকে মেডেল দোব আমি।

পাল ॥ চল—চল (ঠেলে ব্যানার্জীকে নিয়ে যায়)

ঘণ্টে ॥ পরাশরদা পালাটা আসরে হচ্ছে না, গ্রীনরুমে ? পিস্তল উঁচিয়ে মেডেল দিচ্ছে সবাইকে—হাত ফস্‌কে বেরিয়ে গেলেই তো।

মদন ॥ রক্ত চোষা বাদুড় একটা, যাকে ধরেছে সর্বস্বান্ত না করে ছাড়ে নি। কিন্তু সব জেনেও তো দেনা করতেই হয়—সব বুঝেও তো ভিটে মাটি বন্ধক রাখতে হয় !

পরাশর ॥ নে, এখন আবার ঐ সব নিয়ে ভাবতে বসলি ? কি হোল বৃন্দাবন ওঠো—তোমার তো মেক-আপ্ বদলানো আছে।

বৃন্দাবন ॥ আমি আর পারছি না পরাশর।

পরাশর ॥ কিছু খাওনি, কষ্ট তো হবেই, ঘণ্টে আমার ব্যাগে পাউরুটি আছে দেতো বৃন্দাবনকে।

বৃন্দাবন ॥ না, না, এখন আর খাব না কিছু। মনটা বড় অস্থির হ'য়ে আছে ভাই—ছেলের অসুখটা বাড়াবাড়ি দেখে এলাম। পরাশর টাকাটা আজ পাবো তো ?

পরাশর ॥ না, ত্ব'রাত্তিরের বায়না—একেবারে পরশু সব মেটাবে।

বৃন্দাবন ॥ কিন্তু আমার যে আজই টাকা চাই। সকাল হলেই ডাক্তার নিয়ে গ্রামে ফিরবো বলে এসেছি।

পরাশর ॥ কিন্তু যারা বায়না দিয়েছে তারা যদি টাকা না দেয় ?

বৃন্দাবন ॥ তাহোলে কি আমার ছেলেটা মরে যাবে ?

[দিবাকর বেরিয়ে আসে]

হরিশ ॥ বেন্দাদা, তোমার সীন এসে গেছে।

বৃন্দাবন ॥ একটা টাকাও হাতে নেই—ডাক্তারের ফি, ওষুধ।

হরিশ ॥ বই ঝুলে যাচ্ছে—সব হৈ হল্লা করছে।

বৃন্দাবন ॥ তুমি বলো পরাশর ?

পরাশর ॥ ঠিক আছে—তুমি আসরে যাও, সবাই মিলে চাঁদা তুলে হোক যে ভাবেই হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ঢোকো লাইনটা মনে পড়ছে তো ? (বৃন্দাবনের চুলটা এলোমেলো করে দেয়) বল তরুলতা—বল পাখী—বল ফুল-নদী-বন কোথায় হারাল—

বৃন্দাবন ॥ বল তরুলতা—বল পাখী—বল ফুল নদী বন কোথায় হারালো। মোর প্রাণের রতন—[প্রস্থান]

পরাশর ॥ বৃন্দাবনের ছেলেকে বাঁচাতে হবে রে। যে করে হোক টাকার যোগাড় করতেই হবে। [পরাশরও বেরিয়ে যায়]

ঘণ্টে ॥ কি বুঝতেছো জটাবাবু? দেখলে তো লঙ্কার অধীশ্বর রাক্ষসরাজ রাবণের হাল। চোখের জল নুকুতি পলুয়ে গেল। দেখলে তো রামরে, ছেলের অসুখির টাকার জোগাড় করতি না পেরে পাগলের মত অবস্থা। দেনা শোধ করতি পারবে না বলে সীতার ভিটেমাটি ক্রোক হয়ে যাবে। সবারই সমান হাল বুঝলে হে। যাত্রার আসরে কেউ রাম, কেউ রাবণ কেউ সীতা কিন্তু ঘরের অবস্থা সবারই সমান। এই যে আমি জটায়ু সেজে লম্ফ-ঝম্প করি—কিন্তু বাবা আমি ম্রে গেলি আমার সংসার চালাবে কিডা? খেতে মজুর খেটে যা পাই চলে না তাই আট টাকা রোজে যাত্রা গাই—পরাশরদা কলে কাজ করতো ছাঁটাই হয়ে যাবার পর যাত্রাদলে ভিড়েছে। বৃন্দাবনদা ছিল লরীর ড্রাইভার—কোথায় যেন বেআইনী চাল পাচারে রাজী হয় নি—তাই চাকরী চলে গেল।....আরে এস,-এস বীর হনুমান, এস।

[হনুমানবেশী কমল ঢোকে।]

কমল ॥ ঘণ্টেদা, কি করি বলোতো? অতকরে পড়লাম, এখন সব ভুলে যাচ্ছি।

ঘণ্টে ॥ এতদিন পালা গাচ্ছিস, শালা এখনও তোর ঘাবড়ানি গেল না।

কমল ॥ বারে! আমি কি হনুমান করি নাকি? পরশু দিন পার্ট

ধরিয়ে দিল তো পরাশরদা। তুমিই বলো দু'দিনি এতকথা মুখস্থ হয় ?

ঘণ্টে ॥ আসরে প্যালাদা আছে—ধরিয়ে দেবে'খন।

কমল ॥ না না—আসরে আমি কিছু শুনতি পাই নে। পার্ট যদি মুখস্থ না থাকে, তাহলে একদম কালা হয়ে যাই। রামের সংগে সীন্‌ডে যাওবা তৈরি হ'য়েছে—রাবণের সীন্‌ডে তো র‍্যাশ্‌শালই হলো না। (পরাশর ঢোকে) পরাশরদা—পরাশরদা তোমার সংগে সীন্‌ডে একবার বলো না গো ?

পরাশর ॥ এখন সীন ব'লবো কি করে ?

কমল ॥ মরে যাব—মরে যাব একেবারে। তোমার পায়ে পড়ি পরাশরদা—একবার বলে ন্যাও। নালি একেবারে গুবলেট হয়ে যাবে।

পরাশর ॥ আচ্ছা বেশ বল্—কে তুমি—কিবা পরিচয় তব ?

কমল ॥ 'পবন নন্দন রামভক্ত হনুমান আমি,—তারপর ?

পরাশর ॥ যে পাপ—

কমল ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ 'যে পাপ করেছ তুমি রঘুপ্রিয়া সীতারে হরিয়া —সেই পাপে দগ্ধ হবে। ধ্বংস হবে বংশ তব—বংশ তব— ধ্বংস হবে'—তারপর ?

পরাশর ॥ আত্মীয় পরিজনসহ ভ্রাতাপুত্র প্রজাকুল—

কমল ॥ আত্মীয় পরিজনসহ ভ্রাতাপুত্র প্রজাকুল—

পরাশর ॥ স্তব্ধ হও—বাতুল বানর। ত্রিভুবনজয়ী দশানন আমি— পদভারে কাঁপিছে মেদিনী, ফুৎকারে নিক্ষেপিব প্রভুরে তোমার ঐ সাগরের জলে, মোর প্রজাকূল ভক্ষিবে তুচ্ছ বানর সেনা !—

কমল ॥ (হাসি) হাঃ হাঃ হাঃ—

পরাশর ॥ আঃ—আরও কথা আছে আমার। মাঝখান থেকে হাঃ হাঃ হাঃ।

কমল ॥ এখেনে বড় গণ্ডোগোল—উদিকি চলো পরাশরদা!

পরাশর ॥ তুই যা—ভাল করে পার্ট'াতে চোখ বুলিয়ে নে। আর শোন্ নিজের পার্ট' যা পারবি বলবি, মাঝখান থেকে আমার পার্ট' আবার খাবলে নিস নি যেন।

ঘণ্টে ॥ হ্যাঁ, যখনই পার্ট' ভুলে যাবি, লাফাতে শুরু করে দিবি—ইদিক থিকে উদিক—উদিক থিকে ইদিক।

কমল ॥ বারে! লাফাবো কি করে? রাবণের সংগে সীনে তো হনুমান দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকবে—সে তো বন্দী। যাই বাবা পার্ট'টাই দেখি গে বরং। [প্রস্থান]

[পরাশর পর্দা ফাঁক করে আসরের দিকে তাকিয়ে দেখে এবং কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে সংলাপ শোনে!]

পরাশর ॥ ছ্যাখ— ছ্যাখ ঘণ্টে, বৃন্দাবন আজ কি দরদ দিয়ে বলছে! রামের দুঃখে চোখের জলে ভাসছে সবাই—

ঘণ্টে ॥ হ্যাঁ—রামও কাঁদতেছে—ওরাও কাঁদতেছে। কিন্তু ওরা তো জানে না বেনদাদা মোটেই সীতার কথা ভাবতেছে না—ভাবতেছে ওর রুগ্ন ছেলেডার কথা—ভাবতেছে ডাক্তারের টাকা জোগাড় হবে কি করে? ভাবতেছে—(ধম্মোদাস ঢোকে হন্তদন্ত হয়ে)

ধম্মোদাস ॥ এখানে রঘুদাদা আছে—রঘুদাদা?

ঘণ্টে ॥ আরে ধম্মোদা—তুমি এখানে?

ধম্মোদাস ॥ আমার সব্বোনাশ হ'য়ে গেছে ভাই—আমার সব্বোনাস হ'য়ে গেছে।

ঘণ্টে ॥ কি হয়েছে ?

ধম্মোদাস ॥ আমার জমির সব ফসল ঘোষমশায়ের লোক কেটে নে চলে গেছে।

জটাধর ॥ আমি ডেকে আনতেছি রঘুদারে। [প্রস্থান]

ধম্মোদাস ॥ ঐ ফসলের মুখ চেয়ে বসে থাকি সারা বছর। আমার এখন কি হবে। চাষীরা সবাই মিলে মত করলে —কেউ ফসল দেবেনা এবার। কাল পরশু মাঠে নেমে ফসল কাটা শুরু হবে —কিন্তু তার আগেই—

ঘণ্টে ॥ কেঁদো না—কেঁদো না ধম্মোদা। ঐ তো রঘুবাবু আসতেছেন

[রঘু ও জটা ঢোকে]

রঘু ॥ কি হ'য়েছে ধম্মোদাস ?

ধম্মদাস ॥ আমার সব ফসল যে নে' গেল গো রঘুদা—আমার সব ফসল নে গেল।

রঘু ॥ আঃ কান্নাকাটি না করে খুলে বলো সব।

ধম্মদাস ॥ ঘরে শুয়েছিনু—হঠাৎ খোকার মা'র ঠ্যালায় উঠেই শুননু —ছুটে গেনু মাঠের দিকি। তখন আদ্ধেক ফসল কাটা হয়ে গেছে।

রঘু ॥ তোমাদের যে বলে এসেছিলাম পাহারার ব্যবস্থা করতে ?

ধম্মদাস ॥ পাহারা তো দেছে ক'জনে। তারা তখন অন্যদিকি, আমার চীৎকারে কজনে ছুটে এয়েলো—কিন্তু ঘোষমশায়ের লেঠেলরা লাঠি তুলে এগুয়ে এল—কে যেন বললো—দূরি ঝোপের আড়ালে বন্দুক হাতে দুজন পুলিশও—

রঘু ॥ ব্যাস—তোমরা ভয়ে পিছিয়ে এলে। যে কজন ছিলে রুখে

দাঁড়ালে না কেন? বুক পেতে দিলে না কেন জমির ওপর? কত করে তোমাদের বলে এলাম-·সবাই মিলে পাহারা দেবে। সবাই তৈরি থাকবে—যাতে কারুর জমির ফসলে হাত পড়লেই একডাকে সবাই বেরিয়ে আসতে পার। আশ্চর্য। চল—আমি যাচ্ছি। জটাদা, তুই এখানেই থাকবি—এখানেও যদি কিছু ঘটে—খবর পাঠাবি। আমি রসিদ আর গগণকে বলে আসছি এখুনি। [প্রস্থান]

ঘণ্টে॥ চল ধম্মোদা, আমিও যাব তোমার সংগে।

ধম্মদাস॥ একে আমার এই বিপদ--আসার পথে মনডা আরো খারাপ হয়ে গেল। ঐ সোনা গাঁয়ে হঠাৎ একটা বাড়িতি কান্নাকাটি শুনে থমকে দাঁড়ালাম।

[পরাশর ও মদন ঢোকে]

ঘণ্টে॥ সোনাগাঁয়ে?

ধম্মদাস॥ কে এট্টা বাচ্চা নাকি মারা গেছে। কার ছেলে যেন বললে?—বৃন্দাবন না কী? [বৃন্দাবন ঢোকে]

পরাশর॥ কি বললে—বৃন্দাবনের ছেলে? না না তুমি ভুল শুনেছ।

ধম্মদাস॥ ওরা বলাবলি করছিলো—বাপ নাকি কুতায় যাত্রা গেতি গেছে—ছেলেডা নাকি অনেকদিন ধরে ভুগছিলো।

["কাঁদিছে বনলতা, কাঁদিছে তরুশাখা
কাঁদিছে মৃগশিশু, জানকী বিহনে—"
দিবাকর গান ধরে আসরে যায়। বৃন্দাবন পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে।]

পরাশর ॥ বৃন্দাবন শোন—ও হয়তো ভুল শুনেছে।

[পালবাবু ঢোকে]

পাল ॥ অপূর্ব—অপূর্ব! সত্যি তোমার অভিনয়ের তুলনা হয় না। এই নাও —তোমার অভিনয়ের জন্যে এই দশটাকা তোমায় পুরস্কার দিলাম। তোমার কাজে লাগবে। দাওতো—বুকে সেঁটে দাও তো হে।

বৃন্দাবন ॥ অভিনয়ের পুরস্কার—টাকা! (আচম্বিতে) মদনের ভিটেমাটি ক্রোক করবে না? তোমাদের জন্যে চাষীর ঘরে ভাত জোটে না—তোমাদের জন্যে আমাদের ছেলেরা বিনে চিকিচ্ছেয় মারা যায়। শয়তান, সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পুরস্কার দিতে এসেছ।

পরাশর ॥ বৃন্দাবন! শান্ত হও ভাই—শোন বৃন্দাবন—

বৃন্দাবন ॥ পরাশর! (কান্নায় ভেঙে পড়ে)

পাল ॥ কি কাণ্ড এ্যাঁ! (দারোগা ঢোকে) এই যে—বলি থাক কোথায়?

দারোগা ॥ কেন—কি হয়েছে কি?

পাল ॥ একটু হলেই তো খুন হয়ে গিয়েছিলাম আর কি! দিতে এলাম পুরস্কারের টাকা--আর উল্টে—

দারোগা ॥ কে—কে? এখুনি অ্যারেষ্ট করছি—বলুন কে?

[রঘু ঢোকে]

পরাশর ॥ দারোগাবাবু ওর মাথার ঠিক নেই—এইমাত্র খবর এসেছে—ওর ছেলেটা মারা গেছে।

দারোগা ॥ কিন্তু তাই বলে পালবাবুকে খুন করতে যাবে! আইন শৃঙ্খলার রক্ষক হিসেবে—

রঘু ॥ চকপুরও তো আপনার এলাকার মধ্যে পড়ে তাই না

ব্যানার্জীবাবু। সেখান থেকে খবর এসেছে—গরীব চাষীর ধান জোতদার ঘোষ মশাই জোর করে কেটে নিয়ে গেছে। আপনার লোকজনও নাকি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল।

দারোগা॥ কই—আমি তো তেমন কোন খবর পাই নি ?

রঘু॥ খবর পেলেই কি চাষীর ধান আগলাতে আপনারা এগিয়ে যেতেন ?

দারোগা॥ বেশ—আপনি যখন বলছেন, তখন তদন্ত করে দেখা হবে!

রঘু॥ তদন্ত! পালমশাই বললেন আর অমনি তো একবাক্যে অ্যারেষ্ট করতে যাচ্ছিলেন। যাক—চল ধম্মোদাস আমরা এগোই।

পাল॥ তা রঘুনাথ, দারোগার বদলে তুমিই চাষীদের রক্ষা করতে চলেছ নাকি ?

রঘু॥ না পালমশাই, চাষীরা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে জানে। পরাশরবাবু, যাত্রা চালিয়ে যান। (বৃন্দাবনকে) আপনার এ সময়ে আপনাকে কি বলবো বুঝতে পারছি না—তবু আমার অনুরোধ—শেষ দৃশ্য অব্দি অভিনয় চালিয়ে যান ভাই। শেষ দৃশ্যে রাবণের মৃত্যু। মনের সব দুঃখ অভিমান ক্ষোভ মনে জমা রাখুন “শেষ দৃশ্যের জন্যে সকলকে প্রস্তুত করুন ভাই। (ধম্মো-দাসকে নিয়ে চলে যায়)

ঘণ্টে॥ আমিও যাব পরাশরদা ?

পরাশর॥ না তুই থাক। তুই বৃন্দাবনের সংগে যাবি।

পাল॥ তুমি দাঁড়িয়ে রইলে শিবের মত। তোমার সামনে দাঙ্গাতে উস্কানি দিল আর তুমি রঘুকে ছেড়ে দিলে ?

দারোগা ॥ দাঙ্গায় উস্কানি দিল আবার কোথায় ? ওতো যাত্রার কথা বলছিল—

পাল ॥ যাত্রার কথা বলছিল ? কথার মানেই যদি বুঝবে—তা-হোলে আর দারোগা হয়েছে কেন। তখুনি বললাম অত মাল খেয়ো না আজকে (নরেন ঢোকে) কি খবর—নরেন ? (কানে কানে কথা বলে নরেন) হ্যাঁ। রঘুতো চক্‌পুরের দিকে গেল।

নরেন ॥ তাহোলে তো ভালই হয়েছে।

পাল ॥ তুমি তাহোলে যাও (নরেনের প্রস্থান) কই হে চল—চল আমরা যাত্রা দেখি—চল ব্যানার্জী—(দারোগাকে নিয়ে প্রস্থান)

জটাধর ॥ কি একটা ফন্দী এঁটেছে ওরা। এখেনেও কিছু ঘটতি পারে—রঘুদাও চলে গেল। শোন (ঘণ্টেকে) চক্‌পুরির সোজা পথডা তুমি জান—তেমন দরকার হলি খবরডা দে' আসতি পারবা ?

ঘণ্টে ॥ পারব।

জটাধর ॥ ঠিক আছে আমি আসতেছি। [প্রস্থান]

পরাশর ॥ এ অবস্থায় যাত্রা চালানো যায় না। শোন—দিবাকর বেরোলেই আমি ঢুকব—এরপর একেবারে লাষ্ট সীনে চলে যাব। রাম রাবণে যুদ্ধ—মাঝখানে সব বাদ—বৃন্দাবন ?

বৃন্দাবন ॥ ঠিক আছে পরাশর—ঠিক আছে। শেষ দৃশ্যের জন্যে আমিও প্রস্তুত। তুমি আর সকলকে তৈরী থাকতে বল।

[দিবাকর ঢোকে—পরাশর বেরিয়ে যায়]

[রসিদ ও গগন ঢোকে]

রসিদ ॥ পরেশ ঠিক দেখেছে তো ?

গগন ॥ ও তো বলতেছে পালবাবুর লেঠেলদের ও ভালভাবেই চেনে। নরেন মাইতিও সংগে ছেল।

রসিদ ॥ খুব ভাবনার কথা। চাষীরা সব বসে আছে যাত্রার আসরে। রঘুদাও চলে গেল আবার চক্পুরির দিকে—

গগন ॥ কিন্তু একটা কিছু তো করা দরকার। পালবাবু বোধ হয় আগের থিকেই ফন্দী এটে রেখেছে। যাত্রার পালা দে নিজে বসে রয়েছে। দারোগাবাবুও এখেনে। আর ওদিকি নরেন মাইতি লেঠেলদের নে'—

রসিদ ॥ চাষীদির সব বলা আছে মোটামুটি—কিন্তু আজই যে শুরু করে দেবে—সেডা আঁচ করা যায় নি। জটাধর আবার গেল কোথায়? ও যদি যেত একবার চক্পুরির দিকি—

ঘণ্টে ॥ কি হয়েছে বলেন তো—আমি সব জানি। রঘুবাবু কোথায় গেছেন তাও আমি জানি।

রসিদ ॥ জানেন? তা হলি যদি এট্টা খবর পাঠাতি পারেন—এখনো বেশী দূর যেতি পারি নি।—মানে চক্পুরি যা হওয়ার তাতো হয়েই গেছে—ইদিকি এখেনে—

ঘণ্টে ॥ এখেনেও ফসল কেটে নে' গেছে নাকি?

রসিদ ॥ না যায় নি এখনো—তবে হাভ্‌ভাব দেখে মনে হচ্ছে—এখেনেও সে ঘটনা ঘটতি পারে।

ঘণ্টে ॥ ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি বেন্দাদা।

বৃন্দাবন ॥ হ্যাঁ—তুই যা ঘণ্টে—আমার জন্যে ভাবতে হবে না। তুই ছুটে গিয়ে খবরটা দে।

[ঘণ্টের প্রস্থান]

বৃন্দাবন॥ সবাইকে প্রস্তুত রাখুন ভাই—আর যেন ওরা ধান ছিনিয়ে নিয়ে যেতে না পারে।

রসিদ॥ মুস্কিল হচ্ছে—চাষীরা সব আসরে বসে আছে। এখন খবর দিতি গেলি আসরে হৈ চৈ পড়ে যাবে।

বৃন্দাবন॥ দরকার হলে যাত্রা বন্ধ করে দিতে হবে। শেষ দৃশ্যটা আসরে না হয়ে মাঠেই হবে না হয়।

[হঠাৎ পর পর দুটো গুলির আওয়াজ।]

রসিদ॥ একি! বন্দুকির আওয়াজ মনে হচ্ছে!

বৃন্দাবন॥ শুরু হয়ে গেল বোধহয়—শেষ দৃশ্যটা বোধ হয় শুরুই হয়ে গেল।

[নেপথ্যে গোলমাল। পরাশর ও গগন ঢোকে। দারোগার চীৎকার—"কেউ উঠবে না—কেউ নড়বেনা জায়গা থেকে—চুপ করে বোস সবাই।"]

গগন॥ রসিদ মিঞা।

রসিদ॥ আমি যেতেছি রঘুদারে নে'তুমি ইদিকি সবাইরি জড়ো কর!

[রিভলবার হাতে দারোগা ঢোকে।]

দারোগা॥ কেউ বেরোবে না—কেউ ছুটোছুটি করবে না। যে যেখানে আছ—সেখানেই থাক। এই যাত্রা পার্টি, যাত্রা থামিও না—চালিয়ে যাও। আমি দেখছি ওদিকে কি হয়েছে।

পরাশর॥ এ অবস্থায় আর যাত্রা হতে পারে না।

['রঘুদা-রঘুদা' বলে চীৎকার করে জটাধর ঢোকে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বুক।]

গগন॥ একি জটাধর। কি হয়েছে এত রক্ত কেন?

জটাধর ॥ গগনদা—রসিদ মিঞা, রঘুদার ফসল ওরা লুটে নে' যেতি এইলো। তুমরা যাও—সগ্ গুলি য.ও।

দারোগা ॥ খবর্দার! কেউ যাবে না এখান থেকে। একে হাস-পাতালে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছি আমি।

জটাধর ॥ আইনির রক্ষক। আইনির রক্ষক, না পাল বাবুর—

[রঘু ঢোকে।]

রঘু ॥ জটাদা—জটাদা, একি অবস্থা তোর! (দারোগা বেরিয়ে যায়।)

জটাধর ॥ আমি দিই নি গো রঘুদা—মাঠের ফসল আমি ছিনোয় নিতে দিইনি! অন্ধকারে লুকুয়ে এসে তোমার জমিতি ওরা কাস্তে চালাচ্ছিল—আমি বাধা দেলাম—নাঠি হাতে ওরা ঘুরে দাঁড়াল—আমিও রুখে গেলাম।—কিন্তু পুলিশির গুলিতি—আমি মাটিতি পড়ে গেলাম—রক্তে ভিজে গেল মাটি—লাল হয়ে গেল ফসলের ডগা। তবু ফসল আমি ছিনোয়ে নিতি দিই নি॥

রঘু ॥ কিন্তু তুই একা গেলি কেন জটাদা—তুই—একা—

জটাধর ॥ না—একা না গো। বন্দুকির আওয়াজ পেয়ে আরও সব চাষীরা ছুটে এয়েলো নাঠি হাতে। পালবাবুর নেঠেল আর বন্দুকধারী পুলুশ পালুয়ে গেল—আঃ

রঘু ॥ জটাদা!

ঘণ্টে ॥ এ তুমি কি করলে জটাবাবু?

জটাধর ॥ রঘুদা, তুমি বলিলে—মাটিই চাষীর মান-সম্মান—সব-কিছু। মাটিই আমাদের সীতা গো। সেই মাটির মান আমি রেখেছি—সেই মাটির মান— (মারা যায়)

রঘু ॥ জটাদা! (একটু পরে) সকলকে খবর দাও। আজই

ফসল. কাটা শুরু হবে—দেখি কত গুলি আছে দারোগার বন্দুকে।

দারোগা ॥ আপনি দাঙ্গাতে উস্কানি দিচ্ছেন, রঘুবাবু। আপনাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হব আমি।

রঘু ॥ করুন গ্রেপ্তার। কিন্তু ফসল আমরা ছাড়ব না!

দারোগা ॥ এই গ্রেপ্তার কর। (অভিনেতার দল অস্ত্র নিয়ে রুখে দাঁড়ায়) এ কি! মারাত্মক সব অস্ত্র হাতে তোমরা সব—আচ্ছা আমিও দেখছি—! [প্রস্থান]

[জটাধরকে ঘিরে দাঁড়ায় অভিনেতার দল]

রঘু ॥ জটাদা বলতো—জটায়ু নির্ভয়ে প্রাণ দেয়, কারণ এই বিশ্বাস নিয়ে সে মরে—শেষতক রাবণের মিত্যু হবেই। আমিও তাই বলছি—আপনাদের আজকের পালা কিন্তু শেষ হোল না—শেষ দৃশ্য অনেক দিন ধরে চলবে। যতদিন না মৃত্যু হয় রাবণের—যতদিন না ধ্বংস হয় তার রাজত্ব—ততদিন ধরে চালাতে হবে পালা—এই লড়াই-এর পালা। আপনারা পারবেন তো ভাই?

সকলে ॥ পারবো—নিশ্চয় পারবো।

[দিবাকর গান ধরে—সকলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।]

—যবনিকা—

জোছন দস্তিদার

কুমীরের কান্না

চরিত্র লিপি

সূত্রধার পরাশর দিবাকর রতন
আনন্দ অনিল বিজয় মাখন
চিন্তামনি গদাধর

[মঞ্চ লোক বিহীন। মঞ্চ অর্থে একটি ঘর। ঘরে আছে একটা তক্তপোষ, ভাঙ্গা বাক্স, দড়িতে ঝোলান ময়লা জামা কাপড়, একটা মাটির কলসী ও একটা ক্যালেণ্ডার।]

[সূত্রধারের প্রবেশ]

সূত্রধার॥ মাননীয় মহাশয়, আমার বলিতে ভীষন ভয়। তবু বলি চুপি সারে,—বাবু জাতি মারে যদি মারুক আমারে। এ ঘরের অধিবাসী—জাতে সে বঙ্গভাষী ; কাজ করে কারখানায়—রাত চারটেয় লাইন দেয় পায়খানায় ; কেননা এটা এক বস্তি, মৃত্যুর আগে হেথা কারো নয় স্বস্তি। এ এক গোদের উপর বিষ ফোঁড়া ; কাঁধে লট্‌কানো হাতজোড়া এক মাস হোয়ে গেলো— এ হাত জোড়া কাজে না লাগিল। কারখানার মালিক এসে-গেটে তালা দেয় হেসে হেসে।

বেচারা পরাশর—মানে এটা যার ঘর,
পনের দিনের বেশী—একদম উপবাসী।
দিবাকর ছেলে তার,—তাকে দেখে বোঝা ভার,
তার পেট ভরা আছে কিনা,—চুপ থাকে কথা বিনা।

নেতা নামক বাবুদের—কথার তুফান তোলা স্বভাব যাদের,
কতদিন কতভাবে নেতাদের পায়•কতবার পড়েছে সে
গোনা নাহি যায়।
অবশেষে একদিন – কাটাতে এ দুর্দ্দিন
দিবাকরের ঘটে—এক বুদ্ধি এসে জোটে।
সেই বুদ্ধিটা কি ? আমি তাই বোলতে এসেছি।
নমস্কার। খবরদার, গল্পের শেষটাই মজাদার।
চেষ্টা করেন যদি কাটবার—গেটে আছে জমাদার।
নমস্কার। [প্রস্থান]

[পরাশরের প্রবেশ। কারখানার মজুর। বয়স চল্লিশের বেশী]

পরাশর॥ দিবাকর– (ভিতরলক্ষ্য কোরে) দিবাকর—(আদরের সুরে) ও আমার দিবু—(খাটে বসে) ওরে ও দিবু, দিবুরে—, (উত্তর না পেয়ে রেগে) বলি ও হাড় হারামজাদা দিবাকর—, (উত্তর না পেয়ে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে) বাবা দিবু, আমার উপর রাগ করিস না বাবা। কারখানার গেটতো আমি বন্ধ করিনি। শালা মালিকরা হোচ্ছে এক নম্বরের হারামজাদা। বিশ্বাস কর, আমি নেতাদের বহুবার বোলেছি,—বাবু, দু-দশ টাকা না দিলে গলায় দড়ি দিয়ে মোরতে হবে। শালা কে কার কথা কানে তোলে বল্। (দিবাকর বাইরে থেকে এসে ওর পিছনে দাঁড়ায়) কিন্তু নেতারা বোললো—লোড়তে হ'লে কতকে মরতে হয়। (দিবাকর ওর কাঁধে টোকা দেয়। পরাশর সেই জায়গাটা আনমনে চুলকে নেয়) বুঝলি বন্ধু বান্ধবদের কাছেও হাত পেতে টাকা চেয়েছিলাম, কিন্তু

সবাইতো আমার মত ধুঁকছে। (আবার টোকা দেয় পরাশর আবার চুলকে নেয়) নেতাদের কথা আমি ধোরতে পারি না।

দিবাকর ॥ আমি পারি।

পরাশর ॥ (চমকে) কে? (দিবাকরকে দেখে) ও তুই।

দিবাকর ॥ তুমি যেন বাবুদের কথা কি বোলছিলে বাবা?

পরাশর ॥ বলছিলাম ঐ নেতাবাবুদের কথা আমি কিছুই বুঝতে পারিনা।

দিবাকর ॥ পারবে কি কোরে? ওদের কথার বেশীর ভাগটা মিথ্যে।

পরাশর ॥ না না, বাবুরা কখনও মিথ্যে বলে নারে। তারাতো আমাদের মত মুখ্যু ছোটলোক নয়রে। থাক্ গিয়ে, হ্যাঁরে দিবাকর, তুই কিছু জোগাড় কোরতে পারলি ?

দিবাকর ॥ না

পরাশর ॥ মুড়ি আর জল খেয়েতো আর—(কথা বন্ধ হোয়ে যায়)

দিবাকর ॥ বাবা, আজ তোমাদের কারখানার গেট খোলার জন্যে নেতাদের সঙ্গে কি জানি সব কথা-বার্ত্তা হবার কথা ছিল—

পরাশর ॥ ছিল, হয়নি। বললাম না মালিকরা খুব হারামজাদা হয়। আসেইনি।

দিবাকর ॥ আমিও তো তোমাকে বোললাম বাবুরা একদম সুবিধের লোক হয় না। তোমাদের মালিকও তো ঐ বাবু জাতেরই লোক। আচ্ছা বাবা, তোমরা সবাই মিলে তোমাদের কারখানার গেটে লাগানো ঐ তালাটা ভাঙ্গতে পারো না?

পরাশর ॥ এ তালা আমাদের ঘরের তালা নয়রে বাপ।

দিবাকর ॥ তোমাদের ইউনিয়নের আনন্দবাবুর বাড়ী গেছিলাম।

পরাশর ॥ কিছু দেয়নি তো ?

দিবাকর ॥ না। দেওয়াতো দূরের কথা—দেখাই করেন নি।

পরাশর ॥ জানতাম, দেখা কোরতে পারবে না। বাবুদের হাতে এত কাজের চাপ—

দিবাকর ॥ কাজের চাপ না ছাই।

পরাশর ॥ অমন কোরে বলিস না। দিনে-রাতে ঘোরাঘুরি কোরতে হয়। আমার মত এক হাজার শ্রমিক। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে—

দিবাকর ॥ কৈ আমাদের ঘরে তো আসেননি। হ্যাঁঃ, সে ছিল তোমাদের ওয়ার্কাস ইউনিয়নের বিপুলবাবু। নিজে না খেয়ে তোমাদের কারখানার শ্রমিকদের খাওয়ার ব্যবস্থা কোরতো। নিজে হাতে কাজ কোরতো। সে বুঝতো যারা কাজ করে—তাদের দাম কত।

পরাশর ॥ তা বুঝতো।

দিবাকর ॥ তবে ? তাকে তোমরা কি কোরলে ? হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কিছু বাবুরা দল তৈরী কোরে বিপুলবাবু আর তার দলের সবাইকে মেরে তাড়ালো।

পরাশর ॥ দেখ, যে ব্যাপার বুঝবি না—সে ব্যাপারে কথা বোলবি না। আমি যেমন বুঝি না—তেমন এ ব্যাপারে আমি কোনো কথা বলিও না। তবে আমরা খেটে খাই, যে আমাদের দু-দশ টাকা বেশী পাইয়ে দেবে, তার দিকেই থাকবো।

দিবাকর ॥ হ্যাঁ, সে দু-দশ টাকা বেশী পাওয়ার ফল হাড়ে হাড়ে বুঝছো।

পরাশর ॥ বুঝছি মানে, হাড়ে হাড়ে বুঝছি। তবে বাবুরা নিজেদের

জন্যে তো কিছু কোরছেন না, আমাদের সকলের ভালোর জন্যেই তো কোরছেন।

দিবাকর॥ যাক্ তোমার সঙ্গে তর্ক কোরে কোনো লাভ নেই। পারবে, আমাকে পনেরো-কুড়ি টাকা জোগাড় কোরে দিতে পারবে? বস্তির মোড়ে বোসে তেলেভাজা—

পরাশর॥ পনের-কুড়ি টাকা? পনেরো-কুড়ি পয়সা চাইলেও আমাকে কেউ দেবে না। কাল থেকে সামান্য 'দু' টো টাকা জোগাড়ের চেষ্টা কোরছি—পাচ্ছি না। যার কাছে চাইছি সেই মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। (আবেদনের সুরে) হ্যাঁরে দিবা—তোর তো মাথায় হাজার রকম বুদ্ধি আসে, বলনা—বলনা—

দিবাকর॥ কাল বিয়ে বাড়ী থেকে চুরি কোরে খাবার নিয়ে এসেছিলাম বোলে বুদ্ধির কথা বোলছো? আজ আমি ঐ ধরনের বুদ্ধি খাটাতে পারব না।

পরাশর॥ (নিজেকে তিরস্কারের সুরে) নাঃ ঘেন্না ধোরে গেল নিজের উপর। মাঝে মাঝে মনে হয় গলায় দড়ি দিয়ে এই জীবন দুটোকে শেষ কোরে দিই।

দিবাকর॥ আমি কেন মোরতে যাবো? কারখানার গণ্ডগোলে আমি যেতে চাইনি। তখন আর সকলে আমাকে বিপুলদার দলের লোক বোলে মারতে এলো। আমি মোরছি না। আমার দুনিয়ার অনেক কিছু দেখার বাকী আছে।

পরাশর॥ তোর মা কোথায়?

দিবাকর॥ ভিক্ষে চাইতে গেছে।

পরাশর॥ ভিক্ষে?

দিবাকর ॥ তা নয়তো কি। বস্তির সকলের কাছে গেছে কেউ যদি তুটো টাকা দেয়।

পরাশর ॥ উঃ, এর পরে আমার বেঁচে থেকে কী লাভ ?

দিবাকর ॥ মরতে হয় তুমি মরো—আমি মরার মধ্যে নেই। কারখানায় গণ্ডগোল শুরু হওয়া মাত্তর আমি তোমায় বোলেছিলাম—বাবা, ঝামেলায় যেও না। তখন শুনলে আমার কথা। বাবুদের আর কি। তারা যা বলে—নিজেরা তা করে না, আর যা করে তা তারা কাউকে জানায় না।

পরাশর ॥ (দৃঢ়তার সঙ্গে) বলিস না, ঐ সব কথা আওড়াস না। আমাদের কারখানার ইউনিয়নের বাবুরা বড় ভালো। পিঠে হাত দিয়ে যখন কথা বলেন—তখন মনে হয় তারা যেন দেব্‌তা।

দিবাকর ॥ আর আমি যখন তোমার পা ধোরে সত্যি কথাগুলো বলি তখন আমাকেও দেব্‌তা ভাবনা কেন? কারণ আমি তোমার ছেলে বোলে ? তোমার কথায় ওঠ্‌-বোস কোরি বোলে ?

পরাশর ॥ তুই এতো চোট্‌ছিস কেন ?

দিবাকর ॥ হাজারটা বাবুর—হাজার রকম কথা। আমরাও বোকার মতন শুনে যাই। এবার বুঝতে পারছ তো বিপদের দিনে কেউ কারো নয়। কাল নেমন্তন্ন বাড়ী থেকে চার খানা লুচি আনতে আমাকে কি মারটাইনা খেতে হোলো। দেখো—দেখো—(জামা তুলে পিঠটা দেখায় ও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে)

পরাশর ॥ আঃ তুই আবার কাঁদছিস কেন ?

দিবাকর ॥ কান্না পেলেও কি হাসতে হবে ?

পরাশর ॥ মজুরের চোখে জল মানায় না।

দিবাকর ॥ তবে কি কষ্ট হোলে, মজুরের চোখ থেকে জলের বদলে পাথর পোড়বে ?

পরাশর ॥ এ তুই রাগের কথা বোলছিস। বিপদের দিনে যে মাথা ঠিক কোরে কাজ কোরতে পারে—

দিবাকর ॥ যে পারে—পারুক, আমি পারবো না। তোমাদের আনন্দবাবু, অনিলবাবু। বিজয়বাবু প্রত্যেকের বাড়ীতে আমি আর মা গেছি—, সবাই দরজা থেকে খেদিয়ে দিয়েছে। কথা পর্য্যন্ত বলেনি ।

পরাশর ॥ না না তোরা ওদের বুঝিস না দিবাকর। হয়ত ওরা কাজে ভীষণ ব্যস্ত ছিল। ওদের কাঁধে কত দায়িত্ব বল। আমরা তিন জন, তাতেই হিম্‌সিম্ খাচ্ছি। ওদের এক হাজার মজুরের দায়িত্ব--

দিবাকর ॥ এই সব ইউনিয়নের বাবুদের মুখের বুলি। তুমিও জানো—, আমারও শোনা।

পরাশর ॥ (রেগে) নাঃ বাইরে অশান্তি, ভিতরে অশান্তি, পেটে অশান্তি, মনে অশান্তি। এক মাত্তর মোরলে শান্তি—,(চুপ কোরে মাথা গোঁজ কোরে খাটে বসে পড়ে)

দিবাকর ॥ (পায়চারী কোরতে কোরতে) এই হোয়েছে। (চিৎকার কোরে) হোয়েছে—

পরাশর ॥ কী কী হোয়েছে দিবাকর ?

দিবাকর ॥ তুমি মোরতে চাইছিলে না বাবা ?

পরাশর ॥ হ্যাঁ। কেন ?

দিবাকর ॥ পারবে ? সত্যি পারবে মোরতে ?

পরাশর ॥ নিশ্চয়ই।

দিবাকর ॥ ভেবে কথা বোলছো তো ?

পরাশর ॥ (আম্‌তা আম্‌তা কোরে) ভেবে কেন বোলবো না। মোরতে আমার কোনো ভয় নেই—তবে তোদের জন্যেই আমার যত চিন্তা।

দিবাকর ॥ আমাদের চিন্তা—আমাদের কোরতে দাও। মোরে তুমি নিজে শান্তি পাও।

পরাশর ॥ আমি মোরলে তোরা শান্তি পাবি ? জানি পাবি না। তাই মোরতে গিয়েও মোরতে পারি না।

দিবাকর ॥ হ্যাঁ শান্তি পাবো।

পরাশর ॥ (চোম্‌কে) পাবি !! যাঃ তুই ইয়ার্কি কোরছিস।

দিবাকর ॥ ইয়ার্কি ? বাপের সঙ্গে ? যাক্, বলো মোরবে কি না।

পরাশর ॥ উঃ, ঘরেও আমার দাম নেই ?

দিবাকর ॥ বাবা দেরী হোয়ে যাচ্ছে। মরার ব্যাপারে দেরী কোরতে নেই।

পরাশর ॥ হ্যাঁ মোরবো। এখুনি—এই মুহুর্ত্তে।

দিবাকর ॥ দেরী কোরলে চোলবে না।

পরাশর ॥ না আমি এখুনি মোরতে চাই। এই আমি মোরতে চোললাম [প্রস্থানোদ্যত]

দিবাকর ॥ বাবা দাঁড়াও (পরাশর থেমে যায়) আমার সামনে তোমাকে মোরতে হবে।

পরাশর ॥ তাই মোরবো। চল তুই আমার সঙ্গে।

দিবাকর॥ যাবো তো বটেই। তবে আমার মনের মত কোরে তোমাকে মোরতে হবে।

পরাশর॥ (রেগে) হ্যাঁ হ্যাঁ তাই মোরবো। তবে তোর মার জন্যে হয়ত একটু অপেক্ষা কোরতে হবে।

দিবাকর॥ কোনো দরকার নেই। মাকে আমি বুঝিয়ে সব কথা বোলে দেব।

পরাশর॥ উঃ, মোরতেও আমাকে ভাবতে দেবে না এরা। চল চল, মোরে তোকে আমি দেখিয়ে দেবো যে আমি মোরেও সাহস দেখিয়েছি।

দিবাকর॥ তাহলে চল—

পরাশর॥ চল—(দুজনেই দ্রুত বেরিয়ে যায়)

[সূত্রধার ছুটে প্রবেশ করে]

দু-জনেতে বাইরে গেলো ভাবতে—কিভাবে হয় মোরতে।
আমি রতন ব্যাটা—পরাশরের বন্ধু নয়তো কেউকেটা।
আমার বন্ধু পরাশর—জানেনই তো এটা তাদের ঘর।
এইখানেতেই আসবে ব্যাটা মোরে,—গল্প সুরু সেই মরাকে ধোরে।

পরাশর॥ (নেপথ্যে থেকে) উঃ বাবাগো—

সূত্র॥ সত্যি বোধহয় এবার টঁাসলো পরাশর—

পরাশর॥ (নেপথ্য থেকে) ওরে কে আছিস—এবার আমায় ধর।

সূত্রধার॥ (সূত্রধারের নাম রতন। পরাশরের সহকর্মী। বয়স সমান। তীব্র চিৎকার কোরতে কোরতে বেরিয়ে যেতে গিয়ে) পরাশর—(প্রবেশ করে দিবাকর পরাশরের রক্তাক্ত দেহখানা নিয়ে) একি তোর মাথায় কি হোয়েছে ?

দিবাকর ॥ লাঠি।

রতন ॥ (চোম্‌কে) মেরেছে ?

দিবাকর ॥ হ্যাঁ।

রতন ॥ কারা মারলো ? ~~কেন মারলো~~ ?

দিবাকর ॥ জানিনা। শুধু দেখলাম কারা যেন লাঠি চালালো, আর বাবা কারখানার গেটে লুটিয়ে পোড়লো।

রতন ॥ ধোরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? শুইয়ে দে। (শোয়াবার চেষ্টা করে)

দিবাকর ॥ আস্তে—আস্তে রতনকাকা (পরাশরকে শুইয়ে দেয়)।

পরাশর ॥ (অতি কষ্টে) জল — জল—

রতন ॥ দিবাকর জল—, তাড়াতাড়ি। উঃ তোর নোড়তে-চোরতে দিন কাবার হোয়ে যায় দেখছি (দিবাকরের দ্রুত প্রস্থান) পরাশর, পরাশর, কে তোকে মারলো তুই দেখতে পেয়েছিস ?

পরাশর ॥ (অতি কষ্টে) না।

রতন ॥ আনন্দবাবুর দল ? বিজয়বাবুঃ দল ? অনিলবাবুর দল ?

পরাশর ॥ বোলতে পারছি না। জল—

রতন ॥ (উৎকণ্ঠার সঙ্গে) কি হলো দিবাকর ?

দিবাকর ॥ (ভিতর থেকে খালি গ্লাস নিয়ে প্রবেশ) আজ বোধহয় মা টিউকল থেকে জল ধোরতে পারেনি। ঘরে এক ফোঁটাও জল নেই।

পরাশর ॥ (ক্ষীণ সুরে) জল—

রতন ॥ (রেগে) এটা বাড়ী—না শ্মশান। দাও গ্লাসটা—(গ্লাস নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়)

পরাশর ॥ জল—

দিবাকর ॥ (উৎকণ্ঠার স্বরে) একটু সময় লাগবে বাবা, জল এখুনি এসে পোড়বে। বাবা একি গোলো ? আমিতো সত্যি সত্যি চাইনি তোমার কিছু হয়। (কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে)

পরাশর ॥ (অতি কষ্টের সঙ্গে) দিবা, আমি বোধহয় আর...., উঃ আমার মাথার ভিতরটা কে যেন গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। দিবা—

দিবাকর ॥ বলো—বলো বাবা—

পরাশর ॥ দিবা আমি বোধহয়···,

দিবাকর ॥ এই তো তোমার কাছে বোসে আছি বাবা।

পরাশর ॥ দিবা আমি বোধহয়—বোধহয়···আর বাঁচতে···দিবা··· আমি···আমি···(হঠাৎ কথা বন্ধ হয়ে যায় এবং মাথা হেলে পড়ে)

দিবাকর ॥ (উদ্‌ভ্রান্তের মত) বাবা বলো। কি হোলো চুপ্ কোরে গেলে কেন ? বল– , বাবা কথা বলো—কথা বলো—(কান্নায় পরাশরের বুকের উপর আছড়ে পড়ে)

রতন ॥ (বাইরে থেকে চিৎকার কোরতে কোরতে প্রবেশ) পরাশর পরাশর—পরাশর, এই নে জল—(দিবাকরকে ঐ অবস্থায় দেখে কি কোরবে ভেবে না পেয়ে গ্লাস ভর্ত্তি জলটা খেয়ে নিয়ে গ্লাসটা রেখে দেয়)

দিবাকর ॥ (চিৎকার কোরে) বাবা কথা বলো—, বাবা কথা বলো —কথা বলো—

রতন ॥ দিবাকর শান্ত হ। কাঁদিস না। আমি এখুনি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসছি। (প্রস্থানোদ্যত, হনুহনিয়ে আনন্দর প্রবেশ। পাঞ্জাবী পায়জামা পরনে। বয়স পঞ্চাশ)

আনন্দ ॥ এই যে রতন, কী ব্যাপার ? আমি কারখানার সন্তোষের মুখে শুনলাম—

রতন ॥ হ্যাঁ ঠিক শুনেছেন আনন্দবাবু।

আনন্দ ॥ (উদ্‌ভ্রান্তের মত) কারা—কারা—কারা মেরেছে ?

রতন ॥ কেউ বোলতে পারছে না। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন····

আনন্দ ॥ কখন—কখন ঘটনাটা ঘোটেছে ?

রতন ॥ এইতো পাঁচ মিনিট আগে।

আনন্দ ॥ তবে কি ..

রতন ॥ আনন্দবাবু আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।

আনন্দ ॥ হ্যাঁ তাড়াতাড়ি যাও। (রতন প্রস্থানোদ্যত) রতন, তুমি আবার আজে বাজে ডাক্তারের কাছে যেও না। তুমি আমাদের পার্টি'র ডাক্তার প্রলয় ঘোষের কাছে যাও। আমার নাম কোরে খুব তাড়াতাড়ি আসতে বোলবে।

রতন ॥ ঠিক আছে। (দ্রুত প্রস্থান)

দিবাকর ॥ (হঠাৎ ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে) বাবা, আমি মার কাছে মুখ দেখাব কি কোরে বোলে যাও—

আনন্দ ॥ (দিবাকরের কান্না দেখে আনন্দ ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু করে ও দিবাকরের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে) দিবাকর কেঁদো না, কেঁদো না দিবাকর। তোমার বাবা বীরের মতন প্রাণ দিয়েছে। (পরাশরের মুখের দিকে তাকিয়ে) সেই লড়াকু চেহারা, যেন ঘুমচ্ছে। (চোখের জল পরাশরের জামায় মোছে)

দিবাকর ॥ (কান্নার সুরে) এখন আমাদের কি হবে বাবু ?

আনন্দ ॥ আমি তো আছি,—আমাদের পার্টি'তো আছে দিবাকর। তোমার বাবা ছিল আমাদের পার্টি'র সক্রিয় কর্মী। (দীর্ঘ নিশ্বাস

ফেলে) আহাহা আমার বাঁ দিকের বুকের পাঁজর যেন খোসে গেল। (হঠাৎ সহজ ভাবে) আচ্ছা —আচ্ছা দিবাকর, পরাশরকে কে মারলো তুমি দেখেছ ?

দিবাকর ॥ না বাবু, আমি কাউকে দেখিনি।

আনন্দ ॥ (নিজের মনে) আমি জানতাম এরা একদিন আমাদের মারবেই। ষ্ট্রাইক যত দিন ধোরে আমরা চালাতে পারবো, ততই ওরা পাগলা কুকুর হোয়ে উঠবে। আমাদের পার্টি চায় গরিবী হটাতে। সেখানে কিনা একজন গরীব মানুষকে....,আচ্ছা দিবাকর, সত্যি তুমি কাউকে মারতে দেখনি ?

দিবাকর ॥ না বাবু, আমি তখন চোখে আঁধার দেখছিলাম।

আনন্দ ॥ স্বাভাবিক। কিন্তু দিবাকর তোমাকে যে বোলতে হবে তুমি দেখেছ।

দিবাকর ॥ কি দেখেছি বাবু ?

আনন্দ ॥ পরাশরকে মারতে।

দিবাকর ॥ সত্যি বাবু, আমি দেখিনি কে মেরেছে।

আনন্দ ॥ চোখ দিয়ে না দেখলেও মানুষ অনেক জিনিষ মন দিয়ে দেখতে পায়। তাই তোমাকে বোলতে হবে—

দিবাকর ॥ ও আমি পারবো না বাবু। (কান্না)

আনন্দ ॥ (আনন্দও কাঁদতে সুরু করে) পার্টির জন্যে তোমাকে পারতে হবে। শ্রমিকদের কল্যাণে তোমাকে পারতে হবে।

দিবাকর ॥ না বাবু, এ মিথ্যে কথা আমি বোলতে পারব না।

আনন্দ ॥ না পারাইতো স্বাভাবিক। আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের অবস্থা! (কি যেন ভেবে নেয়) এই নাও—

দিবাকর ॥ কী ?

আনন্দ ॥ নেওই না। জানি তোমায় বোলতে আটকাচ্ছে কোথায়। তুমি শুধু বোলবে মালিকের সাহায্যে অনিল আর বিজয়ের দল পরাশরকে খুন কোরে গেছে।

দিবাকর ॥ বাবু (কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে)

আনন্দ ॥ দিবাকর আমাদের এখন কাঁদবার সময় নেই। শহীদ পরাশরকে বীরের মতন সাজিয়ে মিছিল কোরে নিয়ে যেতে হবে। আমি আমার পার্টি'র কর্মীদের এখুনি খবর দিয়ে আসছি। যাবো আর আসবো। [প্রস্থানোদ্যত]

দিবাকর ॥ বাবাগো—(কান্না)

আনন্দ ॥ (দিবাকরের কাছে গিয়ে) কেঁদো না দিবাকর। তোমার এক বাবা গেছে— কিন্তু হাজার বা—(কথাটা ভুল বোলছে বুঝতে পেরে জিব্ কেটে) আমরা তো আছি··· [দ্রুত প্রস্থান]

দিবাকর ॥ বাবা আমাদের কি হবে বোলে যাও—(কান্না)

[দ্রুত প্রবেশ করে অনিল। পরনে ধুতি পাঞ্জাবী। বয়েস পঞ্চাশের মত]

অনিল ॥ দিবাকর—দিবাকর, আমি সব খবর শুনেছি। আমাদের পার্টি' জাতীয় শ্রমিক সমিতির সবাই শুনেছে। কারা—কারা আমাদের এই সর্বক্ষণের নিষ্ঠাবান কর্মীকে খুন করলো ?

দিবাকর ॥ বিজয়বাবু আর···

অনিল ॥ (সোৎসাহে) আর আনন্দবাবুর দল ?

দিবাকর ॥ না, আপনাদের দল।

অনিল ॥ (চমকে) তুমি কি বোলছো দিবাকর।

দিবাকর ॥ আমি কিছুই বলিনি। আনন্দবাবু বোলছিল।

অনিল ॥ আনন্দবাবু মানে ? ঐ শ্রমিক কল্যাণ সমিতির উল্লুকটা ?

দিবাকর ॥ উল্লুক কি না জানিনা তবে আনন্দবাবু।

অনিল ॥ (রেগে) শালা যেন শকুন। ভাগাড়ে মড়া পোড়তে না পোড়তে এখানে এসে জুটেছে। আমাদের পার্টির জন্ম থেকে পরাশর আমাদের পার্টির সারাক্ষণের কর্মী। (কি যেন ভেবে নেয়) শোনো দিবাকর, তোমাকে সকলের কাছে বোলতে হবে আনন্দবাবুর পার্টি বিজয়বাবুর পার্টি আর মালিক মিলে—

দিবাকর ॥ না না আমি মিথ্যে বোলতে পারব না।

[দ্রুত রতনের প্রবেশ]

রতন ॥ দিবাকর—দিবাকর শালা ডাক্তার আসবে না। পোড়াবার চিঠি দিয়ে দিয়েছে।

অনিল ॥ রুগী না দেখে ? তুমি কোন ডাক্তারের কাছে গেছিলে ?

রতন ॥ ডাক্তার প্রলয় ঘোষের কাছে।

অনিল ॥ (বিরক্তির সুরে) উঃ, ঐ শ্রমিক কল্যাণ সমিতির পশু চিকিৎসকের কাছে ? তুমি আমাদের পার্টিতে গেলে না কেন ? আমি তোমাকে আমাদের পার্টির ডাক্তার গোলক নস্করের কাছে পাঠাতাম। কোথায় গোলক—আর কোথায় প্রলয়। কোথায় রাধারাণী আর কোথায় ম্যাথ্‌রাণী। রতন তুমি ছুটে গোলকের কাছে যাও—। রতন—

রতন ॥ বাবু—

অনিল ॥ আনন্দ এসেছিল। বোলে গেছে আমরা নাকি পরাশরকে খুন কোরেছি !

রতন ॥ দিবা তাই নাকি ?

দিবাকর ॥ হ্যাঁ ।

অনিল ॥ না। ও মিথ্যে বোলেছে। আমরা মারিনি—মেরেছে ওরাই।

দিবাকর ॥ (কান্না জড়ানো সুরে) ওরা মারলে কি আনন্দবাবু নিজের পকেট থেকে আমাকে টাকা দিয়ে যেতেন ।

অনিল ॥ (চমকে) টাকা !! টাকাও দিয়েছে ? (রেগে) ওরা কি টাকা দিয়ে সব কাজ হাসিল কোরতে চায় ? কত কত টাকা দিয়েছে ঐ চামারটা ?

দিবাকর ॥ একশো ।

অনিল ॥ একশো ? মাত্তর ? এই নাও আমি তোমাকে দুশো দিচ্ছি—(পকেট থেকে টাকা বার কোরে দেয়) পরাশর চোলে যাওয়াতে আমাদের পার্টির যা ক্ষতি হোয়েছে তা ঐ চামারটা একশো টাকায় ভোলাতে চাইছে। অত সহজ নয়। আমাদের পার্টি শ্রমিকের ঘামে তৈরী। মালিকের হৃৎপিণ্ড উপ্‌ড়ে ফেলার জন্যে তৈরী। (আবেদনের সুরে) দিবাকর, দিবাকর, এবার তুমি বোলবে যে—আনন্দ-বিজয়ের দল মালিকের সাহায্যে পরাশরকে খুন কোরেছে।

রতন ॥ ঠিক আছে ও বোলবে। কিন্তু……

অনিল ॥ (দৃঢ়তার সুরে) এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই। আমি পার্টির সকলকে খবর দিতে যাচ্ছি। আমি ফোটোগ্রাফার্ নিয়ে আসতে চোললাম [প্রস্থানোদ্যত]

দিবাকর ॥ (ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে) বাবা তুমি দেখো, তোমার পার্টির সবাই তোমাকে কত ভালবাসে ।

রতন ॥ দিবা কাঁদিস না (কান্নায় গলা ধোরে আসে)

অনিল ॥ (কাছে গিয়ে হঠাৎ কেঁদে ওঠে) কেঁদোনা দিবাকর—কেঁদোনা। মজুরের ছেলের কান্না শোভা পায় না। (লেকচারের সুরে) তাদের চোখে-মুখে আগুন জ্বলবে। পরাশরের এই বীরের মত মৃত্যুর খবর ছবি সহ গোটা দেশের আনাচে কানাচে (হঠাৎ থেমে সহজ সুরে) লেক্চার দিয়ে ফেলছিলাম। আমি যাবো আর আসবো— [দ্রুত প্রস্থান]

দিবাকর ॥ রতনদা আমার মাকে তো—

রতন ॥ আমার ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি। তুই ও ব্যাপারে কিছু ভাবিস না দিবা।

[বিজয়ের প্রবেশ। মোট্টা সোটা লোক। প্যান্টের উপর পাঞ্জাবী। কাঁধে ঝোলান ব্যাগ]

বিজয় ॥ (শান্ত সুরে) অনিল এসেছিল বোলে মনে হোলো ?

রতন ॥ হ্যাঁঃ। (হঠাৎ কান্না সুরু করে) বিজয়দা, আমাদের পরাশর আর নেই।

বিজয় ॥ জানি। (আপন মনে) নাঃ, আমাদের party-র Cader গুলো কি রকম ঢিলে-ঢালা। এতবড় একটা ঘটনা ঘোটে গেল, এমন সুন্দর একটা issue তৈরী হোলো অথচ আমি খবর পেলাম সকলের শেষে।

রতন ॥ এখন কি হবে বিজয়দা ?

বিজয় ॥ (বিজ্ঞের সুরে) আমি যখন এসে পোড়েছি তখন আর তোমাদের কোনো চিন্তা কোরতে হবে না। (পরাশরকে ঝুঁকে পোড়ে দেখে) উঃ চোখে মুখে যেন প্রতিবাদের জ্বলন্ত ইঙ্গিত। যেন অজস্র না বলা কথা চোখ-মুখ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে

চাইছে। (কান্নায় চোখ ভোরে আসে। রুমালে চোখ মোছে) না না আমি কাঁদব না। শ্রমিক নেতার চোখে জল মানায় না। রতন—

রতন ॥ বাবু—

বিজয় ॥ আমরা আমাদের সংগ্রামী শ্রমিক পরিষদের তরফে এক বিরাট শোক সভার আয়োজন কোরছি। সেই সভায় গিয়ে পরাশরের ছেলে আর বৌকে দু-চার কথা বোলতে হবে।

রতন ॥ কি কথা বোলতে হবে বলুন ।

বিজয় ॥ খুব সহজ কথা। বোলবে আমরা জানি কারা পরাশরকে হত্যা কোরছে। আনন্দ-অনিলের দল, আর তার সঙ্গে মালিকের পয়সা খাওয়া গুণ্ডারা।

দিবাকর ॥ (হঠাৎ আর্ত্ত চিৎকার কোরে) না—

বিজয় ॥ (ভয়ের সুরে) কি—কী না ?

দিবাকর ॥ ও কথা আমরা বোলতে পারবো না।

বিজয় ॥ কেন -কেন বোলতে পারবে না দিবাকর ?

রতন ॥ দিবা—

দিবাকর ॥ একটু আগে অনিলবাবু এসেছিল।

বিজয় ॥ সে তো আমি নিজের চোখেই দেখলাম। ওর মত হাড় হাবাতে লোক এই ভূমণ্ডলে দুটো খুঁজে পাবে না। ওর পক্ষে পরাশরকে খুন করা যে কত সহজ······

দিবাকর ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) এমন কথা বোলবেন না বাবু। অনিলবাবু বোলে গেছেন আমার বাবা নাকি ওদের দলের জন্ম থেকে দলের সভ্য।

বিজয়॥ (রেগে) মিথ্যে কথা। পরাশর, রতন, আমি, মানে আমরাই তৈরী কোরেছি এই সংগ্রামী শ্রমিক পরিষদ। কি বল রতন? আজ পরাশরকে খুন কোরে তার সংগ্রামী ভাগটা নিজেদের কোলে টানার চেষ্টা চোলছে? আমাদের পরিষদ এই সব মিথ্যে সহ্য কোরবে না। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্তে যদি দরকার হয় আমরা দু-চারটে লাশ ফেলে দিতেও দ্বিধা কোরবো না। যাক গিয়ে, দিবাকর তোমাকে যা বোললাম সেই মত তোমরা তৈরী থেকো। রতন তুমি দিবাকর আর পরাশরের বৌকে নিয়ে সভায় চোলে এসো।

দিবাকর॥ আমি পারবো না।

বিজয়॥ কি পারবে না?

দিবাকর॥ অনিলবাবু, আনন্দবাবু সম্বন্ধে মিথ্যে কথা বোলতে পারবো না। ওরা মানুষ নয় দেবতা। আমার কান্না দেখে—ওরাও কেঁদে ফেললে। তারপর বোললো দিবাকর, তোমার বাবা মোরেছে তো কি হোয়েছে, আমরাতো আছি। আমার হাতে জোর কোরে গুঁজে দিল টাকা।

বিজয়॥ (চমকে) টাকা দিয়েছে?

দিবাকর॥ হ্যাঁ। আমি ওদের বোললাম,—নেবোনা—নেবোনা আপনাদের টাকা। তবু জোর কোরে আমার হাতে……,

বিজয়॥ এইতো—এইতো ওদের স্বরূপ। মালিকের কাছ থেকে ওরা দু-হাতে টাকা লুটছে আর সেই টাকা ছড়িয়ে নিজেদের দলে লোক টানছে। কত—কত টাকা দিয়েছে ওরা?

রতন॥ দিবা ওরা কত টাকা দিয়েছে?

দিবাকর॥ আনন্দবাবু দুশো—, অনিলবাবু চারশো।

বিজয় ॥ (বিরক্তির সুরে) এতেই ওরা ভালো লোক হোয়ে গেল। যদিও আমাদের পার্টি মালিকের কাছ থেকে টাকা পায়না। কিন্তু তাতে কি? আমাদের টাকা দেবে সচেতন জনতা, সংগ্রামী শ্রমজীবিরা। (টাকা বার কোরে) এই নাও আমি দিলাম 'ছ' শো টাকা। শালা আনন্দ—অনিল, তোমরা পরাশরের সংগ্রামী দেহটা কিনতে চাইছো? আমাদের পার্টি তা হোতে দেবে না। রতন—

দিবাকর ॥ অনিলবাবু ফটোক তোলার লোক আনতে গেছে।

বিজয় ॥ উঃ একটার পর একটা বিপদ। রতন, তোমাকে এই পঁচিশ টাকা দিয়ে গেলাম, তুমি ওদের কোনো শালাকে ঢুকতে দেবে না। আমি বিরাট মিছিল নিয়ে আসছি। পরাশরের দেহকে আমরা ফুলে ফুলে ভোরে দেব। আমাদের ইউনিয়ন যে বীর শ্রমিকের মর্য্যাদা দিতে জানে সেটা অন্য ইউনিয়ন গুলোকে দেখিয়ে দেব।

রতন ॥ বিজয়দা আপনার বোধহয় দেরী হোয়ে যাচ্ছে। আপনাকে তো আবার লোক জোগাড় কোরতে হবে।

বিজয় ॥ ঠিক বোলেছ। তোমাদের মতন সচেতন কর্মী আছে বলেই তো আমাদের পার্টি বেঁচে আছে। (প্রস্থানোদ্যত—ঘুরে এসে) রতন, পরাশরকে issue কোরে ইউনিয়নকে দাঁড় করাবার এই তো সুযোগ। আমি যাবো আর আসবো।

[দ্রুত প্রস্থান]

[আনন্দর প্রবেশ সঙ্গে রিপোর্টার। বয়স তিরিশের মধ্যে। পোষাক ধুতি-পাঞ্জাবী-চটি। কাঁধে ব্যাগ]

আনন্দ ॥ (ব্যস্ততার সুরে) আসুন—আসুন—মাখনবাবু। এই এই

হচ্ছে সেই শ্রমিকের ঘর। ঐ হচ্ছে আমাদের পার্টি'র কর্মী সংগ্রামী শ্রমিক শহীদ পরাশর। আর তার পাশে তার বীর পুত্র দিবাকর। আপনি আপনার কাজ সুরু করুন মাখনবাবু। প্রথমেই লিখবেন মালিক আর দুই দালাল ইউনিয়নের ঘৃণিত কাজ।

মাখন ॥ (খাতা ও কলম বার কোরতে কোরতে) দয়া কোরে dictate কোরবেন না।

আনন্দ ॥ হ্যাঁ কোরবো।

মাখন ॥ কেন ?

আনন্দ ॥ (পাশে ডেকে) আমার মনের মত লেখার জন্যে পয়সা দিয়ে আপনাকে আনিয়েছি।

মাখন ॥ তাহোলে dictate করুন।

আনন্দ ॥ কাজ সুরু করুন।

মাখন ॥ কোরছি। (দিবাকরের কাছে গিয়ে) খোকনের নাম।

দিবাকর ॥ দিবাকর মাইতি।

মাখন ॥ দিবাকর…(লেখে) হুঁঃ, বাবার নাম ?

দিবাকর ॥ পরাশর মাইতি।

মাখন ॥ (লেখে) বয়স ?

দিবাকর ॥ বাহান্ন।

মাখন ॥ (লিখে নেয়) কি করেন ?

দিবাকর ॥ রতন গ্লাস ফ্যাকটারীর শ্রমিক।

মাখন ॥ এখন তিনি কোথায় ?

আনন্দ ॥ (রেগে) আপনার সামনে। ওইতো ওর বাবা।

মাখন ॥ ওঃ। কি কোরে মোরলো ?

দিবাকর ॥ আমরা কদিন ধোরেই খেতে পাচ্ছিলাম না, তাই।

মাখন ॥ বুঝেছি। বেশী খেয়ে মোরেছে।

আনন্দ ॥ (রেগে) দূ্যর মশাই, আগে ওর কথাটা শুনুন—

মাখন ॥ বলুন—

দিবাকর ॥ তাই আমরা মোরতে বেরিয়েছিলাম, এমন সময় (কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে)

মাখন ॥ বাস—ব্যাস, আর বোলতে হবে না খোকন। আমরা সাংবাদিক, মুখ দেখলেই তার বুকের ভিতরকার অবস্থা বুঝি। কান্নার সুরের ওঠা-নামা শুনলেই মনের কথা বুঝতে পারি। তোমাকে আর বলতে হবে না, বাকীটা আমি সাজিয়ে লিখে দেব।

আনন্দ ॥ বুঝলেন মাখনবাবু, অনিল-বিজয়ের পার্টি আর মালিকের—

মাখন ॥ জানি আনন্দবাবু। শ্রমিক হত্যা মানেই—সেই চিরাচরিত ইতিহাস। কখন মেরেছে ?

রতন ॥ দিনের বেলায়।

মাখন ॥ (লেখে) দিনের বেলায়। প্রকাশ্য দিবালোকে ? এতো সাংঘাতিক ব্যাপার মশাই।

আনন্দ ॥ সাংঘাতিক বোলে সাংঘাতিক। আপনি বলুন মাখনবাবু,।

মাখন ॥ আমরা বলিনা—লিখি। আচ্ছা ও কতদিন আপনাদের পার্টির সভ্যপদ নিয়েছে ?

আনন্দ ॥ জন্মেই।

মাখন ॥ (লিখতে লিখতে) আজন্ম। সক্রিয় ছিল ?

আনন্দ ॥ সক্রিয় মানে? ঐতো সব। ওকে ছাড়া আমাদের পার্টি আর ষ্ট্রাইক কি কোরে চালাবো মাখনবাবু—(কাঁদতে সুরু করে)

মাখন ॥ কাঁদবেন না আনন্দবাবু—কাঁদবেন না। আমরা সাংবাদিক আপনার চোখে জল—আমার চোখের জলকে টেনে বার কোরে আনছে। (কাঁন্নায় গলা ধরে আসে)

রতন ॥ অনিলবাবু এসেছিল।

মাখন ॥ অনিলবাবুটি কে?

আনন্দ ॥ ঐ তো, ঐ তো আসল খুনী। কি তাই না দিবাকর?

দিবাকর ॥ (উত্তর দেবার বদলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে)

মাখন ॥ (রেগে) উঃ আপনাকে নিয়েতো পারা যাবে না দেখছি। উনি কি কোরে কথা বোলবেন। দেখছেন না—পিতার মৃত্যুতে খোকন বাক্যহীন।

আনন্দ ॥ অনিল এসে কি বোললো তোমাদের?

দিবাকর ॥ কিচ্ছু বলেনি। সুধু কাঁদতে কাঁদতে এসে আমার হাতে পাঁচশো টাকা গুঁজে দিয়ে বোললে, বাবা দিবাকর আমি ফটোক তোলার লোক আনতে যাচ্ছি। তোর বাপের ছবি কাগজে ছাপিয়ে (কান্নার ভেঙ্গে পড়ে)

আনন্দ ॥ (রেগে) আর অমনি তোমরা রাজী হোয়ে গেলে? (মাখনকে) আমি তখনই আপনাদের বোলেছিলাম,—মশাই, সঙ্গে ফটোগ্রাফার নিয়ে আস্থন। হোলো তো? ওরা পরাশরের ছবি ছেপে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবে। (উৎকণ্ঠার সঙ্গে) রতন—রতন, তোমাকে ওদের আটকাতে হবে।

দিবাকর ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) আমরা ওদের আটকাতে পারবো না।

আনন্দ ॥ কেন আটকাতে পারবে না ?

দিবাকর ॥ অনিলবাবু আমাদের বিপদের দিনে— (কান্না)

আনন্দ ॥ ও বুঝেছি। (টাকাটা দিয়ে) এই নাও। এর পর কোনো বাচ্চা শুয়োরকে ঘরের ভিতর মাথা গলাতে দেবে না। এই যে মাখনবাবু তাড়াতাড়ি Report নিয়ে যান। সান্ধ্য পত্রিকায় বেরুনো চাই।

মাখন ॥ আমারটা।

আনন্দ ॥ এডিটারকে দিয়ে এসেছি।

মাখন ॥ তার ভাগ কি আমি পাবো ?

আনন্দ ॥ (রেগে) শালা যেন গুব্‌রে মাছি। (মাখন সব লিখে নেয়) তাড়াতাড়ি যাও। পরাশরের শোক মিছিলে আমাকে হাজার হাজার লোক আনতে হবে তো। এইযে—এইযে—

মাখন ॥ (লেখে) এইযে—এইযে

আনন্দ ॥ বাবা রতন কাউকে যেন ঢুকতে দিসনে বাপ [প্রস্থান]

[অনিল ও ফটোগ্রাফার প্রবেশ করে। ফটোগ্রাফারের নাম চিন্তামনি। পোষাক আধুনিক ছেলেদের মত। চুল কাঁধ পর্যন্ত। কাঁধে ক্যামেরা, হাতে ষ্ট্যাণ্ড ও কালো কাপড়। বয়স তিরিশের মধ্যে]

অনিল ॥ বলি চিন্তামনিবাবু ছবি উঠবে তো ?

চিন্তা ॥ কি যে বলেন। (জিনিষ সাজাতে সাজাতে) মাল কোথায় ?

অনিল ॥ ঐ তো শুয়ে।

চিন্তা ॥ (নিশ্চিন্ততার সুরে) ব্যস্ হোয়ে গেল।

অনিল ॥ হোয়ে গেল মানে ? তুমি ছবি তুলতে পারবে না ?

চিন্তা ॥ দ্যুর মশাই। জীবনভোর তো লোকেরই ছবি তুললাম,—তবে ঐ শোয়া অবস্থায়।

অনিল ॥ তার মানে?

চিন্তা ॥ মানে শ্মশানে তো কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়তে আসেনা। তাই আপনার মালকে শোয়া অবস্থায় দেখে হাঁফ্ ছাড়লাম।

অনিল ॥ কথা না বোলে ছবিটা তুলুন।

চিন্তা ॥ (পরাশরের মাথাটা উঁচু কোরে) মালের মাথাটা ধোরে রাখুন। আর ওর মুখটা ঘোসে—মেজে পরিস্কার কোরে দিন। কপালে চন্দনের ফোটা দিন—

অনিল ॥ শালা বিপ্লবীরা কি চন্দনের ফোটা পড়ে?

চিন্তা ॥ হ্যাঁ, এ মাল পোড়বে।

অনিল ॥ ফোটা পোড়বে?

চিন্তা ॥ হ্যাঁ। কারণ এ মালতো আর ঘরে ফিরবে না।

অনিল ॥ ও যে অবস্থায় আছে তোমাকে সেই অবস্থার ছবিই তুলতে হবে। নাও নাও তাড়াতাড়ি কর। এদিকে যত দেরী হবে—তত হাজার রকম ফ্যাক্ড়ায় আটকে যাব।

চিন্তা ॥ ঠিক আছে; নিজের মুরগী, তার মাথা কাটুন, আর ঠ্যাং ছিঁড়ুন তাতে আমার কি। আপনারা সবাই সরে যান। (রতন অনিল সরে দাঁড়ায়) এই যে খোকন সোনা, মালের গা ঘেঁসে বোসো না, একটু সরো। প্রথমে মালের ছবি নেবো। তারপর সকলের। (ক্যামেরায় চোখ দিয়ে কালো কাপড়ে মাথা ঢেকে নেয়) Ready. No sound, smile please. একটু হাঁসুন।

অনিল ॥ কাকে বোলছো ?

চিন্তা ॥ কেন, যার ছবি তুলছি।

অনিল ॥ অদ্ভুত পাঁঠাতো। তুমি তোমার বাপের জন্মে কোনো মরা লোককে হাসতে দেখেছ ?

চিন্তা ॥ Sorry, অভ্যেসে বেরিয়ে গেছে।

অনিল ॥ দাঁত না বার কোরে ছবি গুলো তোলো।

চিন্তা ॥ (আবার তৈরী হোয়ে নেয়) Ready (পরাশরের মাথাটা ঠিক কোরে দেয় ও কালো কাপড়ে মাথা ঢাকে) Ready (ক্যামেরার বোতাম টেপে ফ্ল্যাস জ্বলে ওঠে) Thank you. এরপর কাকে মারতে হবে ?

অনিল ॥ পরাশর সমেত ওর ছেলেকে তোলো।

চিন্তা ॥ তুমি তাহোলে তোমার বাপের গা ঘেঁসে বোসো খোকামনি (দিবাকর কথামত বসে)। এবার বাপের মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকো। (ক্যামেরায় চোখ রাখে) বাঃ বাঃ সুন্দর Poze হোয়েছে। খোকন smile please—

অনিল ॥ (হতাশার সুরে) উঃ কাকে ছবি তুলতে এনেছি।

চিন্তা ॥ (ক্যামেরা থেকে মুখ তুলে) কেন, আবার আমি কি কোরলাম ?

অনিল ॥ তুমি কেন কোরবে ? আমি কোরেছি। বলি যে ছেলের বাপ মোরে যায়—তাকে কখনও ঐ মরা বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে দেখেছ ?

চিন্তা ॥ হ্যাঁ দেখেছি।

অনিল ॥ (বিস্মিত হোয়ে) দেখেছো ?

চিন্তা ॥ হ্যাঁ। এই তো গত পরশু দিন, বাপ মারা গেছে,

আমায় ছবি তুলতে নিয়ে গেলো। দেখলাম ছেলের বাপের পাশে বোসে বত্রিশ পাটি দাঁত বার কোরে ফ্যাক্ ফ্যাক্ কোরে হাসছে।

অনিল ॥ হাসছে? তার কি মাথা খারাপ ছিল?

চিন্তা ॥ আপনার মত আমিও তাই ভেবেছিলাম। পরে জানলাম বাপ ছেলেকে রোজ প্যাঁদাতো। বাপের অনেক মাল কড়ি আছে। সেদিনও প্যাঁদাতে এসে চিক্ কোরে আওয়াজ কোরে বাপ সেই যে পোড়লো আর উঠলো না, শেষ। হাতে মাল আসবে অথচ হাসবে না এরকম মাল আমিতো আমার বাপের জন্মেও দেখিনি।

অনিল ॥ নাও—নাও, অনেক কথা খরচ কোরেছো।

চিন্তা ॥ (আবার ক্যামেরায় চোখ রাখে) খোকামণি তাহোলে তুমি কাঁদো। ডান হাতে চুল ছেঁড়ো আর বাঁ হাতে বুক চাপড়াও। Ready start—

দিবাকর ॥ (চিন্তার নির্দেশিত ভঙ্গিমায় কাঁদতে শুরু করে) ও বাবা তুমি দেখে যাও—আজ তোমার কেমন সুন্দর ফোটোক্ তোলা হচ্ছে—

চিন্তা ॥ বাঃ বাঃ সুন্দর। আর একটু হাঁ কোরে কাঁদো,—আর একটু —আর একটু—

দিবাকর ॥ (হঠাৎ রেগে) না আমি আর কাঁদতে পারবো না।

চিন্তা ॥ (ক্যামেরার বোতাম টেপে) Thank you। এবার কাকে মারবো?

অনিল ॥ এসো রতন আমরা এবার পরাশরকে ঘিরে দাঁড়াই।

(পরাশরের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়) আমাদের ছবিতে যেন পরাশরের খুনের বদ্‌লা নেবার দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

চিন্তা ॥ সেদিকে আপনাকে চিন্তা কোরতে হবে না। নিন দাঁড়ান ঠিক কোরে। (ক্যামেরায় চোখ রাখে) রতনবাবু আপনার মুখটা বড় ভিজে ভিজে লাগছে। কঠিন করুন। দাঁতে দাঁত চাপুন— তাহোলে চোয়ালটা শক্ত হবে।

রতন ॥ (চেষ্টা কোরেও চোখের জল আটকাতে পারে না) আমি পারছি না।

অনিল ॥ (রতনকে দেখে নিয়ে নিজেও কান্নার ভঙ্গিমায় দাঁড়ায়) আমারটা ঠিক আছে ?

চিন্তা ॥ (ক্যামেরা থেকে চোখ না তুলে) আপনাকে বলার কিছু নেই। দেখে মনে হয় আপনি এই ধরণের ছবি তুলতে অভ্যস্ত।

অনিল ॥ (সলজ্জ হেসে) হ্যাঁ, এই শ্রমিকদের নিয়ে আমি কি কম দিন নাড়া-চাড়া কোরছি। নাও তোলো—

চিন্তা ॥ Ready , Please Poze (রতন কাঁদে, দিবাকর কপাল চাপড়ায় আর অনিল ভীষণ কান্নার ভঙ্গিমায় দাঁড়ায়) কেউ নোড়বেন না (ক্যামেরার বোতাম টেপে) Thank you. এবার কাকে মারবো ?

অনিল ॥ এবার তোমাকে মারবো।

চিন্তা ॥ কেন, আবার আমি কিছু কোরলাম নাকি ?

অনিল ॥ করোনি, যদি করো। এক ঘণ্টার মধ্যে আমার ছবি চাই।

চিন্তা ॥ হাতে হাতে দিয়ে দেবো। (মাল গোছাতে সুরু করে)

অনিল ॥ রতন আমি এক্ষুণি Union Office থেকে আসছি। হেড অফিস থেকে আমাদের প্রধান নেতা ধরণী সাধূখাঁ আসছেন। আহা হা কি বক্তৃতা দেন। দেখো উনি এলাকা গরম কোরে দেবেন। একবার পরাশরের মরাটাকে মঞ্চে তুলতে পারি, তারপর আমাদের Union-কে পায় কে। আর দুটো Union-কে শুইয়ে দেব।

রতন ॥ অনিলবাবু—

দিবাকর ॥ (ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে) বাবু—

অনিল ॥ (কেঁদে ওঠে) কেঁদো না দিবু। তুমি দেখবে তোমার আর তোমার বাবার ছবি কি ভাবে সকলের ঘরে আমরা পৌঁছে দেবো। আমি এখুনি আসছি (চিন্তাকে) তুমি তাড়াতাড়ি এসো। টাকা দিয়ে ছবি নিয়ে আসবো। [প্রস্থান]

চিন্তা ॥ মড়ার ছবিতেও বাকী। শালা যম তোমাকে বাকী দেবে না। ঠিক টেনে নিয়ে যাবে ?

মাখন ॥ মশাই-এর পত্রিকার নাম—

চিন্তা ॥ চিন্তামণি বল্—বাবার নাম দুখ্যহরণ বল।

মাখন ॥ জিগ্যেস কোরছি পত্রিকার নাম।

চিন্তা ॥ পত্রিকা বোলে আমি কাউকে চিনি না। শালা মুরগী না আবার কেটে পড়ে। (ব্যাগ নিয়ে দ্রুত প্রস্থান)

[বিজয় ও প্যাণ্ডেলওয়ালা গদাধরের প্রবেশ। গদা খুব রোগা। পরনে ময়লা পাঞ্জাবী ও ধুতি। হাতে গোল টেপ। বয়েস চল্লিশের মধ্যে।]

বিজয় ॥ না না রতন, আর তোমাদের ভাবনার কিছু নেই। আমি

যখন পরাশরের ব্যাপারে হাত গলিয়েছি—তখন অন্য হাত গলালেই ধোরবো আর সে হাত ভাঙ্গবো। নাও—নাও গদাধর তুমি তোমার কাজ শুরু কর।

গদাধর ॥ আমাকে প্রথমে মড়াটাকে মাপতে হবে।

বিজয় ॥ (খিঁচিয়ে) মাপতে হবে তো—মাপো।

গদাধর ॥ (মাখনকে) এই যে মশাই, এই টেপের ডগাটা ধরুনতো। (মাখন ধরে) পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছ'ফুট। মড়ার মঞ্চ সাড়ে ছ'ফুট কোরলেই চোলবে। চওড়াটা ধরুন তিন ফুট। আচ্ছা বিজয়বাবু এ মড়ার মিটিংএ কতলোক হবে ?

মাখন ॥ আমি কি এটা ধোরেই থাকবো ?

গদাধর ॥ হ্যাঁ।

মাখন ॥ কতক্ষণ ?

গদাধর ॥ তা একটু সময় লাগবে !

দিবাকর ॥ (কান্না) না আমি আমার বাবাকে ছাড়বো না।

বিজয় ॥ (ব্যস্ততার সুরে) এইরে তোমার আবার কি হোলো দিবাকর ?

গদা ॥ উনি কি ভাবছেন ওর বাপ আমার তৈরী মাচা ভেঙ্গে আবার মোরবে ? আমরা এ রকম লড়বড়ে প্যাণ্ডেল করিনা। কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী, মাষ্টারদা থেকে সুরু কোরে সেদিনের ঋত্বিক ঘটক পর্য্যন্ত আমাদের মাচায় শুয়ে গেছে।

রতন ॥ না না দিবাকর আপনাকে সে কথা বোলতে চাইছে না

গদাধর ॥ চাইছে না মানে ? এখুনি চাইলো আবার—

বিজয় ॥ উঃ তুমি থামতো। সব ব্যাপারে কথা বলা অভ্যেস। ওর বাপটাও ঐ রকম ছিল। হ্যাঁ, রতন, দিবাকর কিছু বোলছিল ?

মাখন ॥ আনন্দবাবুকে বোলবেন আমি চলে গেছি। [প্রস্থান]

রতন ॥ হ্যাঁ। অনিলবাবু-আনন্দবাবু পৈ পৈ কোরে বোলে গেছেন—

দিবাকর ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) বোলে গেছে—'দিবা, এই নে টাকা। তোর বাপকে কারও হাতে ছাড়বি না। আমরা কি তোর পর?'

বিজয় ॥ (রেগে) উঃ ঐ ছুটো হোচ্ছে ছিনে জোঁক। কিছুতেই আমার পিছন ছাড়বে না দেখছি।

রতন ॥ সত্যি যা বোলেছেন।

বিজয় ॥ (রেগে) আচ্ছা রতন, তুমি থাকতে ঐ ছুটো মাল ঘরে ঢুকতে সাহস পায় কি কোরে? ইচ্ছে কোরছে ঐ ছুটোকে গুলি মেরে উড়িয়ে দিই।

রতন ॥ আমারও তাই মনে হয়।

বিজয় ॥ তুমি থামোঃ। (দিবাকরের কাছে গিয়ে) ওরা টাকা দিয়ে তোমার আপন হোয়ে গেলো দিবা? তোমার কাছে কি টাকাই সব? ঠিক আছে, ওরা কি ভেবেছে বিজয় দত্ত মোরে গেছে। এই নাও এই নাও টাকা (টাকা দেয়)। এর পর এই ঘরে যেন ওদের মুণ্ডও গোলতে না পারে।

গদাধর ॥ প্যাণ্ডেলের রং সাদা-লাল না সবুজ।

বিজয় ॥ (ভেবে) সাদা—শ্রাদ্ধ বাড়ীর, চোলবে না। লাল রং বাম্ বাম্ গন্ধ, ওটাও চোলবে না। সবুজ—সবুজ না; আমার চাই গেরুয়া।

গদা ॥ পাবেন না।

বিজয় ॥ কেন?

গদাধর ॥ দোকানে নেই। ছোপাতে হবে।

বিজয় ॥ (রেগে) তা ছোপাও—

গদাধর ॥ Advance চাই—

বিজয় ॥ (বিরক্তির সুরে) উঃ শালা যেন কাবলীওয়ালা। ঠিক আছে, চলো চলো দোকানে। টাকা তোমার মুখে ছুঁড়ে মারবো। দেখছো এখানে দুখ্যের ব্যাপার ঘটেছে অথচ…অথচ…, বাবা রতন, এ দুই শালা যেন ঢুকতে না পারে। (স্বগোতক্তি) পরাশরকে একবার মঞ্চে তুলতে পারি…(রতনকে) বুঝলে রতন, পরাশরের জন্যে খাট-বিছানা-ধুপ-ধুনো-ফুল-অগরু সেণ্ট সব ব্যবস্থা কোরেছি।

দিবাকর ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) বাবা, ওরা তোমাকে বাবুদের মত সাজিয়ে নিয়ে যাবে।

বিজয় ॥ তুমি বোললে তোমাকেও নিয়ে যেতে পারি।

দিবাকর ॥ না আমি খাটে চোড়ে যাবো না। ছোটবেলায় খাট থেকে পোড়ে যেতাম—, খাটে আমার ভয় করে। (কান্না)।

বিজয় ॥ (প্রাণপনে বুঝিয়ে ওর কান্না থামাবার চেষ্টা করে) না না তোমাকে খাটে কোরে নিয়ে যাবো কেন? না মানে আঃ কেঁদো না দিবাকর। নাঃ রতন তুমি দিবাকে একটু বুঝিয়ে দাওতো—আমি ওকে কি বোলতে চাইছি। আমি এখুনি আসছি। (গদার কাছে) আঃ তাড়াতাড়ি এসো না।

(দুজনের প্রস্থান)

[আনন্দের প্রবেশ। হাতে খবরের কাগজ। মুখে খুশীর বন্যা]

আনন্দ ॥ (ছুটতে ছুটতে প্রবেশ) দিবাকর— রতন, আজকের

কাগজে পরাশর আর তোমাদের নিয়ে কি না লেখা হোয়ে বেরুবে। সন্ধ্যের কাগজে দেখো•ও। যাক আমরা পরাশরকে নিতে এসেছি। রতন তোমরা আশ্চর্য্য হোয়ে যাবে আমাদের মঞ্চের সাজানো দেখে। শুধু ফুল আর ফুল। পরাশরকে যে খাটে নিয়ে যাবো তার রং সাদা যে ফুল ওকে দেবো তাও সাদা। এমনকি····, না থাক ; পরাশরকে নিয়ে যাই ?

রতন ॥ দিবাকর নিয়ে যাবে ?

দিবাকর ॥ নিয়ে যখন যেতেই হবে তখন দেরী কোরে কি লাভ।

আনন্দ ॥ দাঁড়াও আমি বাইরের মিছিল থেকে চারজন লোক নিয়ে আসছি [দ্রুত প্রস্থান]।

[বাইরে মিছিলের আওয়াজ, ফটো হাতে অনিলের প্রবেশ]

অনিল ॥ এই দ্যাখো—দ্যাখো তোমাদের ছবি। কি মুখ উঠেছে পরাশরের, যেন ঘুমচ্ছে। সৌম্য—শান্ত ভাব। এই দ্যাখো দিবাকর তোমার ছবি। যে কোনো ফিল্মের নায়কের সঙ্গে তুলনা কোরতে পারো। আরো অনেক ছবি আছে সব পরে দেখাব। ও হ্যাঁ, পরাশরকে নিয়ে যেতে এসেছি।

রতন ॥ আনন্দ বাবুও তো লোক আনতে গেলেন।

অনিল ॥ উঃ, আমি এখুনি বাইরের থেকে চারজন লোক নিয়ে আসছি [দ্রুত প্রস্থান] [সোৎসাহে বিজয়ের প্রবেশ]

বিজয় ॥ (আনন্দের সঙ্গে) হোয়ে গেছে—হোয়ে গেছে। আমাদের প্যাণ্ডেল তৈরী হোয়ে গেছে। পরাশরের মঞ্চটাই দেখার মত হোয়েছে। নিতে এলাম পরাশরকে।

রতন ॥ আনন্দবাবু-অনিলবাবুও এসেছিলেম। লোক আনতে বাইরে গেছেন

বিজয় ॥ তাই নাকি ? তাই বাইরে এতো ভীড় দেখলাম। তার আগেই আমাকে কাজ শেষ কোরতে হবে। রতন, এই ঘরের সামনের দরজা ছাড়া অন্য কোনো বেরুবার দরজা আছে ?

রতন ॥ হ্যাঁ আছে।

বিজয় ॥ গুড্। আমার লোকের দরকার নেই। রতন তুমি পরাশরের পায়ের দিকটা ধরতো— আমি ধোরছি মাথার দিকটা।

রতন ॥ আমি বড় ক্লান্ত। আমার মনটা একেবার ভেঙ্গে গেছে বিজয়দা।

বিজয় ॥ (রেগে) ঠিক আছে কাউকে ধোরতে হবে না। আমি একাই নিতে পারবো। (তুলতে গিয়ে পরাশরের দেহের ভারে ওর ঘার বেঁকে যায়। তবুও চেষ্টা কোরে চলে।)

[আনন্দর প্রবেশ]

আনন্দ ॥ (বাইরে থেকে বোলতে বোলতে প্রবেশ) আসুন— আসুন আপনারা। (বিজয়কে দেখে) আমি যা ভেবেছি তাই আমার আসার আগেই ভাগাড়ের শকুন ঢুকে পোড়েছে। ওকে ধোরবেন না বিজয়বাবু।

বিজয় ॥ (তোলবার চেষ্টা কোরতে কোরতে) কেন, পরাশর কি আপনার বাড়ীর চাকর ?

আনন্দ ॥ আমাদের পার্টির সারাক্ষণের কর্মী।

বিজয় ॥ দু দিনের পার্টি' তার আবার কর্মী (তোলার চেষ্টা করে)।

আনন্দ ॥ খুব সাবধান, আমাদের পার্টি'র কর্মীর গায়ে হাত দেবেন না। (বিজয়ের কাঁধের তলা দিয়ে দু-হাতের নীচ দিয়ে দু-হাত ঢুকিয়ে টানতে শুরু করে বিজয়কে)

বিজয় ॥ না আমি ছাড়বো না।

আনন্দ ॥ ছাড়ুন—

বিজয় ॥ না। তুমি আমায় ছাড়ো।

আনন্দ ॥ না ছাড়বো না।

বিজয় ॥ আঃ ছাড় আমাকে ? (হঠাৎ হেসে ফেলে) আঃ কি হোচ্ছে কি—ছাড়, শুড়্‌শুড়ি লাগছে যে— [অনিলের ছুটে প্রবেশ]

অনিল ॥ একি, আমার মুখের গ্রাস কাড়বার চেষ্টা চোলছে।

রতন ॥ অনিলবাবু আপনাদের কর্মীকে বাঁচান—

অনিল ॥ আমরা শ্রমজিবী মানুষের মুক্তির দিসারী। দেখি কোন শালা আমাদের পার্টির কর্মীকে নিয়ে যেতে পারে। (ওর একটা পা ধরে) রতন তুমি পরাশরের অন্য ঠ্যাংটা ধরতো।

রতন ॥ আমার বন্ধুকে বাঁচাতে ধোরতেই হবে। (অন্য পা'টা ধরে)

দিবাকর ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) ও রতনকাকা বাবাকে বাঁচাও—

বিজয় ॥ আমি নিয়ে যাবই (তোলার চেষ্টা করে)

আনন্দ ॥ (বিজয়কে টেনে চলে) আমি বেঁচে থাকতে তা হোতে দেবো না।

বিজয় ॥ (খানিক টানাটানির পর) কথা আছে—

আনন্দ+অনিল ॥ কী।

বিজয় ॥ দেখুন আমরা নিজেদের মধ্যে চীৎকার চেঁচামিচি কোরলে সময়ই নষ্ট হবে। কাজের কাজ কিছু হবে না।

আনন্দ ॥ তা আপনি কী জ্ঞান দিতে চান—দিন, আমরা শুনি।

অনিল ॥ উনি আবার কি জ্ঞান দেবেন ? দিলেই বা নিচ্ছে কে ? নিলেও সেই মত কাজ কোরবে কে ?

বিজয় ॥ আরে মশাই আগে আমার কথাটা শুনুন, তারপর

আমাদের যা করার কোরবেন।

আনন্দ+অনিল ॥ বেশ বলুন শুনি।

বিজয় ॥ একটু নিভৃতে আলোচনা কোরতে হবে। (অনিচ্ছা সত্বেও ওরা ঘরের কোণায় আসে) দেখুন, আমার মনে হয় এই একটা মড়া নিয়ে মারামারি কোরে কোনো লাভ হবে না।

অনিল ॥ তা এখন তিনটে মড়া পাচ্ছি কোথায় ?

বিজয় ॥ সেই কথাতেই আসছি। আমরা তিনটে দলই সভার আয়োজন কোরেছি ?

অনিল+আনন্দ ॥ হ্যাঁ কোরেছি।

বিজয় ॥ আমরা তিনটে দলই এই মরাটাকে চাইছি ?

অনিল+আনন্দ ॥ হ্যাঁ চাইছি।

বিজয় ॥ ঐ মড়াকে সভায় নিয়ে যেতে না পারলে কর্মীরা আমাদের ঝাড়্ দেবে ?

অনিল+আনন্দ ॥ ঝাড় দেবে মানে সাংঘাতিক ঝাড়্ দেবে।

বিজয় ॥ তা হোলে আমার কথাটা ভালো কোরে শুনুন। বিপুল আর তার ইউনিয়নের কর্মীদের তাড়াতে আমরা এই তিনটে দলই এক ছিলাম ?

অনিল ॥ ছিলাম।

আনন্দ ॥ আমি ছিলাম কিন্তু তখন আমার দল তৈরী হয়নি।

বিজয় ॥ ঐ হোলো। সুতরাং আসুন আমরা ঐ মরাটাকে তিন ভাগ করি। ভাগ করা দেহটাকে কাপড়ে মুড়ে সভায় নিয়ে যাই। তারপর আপোষে আমরা আমাদের নিজেদের দলগুলো সম্বন্ধে প্রাণ ভোরে গালাগাল্ দিই। যা আমরা সচরাচর কোরে

থাকি। তাতে আমরা আমাদের কর্মীদের বোঝাতে পারবো যে—

অনিল ॥ তারা আমাদের কথায় বুঝবে ?

বিজয় ॥ বুঝবে না মানে ? চিরকাল গরু-ভ্যাড়ার মত বুঝে এসেছে আজ বুঝবে না কেন। গলা কাঁপিয়ে বোঝাবার মত কোরে বোলতে হবে। যে দেশে গলা কাঁপিয়ে কথা বোলে পদ্মশ্রী পায় —সে দেশে ···

আনন্দ ॥ মন্দ প্রস্তাব নয়।

অনিল ॥ তাহলে দেরী কোরে লাভ কি। চলুন মরাটাকে ছিঁড়ি গিয়ে।

আনন্দ ॥ তাই চলুন। (পরাশরের কাছে গিয়ে) আমি কিন্তু পরাশরের মাথা নেব।

বিজয় ॥ তা কেন।

অনিল ॥ আমি তাহোলে ওর দেহটা নেব।

বিজয় ॥ বাঃ এ তো বেশ মজার ব্যাপার। মূল প্রস্তাবটি যখন আমি দিয়েছি তখন আমার প্রাপ্যটাও প্রথম।

আনন্দ ॥ আমি আপনার কথা মানতে পারলাম না।

অনিল ॥ আমিও না।

বিজয় ॥ (রেগে) আপনারা তো মশাই ভীষণ ঠ্যাটা। বোদার মত কোনো কথাই আপনারা কানে তুলতে চান না।

আনন্দ ॥ (রেগে) আপনি মশাই মুখ খারাপ কোরবেন না।

অনিল ॥ মুখ খারাপ শুনলেই আমার হাত পা চলতে শুরু কোরবে।

বিজয় ॥ হ্যাঁ মুখ খারাপ কোরবো।

আনন্দ ॥ (রেগে এবং তেড়ে এসে) মেরে ঐ মুখ বন্ধ কোরে দেবো।

অনিল ॥ (রেগে) আমি এখুনি মারবো কিন্তু।

বিজয় ॥ (ভয় পেয়ে) ঠিক আছে, আপনারা আপনাদের পছন্দমত মড়ার ভাগ নেওয়ার পর বাকীটা আমি নেবো।

আনন্দ ॥ তাই হোক (ঘুরে মরা নিতে গিয়ে দেখে মড়া বোসে আছে) একি মরা উঠে বোসেছে।

অনিল ॥ একি পরাশর তুমি মোরেও উঠে বোসেছ কেন ?

পরাশর ॥ মোরতে ভালো লাগলো না তাই।

বিজয় ॥ একি তুমি ন্যাকামো পেয়েছো যে তোমার ইচ্ছেমত তুমি মোরবে আবার ইচ্ছেমত উঠে বসবে ?

পরাশর ॥ বাবু মোরতে মোরতে আমি ভাবছিলাম—

আনন্দ ॥ কী কী ভাবছিলে পরাশর ?

পরাশর ॥ ভাবছিলাম আপনারা কি রকম মজাসে বেঁচে থাকবেন আর আমি শালা মোরবো, তা কি কোরে হয় ?

অনিল ॥ ও সব পেঁয়াজী ছাড়ো। তোমার ঐ মড়াকে ঘিরে আমাদের কত আয়োজন কোরতে হোয়েছে জান ?

আনন্দ ॥ হাজার হাজার টাকা খরচ হোয়ে গেছে—

বিজয় ॥ লাখ লাখ পোষ্টার ফেষ্টুন হাতে পার্টি'র কর্মীরা মাঠে দাঁড়িয়ে আছে, আর এখন তুমি কিনা—

পরাশর ॥ না আমি মোরবো না।

আনন্দ ॥ তোমার ঘাড় মোরবে

বিজয় ॥ বাবা পরাশর, তুমি কেন বুঝতে পারছ না তোমার মোরে যাওয়াটা আমাদের পার্টি গোড়ে তোলার হাতিয়ার। তোমার মত শ্রমিকের মৃত্যুতে হাজার হাজার শ্রমিক লড়াই করার শক্তি পাবে।

আনন্দ ॥ এমনিতেই তো ধুঁকে ধুঁকে মোরছিলিস।

অনিল ॥ আচম্‌কা বেঁচে উঠে আমাদের সব plan ভেস্তে দিস না পরাশর।

[সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার ব্যস্ত হোয়ে ঢোকে]

মাখন ॥ আমরা আর কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবো? মিটিং শুরু কোরবেন কখন? (হঠাৎ পরাশরকে বোসে থাকতে দেখে) একি মড়া উঠে বোসেছে? (খাতা পেন্সিল বার কোরতে কোরতে) Interesting subject. কাগজের Head-line হবে। (পরাশরের পাশে দাঁড়িয়ে) এই যে মড়া তুমি আবার বেঁচে উঠলে কেন?

পরাশর ॥ আমার ইচ্ছে।

মাখন ॥ (লিখে নেয়)) ইচ্ছেটা হোলো কেন?

পরাশর ॥ বোলবো না।

মাখন ॥ (লিখে নেয়)

চিন্তা ॥ (মাখনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে) আপনি কাটুন তো মশাই। জীবন ভোর কেওড়াতলা-নিমতলা ঘুরে ছবি তুলেছি। শালা মড়া আবার জ্যান্ত হোয়ে উঠে বসে এ আমি বাপের জন্মে দেখিনি। মরা smile please.

রতন ॥ (রেগে) কী শুরু কোরলেন আপনারা। কোথায় একটা মানুষ বেঁচে ওঠায় আপনারা আনন্দ কোরবেন, তা না কোরে…

বিজয়॥ আনন্দ কোরব? কর্মীরা মেরে পিঠের ছাল তুলে নেবে জেনেও আনন্দ কোরবো?

আনন্দ॥ অত কথা কিসের। ও যদি মোরতে না চায় আমরা ওকে পিটিয়ে মেরে—ভাগাভাগি কোরে নিয়ে যাবো ব্যাস। (নেপথ্য লক্ষ্য কোরে) যুব কর্মীরা, তোমরা পতাকার ডাণ্ডা গুলো নিয়ে ভিতরে চলে এসো।

দিবাকর॥ বাবা কি বোলেছিলাম। এবার বাবুদের দেখে চেনো। বিপুল বাবুকে মেরে তাড়াও।

মাখন॥ (উৎসাহের সঙ্গে) ওকে আবার মারবেন? উঃ জমে যাবে লেখা।

চিন্তা॥ অপূর্ব হবে। ও মরে পড়ার মুখেই ছবি তুলে নেবো।

পরাশর॥ বাবু আমরা তোমাদের পার্টি তৈরীর ঘুঁটি?

অনিল॥ অত বড় বড় কথা বোলতে হবে না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়।

আনন্দ॥ কি হোলো বন্ধুগণ তোমরা আসছো না কেন?

[নেপথ্যে চীৎকার চেঁচামিচি]

রতন॥ একটু অপেক্ষা করুন বাবু। আপনাদের তিনটে মিছিলই যা তে পরাশরের মড়া পায় আমি তার ব্যবস্থা কোরে দিচ্ছি।

বিজয়॥ (উৎসাহের সঙ্গে) এই তো ইউনিয়নের সভ্যর যোগ্য কথা। রতন যা কোরবার তাড়াতাড়ি কর।

রতন॥ পরাশর—

পরাশর॥ জানি। দিবাকর

দিবাকর॥ মারবার ওষুধটা নিয়ে আসবো?

পরাশর॥ হ্যাঁ। রতন তুইও যা—

বিজয় ॥ তাড়াতাড়ি কর রতন। পা চালিয়ে মারবার ওষুধটা নিয়ে আয়না বাবা। (দু জনে তাড়াতাড়ি ভিতরে যায়)

আনন্দ ॥ শ্রমিক সংগ্রামের ইতিহাসে তোর এই ত্যাগের কথা চিরকাল লেখা থাকবে পরাশর।

পরাশর ॥ লিখবেন তো আপনারাই। আপনাদের কথাই লিখে রাখবেন তাতেই আমরা খুশী হব।

[প্রবেশ করে রতন আর দিবাকর হাতে তিনটে ডাণ্ডা]

পরাশর ॥ দে—(রতন ডাণ্ডা দেয়) দিবাকর যে টাকা গুলো বাবুরা দিয়েছেন সব আমার মত না খাওয়া শ্রমিকদের মধ্যে দিয়ে দিস।

অনিল ॥ উঃ তোরা বড্ড বেশী কথা বলিস। Talk less work more.

পরাশর ॥ রতন— দিবাকর—

রতন ॥ আমরা তৈরী।

পরাশর ॥ (চিৎকার কোরে) মার শালা ঐ বাবুগুলোর মাথায়

[ডাণ্ডা তোলে]

অনিল ॥ (হাত দিয়ে মাথা ঢেকে) ডাণ্ডা তুলো না পরাশর।

আনন্দ ॥ ওতে পাপ হয়।

বিজয় ॥ আমরা অহিংস নীতিতে বিশ্বাস করি। গান্ধিজী বোলেছেন—

পরাশর ॥ (রতন ও দিবাকর একসঙ্গে চেঁচায়) মারো শালাদের—

আনন্দ—বিজয়—অনিল—মাখন—চিন্তা একসঙ্গে—"বাবারে" চিৎকার কোরে দৌড়ে পালাবার ভঙ্গিমায় freeze হোয়ে যায়। পরাশর ও দিবাকর ডাণ্ডা তুলেই থাকে। রতন সামনে এগিয়ে এসে]

রতন ॥ (সূত্রধার) হাতে নিয়েছি ডাণ্ডা —এবার সবাই হবে ঠাণ্ডা।

পোড়ে বাবুদের পাল্লায়—আমরা গিয়েছি গোল্লায়।

এই ডাণ্ডা এক রত্তি—আর আমরা কয়েছি সত্যি,

এই ডাণ্ডা ঘুরিয়ে মারবই —একদিন আমরা জিতবই।

আমরা তাড়া কোরলেই— বাবুরা কেটে পোড়বেই।

[মূকাভিনয়ে তাড়া করে। সবাই একই জায়গায় দৌড়বার ভঙ্গিমায় দ্রুত ছুটে চলে। ধীরে ধীরে ঘর অন্ধকার হোয়ে যায়]

—যবনিকা—

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নকল যুদ্ধ

চরিত্র লিপি

অফিসার, রীটস, গীবস্‌, টীময়,
জোহান্স, পুলিৎস্‌, 'সোৎজু।

'নকল যুদ্ধ' নাটকের শিল্পী পরিচিতি—মঞ্চেঃ অফিসার ॥ সৌমেন ঘোষ, রীটস্‌ ॥ শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, টীময় ॥ অসিত ভট্টাচার্য্য, জোহান্স ॥ অশোক মুখার্জী/সুখময় পাল, গীবস্‌ ॥ শক্তি ভট্টাচার্য্য, পোলিৎস্‌ ॥ লক্ষ্মী পাল/লক্ষ্মী ঘোষাল, সোৎজু ॥ শক্তি মুখার্জী/দেবাশীষ বসু। নেপথ্যে ঃ নির্দেশনা ॥ সৌমেন ঘোষ, সঙ্গীত ॥ শৈলেন ভট্টাচার্য্য, আলো ॥ সরোজ ঘোষ/দিলীপ দাস, প্রযোজনা॥ শিল্পীলোক, ভাটপাড়া, ২৪-পরগণা।

[প্রথমে সৈন্যদের মার্চিং আওয়াজ। পরে যুদ্ধের বাজনা। তারপর মেসিনগানের আওয়াজ। কাতর আর্তনাদ, শাসকের অট্টহাসি, আস্তে আস্তে পর্দা খোলে। একজন অফিসার ও একজন সৈন্য তিনজন কয়েদিকে আনিয়া ফেলিয়া দেয়। কয়েদিদের গায়ে কয়েদির জামা, পরনে সাধারণ প্যাণ্ট। সৈন্যটি বেয়নেট চার্জ করার মতো এগিয়ে আসে।]

রীটস্‌ ॥ তোমাদের যে জামা দেওয়া হয়েছিল তা তোমরা পরনি কেন ?

অফিসার ॥ তোমরা ফুয়েরারকে অপমান করছ তা তোমরা জান !

টিময় ॥ হিটলার নিজেকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে মনে করে। কিন্তু আমরা মনে করি হিটলার বিশ্বের সবচেয়ে কুৎসিত, হিংস্র, এবং নিষ্ঠুরতম সরীসৃপ।

রীটস্‌ ॥ আমরা কতক্ষণ ফুয়েরার নিন্দা সহ্য করব অফিসার ?

অফিসার ॥ আজকের রাতটা তার অন্ধকার নিয়ে মিলিয়ে যাবার আগেই আমাদের কাজ শেষ করতে হবে রীটস্।

রীটস্ ॥ কিন্তু অফিসার, ওরা এখন পর্য্যন্ত আমাদের সৈনিকের পোষাক পরেনি।

অফিসার ॥ ওদের পরতে বাধ্য করান হবে।

রীটস্ ॥ ওদের একজনকে এই বন্দুকের গুলিতে—

অফিসার ॥ বন্দুকের নয় ব্যবহার হবে শুধু বেয়নেটের। চাবুকের জোরে ওদের কাজ করতে বাধ্য করান হবে। কোন শব্দ করা চলবে না। এই আদেশ।

রীটস্ ॥ চাবুকে যদি কাজ না হয় অফিসার!

অফিসার ॥ সময় দেওয়া হবে। তারপর চার্জ করা হবে বেয়নেট। রীটস্ কাজ শুরু কর।

রীটস্ ॥ ফুয়েরারের নির্দেশ তোমরা নিজেদের পোষাক ছেড়ে সৈন্য-দের পোষাক পর।

জোহান্স ॥ আমরা এ নির্দেশ মানব না, কারণ হিটলার ফ্যাসিষ্ট সরকারের একনায়ক।

অফিসার ॥ আমরা জানি তোমার নাম। তোমার ছবি ও আমরা দেখেছি খবরের কাগজের পাতায়। তুমি জোহান্স। তুমি কমিউনিষ্ট।

জোহান্স ॥ আমাকে তোমরা কমিউনিষ্ট বলে চিনে নিতে পেরেছ বলে আমি সত্যই আনন্দিত। আমি প্রতিবাদ করে যেতে চাই একজন সাধারণ কমিউনিষ্ট হিসাবে। আমি মরতে চাই একজন সাধারণ মানুষের বন্ধু হিসাবে।

অফিসার ॥ মরার সুযোগ তুমি পাবে যদি সৈনিকের পোষাক পরতে অনিচ্ছা প্রকাশ কর।

জোহান্স ॥ তা হলে তোমাদের কথাই সত্য হোক! আমি যেন কোন সময়েই তোমাদের দেওয়া ঐ পোষাক না পরি।

টীময় ॥ যে হিটলার একদিন আমার সম্পাদিত কাগজে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছে আজ তাকে আর আমার সম্পাদকীয়তে ঘৃণ্য নরকের কীট হিসাবে কেন চিহ্নিত করা হচ্ছে তা কি তোমরা বুঝতে পার না বন্ধুগণ।

রীটস্ ॥ টীময়! তোমরা আজ নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে জার্মানীকে ঘৃণা করতে শেখাচ্ছ। আমরা বেশ ভালভাবেই জানি হিটলার সারা পৃথিবীর কাছে আমাদের সম্মান বৃদ্ধি করতে চাইছেন।

টীময় ॥ আমি টিময়। আমি সংবাদ-পত্রের সম্পাদক। আমি তোমাদের সুস্থ পথ এতদিন দেখিয়ে এসেছি। আমি বলছি হিটলার অত্যাচারী। হিটলার ফ্যাসিস্ত, হিটলার নিজেকে একনায়ক করে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে।

অফিসার ॥ রীটস্ চাবুক।

[অফিসার সৈন্যটিকে চাবুক দেয়, সৈন্যটি টীময়কে চাবুক মারতে থাকে]

রীটস্ ॥ হিটলারের আদেশ, রাজার আদেশ, হিটলারের আদেশ দেশের সর্বাধিনায়কের আদেশ, হিটলারের আদেশ ভগবানের আদেশ।

গীবস্ ॥ তোমরা টীময়ের মত একজন গণ্যমান্য বৃদ্ধকে মুক্তি দাও। তার পরিবর্তে আমার মত যুবককে মৃত্যুদণ্ড দাও।

অফিসার ॥ দেড় বছর ধরে আর্মস ফ্যাক্টারীতে উৎপাদন বন্ধের কারণ গীবস্, শ্রমিক বিক্ষোভে জার্মান সৈন্যের মৃত্যু তার কারণ গীবস্। নগরে শ্রমিকদের মিছিল, ফুয়েরারের বিরুদ্ধে ঘৃণা আর অসন্তোষের কারনও গীবস্।

গীবস্॥ আজও যদি তোমাদের হাত থেকে মুক্তি পাই তাহলে ঐ মুখোশধারী হিটলারের গায়ে এই ভাবে থুতু ছিটিয়ে দেবো।

[গীবস্ থুতু ফেলে]

অফিসার ॥ [রীটসে্র হাত থেকে চাবুক নিয়ে) আর যেহেতু আমাদের পিতা সর্বশক্তিমান ফুয়েরারকে তুমি অবজ্ঞা করলে সেই হেতু তোমাকে আমরা এইভাবে চাবুক মারব—এইভাবে—এইভাবে।

জোহান্স ॥ অফিসার !

রীটস্॥ তুমি আমাকে ধমকাচ্ছ বলে মনে হচ্ছে !

জোহান্স ॥ মরতে আমরা ভয় পাই না বলেই তোমাদের ভগবান ফুয়েরারের কাজের, তোমাদের কাজের প্রতিবাদ করছি।

টীময় ॥ যত তাড়াতাড়ি তোমরা আমাদের হত্যা করবে তত তাড়াতাড়ি আমাদের শুভ সময় এসেছে বলে আমরা মনে করব।

গীবস্ ॥ আমরা মনে করব একটা বন্য শুয়োরের খাঁচায় আমাদের ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলাফল সেই মতই হয়েছে।

অফিসার ॥ তোমরা জামা পরবে কিনা বল।

গীবস্ ॥ এটা যদি হিটলারের সৈন্যদলের না হত তাহলে আমরা পরতাম।

রীটস্ ॥ অফিসার আমাকে তিনটে গুলি খরচ করার অধিকার দিন।

অফিসার ॥ you swine, hold your tongue! তোমাকে প্রথম থেকে আমি লক্ষ্য করছি। তুমি আমাকে শুধু বোকা-বানাবার চেষ্টা করছো না, তুমি চেষ্টা করছ আমাদের দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের শেষ করে দেশকে সম্পদ শূন্য করতে।

রীটস্ ॥ স্যার, আপনি তো আমাকে—

অফিসার ॥ তুমি আমার হাতের চাবুকটা দেখতে পাচ্ছ না বোধ হয়।

রীটস্ ॥ আমি চুপ করে থাকব, স্যার।

অফিসার ॥ Clear out, I say!

রীটস্ ॥ স্যার!

অফিসার ॥ Obey my order!

রীটস্ ॥ আপনার কথা আমি তো—!

অফিসার ॥ তোমাকে বলছি, তুমি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমি না ডাকা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবে। Get out—Get out at once!

[রীটস্ স্যালুট করে বাইরে যায়]

আপনারা সকলেই সম্মান পাবার যোগ্য। তবু এই সমস্ত সৈনিকদের সামনে আমি আপনাদের যোগ্য সমাদর করতে পারি না।

জোহান্স ॥ কেন, এতদিন কয়েদখানায় আমরা তো যোগ্য সমাদরই পেয়ে এসেছি।

অফিসার ॥ নিশ্চয়ই এ অভিযোগ আপনারা করতে পারেন!

টীময় ॥ আপনি কি বলছেন যে আমাদের অভিযোগ আপনি শুনছেন!

অফিসার ॥ দেখুন ফুয়েরার শাসন বিভাগের দায়িত্ব নেওয়ার পর আমাদের খাওয়া পরার কষ্ট দূর করতে পেরেছেন এটা আপনারা স্বীকার করেন তো!

জোহান্স ॥ এ কথা স্বীকার করার সংগে আর একটা কথা বলার আছে।

অফিসার ॥ তাহলে এ কথা স্বীকার করছেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফুয়েরার মহান হিটলার আমাদের বেকারত্ব দূর করেছেন।—

জোহান্স ॥ কিন্তু সেই সংগে—।

অফিসার ॥ এবং দেশের উৎপাদন বাড়িয়েছেন।

জোহান্স ॥ কেবল মাত্র সমরাস্ত্রের উৎপাদন—।

অফিসার ॥ সেই সংগে আমাদের দৈনন্দিন দুঃখ কষ্ট অনেক লাঘব করেছেন।

জোহান্স ॥ ধোপার ঘরে পোষা গাধাকে যেমন কাজের বিনিময়ে দুটো খেতে দেওয়া হয়।

অফিসার ॥ আপনার কথাটা খুবই বাঁকা। তবু বলুন, আমি শুনতে চাই।

জোহান্স ॥ মানুষকে ধোপার গাধা করে রাখা হয়েছে। দুটো খেতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের বাক্‌স্বাধীনতা, ট্রেড ইউনিয়ন করার স্বাধীনতা, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, এমন কি দুটো সত্যি কথা ভাবার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়ছে।

অফিসার ॥ আপনি কমিউনিষ্ট নেতা। আপনাদের স্বভাব অনুযায়ী ভালকে ভাল বলার মনোভাব শেষ হয়েছে। সুতরাং আপনার কথা—

টীময় ॥ আমি সংবাদ-পত্রের সম্পাদক। আমার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তা কি আমি ভুলতে পারব,—অফিসার।

অফিসার ॥ সংবাদ-পত্র যদি দেশদ্রোহীর ভূমিকা নেয়, তাহলে মহান হিটলার তাকে সহ্য করেন কি করে। After all ফুয়েরার দেশের ভাল চান।

টীময় ॥ ইহুদীদের ওপর জার্মানদের রাগের কথা অস্বীকার করিনা। কারণ আমি নিজে জার্মান। তাই বলে তাদের জাতিকে শেষ করার পরিকল্পনাও কি মহান বলতে হবে।

অফিসার ॥ যারা আনুগত্য স্বীকার করেছে তারা সসম্মানে দেশের মধ্যে বাস করছে এবং যোগ্য মর্য্যাদা পাচ্ছে।

টীময় ॥ সেটা যে মিথ্যা কথা তার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে প্রমান সহ আমি কাগজে পর পর তিনটে প্রবন্ধ উল্লেখ করেছিলাম।

অফিসার ॥ ফুয়েরার আপনাকে ক্ষমা করতে চেয়েছিলেন।

টীময় ॥ প্রবন্ধের দৃষ্টান্তগুলো মিথ্যে গাঁজাখুরী, সেটা কাগজে ছাপিয়ে ভুল স্বীকার করলে তিনি ক্ষমা করবেন বলেছিলেন।

অফিসার ॥ আপনার গোয়ার্তুমী আপনাকে দুর্ভোগের ভাগী হতে বাধ্য করেছে।

গীবস্ ॥ আমি নিজে ইহুদী। অত্যন্ত দরিদ্র ইহুদী। একজন সাধারণ শ্রমিক হিসাবে শ্রমিক ইউনিয়ন করে নিজেদের ভালমন্দ দেখবার দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে আমাদের।

অফিসার ॥ তুমি নিজেকে নেতা তৈরী করে নিজেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ইহুদী জাতিকে সাহায্য করবে বলে দেশের উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছিলে।

গীবস্ ॥ আমি কোন অভিযোগ করতে চাই না।

অফিসার ॥ কারণ !

গীবস্ ॥ কারণ আমি জানি, তুর্জনের ছলের অভাব হয় না।

অফিসার ॥ তুমি অনেক কিছুই জান্। শুধু জাননা দেশকে ভালবাসতে দেশের দারিদ্র্য দূর করতে, আর দেশের—

গীবস্ ॥ দেশের ভালবাসা ব্যাপারটাকে আপনারা কিনে রেখেছেন তো !

অফিসার ॥ আমি আপনাদের অপমান করব বলে এখানে আসিনি।

টীময় ॥ বড্ড ভাল কথা শোনালেন নির্বাচিত অফিসার।

অফিসার ॥ আমি জানি, আপনারা আমাকে শুওরের বাচ্চা বলেন। তবে আমি রাগ করছিনা।

জোহান্স ॥ নিজের সম্বন্ধে কি মারাত্মক ধারনাই না করে রেখে দিয়েছেন।

অফিসার ॥ আপনারা যে প্রত্যেকে মিথ্যা বলছেন এবং আপনারা যে দেশকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছিলেন তার প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে তা জানেন !

জোহান্স ॥ মিথ্যেকথার ঠাস বুনুনীতে আর কি প্রয়োজন আছে !

টীময় ॥ আপনারা আমাদের হত্যা করে শোধ তুলুন।

গীবস্ ॥ হিটলারের কাছে মানুষের জীবন যে কত তুচ্ছ তা তো আপনারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন।

অফিসার ॥ বেশ আপনাদের কাছে যদি সত্য প্রমাণ পেশ করতে পারি, তাহলে আপনারা অন্ততঃ একদিনের জন্যেও দেশ সেবার ব্রত গ্রহণ করতে সম্মত আছেন।

টীময় ॥ আমরা মিথ্যে বলছি এ প্রমাণ যদি দিতে পারেন, সারা জীবন আমরা হিটলারের দাসত্ব করব।

গীবস্ ॥ ওরা অনেক কিছু সাজিয়ে বলতে পারে।

অফিসার ॥ তা পারি, তবে আপনাদের আত্মীয় বন্ধুরা ছাড়া অন্য কেউ এ প্রমাণ দিতে আসবে না।

জোহান্স ॥ তার মানে?

অফিসার ॥ মানে অত্যন্ত পরিচিত জন ছাড়া এবং আপনাদের সহকর্মী বন্ধু ছাড়া কেউ প্রমাণ দিতে এলে আপনাদের কথা ফিরিয়ে নেবেন। আমি মহামান্য জোহান্স এবং গীবস্‌কে একটু পাশের ঘরে যেতে অনুরোধ করছি।

টীময় ॥ কেন। ওরা—

অফিসার ॥ প্রত্যেকের বিশ্বাসঘাতকতা অপরের কাছে গোপন থাক। আপনারা কি—

[জোহান্স ও গীবস্ পাশের ঘরে যায়]

সম্পাদক টীময়র আপনার প্রেসের সাব এডিটর বৃদ্ধ-পুলিংকে মনে আছে?

টীময় ॥ সেই তো সব। তবে সে নিরুদ্দেশ হয়েছে আমরা জানি।

অফিসার ॥ রীটস্, পুলিংসকে পাঠিয়ে দাও। আশাকরি একথা বলবেন না যে আমি ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মডেল তৈরী করে আপনাকে ব্লাকমেইল করবার চেষ্টা করছি।

টীময় ॥ আমি পুলিংসের সঙ্গে আগে কথা বলি।

অফিসার ॥ অহেতুক ঐ উদ্ধত সৈনিকের চাবুকের আঘাতে আপনাদের ক্ষত বিক্ষত করার ইচ্ছে আমাদের নেই। সুতরাং—

[বৃদ্ধ পুলিংসের প্রবেশ]

পুলিংস্ ॥ আমাকে ডেকেছেন অফিসার?

অফিসার ॥ তোমার প্রভু সম্পাদক টীময়র তোমার সঙ্গে কথা বলবে বলে অনুরোধ জানিয়েছেন।

টীময় ॥ পুলিৎস্, একজন কয়েদি অত্যাচারে জর্জরিত, এক নির্ভীক সাংবাদিক। তোমার কাছে কিছু সত্য কথা শুনতে আগ্রহী।

অফিসার ॥ সকলের আগে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ, আপনাদের কথাবার্তার মধ্যে আমাকে থাকতে বাধ্য হতে হচ্ছে।

টীময় ॥ ফুয়েরারের শাসনে এর চেয়ে বেশী কিছু আমরা আশা করি না।

অফিসার ॥ আমাকে ক্ষমা করলেন জেনে, আমি আনন্দিত। পুলিৎস্ তোমরা অনায়াসে কথা বলতে পার।

পুলিৎস্ ॥ কর্তা, আপনি আদেশ করুন। আপনার ঋণ আমি জীবনেও শোধ করতে পারব না আমি জানি।

টীময় ॥ পুলিৎস্, তুমি জাতে ইহুদী তাই না?

পুলিৎস্ ॥ আমি জার্মান। আমি ফুয়েরার আজ্ঞাবাহ।

টীময় ॥ তোমার জীবনে হিটলার যে সর্বনাশ এনেছে, তার সব কথা তুমি আমাকে বলেছিলে। অমি সে সব কথা আমার কাগজে প্রামাণ্য সূত্র হিসাবে প্রকাশ করেছিলাম।

পুলিৎস্ ॥ আমি আমার দুই মেয়ে এবং নাবালক সন্তানটিকে নিয়ে বেশ সুখে আছি।

টীময় ॥ তোমার বড় ছেলে গীবস্—!

অফিসার ॥ মাননীয় সম্পাদক গীবস্ সম্বন্ধে কোন কথা আপনাকে বলতে দেওয়া হবে না, কারণ ওটা আপনার এক্তিয়ারের বাইরে।

পুলিৎস ॥ আমি জানি, গীবস্ অন্যায় কাজ করার জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এখন দেশের মঙ্গলের জন্য তাকে কাজে লাগান হচ্ছে।

টীময় ॥ জোর করে তাকে—

অফিসার ॥ সম্পাদক টীময়র, আপনি আপনার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করছেন।

টীময় ॥ পুলিৎস, আমি যা প্রকাশ করেছিলাম তা-কি ভুলতা-কি সব মিথ্যে !

অফিসার ॥ পুলিৎস মানী ব্যক্তিদের সম্মান রক্ষা করা আমাদের ধর্ম।

পুলিৎস ॥ আমার বিবেচনায় তা সম্পূর্ণ ভুল।

অফিসার ॥ উদ্দেশ্য পরায়ণ, সে কথা বললে না পুলিৎস।

পুলিৎস ॥ আমি তাও বলেছি অফিসার।

টীময় ॥ তার মানে তুমি বলছ আমি দেশের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ বশতঃ একাজ করেছি ! আমি যা লিখেছি তার মধ্যে সত্যতা নেই ?

পুলিৎস ॥ সব কিছু বোঝার ক্ষমতা আমার নেই, কর্তা।

টীময় ॥ তুমি আমার পত্রিকার সাব এডিটর। আমার সমস্ত কাজের ভালমন্দ তুমি বিচার করতে পুলিৎস।

পুলিৎস ॥ আমার যা বলবার তা আমি বলেছি কর্তা।

টীময় ॥ কিন্তু তোমার নিজের কাহিনী যা সবটাই সত্যি বলেছিলে তাইতো আমি পত্রিকাতে সরল বিশ্বাসে ছাপিয়েছি।

অফিসার ॥ সরল বিশ্বাসে ?

টীময় ॥ পুলিৎস !

পুলিৎস্ ॥ মহান ফুয়েরার শাসন আমাদের রক্ষা করছে, কর্ত্তা !

টীময় ॥ আমার কথার কোন উত্তর কিন্তু তুমি দিলে না।

পুলিৎস্ ॥ অফিসার, আমায় যেতে দিন।

টীময় ॥ আমার মৃত্যুর জন্য, আমি প্রস্তুত পুলিৎস। কিন্তু তার আগে তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতা আমার পরম বিস্ময়ের কারণ হয়ে উঠেছে। ভগবান তোমাদের ক্ষমা করবেন না।

পুলিৎস্ ॥ (চিৎকার করে) কে ভগবান—? কোথায় ভগবান? কার ভগবান?

টীময় ॥ পুলিৎস্।

পুলিৎস্ ॥ আমার দুই সোমত্ত মেয়ে যখন তিনদিন নিখোঁজ হল, যখন তাদের দুজনকে পেলাম বন্দরের জেটীর ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় তখন ঐ ভগবান কি করছিল কর্ত্তা। আমার ছোট-ছেলের মাথায় কারা আঘাত করে ওকে পাগল করে দিয়েছে। ভগবান কি তাদের শাস্তি দিয়েছে? আমার ছেলে গীবস্‌কে যে এত কষ্ট পেতে হচ্ছে জেলের ভেতরে, তার প্রতি কতটুকু করুণা করেছেন, ভগবান?

টীময় ॥ তুমি ইহুদী পুলিৎস্।

পুলিৎস্ ॥ আমি কেউনা! আমি রক্তমাংসের একটা জন্তু। আমি বাঁচতে ভালবাসি। আমি আমার স্ত্রী, পুত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। আমি চাই না ভগবান। আমি, চাইনা হতে ইহুদী।

টীময় ॥ তুমি পাগল হয়ে গেছ পুলিৎস!

অফিসার ॥ তোমার এসবের জন্য দায়ী কে?

পুলিৎস ॥ সবই তো বলেছি অফিসার, এবার আমায় যেতে দিন।

অফিসার ॥ এসবের জন্য কে দায়ী?

পুলিৎস ॥ দেশের যারা শত্রু—যারা দেশকে ধ্বংস করতে চায়।

অফিসার ॥ এদের হাত থেকে কে দেশকে বাঁচাতে চাইছে, পুলিৎস্।

পুলিৎস্ ॥ আমি অনেকবার সে কথা বলেছি অফিসার।

অফিসার ॥ আজ দেশকে রক্ষা করছে কে?

পুলিৎস্ ॥ মহান হিটলার!

টীময় ॥ পুলিৎস্, তুমি নিজেকে বাঁচাবার জন্য বিক্রী হয়ে গেছ!

পুলিৎস্ ॥ আমার পুত্র কন্যাদের নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা কি অন্যায় কর্ত্তা। তাদের রক্ষা করা কি আমার কর্তব্য নয়।

অফিসার ॥ পুলিৎস্, তুমি যেতে পার।

পুলিৎস্ ॥ আমার গীবস্‌কে—

অফিসার ॥ ফুয়েরার তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। কাল সকালেই তিনি গীবস্‌কে তোমার বাড়ীতে পৌঁছে দেবেন বলেছেন। তবে সে মোটেই সহজ হতে চাইছে না। গীবস্ তোমার সন্তান না হলে এতক্ষণ গুলীকরে—

পুলিৎস্ ॥ না। ওকে দয়া করুন। আমার যা কিছু আছে আমি সব আপনাদের দিয়েছি। নিজের চোখেই দেখলেন আমি বেইমান নামে পরিচিত হয়েছি।

অফিসার ॥ তাতে কিছুই যায় আসে না পুলিৎস্। দেশকে যে ভালবাসে সেই তো সত্যিকারের মানুষ। তুমি মহান হিটলারকে ভালবেসেছ তাকে দেশ বলে মানতে শিখেছ। হিটলারই জার্মনী, জর্মানীই হিটলার।

টীময় ॥ ছিঃ! ছিঃ! আপনারা জর্মনীকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন

তা একবার ভেবে দেখেছেন অফিসার! আপনারা একটা মানুষকে কি পরিমাণ ক্ষমতা দিয়ে তাকে গর্বে অন্ধ করছেন ভেবে দেখুন অফিসার।

অফিসার॥ মহান ফুয়েরার গণতন্ত্রের সেবক। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা চিরদিনই এইরকম থাকবে। আপনাদের মত বেইমান, বিশ্বাসঘাতক—

টীময়॥ অফিসার!

অফিসার॥ কাকে ধমকাচ্ছেন—কোথায় চিৎকার করছেন জানেন! পুলিৎস্—।

পুলিৎস্॥ আমি গীবস্‌কে বোঝাব। আপনারা একটা সুযোগ দিন। গীবস্ আমার পুত্র। তাকে আমি নিশ্চয়ই বোঝাতে পারব।

অফিসার॥ কাল সকাল পর্য্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। গীবস্ যদি বাঁচতে চায় তবে তাকে মহান ফুয়েরারের পক্ষে হাত তুলতে হবে। এটা আদেশ।

পুলিৎস্॥ আমি সব আদেশ মেনে চলেছি। শুধু একটু দয়া করুন। একটু দয়া করে আমাদের সকলকে বাঁচতে দিন।

[চোখ মুছতে মুছতে পুলিৎসের প্রস্থান]

অফিসার॥ আরও তুজন প্রমাণ দেবার জন্য অপেক্ষা করছে, মাননীয় সম্পাদক।

টীময়॥ আমার ওপর ওদের সকলেরই আস্থা আছে, সুতরাং আর প্রমাণের প্রয়োজন নেই অফিসার। আমি আপনার কথা মত পোষাক পরছি। ওরা আমার কথা অবশ্যই শুনবে।

অফিসার ॥ তাহলে আপনারা সকলেই ফুয়েরারের আদেশ মেনে নিচ্ছেন ? আমি ওদের ডেকে নিয়ে আসছি।

[অফিসার রীটস্‌কে ডাকে, রীটস্‌ প্রবেশ করে।]

আমি গীবস্‌ এবং জোহান্সের সংগে কিছু আলোচনা করতে চাই। রীটস্‌, তুমি ততক্ষণ মাননীয় সম্পাদকের সংগে সদয় ব্যবহার করবে বলে আশা করি।

রীটস্‌॥ আমি সব সময় আপনার আদেশ পালন করে এসেছি, অফিসার।

অফিসার ॥ দেশকে রক্ষা করার কাজে তোমার কর্তব্যজ্ঞান আমাদের সাহায্য করছে, সৈনিক। [প্রস্থান]

রীটস্‌॥ আমরা যেহেতু নীচের তলার সৈনিক, সেহেতু ভালবাসা এবং ঘৃণা দুই-ই আমাদের প্রাপ্য হয় মাননীয় সম্পাদক !

টীময় ॥ তোমার চাবুকটা যদি মেসিনগানের গুলি হত তাহলে আমাদের পক্ষে খুবই সুখের হত, রীটস্‌।

রীটস্‌॥ আপনি ব্যঙ্গ করছেন মাননীয় সম্পাদক। কিন্তু আমাদের ওপর আদেশ হয়েছে চাবুক চালান চলবে না। বন্দুক বা মেসিন-গানের গুলীর শব্দ করা চলবে না। কারণ—।

টীময় ॥ কারণ ?

রীটস্‌॥ সে কথা এখুনি আপনাদের জানান হবে। এটা জার্মান এবং পোল্যাণ্ডের একটা সীমানা। এবং এই বাড়ীটা জার্মানের বেতার কেন্দ্র। আজ রাতের জন্য আপনাদের বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন।

টীময় ॥ কারাগারের অন্ধকূপ থেকে আমাদের এখানে আনার উদ্দেশ্য ?

রীটস্ ॥ বেতার কেন্দ্র যারা চালাতে পারেন, তারাই কেবলমাত্র এখানে আসার সুযোগ পেয়েছেন, সেইজন্যই আপনাদের জেল-খানা থেকে বেতার কেন্দ্রে আনা হয়েছে।

টীময় ॥ আমরা কি তাহলে—।

রীটস্ ॥ ফুয়েরারের অনুগত হয়ে আপনারা এই বেতার কেন্দ্রের দায়িত্ব নিন এটাই মহান জার্মানের প্রার্থনা।

টীময় ॥ আমরা ফুয়েরারকে ঘৃণা করি। আমরা বলি, জার্মানকে সে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে চায়—আমরা সোচ্চারে ঘোষণা করি, সে মানব জাতির শত্রু!

রীটস্ ॥ আপনারা একটু নমনীয় হলে সেটা আমাদের জার্মান জাতির পক্ষে লাভজনক হবে। আমার মনে হয় আপনাদের জীবনের নিরাপত্তাও সরকার গ্রহণ করবেন।

টীময় ॥ জার্মান সৈনিকের পোষাক পরতে হবে কেন?

রীটস্ ॥ এটা পোল্যাণ্ডের সীমানা, আমাদের দেশকে যে কোন সময়ে পোলিশরা আক্রমণ করতে পারে। তাই দেশে জরুরী অবস্থা জারী করে সমস্ত কাজ সৈনিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

টীময় ॥ তাই আমাদের কারাগার থেকে নিয়ে এসে জার্মান সৈনিকের পোষাক পরিয়ে বেতার কেন্দ্রের কাজ করান হবে।

[প্রবেশ করে অফিসার, সংগে, জোহান্স ও গীবস্।]

অফিসার ॥ যে কথা আপনি শুনেছেন সে কথা আমি এই দুজনকে বোঝাতে পেরেছি। বেতার কেন্দ্রের দায়িত্ব আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

টীময় ॥ হঠাৎ ফুয়েরার আমাদের এতখানি বিশ্বাস করছে কেন?

অফিসার ॥ যে হেতু সমস্ত ব্যাপারটাই সেন্সর করা হবে, সে হেতু ভয়ের বা বিশ্বাসের কোন কথাই উঠছে না।

গীবস্ ॥ আপনি এইমাত্র আমাদের বললেন, আমরা যা করব সেটাই বিশ্বাসযোগ্য হবে।

জোহান্স ॥ আপনি বললেন, একজন কমিউনিষ্টও অনেক বড় দেশসেবক হতে পারে। এমনকি প্রমাণ হিসেবে লেনিনের নাম ও করেছেন।

অফিসার ॥ এখনও করছি এবং শ্রদ্ধার সংগেই করছি। আপনারাও যদি দেশকে ভালোবাসার দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন তাহলে এ বিশ্বাস আপনাদের ওপরও হবে। কিন্তু তার আগে আপনারা প্রমাণ দিন যে আপনারা জার্মানকে ভালবাসেন।

টীময় ॥ আমাদের কথার ওপর সেন্সার থাকা সত্বেও আমাদের বিশ্বাস করা হচ্ছে একথা কেমন করে বুঝব!

অফিসার ॥ আপনাদের কাজের মধ্যে নিষ্ঠার সাক্ষাৎপেলে এ ব্যবস্থার রদ করা হবে। আমার ওপর সে রকম আদেশ আছে।

জোহান্স ॥ আমার পক্ষে ডিক্টেটর হিটলারের প্রশস্তি করা সম্ভব নয়।

অফিসার ॥ আজ রাত্রে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর আমার ওপর যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা আমি শেষ করতে পারলে ফুয়েরার যে আমাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখবেন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

গীবস্ ॥ হিটলার আমাদের দিকে আগুনের চোখে তাকালেও আমাদের ক্ষতি নেই। Radio Station থেকে আমরা হিটলারের প্রশস্তি করতে পারব না।

অফিসার ॥ আমি আপনাদের সম্মান করে এসেছি। আপনাদের সকলকে আমি মহাজ্ঞানী বলে মনে করি, আপনাদের কথার মূল্য—।

টীময় ॥ আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি যে কথা দিয়েছি তা রাখব। আমি এদের বুঝিয়ে আমার সংগেই কাজ করতে বলব।

অফিসার ॥ আপনারা দুজনে সাক্ষীর অপেক্ষা করেননি। অবশ্য এখনও বললে—!

গীবস্ ॥ উনি যা কথা দিয়েছেন তা আমরাও পালন করব।

জোহান্স ॥ আমিও সম্মতি জানাচ্ছি।

অফিসার ॥ আমাদের বিশ্বস্ত সেনারা এই বেতার বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছে। জানিয়ে রাখা ভাল, সবাই জেলের কয়েদী ছিল, ওদের জানান হয়েছে এই বেতার কেন্দ্রের গণ্ডী পার হতে দেখলে পাহারাদার সৈন্যরা পলাতক ব্যক্তির মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত গুলী চালিয়ে যাবে।

টীময় ॥ ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, অফিসার, আমরা মৃত্যুর জন্য অনেক দিন আগে থেকেই প্রস্তুত।

অফিসার ॥ সব কথা জানিয়ে দেবার আদেশ আমার ওপর হয়েছে, আমাদের মহান ফুয়েরার কিন্তু আপনাদের পাণ্ডিত্য দেশের কাজে লাগাতে ইচ্ছুক। তাই এই বেতার কেন্দ্রের —।

টীময় ॥ এরা সৈনিকের জামা এখুনি পরছে। আপনাদের ফ্যাসিষ্ট হিটলারকে।—

অফিসার ॥ আপনারা যে সম্মতি জানিয়েছেন, এ জন্য আমি আনন্দিত, আমি এ খবর ওপর ওলাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আজ

রাত্রে আমার কাজে সহায়তা করার জন্য আপনাদের আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

[অফিসারের প্রস্থান, সকলে সে দিকে তাকিয়ে থাকে। টীময় দুটো জামা নিয়ে গীবস্ ও জোহান্সকে দেয়]

টীময়॥ আমরা সৈনিকের জামাটাই শুধু আগে গ্রহণ করি। চাপ সৃষ্টি করার কাছে নতি স্বীকার না করলে এই অর্দ্ধেকই আমাদের হিটলারের দাসত্ব স্বীকারের চিহ্ন হয়ে থাকবে।

গীবস্॥ আপনি এভাবে বশ্যতা স্বীকারের দিকে এগিয়ে গেলেন কেন সম্পাদক ?

টীময়॥ আমি ভাবতে পারিনি পুলিংস্ ওদের অত্যাচারের কাছে নতি স্বীকার করে এভাবে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

গীবস্॥ বাবাকে সাক্ষী হিসাবে এখানে আনা হয়েছিল ?

টীময়॥ সেজন্য তোমাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পুলিৎস্‌কে জানান হয়েছে তার বড় ছেলে গীবস্‌কে আগামী কালের মধ্যে মুক্তি দেবে।

গীবস্॥ বাড়ীর অন্য সকলে কি ইহুদী—নিধন যজ্ঞে—

টিময়॥ না ছোট ছেলে পাগল হয়েছে। দুই মেয়েকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। প্রাণে বেঁচে থাকবে মনে করে পুলিৎস ওদের কথামত কাজ করে চলেছে।

গীবস্॥ আমার ভাইবোনের ওপর এরকম অত্যাচার সত্ত্বেও বাবা—

জোহান্স॥ এর পরেও আত্মসমর্পন করব ?

টীময়॥ মৃত্যুকে আমরা যে কোন সময় পেতে পারি। কারণ পাহারাদাররা সে সুযোগ আমাদের করে দেবে। তার আগে চাতুরী করে দেশের লোককে যদি দুটো কথা শোনাতে পারি।

জোহান্স ॥ তাহলে এই জামা গায়ে দিলাম কেন ?

টীময় ॥ একটা চেষ্টা করে যাব বলে ! জামা গায়ে না দিলে বেতার কেন্দ্রের বলবার যন্ত্রটা আমাদের মুখের সামনে ওরা এগিয়ে দিতে সাহায্য করবে না।

গীবস্ ॥ ওদের এই লৌহবর্ম পাহারাদারকে ফাঁকি দিয়ে— ?

টীময় ॥ এখানে বেশীর ভাগ কর্মীরাই কয়েদী। তবে এরা বোধহয় বশ্যতা স্বীকার করেছে। যদি তাদের বিবেক ফিরিয়ে দিতে পারি। আমরা যদি তাদের বোঝাবার মত সুযোগ—আমাদের নিতেই হবে।

জোহান্স ॥ তাতে আমাদের কি লাভ ?

গীবস্ ॥ আমরা কি নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারব ?

টীময় ॥ সেন্সরের ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার একমাত্র উপায় ওদের হাতকরা তারপর একটা বক্তব্য যদি জর্মান বাসীদের কাছে radio মারফৎ পৌঁছে দিতে পারি।

জোহান্স ॥ জাতির উদ্দেশ্যে আমাদের বক্তব্য—

টীময় ॥ সামান্য সময়ের জন্য হলেও—, আমাদের গুলী করে মারবে জেনেও যদি একটা সুযোগ নিতে পারি বন্ধুগণ।

গীবস্ ॥ এর মধ্যে কিছু সৈন্যদের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং বিদ্রোহ হওয়াও অসম্ভব নয়।

টীময় ॥ কতটা পারব, জানি না। কিন্তু হিটলার যেমন চাতুরী করে সারা জার্মান দেশকে পায়ের তলায় রেখেছে, আমরা তেমনি চাতুরী দ্বারা যদি কুড়ি মিনিটের জন্যেও আমাদের কথা—দুটো সত্য কথা—অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা—

জোহান্স ॥ বলে যেতে পারি—,

টীময় ॥ ঠিক তাই।

গীবস্ ॥ অন্ততঃ আমার বাবার মত লো‌করা এর মর্মার্থ বুঝে কাজ করার চেষ্টা করবে।

জোহান্স ॥ আমার ধারণা প্রতিটি খেটে খাওয়া জার্মান আমাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হবে।

গীবস্ ॥ একবার অগ্ন্যুৎপাত হতে থাকলে ওকে রোধ করার সাধ্য ডিক্টেটরের হবে না।

টীময় ॥ সামান্য সময়ের জন্য আমরা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি।

জোহান্স ॥ দেশের স্বার্থে আমরা শয়তান হচ্ছি।

গীবস্ ॥ শয়তানকে শেষকরবার জন্য শয়তানের মুখোশ ধারণ করছি।

টীময় ॥ আমি তা হলে ওদের বোঝাবার সুযোগ নিতে যাচ্ছি।

জোহান্স ॥ নাৎসী অফিসার আপনাকেই এখানকার দায়িত্ব নিতে বলেছে।

টীময় ॥ আমি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাই। তোমরা নিশ্চই সেই সময়টুকু অফিসারকে আটকে রাখবার মত কৌশল করবে। বোঝাবে তোমরা ওদের বন্ধু হয়ে গেছ। বোঝাবে তোমরা হিটলারের বশ্যতা স্বীকার করেছ।

গীবস্ ॥ আপনি—।

টীময় ॥ ভাবতে গিয়ে চোখে জল এসে গেল।

জোহান্স ॥ আমাদের মতলব ওরা জানতে পারবে।

গীবস ॥ তখন ওরা আমাদের কুকুরের মত গুলী করে মারবে।

টীময় ॥ শুধু সান্তনা থাকবে দেশের লোকের কাছে আমরা সত্যি

কথাটা বলে যেতে পেরেছি। বিদায় বন্ধু। সব দায়িত্ব যেন বহন করতে পারি।

দুজনে ॥ বিদায় সম্পাদক। বিদায়!

[টীময় ওদের কাঁধে হাত রাখে। দুজনের চোখ ছল ছল করে।]

চলি বন্ধু। [প্রস্থান]

জোহান্স ॥ মনে হচ্ছে বৃদ্ধকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলাম।

গীবস্ ॥ ওর কথা শোনার পর চারধার থেকে মেশিন গানের গুলী এসে সবাইকে—

জোহান্স ॥ শোনামাত্র বৃদ্ধকে গুলী করে শেষ করবে।

গীবস্ ॥ আমার ভীষণ ইচ্ছে বাবা হিটলারের সত্যিকারের রূপটা উপলব্ধি করুন।

জোহান্স ॥ পুলিৎস্‌কে টীময় অবিশ্বাস করেননি গীবস্।

গীবস্ ॥ আমাদের সকলের জীবনের বিনিময়ে বাবা তার মনুষ্যত্ব বিক্রয় করেছে, একথা তো সত্যি!

জোহান্স ॥ বহু জার্মানকেই এরকম ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। সব হারিয়ে সৈন্যদের গুলীর সামনে দাঁড়ান নিতান্ত বোকামী ছাড়া আর কি? একথা বৃদ্ধেরা, দুর্বলচিত্ত মানুষেরা, মনে করে বৈকি!

[এই সময় বাইরে হৈ চৈ, সংগে হুপ্ হুপ্ শব্দ, প্রবেশ করে রীটস্ এবং মুখে রঙমাখা ক্লাউনের পোষাক পরা অভিনেতা সোৎজ্ ।]

সোৎজু ॥ (বাঁদরের মত লাফিয়ে) হুপ্ হুপ্ হুপ্
করে থাকি চুপ্
করলে ট্যা ফুঃ
সৈন্যগুলো উড়িয়ে দেবে
ফুঃ—উঃ—ফুঃ।

[সোৎজু হুপ্ হুপ্ করতে করতে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে, রীটস্ শূন্যে চাবুক চালায়।]

রীটস্ ॥ এনারা এখানকার সব দায়িত্ব নিয়েছেন। আরো খেলা দেখাও এনাদের।

সোৎজু ॥ হিটলারের এই কারখানা
হাত পাখা নেই টানা টানা
ঘুরছে পাখা বন্ বন্
বুদ্ধিমানে বুদ্ধি করে খান্ খান্।

রীটস্ ॥ এই শালা এই সব শক্ত শক্ত কথা বলে মহান ফুয়েরারকে আবার গালাগাল দিচ্ছিস্ তুই।

সোৎজু ॥ তাকি দিতে পারি! মহান ফুয়েরার—রাজা, ফুয়েরার—বিচারক, ফুয়েরার—এ ক্ষেত্রে নেতা, ফুয়েরার এডলফ হিটলার, তোমাদের প্রভু, তোমাদের রাজা—তোমাদের নেতা—আমি তাকে ছোট করার কে?

রীটস্ ॥ আবার বুদ্ধি করে ফুয়েরারকে ছোট করছিস হতভাগা! (চাবুক মারে) এবার চিৎকার করে হাসতে থাক! চোখের কোণায় জল দেখলে রক্ত বমি উঠিয়ে ছাড়ব।

[চাবুক মারে সোৎজু গোল হয়ে ঘুরতে থাকে, হুপ্ হুপ্ শব্দকরে।]

সোৎজু ॥ হুপ্ হুপ্ হুপ্
ছোট্টা হুপ্—বড়া হুপ্
মড়া মানুষ খায় স্যুপ্,
এ রাজত্বে বড়া সুখ।
হুল্লা হুপ্ হুল্লা হুপ্ !

গীবস্ ॥ এ ভাবে একটা মানুষকে পীড়ন করতে তোমার করুণা হচ্ছে না ?

রীটস্ ॥ একটা বাঁদরকে মানুষ করতে হলে তাকে সব সময় এইভাবে চাবুকের শব্দ শোনাতে হয়। এই ভাবে তাই না—সোৎজু ? বলনা এইভাবে কি না !

সোৎজু ॥ হুপ্ হুপ্ হুপ্ ।

জোহান্স ॥ সোৎজু ! কে সোৎজু !

রীটস্ ॥ থিয়েটারের দলের নাচিয়ে। মাগীদের সঙ্গে সঙ সেজে নাচত আর ছড়া কাটত।

গীবস্ ॥ অভিনেতা সোৎজু !

রীটস্ ॥ লোকে বলত ভাল নাচে—আর ছড়া কাটে। আমাদের কর্তারা শুনতে গেলেন। ব্যস চোর ধরা পড়ল। শালা শয়তান ! আমাদের সর্বশক্তিমানের নামে ছড়া কেটে নাকি লোককে উত্তেজিত করছিল।

সোৎজু ॥ শোন শোন ওগো শোন, অভাজন,
মঞ্চে সোৎজু মরে গেছে
এখন কয়েদখানায় রণ।

রীটস্ ॥ হাসতে থাক্ শালা বাঁদর !

সোৎজু ॥ (জোর করে হাসে) হা—হা—হা!

হি—হি—হি।

আবার শুনুন বলি কথন

ওগো সুধীজন,

লোকে বলত সোৎজু সাহেব

রসের অভিনেতা,

কয়েদখানায় জেলের সাহেব

চাবকে থেঁতায় মাথা।

ছিলাম মানুষ, হলাম বাঁদর,

গোলাপ ফেলে এরা এখন চাবকে

করে আদর।

রীটস্ ॥ কেমন বাঁদর সেজেছিস্ ভাখা বাবুদের। নাচ রে বাঁদর—নাচ রে বাঁদর নাচ (চাবুক ঘুরিয়ে খেলা দেখাবার মত সোৎজুকে নাচায়।)

সোৎজু ॥ হুপ্ হুপ্ হুপ্

খেলাম স্ন্যাপ্

বেজায় সুখ

নেইকো দুখ।

রীটস্ ॥ সাবাস্ বাচ্ছা সাবাস্। দেখছেন বাঁদর কেমন বলতে শিখেছে বেজায় সুখ, নেইকো দুখ। ওপরওয়ালার হুকুম এই বেতার-কেন্দ্র থেকে এই বাঁদরটা ছড়া কেটে ফুয়েরার গুণগান করবে আর দুঃখ নেই বলবে।

গীবস্ ॥ ভাল কথা।

রীটস্ ॥ যেহেতু আপনারা এটার দায়িত্ব নিয়েছেন, সেহেতু

আপনাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেলাম। ওর যখন Programme হবে, তখন আমার এই চাবুকের প্রয়োজন হবে। তাই না রে বাঁদর—।

(হাসতে হাসতে চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে প্রস্থান।)

জোহান্স॥ হিটলার এদের কি খাইয়ে বশ করে রেখেছে গীবস্ ?

গীবস্॥ মানুষকে একবার জানোয়ার হবার সুযোগ দেওয়া হলে সে জানোয়ারের চেয়ে ভীষণ হয়।

জোহান্স॥ আপনি তো ইহুদী নয়। আপনি তো কাগজের সম্পাদক বা ট্রেড ইউনিয়ন লীডার অথবা আমার মত কমিউনিষ্টও নন। আপনাকে ওরা চাবুক মারছে কেন ?

সোৎজু॥ বাঁদরকে মানুষ যে ভাবে দেখে সে ভাবেই এরা আমাকে দেখছে। আপনারা কারা জানিনা, কিন্তু একটু পরে আপনারাও তাই দেখবেন।

গীবস্॥ আমরাও আপনার মতই এদের চোখে অপরাধী।

সোৎজু॥ আপনারা কিন্তু এই বেতার-কেন্দ্রের কর্মকর্তা। আমার বাঁদর ডাক জার্মানবাসীকে শোনান হবে আপনাদের মাধ্যমে।

জোহান্স॥ আপনি আমাদের সম্বন্ধে কি ভাবছেন তা জানি না। তবে আমরাও কয়েদী।

সোৎজু॥ এ কথা আগে শুনেছি বটে, তবে বিশ্বাস করতে মন চায় না।

গীবস্॥ আমাদের সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদক টীময় আছেন।

সোৎজু॥ তাকে আমি চিনি। আপনারা যে টীময় নন তা বলতে পারি।

গীবস্ ॥ তিনি একটা বিশেষ কাজে ভিতরে গেছেন। কিন্তু আপনাকে arrest করল কেন ?

সোৎজ্ ॥ যে কারণে আমি এখানে বাঁদর হয়েছি।

জোহান্স ॥ অর্থাৎ—

সোৎজ্ ॥ আমার এবারকার নাটক ছিল সোনার লাঙ্গুল। Golden Tail নাম দিয়ে নাটকটি চলছিল। নিতান্তই বাঁদরদের ব্যাপার। পশুর রাজত্বে একটা বাঁদরের আবির্ভাব। যার ছিল সোনার লেজ। কিন্তু চতুর হিটলার ব্যাপারটা ধরে ফেলল।

গীবস্ ॥ কিন্তু প্রমাণ করবে কি ভাবে ? আইন-সম্মত উপায়ে—

সোৎজ্ ॥ আপনাদের কথা শুনে মনে হয় না আপনারা হিটলারের কয়েদখানায় আছেন।

জোহান্স ॥ আজ সকালের কয়েকটা চাবুকের কথা বাদ দিলে এদের আমাদের নিয়ে যে রকম আয়োজন তাতে সত্যিই সন্দেহ হয় আমরা ঐ নরককুণ্ডে আছি কি না!

সোৎজ্ ॥ আমাকে গ্রেফতার করা হল মঞ্চে অভিনয়ের সময় থেকে। একশ জনের প্রবেশাধিকার চেয়েছিল। আমরা দিয়েছিলাম, মানে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। অভিনয়ের শেষ দিকে যখন বাঁদরটি তার সোনার লেজের গুণগান করছিল—

আমার নেইকো মানুষ মুখ,
তাতে পাইনা কোন দুখ।
আমার সোনার লেজের চমকে,
গেছে দেশের মানুষ ভড়কে।
যখন হাঁক দিই আমি হুল্লা হুপ্
হুল্লা হুপ্

তখন ভয়ে মানুষ করে থাকে চুপ্
হুপ্ হুপ্ হুপ্।

তখন— !

গীবস্ ॥ কি হল আপনি চুপ করে আছেন যে!

সোৎজু ॥ প্রায় কুড়িজন নাৎসী মঞ্চের ওপর উঠে আমাকে আঘাত করতে লাগল। কত রকমের অত্যাচার।

জোহান্স ॥ দর্শকেরা চুপ করে বসে রইল!

সোৎজু ॥ আমি যত আর্তনাদ করছি, দর্শকেরা তত হাততালি দিচ্ছে, তারা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে লাফাতে লাগল। আমি হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এসে বললাম—

গীবস্ ॥ অভিনেতা সোৎজু!

সোৎজু ॥ আপনারা হাসছেন কেন? এরা আমার ওপর অত্যাচার করছে, আপনারা এগিয়ে আসুন—আপনারা চুপ করে থাকবেন না।

[সোৎজু দর্শকের দিকে মুখ করে তখনকার অভিনয় করে চলে। শেষে কেঁদে ফেলে। এই সময় মঞ্চের আলো নিভে ছায়া আলোর সৃষ্টি হবে। দুজন এসে সোৎজুকে মারতে থাকে। মনে হবে সোৎজুর আগের মঞ্চের অভিনয় চলছে। দুপাশ থেকে শোনা যাবে হাততালি ও হাসি-হুল্লোড়ের শব্দ। গীবস্ ও জোহান্স দুপাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকে।]

দুজন ॥ আপনি কাঁদছেন!

সোৎজু ॥ হ্যাঁ কাঁদছি। আমাদের কান্না আপনাদের মনে কোনও রেখাপাত করে না। আমরা কৌতুক অভিনেতা। আমাদের কান্নাও আপনাদের কৌতুক।

গীবস্ ॥ সকলেই মনে করেছে এটা নাটকের অংশ।

সোৎজু ॥ কেন এমন করবে? দর্শকরা কি আমার ঐ বাঁদরের

সোনার লেজ নিয়ে বসে আছে। তারা জানে না জার্মান নাৎসীদের—। পরদিন কাগজে যখন ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পেল দর্শকদের একাংশ ক্ষিপ্ত হয়ে অভিনেতা সোৎজুকে অপমান করল তখন বুদ্ধিজীবির দল কোথায় গেল ? কোথায় গেল তাদের লেখনী ? কোথায় গেল তাদের বিবেকবুদ্ধি ?

জোহান্স॥ ভয়ে—সোৎজু ভয়ে সবাই চুপ করে থাকে।

গীবস্॥ কিন্তু যদি সকলে একসঙ্গে গর্জে উঠত—তাহলে বর্বর হিটলার।

সোৎজু॥ আমি তাই বলি ওরা পয়সা দিয়ে কিনে নিয়েছে দেশের বুদ্ধিজীবিদের, পয়সা দিয়ে তৈরী করেছে নাৎসী দল।—দেশের মানুষের নামে অত্যাচার চালায় যারা হিটলারের বিরুদ্ধে কথা বলে।

জোহান্স॥ আমরা যে কারারুদ্ধ সে কথা পর্য্যন্ত দেশের লোকেরা জানে না।

সোৎজু॥ আমার খালি চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে দেশের সব বাঁদরদের, মিথ্যে সোনার লেজের অলৌকিক কাহিনী বলে হিটলার তোমাদের ঠকাচ্ছে। তোমরা ঐ সোনার লেজের গল্প কথা ভুলে যেও না—

[প্রচণ্ড চিৎকার করে ছোটাছুটি করতে থাকে। সকলে চিৎকার করে। প্রচণ্ড গোলমাল মঞ্চের ওপরে এবং নেপথ্যে এরোপ্লেনের আওয়াজ আলো সব মিলিয়ে ব্যাপারটাকে যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব। এই সময় আলো নিভে যায়। বাইরে থেকে সার্চ লাইটের

আলো পড়ে। আলো ঘুরতে থাকে। শোনা যায় যুদ্ধের বিউগল। তারপর শুরু হয় মেসিনগানের আওয়াজ।]

জোহান্স॥ সমস্ত আলো নিভে গেছে।

গীবস্॥ কিন্তু যুদ্ধের বিউগল্ বাজল কেন? প্লেন থেকে বোমা-বর্ষণ হচ্ছে কেন?

সোৎজু॥ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হিটলার বোধ হয় যুদ্ধ ঘোষণা করল।

সকলে॥ মেসিনগানের গুলি চালান হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমাদের আক্রমণ করছে।

[ব্যস্ত হয়ে প্রবেশ করে টীময়।]

টীময়॥ পোলিশ সৈন্য এগিয়ে আসছে। ওরা এই বেতার কেন্দ্রের ওপর আক্রমণ করতে আসছে।

সোৎজু॥ পোলিশদের ওপর হিটলারের অত্যাচারের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছিল।

[পোলিশ সৈন্যের পোষাক পরে প্রবেশ করে অফিসার, রীটস ও পুলিৎস্।]

অফিসার॥ পোলিশরা তাই জার্মান দেশ আক্রমণ করল।

টীময়॥ একি তোমরা পোলিশ সৈন্যের পোশাক পরেছ কেন?

অফিসার॥ মরবার আগে জেনে যান আমরা জার্মান হয়েও পোলিশ পোষাকে জার্মান আক্রমণ করলাম।

গীবস॥ তার মানে পোলিশদের নামে মিথ্যে—।

রীটস্॥ সমস্ত জগতকে জানাতে হবে পোলিশরা আমাদের আক্রমণ করেছিল—

অফিসার॥ তাই বাধ্য হয়ে মহান হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ

করল। আজ ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, আজ থেকে আবার একটা বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল।

রীটস্॥ কিন্তু পোল্যাণ্ড-এর জন্য দায়ী।

টীময়॥ হিটলার কত বড় শয়তান।

[মঞ্চে আলো পরে ঘুরে যায়]

জোহান্স। আমাকে একটা অস্ত্র দাও!

অফিসার॥ অস্ত্র হাতে তুলে দেওয়ার আদেশ আমরা পাইনি।

[অফিসার জোহান্সের বুকে বেয়নেট ঢুকিয়ে দেয়।]

টীময়॥ অফিসার, তোমরা পোলিশ পোষাকে আমাদের হত্যা করছ কেন?

অফিসার॥ বলেছি তো পোল্যাণ্ডকে আক্রমণ করতে হলে এ পথই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সমস্ত বিশ্বকে জানাতে হবে জার্মান শান্তি চায়, কিন্তু পোলিশরা তা হতে দিল না।

টীময়॥ শেষ মুহূর্তে আমি এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যাব।

অফিসার॥ কোন সুযোগ তোমাদের দেবার কথা নেই। রীটস্।

[রীটস্ পেছন থেকে বেয়নেট দিয়ে আক্রমণ করতে যায় টীময় দৌড়ে বাইরে চলে যায়।]

টীময়॥ আমি সুযোগ নেবই।

[টীময়ের পেছনে সোৎজু ও যায়। অফিসারও সে দিকে যায়।]

পুলিৎস॥ অন্ধকারে কার সন্তানকে হত্যা করছি জানিনা। কিন্তু নিজের সন্তানদের জন্যে এটা আমাকে করতেই হবে। আমাকে ক্ষমা কর। (পুলিৎস বেয়নেট দিয়ে গীবসকে হত্যা করতে যায় আলো পড়তেই চিৎকার করে ওঠে গীবস!)

গীবস ॥ নিজের সন্তান বলে তোমার রক্ত নেবার নেশা কেটে গেল না বাবা। নিজের সন্তান বলে হিটলারের বেয়নেট থেমে গেল।

পুলিৎস ॥ এরা যে বলেছে, আজ রাত্রের পর ওরা তোকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবে।

গীবস্ ॥ তুমি হত্যা করার পর আমাকে কি করে ওরা ফিরিয়ে দেবে বাবা।

পুলিৎস্ ॥ হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করবে বলে জার্মানদের পোলিশ পোষাক পরিয়ে এই বেতার কেন্দ্র আক্রমণ করছে। কাল পৃথিবীকে জানাবে পোলিশরা জার্মান দেশ আক্রমণ করেছে।

গীবস্ ॥ তারপর চলবে যুদ্ধ। নাৎসী বাহিনীর রক্তের নেশায় মেতে পৃথিবীতে রক্তবন্যা বইয়ে দেবে। ফ্যাসিস্ত হিটলার লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন করবে।

পুলিৎস্ ॥ আমি তোদের বাঁচাতে পারব বলে এ কাজ করেছি ওরা শয়তান ওদের আমি—

[অফিসারের প্রবেশ]

অফিসার ॥ গীবস্ জেলের কয়েদি। এই বেতার কেন্দ্রের সমস্ত কয়েদিদের হত্যা করার আদেশ হয়েছে। তুমি আদেশ অমান্য করলে—

পুলিৎস্ ॥ হিটলার মিথ্যেবাদী—হিটলার শয়তান—তোমরা হিটলারের রাজত্বে পশু।

অফিসার ॥ পোলিশদের আক্রমণ করবার জন্য আজ আমরা জার্মান হয়েও পোলিশ। দু'শ কয়েদির মধ্যে একটা নরকের কীট ইহুদী পুলিৎস্‌কে শেষ করতে—ওঃ সোৎজ্।

[অফিসার বেয়নেট নিয়ে এগোয়, পেছন থেকে সোংজু প্রবেশ করে অফিসারকে বেয়নেট পিঠে গিঁথিয়ে দেয়। অফিসার আর্তনাদ করে ওঠে।]

রীটস্‌!! রীটস্‌!!

সোংজু ॥ শ্রমিক নেতা গীবস্‌। আপনি এই মুহূর্তে চলে যান বেতার কেন্দ্রের প্রধান প্রকোষ্ঠে। ওখানে মহান টীময়ের মৃতদেহ পড়ে আছে।

গীবস্‌ ॥ অভিনেতা সোংজু !

সোংজু ॥ বেতারে তিনি জার্মানবাসীদের উদ্দেশ্যে কথা বলবেন বলে এগিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু—।

গীবস্‌ ॥ তার বাকী কাজ আমি সমাধা করতে চললাম, অভিনেতা ! আপনি সতর্ক প্রহরায় থাকুন।

[গীবস্‌ ছুটে চলে। সোংজু আস্তে আস্তে একদিকে বন্দুক নিয়ে এগোতে থাকে। বিপরীত দিক থেকে প্রবেশ করে রীটস্‌। বেয়নেট বসিয়ে দেয়। এই সময় বেতারে নেপথ্যে শোনা যায়।]

নেপথ্যে ॥ আমি গীবস্‌ বলছি। আমাদের শেষ করা হচ্ছে। সম্পাদক টীময়কে শেষ করেছে ফ্যাসিস্ত হিটলার। আমার বাবা পুলিংসকে—

রীটস্‌ ॥ প্রধান ঘরে চলে গেছে বিশ্বাসঘাতক গীবস্‌।

[রীটস্‌ বন্দুক নিয়ে ছুটতে থাকে।]

[মঞ্চে একমাত্র সোংজু। সে যন্ত্রণার সঙ্গে হাসে।]

সোংজু ॥ আর এক মিনিট সুযোগ যেন গীবস্‌ পায়। মৃত্যু তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি গীবসের বক্তৃতা শুনে যেতে চাই।

পৃথিবীর অগণিত দর্শক। কৌতুক অভিনেতা মরে যাচ্ছে তবু হাসছে। তোমরা প্রচণ্ড উল্লাস কর।—তোমরা হাততালি দিয়ে এ অভিনেতাকে উৎসাহ দাও। কৌতুক শেষ হল।—শেষ হল খেলা—খেলা ঘরের খেলা।

[খুব করুণস্বরে বিউগল বাজতে থাকে। কৌতুক অভিনেতা বসে পড়তে থাকে, পর্দা পড়ে। নীলচে আর আগুন আলোর মধ্যে তখনও সার্চ লাইটের আলো ইতস্তত: ঘুরতে থাকে।]

॥ সমাপ্ত ॥

৭০-দশকে—

নাট্য শিল্পী

যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন,

খুন হয়েছেন,

আজ তাঁদেরকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

শুভংকর চক্রবর্তী

মন্থন

চরিত্রলিপি

যাতুকর অধ্যাপক বৃদ্ধ
৩টি ছেলে পুলিশ-অফিসার
ও কনস্টেবল

[পশ্চাৎমঞ্চে একটা উঁচু বেদী। রঙিন কাপড়ে ঢাকা। বেদীর ওপর একটা টেবিল। রঙিন কাপড়ে আবৃত। সম্মুখ মঞ্চে একপাশে টেবিল ও চেয়ার। একটেবিল বই। পাশে একজনকা চৌকি, চাদর বিছানো।

পর্দা উঠলেই বেদী থেকে এক যাতুকর মিউজিকের মধ্যে সমবেত দর্শকদের অভিবাদন জানায়]

যাতুকর ॥ যাতুকর এস্ চক্রবর্তী—আমার অভিবাদন গ্রহণ করুণ সুধীজন। (নেমে এসে) যাতু সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা, এ বুঝি অলৌকিক কিছু। কক্ষণও নয়। আপনারা ধরতে পারেননা,তাই যাতু। যদি খেলার রহস্যটা ধরিয়ে দেই, উচ্ছল হয়ে উঠবেন—তাই তো, এ তো আমার জানা। (গভীর আবেগে) আমরা জানাটা ভুলে যাই, জানাটা ধরতে পারি না। আমার আজকের খেলা স্মৃতিমন্থন। আপনাদের স্মৃতিমন্থন করব। জানাটা ভুলতে পারবেন না, জাগিয়ে দেব। জানেন, স্মৃতি জাগিয়ে ব্যথা দেওয়া যায়, আবার স্মৃতি জাগিয়ে উদ্বুদ্ধ করা যায়। বড় উপকারে লাগে। উদ্বোধনে আপনাদের রোমাঞ্চিত করব। বাজাও (উঁচু পর্দায় বাজনা।)

[বাজনার মধ্যে রীলে ভঙ্গীতে তিনটি তরুণ হাতে হাতে যাত্নর সরঞ্জাম আনে। একটা ছোট চৌকো .গতবাক্স আসে। তাতে লেখা যাত্নকর এস. চক্রবর্তী। তুটি যাত্নকাঠি তিন হাত পেরিয়ে যাত্নকরের কাছে আসে। যাত্নকর ছন্দায়িত ভঙ্গীতে দর্শকদের দেখিয়ে উঁচু বেদীতে রেখে দেয়। এভাবে আসে একটা জাগ, একটা গ্লাস। যাত্নকর জাগ ও গ্লাস রেখে দেয়। সঙ্গীরা চলে যায়।]

যাত্নকর ॥ স্মৃতি মন্থন, আমার খেলা শুরু। আপনাদের মধ্য থেকে যে কোন একজন উঠে আস্থন। আপনি আস্থন। এই আমি সেতু ফেলে দিলাম। বেয়ে উঠে আস্থন।

[উঠে আসে মধ্যবয়স্ক এক অধ্যাপক]

যাত্নকর ॥ কি কাজ করেন আপনি ?

অধ্যাপক ॥ অধ্যাপনা ?

যাত্নকর ॥ কত বছর ?

অধ্যাপক ॥ বিশ বছর হবে।

যাত্নকর ॥ ইংরেজ প্রভুর সেবা করেন নি তাহলে ?

অধ্যাপক ॥ (ভ্রূকুঞ্চিত) ইংরেজের সেবা মানে ? অপমান করতে মঞ্চে এনেছেন ?

যাত্নকর ॥ রাজনীতি এসে গেল বুঝি ? মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। (যাত্নকাঠি হাতে তুলে দেয়) যাত্নকর হবে নিরপেক্ষ। ভুলে যাই। বাংলার বাতাসটাই এমন। বিশ বছরের স্মৃতি স্মরণ করতে পারেন ?

অধ্যাপক ॥ কিছু কিছু পারছি।

যাত্নকর ॥ তলা থেকে ? ২০, ১৯, ১৮ ক'রে ক'রে পারছেন ? কোথায় আটকে গেলেন ? প্রথম থেকেই ?

অধ্যাপক ॥ না

যাতুকর ॥ কোথায় ?

অধ্যাপক ॥ ১৩ তে এসে

যাতুকর ॥ মানে, ১৯৪১ ? তবে মন্থন করি ?

অধ্যাপক ॥ দাঁড়ান। না, একটা সরু পথ দিয়ে এগিয়ে যাবার মত পারছি।

যাতুকর ॥ স্মরণ করুন।

অধ্যাপক ॥ যাতুকর !

যাতুকর ॥ কোথায় আটকে গেলেন ?

অধ্যাপক ॥ ১৮ বছরে এসে পথ পাচ্ছি না।

যাতুকর ॥ মানে, ১৯৪৬ !

অধ্যাপক ॥ হ্যা।

যাতুকর ॥ ১৯৪৬ সালে আমার ভারতবর্ষের অবস্থা স্মরণ করতে পারছেন না ? চেষ্টা করুন।

অধ্যাপক ॥ (নীরব)

যাতুকর ॥ অধ্যাপক, এত তুর্বল আপনাব স্মৃতি !

অধ্যাপক ॥ আমাকে ছেড়ে দিন

যাতুকর ॥ না, না। আমরা জানাটা ভুলে যাই, জানাটা ধরতে পারি না। সেখানেই যাতুর কারসাজি। আমার আজকের খেলা— স্মৃতিমন্থন। আপনার স্মৃতি মন্থন করব এবং আপনাদেরও। বাজনা উঁচু পর্দায় বাজাও। সরঞ্জাম আনো। (রীলে ভঙ্গীতে পূর্বের তরুণরা সরঞ্জাম আনে। তু'টো মুখোস আসে। শান্ত, হাস্যোজ্জ্বল স্নেহময় মূর্তি। যাতুকর নিজের মুখে মুখোস লাগিয়ে, দেখিয়ে রেখে দেয়। এরপর আসে একটা ডেটকার্ড। দর্শকরা লেখা দেখতে পায় না। যাতুকর ডেটকার্ডটা উল্টো করে বেদীর

টেবিলে রেখে দেয়! সঙ্গীর চলে যায়। বাজনা মৃদু। যাতুকর কাঠি তুলে নেয়।)

যাতুকর॥ আমি ১৯৪৬-এর স্মৃতি এর মধ্যে জাগিয়ে দেব এবং সমবেত দর্শকদের মধ্যেও। (আস্তিন গুটিয়ে কাঠি হাত বদল করে) দয়া করে শব্দ করবেন না, কথা বলবেন না। ঘুমন্ত স্মৃতিকোষ জাগ্রত করা বড় কঠিন। গোলে ফুটবল পাস্ করার মত মানুষ স্মৃতি পাস্ করিয়ে দেয় বিস্মৃতির কোঠায়। সেখান থেকে উঠিয়ে আনতে হবে। স্মৃতিকোষ ভেঙে ভেঙে বা'র ক'রে আনতে হবে। সাহায্য করুণ আপনারা। মনে মনে স্মরণ করুন ১৯৪৬ সাল। অভিজ্ঞতায় স্মরণ করুন ১৯৪৬ সাল। আমার বিশাল মহান ভারতবর্ষের একটি বছর ১৯৪৬। আমি শুরু করি। বাজনা মৃদু, লাইট সফট।
[অধ্যাপকের চোখের সামনে যাতুকর বিচিত্রভঙ্গীতে মুদ্রা করে। অধ্যাপকের স্মৃতি যেন জাগ্রত হচ্ছে। ব্যাক্গ্রাউণ্ডে, "ওকে কথা বলতে দিস্ না, বাইরে টেনে বার কর।" অধ্যাপক চমকিত হয়, চিৎকার করে ওঠে—"নেস্টর।" যাতুকর আবার ভঙ্গী করতে থাকে। ব্যাকগ্রউণ্ডে, "আমরা যা বলছি না, আপনি তা কেন বলেন?" অধ্যাপক চমকিত হ'য়ে চিৎকার করে ওঠে, "আমাকে তোমাদের দাস পেয়েছ? নেস্টর, আমি সই করব না।" যাতুকর সহসা অধ্যাপকের দু'বাহু শক্ত করে ধরে। এক লোমহর্ষক মিউজিকের মধ্যে এক হিংস্রদর্শন, কুটিল, কুশ্রী পুরুষ নৃত্য করতে করতে ঢোকে। ভীতিসঞ্চারী নৃত্য। হাতে এক লোহার রড্। নৃত্য শেষে বেদী থেকে সুদর্শন একটি মুখোস তুলে পরে নেয়। রড্টাকে একটা সুন্দর আবরণে ঢেকে নেয় এবং রড্টাকে যেন বাঁশী করে চমৎকার আনন্দসঞ্চারী নৃত্য করতে করতে চলে যায়।

যাদুকর অধ্যাপকের মাথায় যাদুকাঠি ছোঁয়ায়। অধ্যাপক মাথা ঝাঁকিয়ে ছিটকে এসে নীচুমঞ্চে চেয়ারে বসে পড়ে। যাদুকর ছিটকে ঘুরে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়। ঝিম্ মেরে অধ্যাপক বসে থাকে। ঢালাও আলোতে অভিনয়। অধ্যাপক চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে। উঠে গিয়ে ডেটকার্ডটা সোজা করে দেয়—১৯৪৬ লেখা। ডেটকার্ড সোজা হতেই এবং ১৯৪৬ দৃশ্যমান হতেই ভীতিসঞ্চারী প্রবল সাইরেণ বেজে ওঠে। অধ্যাপকের চোখে মুখে উত্তেজনা। উত্তেজনায় পায়চারি করে]

[ভেতর মঞ্চে কণ্ঠস্বর "প্রফেসর আছো নাকি, প্রফেসর।" ডাকতে ডাকতে এক ঋজুবলিষ্ঠ পক্ককেশ বৃদ্ধ ঢুকে পড়ে]

বৃদ্ধ ॥ কলেজ থেকে ফিরলে বুঝি? কী ব্যাপার? নিজের বাড়িতে নিজেই যেন বনবাসে? শরীরটা কি খারাপ প্রফেসর?

অধ্যাপক ॥ নেস্টর, এই মুহূর্তে আপনাকেই চাচ্ছিলাম। আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিণ আঘাত পেলাম।

বৃদ্ধ ॥ কে করলে? কোথায় লেগেছে?

অধ্যাপক ॥ (কণ্ঠ দেখিয়ে) এখানটায়। (বৃদ্ধ উঠে এসে দেখে) বন্যবর্বর নখের দাগ দেখতে পাচ্ছেন না?

বৃদ্ধ ॥ কই, না তো

অধ্যাপক ॥ রক্তের দাগ।

বৃদ্ধ ॥ দেখছি না। তবে শিরা ফুলে উঠেছে।

অধ্যাপক ॥ ফুলে ফুলে আমার কণ্ঠনালী রোধ করছে।

বৃদ্ধ ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও। কলেজ ফেরতা জামাকাপড়টাও তো ছাড়ো নি। সন্তু কোথায় গেল?

অধ্যাপক ॥ ওর ফিরতে রাত হবে।

বৃদ্ধ ॥ বৌমাকে টেলিগ্রাম করব ? চলে আসবে ? তোমার চোখমুখ ফন্‌ফন্‌ করছে, না, না, ভালো' লাগছে না। দারুণ উত্তেজিত হচ্ছ।

অধ্যাপক ॥ দারুণ। জ্ঞানের কণ্ঠ রোধ্ করার চক্রান্ত হয়েছে নেস্টর। বাধা না দিলে এ বিষবৃক্ষ হবে।

বৃদ্ধ ॥ ব্যাপারটা কি প্রফেসর ?

অধ্যাপক ॥ বিশ বছর এই কলেজে পড়াচ্ছি, সততার সঙ্গে।

বৃদ্ধ ॥ শহরের অর্ধেক তরুণ তোমার ছাত্র। তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

অধ্যাপক ॥ মিথ্যা কথা।

বৃদ্ধ ॥ সারা শহর আমার কথায় সায় দেবে।

অধ্যাপক ॥ শহরের মানুষগুলো মিথ্যাবাদী।

বৃদ্ধ ॥ কে বলে মিথ্যা ?

অধ্যাপক ॥ শহরের যারা প্রভু, আর তাদের সাঙ্গরা।

বৃদ্ধ ॥ প্রফেসর, ওরা কলেজে ঢুকেছে নাকি ?

অধ্যাপক ॥ ওরা আজ আমাকে চার্জ করেছে।

বৃদ্ধ ॥ চার্জ !

অধ্যাপক ॥ আমি পড়াই না।

বৃদ্ধ ॥ মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা।

অধ্যাপক ॥ আমি ক্লাশে সরকার বিরোধী প্রচার করি।

বৃদ্ধ ॥ তারপর।

অধ্যাপক ॥ ওরা ক্লাশ বয়কট করার শ্লোগান তুলে আমার ক্লাশে হামলা চালিয়েছে।

বৃদ্ধ ॥ ক্লাশের ছাত্ররা ?

অধ্যাপক ॥ আমি তাদের বললাম, ওরা যা বলছে তা যদি সত্য হয়, আমার ক্লাশ তোমরা বয়কট কর।

বৃদ্ধ ॥ কেউ যায় নি, কেউ না।

অধ্যাপক ॥ (মাথা নীচু করে)

বৃদ্ধ ॥ বিদ্যা বিনয়ী করে। আমি জানি কেউ ক্লাশ ছেড়ে যাবে না।

অধ্যাপক ॥ না, কেউ যায় নি। একটি ছাত্র উঠে দরজা বন্ধ করে দেয়।

বৃদ্ধ ॥ এখনও মেরুদণ্ডী ছাত্র আছে অধ্যাপক। আমার কথা সত্য তাহলে।

অধ্যাপক ॥ ফল হল মারাত্মক। দরজার ওপর ইট পড়তে লাগল।

বৃদ্ধ ॥ তোমার কলেজে কি প্রিন্সিপ্যাল নেই? প্রফেসররা?

অধ্যাপক ॥ আমি দরজা খুলে বাইরে এলাম।

বৃদ্ধ ॥ তারপর।

অধ্যাপক ॥ ওরা ছাত্রটিকে টেনে বার করল।

বৃদ্ধ ॥ বেঁচে আছে তো।

অধ্যাপক ॥ বুকে জড়িয়ে ধরলাম—প্রাণ গেলেও ওকে দেব না।

বৃদ্ধ ॥ প্রফেসর, তুমি শুধু শিক্ষক নও, পিতা।

অধ্যাপক ॥ আমি ওদের বিচারে অযোগ্য, আমার পদত্যাগ দাবী করেছে ওরা। নেস্টর, আপনি তো জ্ঞানী—আমাকে বলবেন, গণতন্ত্র কি?

বৃদ্ধ ॥ যা ন্যায়, যা সত্য বলে বিশ্বাস কর তা বলবার স্বাধীনতা।

অধ্যাপক ॥ আমার স্বাধীনতা ওরা কেড়ে নিয়েছে।

বৃদ্ধ ॥ তোমার শিক্ষক বন্ধুরা প্রতিবাদ করলেন না?

অধ্যাপক ॥ তারা আমাদের দু'জনকে উদ্ধার করলেন। প্রতিবাদে শিক্ষকদের সভা ডাকলেন।

বৃদ্ধ ॥ তারপর।

অধ্যাপক ॥ প্রিন্সিপ্যাল অনুমতি দিলেন না।

বৃদ্ধ ॥ সমবেত হয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা গণতান্ত্রিক অধিকার।

অধ্যপক ॥ They have broken my wings—আমার ডানা ওরা ভেঙে দিয়েছে নেস্টর।

বৃদ্ধ ॥ তোমরা কাগজে লেখ।

অধ্যাপক ॥ আমরা গোটা রিপোর্টটা দাঁড় করলাম। ওরা ঘরে ঢুকে কাগজ ছিঁড়ে এক একজন অধ্যাপককে ঠেলে ঠেলে বার করে দিয়েছে।

বৃদ্ধ ॥ হায় মূর্খ জান না, এর পরিণতি কি।

["আসতে পারি ?" তিনটি ছেলে মঞ্চে ঢোকে। একটি যেন দরজার বাইরে—এভাবে দূরমঞ্চে দাঁড়ায়। হাতে একটা বাঁকানো মোটা পাইপ। কিছু দূরে সেটা রেখে দেয়। দু'জন অধ্যাপকের সামনে দাঁড়ায়। ২নং ছেলেটি প্যাণ্টের পকেটে হাত ভরে দাঁড়ায়।]

অধ্যাপক ॥ কাকে চাই ?

১নং ॥ আপনাকে।

অধ্যাপক ॥ সেই ছেলেগুলো নেস্টর। কি দরকার ?

১নং ॥ এই কাগজটায় সই করুন।

অধ্যাপক ॥ (নিয়ে পড়ে) এ তো আমার পদত্যাগ পত্র !

১নং ॥ হ্যাঁ। ছাত্রের বিরুদ্ধে ছাত্র ক্ষেপিয়ে আপনি শিক্ষায়তনে নোংরা রাজনীতির আমদানি করেছেন। আমরা বরদাস্ত করব না।

২নং ॥ আপনার পদত্যাগ ছাত্রসমাজের দাবী।

অধ্যাপক ॥ দিনকে রাত করছ।

১নং ॥ সই করুন।

অধ্যাপক ॥ কিন্তু আমি তো এ পত্র লিখিনি।

২নং ॥ আপনাকে কষ্ট করতে হল না। 'আমরাই লিখে এনেছি। আপনি শুধু সই করুন।

অধ্যাপক ॥ আমি পদত্যাগ করতে চাইনি।

১নং ॥ আপনাকে করতে হবে।

বৃদ্ধ ॥ ওর অপরাধ।

২নং ॥ নাক গলাবেন না।

১নং ॥ ছাত্র শিক্ষকে কথা, আপনি আসেন কোথা থেকে ?

বৃদ্ধ ॥ আমি এককক্ষণে গার্ডিয়ান। কলেজটা আমাদের। আমার অধিকার আছে বলবার।

২নং ॥ আপনার বাড়িতে গিয়ে অধিকার ফলাবেন। সই করুন।

অধ্যাপক ॥ না।

১নং ॥ স্যার, আপনাকে শ্রদ্ধা করতাম।

অধ্যাপক ॥ তোমার শ্রদ্ধায় ঘেন্না করে।

২নং ॥ বাঃ বাঃ এই তো অধ্যাপকের কথা। ছাত্রের সঙ্গে কথা বলতে জানেন না ?

অধ্যাপক ॥ আমার দুর্ভাগ্য তোমার মত ছাত্রকে পড়িয়েছি।

২নং ॥ ক্ষমা করবেন। আমি আপনার ছাত্র নই। স্কুল মাড়াই নি, তায় তো কলেজ।

বৃদ্ধ ॥ তুমি কলেজের ছাত্র নও, আর কলেজে ঢুকে হামলা করছে ! এখানে এসেছ শাসাতে ?

২নং ॥ কলেজের ভালোমন্দ দেখার রাইট আছে। ভাই ব্রাদাররা কলেজে পড়ে।

বৃদ্ধ ॥ তোমার মত লোফারের রাইট নেই।

২নং ॥ মুখ ছিঁড়ে দেব বুড়ো শকুন (১নং ঠেকায়)

৩নং ॥ বাইয়ে টেনে বার করে দে (একের পর এক সিগারেট ধরিয়ে চলে)

১নং ॥ স্যার, সইটা করে দিন। এটা ওপরের সিদ্ধান্ত, পদত্যাগ আপনাকে করতেই হবে। কথা বাড়াবেন না।

বৃদ্ধ ॥ (দাঁড়িয়ে উঠে) সই করবেন না। কি ভেবেছ? রাজত্বটা তোমাদের?

২নং ॥ চোখেই দেখছেন। বেড়ালের মত ফ্যাচ ফ্যাচ করবেন না।

অধ্যাপক ॥ কি অপরাধে পদত্যাগ করব?

১নং ॥ আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আপনি ক্লাশে রাজনীতি করেন।

অধ্যাপক ॥ সুজিত, তুমি আমার ৪ বছরে ছাত্র। যতদিন ক্লাশে পড়িয়েছি। এ অভিযোগ তো তোল নি। সত্য কি না? উত্তর দাও।

১নং ॥ তখন বুঝিনি।

অধ্যাপক ॥ পরীক্ষাটা দিয়েছ তুমি তা বুঝতে পারলে?

২নং ॥ ওকে কথা বলতে দিসনা।

অধ্যাপক ॥ বেশ, তুমি প্রমাণ দাও।

২নং ॥ অত কথা ভালো লাগেনা সুজিত।

৩নং ॥ বার করে দে, সেকে সই করে দি।

অধ্যাপক ॥ প্রমাণ দাও, নয় এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও।

১নং ॥ (একটা ডায়রি বার করে) ১৯৭৬, ৬ই কি ৭ই মার্চ। আপনি জনসংখ্যার ওপর রচনা করতে গিয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের

সমালোচনা করেছেন। সমালোচনাকে আমরা বরদাস্ত করি, কিন্তু আপনি মিথ্যা কুৎসা ছড়িয়েছেন। ছাত্ররা এটা পছন্দ করেনি।

অধ্যাপক ॥ যে কোন সৎ শিক্ষক ছাত্রদের বিচার করে দেখাবে একটা সিদ্ধান্তের দোষ কি, গুণ কি।

২নং ॥ কলেজটা মাঠ ময়দান নয়।

অধ্যাপক ॥ আমি বলেছি জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পথ নাশবন্দী নয়, জবরদস্তি নয়। শিক্ষা দাও, খেতে দাও, জীবনযাত্রার মান উন্নত কর, মেয়েদের কাজ দাও, তাদের মধ্যে প্রচার কর। এটাই জন্মহার কমাবে।

১নং ॥ আপনি এর চেয়েও মারাত্মক কথা বলেছেন।

অধ্যাপক ॥ একটা বিষয় পড়াতে একজন অধ্যাপকের যতটা জানা দরকার ও বলা দরকার আমি তা-ই জেনে আমার ছাত্রদের বলেছি। তুমি যেতে পার। নেষ্টর, আমি শিক্ষক, আমার পড়াবার স্বাধীনতা নেই? জ্ঞান তো থেমে নেই। এরা তাকে জোর করে থামাবে?

২নং ॥ আমরা যা বলছি না, আপনি তা কেন বলেন?

অধ্যাপক ॥ তোমরা যা বলছ তা যদি সত্য না হয়, আমাকে বলতে হবে? আমাকে তোমাদের দাস পেয়েছ?

২নং ॥ আর আপনি কি মনে করেছেন সরকারের পেছনে বাম্বু দেবেন, আর আপনাকে দুধ কলা দিয়ে পুষবো? আমাদের নপুংসক পেয়েছেন?

অধ্যাপক ॥ সাট্ আপ্

১নং ॥ কুড়ি কি একুশে মার্চ ১৯৪৬। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর রচনা করাতে গিয়ে বলেছেন, (পড়তে থাকে) প্রাথমিক শিক্ষাকে যে সরকার উপেক্ষা করে তার বদ মতলব আছে।

অধ্যাপক ॥ বলেছি। এখনও বলছি। সমাজ ইতিহাস তাই বলে।

১নং ॥ (পড়তে থাকে) ইংরেজের শিক্ষানীতি ছিল শিক্ষা কেড়ে নিয়ে অন্ধ করে রাখ। স্বাধীন ভারতে অন্ধ করার চক্রান্ত ভাঙার শিক্ষানীতি নেওয়া হয় নি।

অধ্যাপক ॥ একেবারে টেপ্ করে রেখেছ। বাঃ বাঃ কলেজে তা হলে গোয়েন্দাগিরি চলছে।

১নং ॥ ৩রা কি ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৬। ভারতের বেকার সমস্যার ওপর রচনা করাতে গিয়ে আপনি ভারতের বেকার সংখ্যা বাড়িয়ে বলেছেন। অন্যান্য দেশের তুলনা দিতে গিয়ে চীন রাশিয়ার ফানুষ উড়িয়েছেন। আমরা এটা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি।

অধ্যাপক ॥ সুজিত. তোমাদের সঙ্গে তো অস্ত্র থাকে। একটা বুলেট আমার মাথা লক্ষ্য করে ছোড়। আমার মগজটা ওলট-পালট করে দাও। (চিৎকার ক'রে) আমি শিক্ষক। আমার অপরাধ, আমি যে সত্যজ্ঞান বহু শ্রমে অর্জন করেছি, আমার ছাত্রদের তা শেখাতে পারব না। (সুজিত বেরিয়ে যায়। ৩নং ছেলের স্থানে দাঁড়ায়। ৩নং ভেতরে আসে)

২নং ॥ ডুবে ডুবে জল খান, ভেবেছেন আমরা খোঁজ রাখি না।

অধ্যাপক ॥ নেষ্টর এরা সব কারা—শিক্ষা জগতে এরা কারা নেষ্টর !

বৃদ্ধ॥ প্রেতচ্ছায়া।—সাময়িক। প্রলয়ের আগে অমঙ্গল চিহ্ন।

৩নং॥ তবে সই করবেন না?

অধ্যাপক ও বৃদ্ধ॥ না

৩নং॥ সই আপনাকে করতেই হবে

[২নং ছেলেটি পকেট থেকে এই প্রথম হাত বার করতে থাকে। একটা হাত দেড়েক লোহার রড্ কথোপকথনের মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে টেবিলের নীচে রাখে]

বৃদ্ধ॥ এ অন্যায়, এ গুণ্ডামী।

৩নং॥ সই করুন।

বৃদ্ধ॥ আমি পুলিশ ডাকব। বেরিয়ে যাও।

৩নং॥ (হেসে) ডাকবেন খন্, পুলিশকে আমরা খুব ভয় করি। তার আগে সইটা করে দিন।

অধ্যাপক॥ না। সই আমি করব না।

৩নং॥ তবে বেরিয়ে আসুন।

অধ্যাপক॥ কোথায়?

৩নং॥ বাইরে

বৃদ্ধ॥ না।

অধ্যাপক॥ আমাকে মারবি? মার্। আমার জ্ঞানের এই শিখা জ্বলছে। (বই তুলে) বৃদ্ধ নেস্টর সাক্ষী রইলো। মার আমাকে।

বৃদ্ধ॥ আমি আছি প্রফেসর—আমি তোমার পক্ষে।

৩নং॥ বেরিয়ে আসুন (টানতে থাকে)

বৃদ্ধ॥ না, ওকে নিয়ে যেতে দেব না (আঁকড়ে ধরে। ২নং বৃদ্ধকে

ঘুষি মারে। বৃদ্ধ পড়ে যায়। দু'জনে মিলে অধ্যাপককে টেনে বাইরে বার করে। বাইরে এনে ৩নং পাইপটা তুলে হাঁটু পেতে বসে অধ্যাপকের মালাই চাকিতে পর পর আঘাত করে।)

অধ্যাপক ॥ মার্ মার্। ছ্যাখ আমি দাঁড়িয়ে আছি।

১নং ॥ আর না, কেটে পড় (ওরা চলে যায়)

[বৃদ্ধ বহু কষ্টে উঠে আসে]

বৃদ্ধ ॥ অধ্যাপক (বেষ্টন করে ধরে)

অধ্যাপক ॥ নেষ্টর। ওরা আমাকে আর হেঁটে কলেজে যেতে দেবে না—আমার পা'টা ভেঙে দিয়ে গেল।

বৃদ্ধ ॥ অধ্যাপক।

অধ্যাপক ॥ নেষ্টর, এ আমরা কী দেখছি! (বৃদ্ধ অধ্যাপককে বেষ্টন করে ঘরে আনতে থাকে)

বৃদ্ধ ॥ সেদিন তাকে মেরেছিল যারা
ধর্মমন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে
তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে
তারাই আজ ধর্মমন্দিরের বেদীর সামনে থেকে
পূজা মন্ত্রের সুরে ডাকছে ঘাতক সৈন্যকে

দুজনে একসঙ্গে ॥ বলছে, মারো, মারো।

[পুলিশ অফিসারের প্রবেশ। সঙ্গে মাথায় ব্যেণ্ডেজ বাঁধা ৩নং ছেলেটা। মঞ্চের এক পাশে এক পুলিশ কনষ্টেবল, যেন বাইরে দাঁড়িয়ে]

পুলিশ ॥ তাহলে দেখছি মিথ্যা নয়। এখনও মারতে চাইছেন।

বৃদ্ধ ॥ কি চাই?

পুলিশ ॥ আপনাদের মধ্যে প্রফেসর কে?

অধ্যাপক ॥ আমি।

পুলিশ ॥ ইনি কে?

অধ্যাপক ॥ বৃদ্ধ নেষ্টর।

পুলিশ ॥ নেষ্টর? বাঙালী না? দেখলে তো মনে হয় বাঙালী।

অধ্যাপক ॥ নেষ্টর মানে, দেখে শুনে জ্ঞানী বৃদ্ধ।

পুলিশ ॥ অদ্ভূত নাম। যাক্ আপনি তবে সাক্ষী।

বৃদ্ধ ॥ সাক্ষী, ঐ দুর্বৃত্তটা জ্ঞানী অধ্যাপককে মেরে পা ভেঙে দিয়েছে।

পুলিশ ॥ আর অধ্যাপক কি করেছেন?

বৃদ্ধ ॥ প্রদীপ্ত সত্যের অগ্নিবর্ণ ডানা জাপটে ধরে তাকে রক্ষা করতে চেয়েছেন।

পুলিশ ॥ এ তো বেশ সুন্দর কাজ। সুন্দর কাজে আমরা পুলিশরা সব সময় সাহায্য করব। কিন্তু নিজের কানকে তো অবিশ্বাস করতে পারব না। আপনারা মারো মারো বলে চেঁচাচ্ছিলেন।

বৃদ্ধ ॥ (প্রবল হাস্য) ওটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা—কবিতাটির নাম 'মানবপুত্র'। আবৃত্তি করছিলাম। (পুলিশ বিব্রত, ক্ষুব্ধ)

অধ্যাপক ॥ হায় রবীন্দ্রনাথ। নেষ্টর, আমার শিয়রে বসুন।

বৃদ্ধ ॥ একজন ডাক্তার ডাকা দরকার। আপনাকে আমরা ডাকি নি। ডায়রিও করি নি।

পুলিশ ॥ আপনি ডাকতে না পারেন, শৃঙ্খলা রক্ষা আমাদের কাজ। এই তরুণকে চেনেন ?

বৃদ্ধ ॥ ঠ্যাঙাড়ে, খুনী।

৩নং ॥ মুখ সামলে কথা বলবেন।

পুলিশ ॥ ওর মাথা ফাটালো কে ? থানায় ডায়রি করেছে।

অধ্যাপক ॥ মাথা ফেটেছে !

পুলিশ ॥ স্যারদের লেকচার নিশ্চয়ই রড্ নয়, থান ইটও নয় যে শুনে মাথা ফাটবে (নিজের রসিকতায় হেসে ওঠে)

অধ্যাপক ॥ কি বলতে চান ?

পুলিশ ॥ কেউ আঘাত করেছেন নিশ্চয়ই।

অধ্যাপক ॥ এটা গুণ্ডামির জায়গা নয়।

পুলিশ ॥ সেটাইতো জানতাম।

অধ্যাপক ॥ এখনও সেটা জেনেই আপনি আসতে পারেন। নেষ্টর, বড় যন্ত্রণা করছে।

বৃদ্ধ ॥ আগে ডাক্তার চাই। আমি আসছি অধ্যাপক।

পুলিশ ॥ কিছুক্ষণ আপনারা দুজন কেউ যাবার অনুমতি পাবেন না। বাড়িটা সার্চ করব।

বৃদ্ধ ॥ আপনি কি পাগল হলেন ?

পুলিশ ॥ duty করব। পুলিশের কাজ বড় খারাপ, মানীকে ইচ্ছা থাকলেও সবসময় মান দিতে পারি কৈ ?

বৃদ্ধ ॥ সার্চ ওয়ারেন্ট কোথায় ?

পুলিশ ॥ আপনারা বুঝি জানেন না, জরুরী অবস্থায় থানাকে কতটা

ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তবু, অধ্যাপকের বাড়ি, সঙ্গে এনেছি। এই দেখুন।

অধ্যাপক ॥ চমৎকার।

পুলিশ ॥ আমি দুঃখিত প্রফেসর। কিন্তু duty করতেই হবে।

অধ্যাপক ॥ বেশ সার্চ করুন।

বৃদ্ধ ॥ যদি কিছু না পান, আমি মানহানির মামলা করব।

৩নং ছেলেটা ॥ পাবেন স্যার। আমাকে দিন, আমি ঠিক বার করে দেব।

পুলিশ ॥ ওটা পুলিশের কাজ। যদি পাই আমি যে স্টেপ নেব বাধা দেবেন না।

অধ্যাপক ॥ ওর মাথার ব্যাণ্ডেজটা একবার খুলবেন? আমি দেখতে চাই।

[ছেলেটি বিব্রত হয়। বৃদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়ে]

বৃদ্ধ ॥ খুলুন, মিথ্যা বেরিয়ে পড়বে।

[ছেলেটি ও বৃদ্ধ ধ্বস্তাধ্বস্তি করে। অফিসার বৃদ্ধকে টেনে এনে বসিয়ে দেয়, বৃদ্ধ হাঁপাতে থাকে]

পুলিশ ॥ আমি থানা থেকে আসছি। ওকাজ আমার নয়।

অধ্যাপক ॥ পুলিশ নিরপেক্ষ থাকবে—এটাই উচিত।

পুলিশ ॥ উচিতটাই করছি—আপনার নামে ডায়রি আছে—লোহার রড্ মেরে আপনি মাথা ফাটিয়েছেন।

বৃদ্ধ ॥ অফিসর, আমার দিকে তাকান। আমার অন্য পরিচয় জানার দরকার নেই। আমার বয়স হয়েছে। আমি এলাকায় একজন

ভদ্রলোক বলে পরিচিত। আমি বলছি, প্রফেসর, হাতের একটি আঙুল পর্যন্ত ব্যবহার ক'রন নি। ওরা ওকে ঘর থেকে টেনে বার করে মেরেছে—ওর পা টা দেখুন—চিরকালের মত খোঁড়া করে দিয়েছে।

পুলিশ ॥ থানায় ডায়রি করুন। তদন্ত হবে—কোর্টে কেস উঠলে আপনি সাক্ষ্য দেবেন।

বৃদ্ধ ॥ Go hell your diary.

পুলিশ ॥ (মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে) আপনি কোর্টের অবমাননা করেছেন? থানার অবমাননা? জরুরী অবস্থায় থানার ক্ষমতা জানেন? আমি আপনাকে মিসায় আটক করতে পারি?

অধ্যাপক ॥ নেস্টর।

বৃদ্ধ ॥ করুন। ইংরেজ আমল দেখেছি, লড়েছি। আপনার আচরণ দেখলে ইংরেজ পুলিশও লজ্জা পেত।

পুলিশ ॥ আমাকে duty করতে দিন, বাধা দেবেন না।

ভগবৎ— (অপেক্ষমান কনস্টেব্‌ল্ ঢোকে।)

৩নং ছেলেটা ॥ সার্চ কর। (ছেলেটা টেবিলের নিচে ইঙ্গিত করে)

পুলিশ ॥ সার্চ (ভগবৎ সার্চ করে। কাগজ কাটা কাঠের একটা ছুরি বার করে। পুলিশের হাতে দেয়। পেন্সিল কাটা একটি ছোট্ট ছুরি বার করে এবং দেয়। ছেলেটি ইঙ্গিত করে। টেবিলের তলা থেকে রড্‌টা বার করে)

৩নং ছেলেটা ॥ এই দেখুন স্যার। এই রড মেরে আমার মাথা ফাটিয়েছে। ওকে এ্যারেস্ট করতে হবে। না করলে আমরা রাস্তা অবরোধ করব, এলাকা অচল করে দেব।

পুলিশ॥ আমাকে তদন্ত করতে দিন। অধ্যাপকের ঘরে এটা কেন? ছাত্রপেটাতে লাগে নাকি? (নিজের রসিকতায় হাসে)

অধ্যাপক॥ কক্ষণও ছিল না।

পুলিশ॥ তাহলে কি আমি ওটা সঙ্গে করে এনেছি?

অধ্যাপক॥ যা দেখছি, অবিশ্বাস্য নয়

পুলিশ॥ সুন্দর বলেছেন। I am convinced আপনি লোহার ডাণ্ডা মেরে এই তরুণের মাথা ফাটিয়েছেন।

বৃদ্ধ॥ এবং তোমারও হাতটা গুঁড়িয়ে দিয়েছি। bloody swine

[প্রবল উত্তেজনায় পুলিশ অফিসরের হাত মুচড়ে দিতে থাকে।]

পুলিশ॥ Arrest them (রিভলবার বার করে মারমুখী হয়ে ওঠে। ভগবৎ ও ছেলেটা বৃদ্ধকে জাপটে ধরে) বড় বাড় বেড়েছে। লক্‌আপে সেঁকে মিসায় পুরলে শিক্ষা হবে। ভ্যানে তোল (টেনে নিয়ে যায়)

অধ্যাপক॥ নেস্টর

বৃদ্ধ॥ প্রফেসর, মূর্খরা জানেনা সব অন্যায় অত্যাচারের পরিণাম পরাজয়, চোখের জল।

পুলিশ॥ Nasty, উঠুন। কোন দয়ামায়া নয়। Get up

অধ্যাপক॥ আপনার দয়াকে ঘেন্না হয়—ছোঁবেন না আমাকে—তফাৎ যান (উঠ্‌তে থাকে)

পুলিশ॥ (বইগুলো দেখে বাঁ হাতে টেনে ফেলে দেয়। ব্যঙ্গ স্বরে) প্র—ফেসর

অধ্যাপক॥ (বহুকষ্টে যেতে যেতে) ওরা আমাকে শিক্ষায়তনে পৌঁছুতে দিল না—ওরা আমাকে কথা বলতে দিল না (প্রস্থান)

[যাদুকরের প্রবেশ]

যাদুকর ॥ আপনারা আমাকে মঞ্চে আসতে দিয়েছেন। আপনারা আমাকে স্মৃতিমন্থন করতে দিয়েছেন। হ্যাঁ আপনারাই দিয়েছেন। আপনাদের ধন্যবাদ।

[একহাতে ১৯৪৮ লেখা একটি ডেটকার্ড, অন্যহাতে যাদু-কাঠি তুলে ধরে অভিবাদনের ভঙ্গীতে]

যাদুকর এস. চক্রবর্ত্তীর অভিবাদন গ্রহণ করুন।

—যবনিকা—

আন্তন্ চেকভের

"দি মাস্ক" গল্প অবলম্বনে

মুখোশ

নাট্যরূপ—সুনীত কুমার মুখোপাধ্যায়

চরিত্র লিপি

মিঃ পিয়াতিগোরভ

ইয়েভ্‌স্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ

বুর্‌কিন

আঁদ্রে পেত্রোভিচ

ঝেস্‌তিয়াকভ্

ইভানা

নাচঘরের মুরুব্বি, ওয়েটার

—ঃ প্রথম অভিনয় ঃ—

স্থান—ডি. ভি. সি. মাধ্যমিক বিদ্যালয় মঞ্চ

প্রযোজনা—ডি. ভি. সি. রিক্রিয়েশন ক্লাব।

পরিচালনা—নন্দদুলাল দেব।

প্রথম রজনীর শিল্পীবৃন্দ

রুনু মজুমদার, বাসুদেব ঘোষ, দেবেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি দত্ত, গণেশ দত্ত, নন্দদুলাল দেব, সি. আর. বিশ্বাস।

দিন বদল—২০

[মস্কোর একটি ক্লাবে ফ্যান্সি ড্রেস বলনাচ চলছে। নাচ-গান ও উত্তেজনাকর মিউজিক বা অর্কেস্ট্রার আওয়াজ ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে হৈ হল্লার শব্দ যেন ভিড় করে দৌড়ে আসছে। মস্কোর এই ক্লাবের সংলগ্ন একটি পাঠকক্ষ। চারিদিকে টেবিল চেয়ার পাতা। টেবিলের চার পাশে নানা ধরনের পত্র-পত্রিকা ও সংবাদ পত্র। ঘরে দু একটি বুক শেলফ্। তাতে কিছু বই।

মিউজিক ও হৈ হল্লার শব্দের মধ্যদিয়ে পর্দা ওঠে। বল রুমের নাচ গান তখন ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেচে। নেপথ্য থেকে মদের বোতল ও গেলাসের শব্দে চারিদিক মুখরিত। ওয়েটাররা ঘন ঘন পদচারণা করে।

এমন সময় আঁদ্রে পেত্রেভিচ এসে প্রবেশ করে। ইনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। দেশের শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ও সুবক্তা।]

আঁদ্রে ॥ ইন্‌টলারেবল ! ফ্যান্সি ড্রেস বলনাচ দেখতে দেখতে লোক-গুলো যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। এরা মানুষ না পশু ? সুন্দরী তরুণীর দেহ, লাল মদ আর মুখোশ ! অসহ্য—এ একেবারে অসহ্য—! ভাগ্যিস ক্লাবে এই রীডিং রুমটা ছিল, তাই রক্ষে—Let us read—

[আঁদ্রে পেত্রেভিচ পড়ার টেবিলে বসে পত্র-পত্রিকায় মনো-নিবেশ করে। এমন সময় সমবায় ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর ঝেসতিয়াকভ্ এসে প্রবেশ করে। বেশ হোমড়া-চোমড়া চেহারা।]

ঝেসতিয়াকভ ॥ আপনি এখানে আঁদ্রে ? অথচ আমি আপনাকে

কখন থেকে খুঁজছি। ভালই হল। উঃ ঐ বিশ্রী হল্লার মধ্যে কি থাকা যায়?

আঁদ্রে ॥ আচ্ছা ঝেসতিয়াকভ আজকে কি লোকগুলো একটু বেশি মাত্রায় ড্রিংক করেছে?

ঝেসতিয়াকভ ॥ তাই তো মনে হচ্ছে। জোড়ানাচের আসরে আজ নটীগুলো পর্যন্ত বল্গাহীন! নেশার ঝোঁকে তারা বলিষ্ঠ পুরুষের বুকগুলোকে মনে করছে—সাদা ধবধবে বিছানা। Silly—Silly most silly—যাকগে,—"Evening Report"—কি লিখছে—

আঁদ্রে ॥ সেই পুরনো খবর। ওরা মতঃস্বল সংবাদগুলোই ভাল দেয়। গ্রামের কুটির শিল্প—ফার্মিং, এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেণ্ট—

[এমন সময় নেপথ্যে নাচ ঘরের মুরুব্বির কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "ওয়েটার", "ওয়েটার" বলে ডাকতে ডাকতে অপ্রত্যাশিত ভাবে এই পাঠকক্ষে ঢুকে পড়ে। লোকটি ছোটখাট। মাথায় পাতলা লাল চুল। মুখটা গোল ও থ্যাব্‌ড়া। কোটের বুকের ওপরে ফলাও করে নীল রিবনের টুকরো ঝুলছে। নাচঘরের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে 'মুরুব্বি' হাঁপায়। মুরুব্বির হন্তদন্ত ভাব দেখে ঝেসতিয়াকভ বলে ওঠে—]

ঝেসতিয়াকভ ॥ এই যে মুরুব্বি মহাশয়,—বলি এত ব্যস্ততা কেন? মনে হচ্ছে আপনি যেন একেবারে দৌড়চ্ছেন?

মুরুব্বি ॥ আমি দৌড়চ্ছিনা,—কাজ—কাজই আমার পিছনে দৌড়চ্ছে। আরে মশাই—নাচঘরের মুরুব্বি হওয়া কি কম জ্বালা?

আঁদ্রে ॥ তাতো বটেই—তাতো বটেই।

মুরুব্বি ॥ আমার দুঃখ কেউ বুঝলনা। আর কাকেই বা বোঝাব।

আমার ঠাকুমা বলতেন—ওরে হতভাগা তোর দুঃখে শিয়াল কুকুর কাঁদবে।

ঝেসতিয়াকভ ॥ কাঁদছে কি ?

মুরুব্বি ॥ কি জানি এখনও শুনতে পাইনি—হয়ত বনে বাদাড়ে কাঁদছে। যাক্‌গে কাঁদে কাঁদবে। আপনারা ভাল করে পড়াশুনো করুন। আপনারা সব দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি। আমি চলি ওয়েটারগুলো যে কোথায় গেল কে জানে ?

আঁদ্রে ॥ কিন্তু একটা কথা—

মুরুব্বি ॥ বলুন

আঁদ্রে ॥ নাচঘরের হল্লাটা নট-নটীদের একটু কম করতে বলুন।

মুরুব্বি ॥ কাকে বলব মশাই। জোড়া নাচের আসর হচ্ছে। আজ দেশের বড় বড় মাথা এসেছে। তাদের মনোরঞ্জন করার জন্যে নটীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। বুঝতে পারছেন না,—ওরাই আজকের প্রগতি। ওরাই পরশমণি

ঝেসতিয়াকভ ॥ পরশমণি আমরা। প্রগতি এই বুদ্ধিজীবিরা।

মুরুব্বি ॥ ওয়েটারকে দিয়ে টাটকা কফি কিংবা কোন ড্রিংকস্ পাঠিয়ে দেব কি ?

আঁদ্রে ॥ ধন্যবাদ। প্রয়োজন হলে খবর দেব। এখন আপনি যে কাজে যাচ্ছেন যান।

মুরুব্বি ॥ আজ্ঞে তাই যাচ্ছি। এক মহিয়সী নর্তকীর খোঁজ করতে বেরিয়ে—

ঝেসতিয়াকভ ॥ নর্তকী আবার মহিয়সী—চমৎকার !

মুরুব্বি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—ওরা মহিয়সী। উঃ নাচঘরের মুরুব্বি হওয়া কি কম জ্বালা ! [মুরুব্বির প্রস্থান]

[এমন সময় সাংবাদিক বুরকিনের প্রবেশ। সুন্দর-সুঠাম চেহারা। বুরকিন একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাংবাদিক। বুরকিন কে দেখে এরা স্বাগত জানায়—]

ঝেসতিয়াকভ ॥ Here comes our beloved বুরকিন। Now we are three। এতক্ষণ রীডিং-রুমটাকে বড্ড একা একা মনে হচ্ছিল।

আঁদ্রে ॥ কি ব্যাপার মিঃ বুরকিন ক্লান্তি না অরুচি? এমন কলারফুল বলনাচ ভাল লাগল না! ফটোগ্রাফারকে দিয়ে দু-একটা একসপোজার—ছবিগুলি কলার্ড করে দিলে শহরের স্টলগুলো—

বুরকিন ॥ বুরকিনের ফটোগ্রাফার নগ্নছবি তোলে না। বুরকিনের রিপোর্ট লাউড। কিন্তু সে রিপোর্ট নোব্‌ল আর মডেস্ট। আপনারা তো জানেন বুরকিন এই শহরের একজন upright journalist.

ঝেসতিয়াকভ ॥ বিলক্ষণ, বিলক্ষণ আরে শিক্ষা কমিশনার আঁদ্রে পেত্রেভিচ আপনার সঙ্গে একটু ঠাট্টা করছেন।

বুরকিন ॥ তা আমি জানি কিন্তু পেত্রেভিচ একজন শিক্ষাবিদ তাই একটু আশ্চর্য লাগছিল। কারণ ঠাট্টা টা একটু কটু লাগল—তাই বলছি যে—

ঝেসতিয়াকভ ॥ আরে বাবা—শিক্ষা কমিশনারদের ঠাট্টা একটু কটু হয়।

আঁদ্রে ॥ আই মিন—কটু রসিকতা! তবে একটা কথা মিঃ ঝেসতিয়াকভ।

ঝেসতিয়াকভ ॥ বলুন—

আঁদ্রে ॥ আপনি একজন ব্যাঙ্ক ডাইরেক্টর—আপনি কি ঠিক বুঝতে পারেন যে কোনটা কটু রসিকতা আর কোনটা গুরুগম্ভীর কথা—?

ঝেসতিয়াকভ ॥ তা একটু পারি বৈকি—আঁদ্রে—কারণ আমাদের দেশের ব্যাঙ্কগুলি সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের মান নিয়ে মাঝে মাঝে রসিকতা করে কিনা—

আঁদ্রে ॥ কি রকম ?

ঝেসতিয়াকভ ॥ এই যেমন মুদ্রার অবনমন আর উল্লম্ফণ। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা আর মুদ্রার মূল্য। এ যেন সেই কচ্ছপ আর খরগোসের দৌড় প্রতিযোগিতা— [সকলের হাসি]

বুরকিন ॥ বাঃ চমৎকার উক্তি। ওপাশে যৌবনরসে অভিষিক্ত ফ্যান্সি ড্রেস বলনাচ,—আর এখানে থ্রী কমরেড্স—রিপোর্টার—ব্যাঙ্ক ডাইরেক্টর—আর শিক্ষা কমিশনার। তিন প্রগল্‌ভ বুদ্ধিজীবি। সাবাস—সাবাস মিঃ ঝেসতিয়াকভ—সাবাস আঁদ্রে প্রেত্রেভিচ।

আঁদ্রে ॥ শুধু সাবাস্ নয়—We are great—। আমরা Promising বুদ্ধিজীবি। আমাদের স্বাধীন মতবাদ আছে। আমরা আদর্শবান। সব থেকে বড় কথা—We are not purchased.

ঝেসতিয়াকভ ॥ ডেফিনিট্‌লি নট্। টাকা আমাদের কিনে নিতে পারেনি। আমরা আমাদের আদর্শের পথে এগিয়ে চলেছি। দেশের অর্থনৈতিক প্রগতিকে জোরদার করে তুলছি। রুগ্ন আর পঙ্গু অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলাই আমাদের ধর্ম। আর তার জন্যে আমরা লড়াই করে চলেছি।

বুরকিন ॥ Wine, Sex, Money—অর্থের হুমকি—এ্যাপিজমেণ্ট—আমরা পদাঘাত করে সরিয়ে দিয়েছি।

আঁদ্রে ॥ আমরা সভ্যদেশের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়। অর্থবানের সঙ্গে আমরা কোন আপোষ করবনা।—ওটা পাপ, নোংরামো, ঘৃণ্য কাজ।

বুরকিন ॥ এই কথাটাই আমি সেদিন আমার কাগজে একটা প্রবন্ধের মাধ্যমে তুলে ধরেছিলাম।

আঁদ্রে ॥ আপনার লেখাটা নিয়ে সেদিন প্রশাসনে প্রচণ্ড আলোড়ন হয়েছিল।

বুরকিন ॥ ইয়েস—আমি জানি। বুরকিন একটা আলোড়ন। আর সেই আলোড়নের মধ্যে দিয়েই সমাজতন্ত্র জোরদার হবে।

ঝেসতিয়াকভ ॥ কিন্তু মিঃ বুরকিন,—একটু সমঝে চলবেন।

বুরকিন ॥ দেশের স্বাধীন নাগরিকরা গণতান্ত্রিক প্রশাসনকে সমঝে চলবে—কিন্তু ব্যক্তিকে নয়।

আঁদ্রে ॥ এটা আমারও কথা। এই আদর্শ দিয়ে আমি দেশের গোটা শিল্প ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চাই।

ঝেসতিয়াকভ ॥ আমিও চাই মেহনতী মানুষদের জীবন ধারণের মানের সঙ্গে একটা অর্থ নৈতিক সমঝোতা।

বুরকিন ॥ This is the time—একটা ক্রান্তি—সমাজতন্ত্র আসছে। গনতন্ত্র আসছে—আপনারা কি তার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন ??

আঁদ্রে ॥ শুনতে পাচ্ছি—বুঝতে পারছি—

[ঠিক এই সময়ে আবার নেপথ্যে বলনাচের রাজনা বেজে ওঠে। তারপর হৈ-হল্লা শোনা যায়। এরা বিরক্তিভরে একে অপরের দিকে তাকায়। মুখে বলে—“অসহ্য”—“এ একেবারে অসহ্য”। তারপর বুদ্ধিজীবিরা পড়ায় মনোনিবেশ করে। কেউ জার্ণাল, কেউ নিউজ পেপার, কেউ বা অন্য পত্র-পত্রিকার পাতা ওল্টায়। টেবিলে একরাশ পত্র-পত্রিক ছড়িয়ে আছে দেখা যায়। আবার তাদের মুখ গম্ভীর হয়ে

ওঠে। ভুরু কোঁচকায় সকলে। তারপর তারা পত্র-পত্রিকা ও সংবাদ-পত্রের লেখার সমুদ্রে আত্মস্থ হয়ে পড়ে।]

[ঠিক এই সময়ে পড়বার ঘরে ঢোকে চওড়া কাঁধ ওয়ালা গাঁট্রা গোঁট্রা একটি তেজী পুরুষ। পুরুষটি সুদীর্ঘ। তার পরণে কোচোয়ানদের মত উর্দি, টুপিতে ময়ুরের পালক গোঁজা। মুখে একটা মুখোশ পরা। মুখোশের অন্তরালে ব্রাউন রঙের ঘন চাপ দাড়ি ও গোঁফ। সারা মুখোশের মধ্য থেকে দুনিয়াকে এবং সারা মানব রাজ্যকে তাচ্ছিল্য করার একটা দৃপ্ত ভাব যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে। ভাবখানা এই যে, টাকা আর সোনাদানা দিয়ে সব কিছুকেই পারচেজ করা যায়। লোকটির পিছনে একজন ওয়েটার। ট্রেতে রয়েছে লিকারের একটা পেট মোটা বোতল। তার পাশে লাল মদের তিনটে বোতল আর কয়েকটা ফ্যান্সী গ্লাস।

মুখোশ প্রবেশ করে হাসতে থাকে।]

মুখোশ ॥ হা-হা-হা-হা-ওপাশে ফ্যান্সী বলনাচ চলছে—আর এরা—সুবোধ বালকের মত যেন পরীক্ষার পড়া তৈরি করছে,—কি মশাইরা কাল আপনাদের কি পরীক্ষা—যতো সব—

আত্রে ॥ বিরক্ত করবেন না—বাজে কথা বলবার জায়গা এটা নয়।

মুখোশ ॥ কিন্তু এই নির্জন তপ্ত ঘরটা বড় আরামদায়ক লাগছে। ঘরটাকে মনে হচ্ছে যেন একটা ঘুমের টনিক—যাতে এ্যালকহলের পরিমানটা কিছু বেশি,—অতএব এই নির্জনতা,—এই ঘরটাকে আমি মদিরার মত পান করব। "...life to the lees..." হা-হা-হা-, ওয়েটার, ওয়েটার।

ওয়েটার ॥ সাব।

মুখোশ ॥ আমার প্রিয় নর্তকী ইভানাকে খবর দাও। সে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। She is my to day's choice— সুন্দরী ইভানা—তোমার নগ্নদেহ, লাল গোলাপের মত ঠোঁট, আর রেশমী চুল, অনাবৃত বাহু—সব—সব—আমার আজ রাতের উপহার। এই ঘর হবে আমার কোমল শয্যা,.এই ঘরের নির্জনতা হবে আমার মিলনের কার্টেন। ·লজ্জার অন্তর্বাস ছিঁড়ে ফেলে আমি ইভানাকে বার বার—

খোসতিয়াকভ ॥ আপনি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। পাঠকক্ষের পবিত্রতা নষ্ট করছেন। আমরা আপনার এ বেয়াদপি সহ্য করব না। সম্ভোগ করতে চান তো আপনি কোন ব্রথেলে যান।

মুখোশ ॥ হা-হা-হা—(হাসি) খেয়াল খুশী মত আমরা যে কোন স্থানকে ব্রথেল করে তুলতে পারি। আমাকে চোখ রাঙাবেন না। (ওয়েটারের প্রতি) ওয়েটার, উজবুকের মত দাঁড়িয়ে আছো কেন? keep it সব এখানে রাখো। ইভানাকে খবর দাও। সাজ পোষাকের বেশি দরকার নেই। ডানসিং গাউন খুলে ফেলুক। I will eat, I will drink and I will enjoy—

[ওয়েটারকে মদের ট্রে ইত্যাদি সাজাতে দেখে বুরকিন বলে ওঠে—]

বুরকিন ॥ ওগুলো এখানে রাখছ কেন? নিয়ে যাও—

ওয়েটার ॥ সাহেব যে বললেন···আমার হয়েছে বিপদ একদিকে সাহেবের হুকুম, অন্যদিকে এঁদের হুমকি— [ওয়েটারের প্রস্থান]

বুরকিন ॥ আপনি বোধ হয় ঠিক ধাতস্থ নেই। অত্যাধিক নেশা করেছেন। তাই বুঝতে পারছেন না, আপনি কাকে কি বলছেন এবং কোথায় কি করতে চলেছেন। একটু সংযত হয়ে কথা বলুন।

মনে রাখবেন—এটা নারী সম্ভোগ কেন্দ্র নয়। এটা Reading room—এখানে যারা আছে তারা দেশের গণ্যমান্য বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়।

মুখোশ ॥ হেল্ ইয়োর রীডিং রুম,—ড্যাম ইয়োর বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়। আমি তাদের তোয়াক্কা করিনা। আমার যখন ইচ্ছে হয়েছে, তখন আজ রাত্রে এই ঘরে,—এই টেবিলে, আমি ইভানাকে নিয়ে একটু যুদ্ধ করব।

বুরকিন ॥ Control your language please.

মুখোশ ॥ কেন, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়রা কি "নারীর সঙ্গে যুদ্ধ"—কথাটার অর্থ বোঝেন না? সেটাও কি আমাকে প্রাইমারী টিচারের মত বোর্ডে এঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে।—লজ্জা—লজ্জা— আপনাদের বুদ্ধির গাছগুলো এখনও Adult হয়নি।

আঁদ্রে ॥ আপনাকে আবার বলছি আপনি সমঝে কথা বলুন।

মুখোশ ॥ সমাজের মুখোশধারীরা সমঝে কথাই বলে। I know the গ্রামার। অতএব দয়া করে ওটা আমাকে শেখাবেন না।

ঝেসতিয়াকভ ॥ কিন্তু আপনি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছেন।

মুখোশ ॥ বাড়াবাড়ি আপনারাও কম করছেন না? অবশ্য এতে আমার উত্তেজনাটা বেশ গন্‌গনে হয়ে উঠছে।

বুরকিন ॥ কিন্তু আপনার ঐ "ইচ্ছে" গুলোকে আমরা কিছুতেই পূর্ণ করতে পারবনা।

মুখোশ ॥ অর্থাৎ—ঘর আপনারা খালি করবেন না?

আঁদ্রে ॥ নো—নেভার—

মুখোশ ॥ কিন্তু আমি চাই—আমার হুকুম—এই ঘরটা খালি করতেই

হবে। আমার ভেতরের কামনাটা ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মত পা' ছুঁড়ছে। প্যাসন—প্যাসন—একটা প্রচণ্ড প্যাসন।

ঝেসতিয়াকভ॥ আস্তকুড়ে কিংবা খোঁয়াড়ে যান—এটা ভদ্রলোকের জায়গা।

মুখোশ॥ ভদ্রলোকের জায়গা—জেণ্টলম্যান—যারা Polité—amiable—তারা উচ্চ শিক্ষিত, ভদ্র—তারপর—হাইর‍্যাঙ্ক—হাইস্ট্যাটাস—হা—হা—(মুখোশধারী কথাগুলি বলে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ে।—হাসি থামিয়ে মুখোশধারী বলে—)

মুখোশ॥ সাবাস বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়, সাবাস জেণ্টলম্যানের দল—cheeres'—আবার—আবার বলুন। once more, my boy—once more—

বুরকিন॥ আপনি বোধহয় আমাদের পরিচয় জানেন না—! জানলে, সম্মানের সঙ্গে কথা বলতেন।

মুখোশ॥ আর আপনারাও বোধহয় এই মুখোশধারীর আসল পরিচয় জানেন না, জানলে নেংটি ইঁদুরের মত, ফুড়ুক করে দৌড়ে পালিয়ে যেতেন। তাই নয় কি পড়ুয়া মশাইরা ? সে কথা যাক্,—এবার আপনাদের মহান পরিচয়গুলো এই মহান ব্যক্তির কাছে অনুগ্রহ করে পেশ করুণ।

আঁদ্রে॥ আমি আঁদ্রে পেত্রোভিচ্— দেশের চলতি শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান।

মুখোশ॥ আপনার শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

আঁদ্রে॥ কি বললেন! জানেন আমি উচ্চশিক্ষিত, উপরন্তু আমি একজন সু-বক্তা। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা গণতন্ত্র আনতে চাইছি। একটা চেঞ্জ। একটা—একটা— . . .

মুখোশ ॥ একটা ভেড়া—!

আঁদ্রে ॥ কি—কি—আমি—আমি ভেড়া—'

মুখোশ ॥ আপনি নন,—আপনার মুখটাকে হঠাৎ ভেড়ার মতন মনে হচ্ছিল—কিরকম যেন হাউ হাউ করছিলেন— নেকসট্—

ঝেসতিয়াকভ ॥ আমি সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ডাইরেক্টর।

মুখোশ ॥ আপনাকে ফিল্ম ডাইরেক্টর হলে মানাতো ভাল। চেহারাটা বেশ। আমার হিংসে হচ্ছে। I envy your lot. আর আপনি—?

বুরকিন ॥ আমি বুরকিন। নির্ভীক সাংবাদিক।

মুখোশ ॥ আপনাদের সংবাদের ওপর সেন্সার-শিপ চালু হওয়া দরকার বড্ড বাড়াবাড়ি স্নুরু করেছেন।

বুরকিন ॥ আপনি সেন্সার করার কে ? তার জন্য সরকার আছে। আর আছে তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর।

মুখোশ ॥ আপনাদের মত obstinate লোক গুলোকে জব্দ করার জন্যে সরকারের কাজে কিছু কিছু মুখোশের প্রয়োজন হয়। যাক্ সে কথা—আমি একটু out of the track হয়ে যাচ্ছি। আমি কাজের মানুষ। বেশি কথা পছন্দ করিনা। ঘরটা খালি করে দিন। আমার সময়ের যথেষ্ট মূল্য আছে। ইভানাকে আজ রাতের জন্যে আমি এন্‌গেজ্ করেছি। আপনারা তো শুনেছেন—She is too costly, কি লোভ হচ্ছে না কি ?—দেখে মনে হচ্ছে যেন এখুনি পেলে—

আঁদ্রে ॥ আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমরা আপনার ইয়ারের পাত্র নই। আর এটাও জেনে রাখুন ঘর আমরা খালি করব না। আপনি আপনার পথ দেখুন। অনেক হয়েছে। বেয়াদপির

একটা সীমা থাকা দরকার।

মুখোশ॥ আপনারা যদি স্বেচ্ছায় ঘর খালি না করেন, তাহলে আমাকে বল প্রয়োগ করতে হবে। might is rtght.

ঝেসতিয়াকভ॥ এটা আপনার খাস তালুক নয় যে আপনি যা ইচ্ছে তাই করবেন।

মুখোশ॥ Yes, I will do—আমাকে উত্তেজিত করে তুলবেন না—It is enough—আপনারা বুদ্ধিজীবি ঠিকই। কিন্তু আপনাদের বুদ্ধিগুলি এখনও চারাগাছ হয়ে আছে। তারা এখনও নিষ্ফলা!—গাছের গোড়ায় জল আর সার দেওয়া প্রয়োজন। কারণ আপনাদের মগজকে আগে 'ফার্টাইল' করা দরকার।

বুরকিন॥ কিন্তু "ফার্টাইল" করার উপকরণ আমরা আপনার কাছ থেকে নেব না।

মুখোশ॥ কিন্তু এটা জেনে রাখুন আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেও আপনারা যেতে পারবেন না।

ঝেসতিয়াকভ॥ এটা কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

মুখোশ॥ সেটাই আমার ধর্ম। প্রতিরোধ করলে ওটা আবার বেড়ে যায়। অতএব পড়ুয়া মশাইরা, আপনারা আমাকে একটু ফুর্তি করার জায়গা দিন। ঐ সব সস্তা খবরের কাগজ নিয়ে গসিপ করার সময় এটা নয়। এখন ও সব তুলে রাখুন। বসে বসে এলোপাথাড়ি রাজনীতি না করে বরং একটু নগ্ন নাচ দেখে আসুন। ড্রিংক করলেও করতে পারেন—তার পয়সা না হয় আমি-ই জোগাব। আর তাই তো জোগাই।

আদ্রে॥ আপনি হৈ-হট্টগোলটা আর একটু কম করবেন কি? এটা পড়বার ঘর, এটা আপনাদের 'বার' নয়। মাতলামো করতে

হয়তো "বা'রে" গিয়ে করুন।

মুখোশ॥ জানি—জানি—একথা তো কয়েকলক্ষবার বললেন।—আহা! কী কথাই না বললেন! টেবিলটা কি স্থির হয়ে নেই? কিংবা ঘরের ছাদ কি মাথার ওপর ভেঙে পড়ছে? উদ্ভট সব কথা আপনাদের—যাক্ গে এখন পড়া বন্ধ করুন। বেশি পড়লে চোখের মাথা খেয়ে বসবেন। অবিশ্যি আমার তাতে বয়েই যাবে। মোদ্দা কথা, আমি চাই না,—আপনারা এখানে থাকেন। ব্যাস্ এই হচ্ছে মুখোশের শেষ কথা।

[মুখোশধারী একপাশে বসে মদের ট্রে' থেকে মদ ঢালে—ও মদ্য পান করে।]

বুরকিন॥ দেখুন মশাই, আপনি নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞান হীনের মত ব্যবহার করছেন। আপনাকে বার বার বলছি,—এটা একটা রীডিং রুম্—কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনি এটাকে একটা তাড়িখানা বানাতে চাইছেন। মেয়েছেলে আনতে চাইছেন। খুশিমত হৈ-হল্লা করছেন। তাই আপনার ব্যবহার একেবারে অসহ্য।

বুরকিন॥ কেন কেন আপনি আপনি, আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন।

মুখোশ॥ চাপ—চাপে পড়েই তো মানুষ কাজ করে। আর তাছাড়া আমিও আপনাদের নিয়ে অসহ্য হয়ে উঠেছি। আর সত্যিকথা বলতে কি, আমি তো ভাবতেই পারিনা, কোন বুদ্ধিমান লোক এমন চমৎকার পানীয়ের চেয়েও খবরের কাগজকে বেশি পছন্দ করতে পারে।

ঝেসতিয়াকভ॥ দয়া করে একটু চুপ করবেন কি? আজ কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম।

মুখোশ ॥ আমার মনে হয়, আপনাদের পয়সা জোটেনা বলেই, খবরের কাগজকে খাগু মনে করে বেশি ভালবাসেন।

আঁদ্রে ॥ বাজে বকবেন না—

মুখোশ ॥ খবরের কাগজ কি আপনাদের পরিবার—আর ঐ বাসি, পানসে খবরগুলো বুঝি আপনাদের সন্তান—সন্ততি।

বুরকিন ॥ দেখুন একজন সাংবাদিকের সামনে এ ধরণের কথা বলা নিতান্তই ধৃষ্টতা! যে কোন সভ্য দেশে সংবাদ-পত্র হোল—আর তাছাড়া এ সব আপনি কি বলছেন—সংবাদ-পত্র আমাদের পরিবার—, খবরগুলো আমাদের ছেলেমেয়ে—ছি-ছি-ছি,—আমি ভাবতেই পরি না এ ধরণের নোংরা কথা কেউ বলতে পারে।

[মুখোশ এইসময় তাচ্ছিল্য ভরে একজনের হাত থেকে একটা সংবাদ-পত্র টেনে নিয়ে ছিঁড়ে কুঁচিয়ে ফেলে দেয়। সবাই কিছুটা হতভম্ব হয়ে যায়]

মুখোশ ॥ (খবরের কাগজ ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে) এটাই আমার বিলাসিতা—আমি নিজের ফুর্তিতে থাকতে চাই। কাজেই আমাকে আর দয়া করে ঘাঁটাবেন না। তাতে আপনাদেরই আখেরে ক্ষতি হবে।

বুরকিন ॥ আপনি খবরের কাগজটা ছিঁড়ে ফেললেন? আপনার আস্পর্ধা তো কম নয়! আপিন যা খুশি তাই করে বেড়াবেন?

মুখোশ ॥ ওরে বাবা—হুলো বেড়ালের মত মুখ করে সাংবাদিক বুরকিন আমাকে ধমকাচ্ছে!! আমার কি হবে!—আমার বড় ভয় করছে। ও—আকাশ তুমি একটু নিচু হও—আমি মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ি।

বুরকিন ॥ পাগলামো করবেন না।

মুখোশ ॥ আবার বকুনি ! ভয়ে এবার আমার হাঁটুদুটো যে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে ।

বুরকিন ॥ আপনি abnormal !!

মুখোশ ॥ এ্যাবনরমাল—তাহলে তো আমাকে এ্যাসাইলামে যেতে হবে ।

বুরকিন ॥ হ্যা তাই যান । ওটাই আপনার উপযুক্ত জায়গা ।

মুখোশ ॥ (গাম্ভীর্যের সঙ্গে) মিঃ বুরকিন, এবার আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন । আপনারা এবার যে যার খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকুন,—যান এক্ষুণি বেরিয়ে যান । এটা আমার হুকুম । তা-না হলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব ।

সকলে ॥ (এক বাক্যে) শার্ট-আপ

মুখোশ ॥ (হাসি) হা-হা-হা— । আর কতবার বলব এই ঘরটা আমার দরকার । আমার প্রিয় নর্তকী ইভানা বড় লাজুক । বড় 'Soft' —কোমল—কোমল । রঙীন স্নিগ্ধ পশমের মত তুলতুলে । তার জন্যে চাই নির্জন নিরালা এমন একটি ঘর । দেখতে চাই বিধাতা কেমন করে এই আশ্চর্য বস্তুটিকে তিল তিল করে সৃষ্টি করেছেন । অতএব বুদ্ধিজীবিগণ বাইরের দরজাটা খোলা আছে—যান খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকুন—

বুরকিন ॥ কি—আমরা খোঁয়াড়ে ঢুকব ?

মুখোশ ॥ বুদ্ধিজীবিদের প্রকৃত জায়গাই হল, ঐ খোঁয়াড় ।

আঁদ্রে ॥ কি বললেন, আমাদের স্থান খোঁয়াড়ে । আচ্ছা কে কাকে খোঁয়াড়ে পাঠায় দেখা যাবে । ওয়েটার—ওয়েটার—বেয়ারা—মুরুব্বি—ম্যানেজার—, লোকগুলো সব কালা হয়ে গেল না কি ? নাচঘরের মুরুব্বিটাই বা গেল কোথায় ? মুরুব্বি—এই মুরুব্বি—

[সঙ্গে সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে নাচঘরের মুরুব্বি প্রবেশ করে। নাচঘরের পরিশ্রমে সে হাঁপায়]

মুরুব্বি ॥ কি ব্যাপার এতো হাঁকা-হাঁকি, ডাকাডাকি কেন? ওদিকে নাচের আসর চলছে। (বক্র কটাক্ষে একবার মুখোশধারীকে দেখে নেয়)

বুরকিন ॥ আর এদিকে এই পবিত্র রীডিং রুমে এই বেয়াদপ্ মাতলামো করছে। আমাদের বেরিয়ে যেতে বলছে। উনি এখানে মেয়েমানুষ নিয়ে হল্লা করবেন।

ঝেসতিয়াকভ্ ॥ আচ্ছা মশাই, দেশে শাসনতন্ত্র বলে কি কিছু নেই,—আমাদের বলে কিনা খোঁয়াড়ে যেতে! এতবড় আস্পর্ধা।

মুরুব্বি ॥ (মুখোশধারীকে) দয়া করে আপনি এ ঘর থেকে চলে যান। এটা মদ খাবার জায়গা নয়। আপনি কৃপা করে—ডাইনিং হলে গিয়ে বসুন। জানেন তো এটা পাঠকক্ষ। এখানে দেশের বুদ্ধিজীবিরা আসেন। পড়াশুনো করেন। অতএব তাঁদের তপোভঙ্গ করবেন না। দোহাই আপনাকে, গোঁয়ার্তুমি করবেন না—

মুখোশ ॥ তুমি আবার কে-হে? অমাবস্যার চাঁদ! তোমাকে তো আমি ডাকিনি?—কি—ডেকেছি—? তবে কেন গোলা পায়রার মত বক্ বকম্ বক্ বকম্ করছ

মুরুব্বি ॥ আপনাকে মিনতি করছি,—বাচালতা করবেন না। দয়া করে অন্য ঘরে যান। আর আমাকে গোলা পায়রা বলবেন না,—আমি নাচঘরের রেসপেক্টেড মুরুব্বি।

মুখোশ ॥ শোনো বাপু, তোমাকে আমি ঠিক এক মিনিট সময় দিচ্ছি,—তুমি তো আর যে সে লোক নও,—নাচঘরের মহান মুরুব্বি,—তাই

তোমাকে শুধু একটি কাজ করতে হবে।

মুরুব্বি ॥ বলুন—

মুখোশ ॥ পবিত্র পাঠাগার থেকে পবিত্র বুদ্ধিজীবিদের হটিয়ে দাও দিকি। ইভানা আসবে। আজ আমি উন্মত্ত। ইভানা প্রমত্ত!! ইভানা আবার বুদ্ধিজীবিদের বরদাস্ত করতে পারে না। আমার ভয়, এরা যদি আবার ইভানার মগজ ধোলাই করে দেয়—, সেই জন্যে আমিও চাই না—

ঝেসতিয়াকভ্ ॥ এই আনকালচার্ড লোকটা বোধহয় এখনও বুঝতে পারেনি যে এটা খোঁয়াড় নয়। আপনি এই ক্লাবের পুলিশম্যান স্পিরিদোনিচ কে একবার ডেকে আনতে পারেন।

মুরুব্বি ॥ স্পিরিদোনিচ!!

বুরকিন ॥ হ্যা-হ্যা-তাকে এখুনি ডাকুন [মুরুব্বি চেঁচায়]

মুরুব্বি ॥ ইয়েভ্ স্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ! ইয়েভ্স্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ!

[সঙ্গে সঙ্গে স্পিরিদোনিচ এসে হাজির হল। পুলিশের উর্দিপরা এক প্রৌঢ়। লোকটির চোখ দুটি ভাঁটার মত গোল! ব্রাউন রঙের ছাঁটা গোঁফ্! হেঁড়ে গলায় স্পিরিদোনিচ বলে]

স্পিরিদোনিচ ॥ কি ব্যাপার এত গোলমাল কেন? কাকে পাকড়াও করতে হবে।

আঁদ্রে ॥ এই মুখোশধারীকে এই ঘর থেকে বের করে দিন। লোকটি অত্যন্ত বেলেল্লাপানা করছে। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, সে একটা সভ্য জীব কি না?

মুখোশ ॥ শুধু সভ্য জীব নই—, ঈশ্বরের প্রেরিত দূত! আপনাদের মত পাপীদের নরকে পাঠাবো। তাতে নরকের উন্নতি হবে।

স্পিরিদোনিচ ॥ আপনি দয়া করে ঘর ছেড়ে চলে যান।

মুখোশ ॥ সাবাস্ স্পিরিদোনিচ্ সাবাস,—তুমি বোধহয় জানো না যে তোমার এই চাক্‌রিটা খেতে আমার এক মিনিট-ও লাগবে না।

স্পিরিদোনিচ ॥ বাস্—বাস্ খবরদার। আর একটি কথাও নয়। এখান থেকে বেরিয়ে যাও বলছি। নইলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব।

মুখোশ ॥ অত চেঁচিও না—,তোমার অন্নপ্রাশনের দিনটি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠবে। একটু কোমল সুরে কথা বল। এত উঁচু পর্দা কেন ভাই? একেবারে—পা—ধা—নি—সা— !! একটু মোলায়েম করে বলো ভাই, মিঠে কথায় চিঁড়ে ভেজে।

স্পিরিদোনিচ ॥ গণ্ডারের মত চেহারা নিয়ে কথা বোল না।

মুখোশ ॥ খবরদার আমাকে গণ্ডার বোল না।

স্পিরিদোনিচ ॥ তুমি অবাধ্য ভাল্লুক—, লোভী শিকারী কুকুর, উন্মত্ত হাতি - কালো রাতের পঁ্যাচা—

মুখোশ ॥ আফ্রিকার জঙ্গলে তো আরও জন্তু-জানোয়ার আছে—,কই তাদের নাম বলো—, কই বলো—

স্পিরিদোনিচ ॥ তোমাকে মেরে ফেলা উচিৎ—, পুঁতে ফেলা উচিৎ।

মুখোশ ॥ স্পিরিদোনিচ ! তোমার বর্বর জিভকে সংযত করো। তা-না হলে ঐ জিভ টেনে ফেলে কুত্তাকে দিয়ে খাওয়াব।

স্পিরিদোনিচ ॥ খবরদার মুখ সামলে কথা বল বলছি —

[এই কথার সাথে সাথে হৈ চৈ চিৎকার চেঁচামেচি, সুরু হয়ে যায়। আশপাশ থেকে ওয়েটার ও অন্যান্য অতিথিরা আশপাশ থেকে উঁকি ঝুঁকি মারে। এদের মধ্যে তখন প্রচণ্ড তর্কযুদ্ধ লেগেছে। চিৎকার ও গোলমাল যখন উচ্চগ্রামে উঠেছে—,তখন

মুখোশধারী একটা ছোট টুলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে—]

মুখোশ ॥ আপনারা দেখতে চান, জানতে চান, আমি কে ? তাহলে দেখুন—, আপনাদের হৃদ্‌পিণ্ডটাকে, শক্ত করে ধরে রাখুন। কারণ আমার পরিচয় পেলে, সেটা দেহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে হাওয়া হয়ে যেতে পারে।

স্পিরিদোনিচ ॥ তুমি পাজি, ছুঁচো, নচ্ছাড়—উট্—

মুখোশ ॥ **But Camal is the ship of your deserted society**—এই দেখুন আমি—কে—!!!

[মুখোশধারী মুহূর্তের মধ্যে ছিঁড়ে ফেলে তার মুখোশ। মুখোশের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়ে উন্মত্ত, মাতাল, একটা শক্ত চামড়ার মুখ। চারদিকে উটের মত ঘাড় তুলিয়ে তুলিয়ে প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল কার কতটা ভাবান্তর হয়েছে। হল্লাবাজ লোকটিকে চিনতে পেরে সবাই চমকে ওঠে। জিভ কেটে কানে হাত মহা অপরাধীর মত বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

মুখোশ ॥ তাই বলছিলাম, আমি ক্যামেল,—অর্থ, সম্মান, খ্যাতি, যশ — সকলের থেকে উঁচুতে। তাই তো আমি —

[তুই হাত ফাঁক করে উচ্চগ্রামে হাসতে হাসতে লোকটি টুল থেকে নেমে আসে]

[এদিকে বুদ্ধিজীবিদের মুখ বিবর্ণ দেখায়। নাচঘরের মুরুব্বির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। স্পিরিদোনিচের সর্বাঙ্গ ভয়ে নেতিয়ে তির, তির, করে কাঁপতে থাকে। সবায়ের মনের ভাবটা হল এই-যে না বুঝে শুনে ভয়ংকর একটা অপরাধ তারা করে ফেলেছে। তাই সকলে স্ব কৃত

অপরাধটাকে ঢাকবার জন্মে নানা প্রকার অঙ্গ ভঙ্গি করে।]

[বিঃ দ্রঃ—মুখোশধারীর মুখোশ খোলার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মঞ্চে একটা আলো-আঁধারির খেলা চলবে কয়েক মুহূর্তের জন্মে। অর্থাৎ মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্যদের মনের চমকও বিস্ময় এই আলো আঁধারির মধ্যে ধরা পড়বে।]

[সমগ্র মঞ্চের জগত কাঁপিয়ে শোনা যাবে—

"সম্মানিত বনেদী নাগরিক পিয়াতি গোরভ—

পিয়াতি গোরভ—পিয়াতি গোরভ—"

একটি নেপথ্য কণ্ঠে শোনা যায়—

ইনিই পিয়াতি গোরভ। মাল্টি মিলিওনার, এ বিগ মার্চেন্ট ম্যান—, অনেক কল-কারখানার মালিক।]

বুরকিন ॥ আমাদের সকলের অভিবাদন গ্রহণ করুন মিঃ পিয়াতি-গোরভ।

বুরকিন ॥ আপনার গৌরবের সৌগন্ধে সারাঘর আমোদিত। আপনার ব্যবসায়ী বুদ্ধি, আজ দেশেব অগ্রগতির পথে লাইট হাউস। আমরা সকলে একটু বাচালতা করে ফেলেছি। আপনি নিজ গুণে ক্ষমা করে নেবেন।

[পিয়াতিগোরভ মাথা হেঁট করে অভিবাদন গ্রহণ করে]

ঝেসতিয়াকভ্ ॥ আপনি হাজারপতি, না—না—লক্ষপতি,—তাওনা আপনি কোটিপতি। আপনি আমাদের কথায় আঘাত পাবেন না। আমরা CRAZY—

আঁদ্রে ॥ সমাজ কল্যান মূলক কাজের জন্মে আপনি দেশবাসীর কাছে পূজ্য ॥ শিক্ষার প্রতি আপনার শ্রদ্ধা—অগাধ ভালবাসা—আহা,

—সত্যই আজ আমরা ধন্য। আমরা এখুনি ঘর ছেড়ে দিচ্ছি। বলুন,—কতদিন খালি রাখতে হবে? (একটু থেমে) অসংযমী হয়ে অবোধ—শিশুর মত আপনাকে অনেক কথা বলে ফেলেছি।

পিয়াতিগোরভ ॥ শুধু একটা রাত প্রায়শ্চিত্ত করুন। নিজেদের—ভালোভাবে চিনুন। আর ইভানাকে পাঠিয়ে দিন।

বুরকিন ॥ নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—,ইভানার সঙ্গে আপনার পবিত্র ধর্মীয় সম্পর্ক। রমনী আপনার কর্মের অনুপ্রেরণা, মদ্যপান আপনার ধর্ম ও শক্তির সহায়। শ্বেত পদ্মের মত আপনার চরিত্র। বিরোধীরা আপনার নামে মিথ্যা কুৎসা রটায়,—তারা বলে আপনি লম্পট! দাঙ্গাবাজির জন্যে আপনি সকলের অপ্রিয়—ছি—ছি—ছি—এমন কথা কি কেউ মুখে আনে?

ঝেসতিয়াকভ ॥ আপনি দেশের প্রভূত উপকার করেছেন। আপনার দূরদৃষ্টি বুদ্ধি, বিচক্ষণতা—,কঠোর ব্যক্তিত্ব এযুগে বিরল।

পিয়াতিগোরভ ॥ কই আপনারা এখনও যে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন? খাদ্য চাই—,আমার ক্ষুধা বেড়ে উঠছে স্পিরিদোনিচ—

স্পিরিদোনিচ ॥ আমি সবাইকে বের করে দিচ্ছি—এই—এই—সকলে চলুন—চলুন—ঘর খালি করুন।

পিয়াতিগোরভ ॥ মুরুব্বি মশাই ইভানাকে খবর দাও।

মুরুব্বি ॥ যে আজ্ঞে প্রভু। [মুরুব্বির প্রস্থান]

[পিয়াতিগোরভ একপাশে গিয়ে মদ্য পান করে।]

পিয়াতিগোরভ ॥ স্পিরিদোনিচ, এখনও গসিপিং হচ্ছে কেন?

স্পিরিদোনিচ ॥ Don't gossip—কই—কই—সব এখনও দাঁড়িয়ে

[এমন সময় একজন ওয়েটারের প্রবেশ]

ওয়েটার ॥ স্যার, ম্যাডাম আপনার জন্যে পাশের ঘরে অপেক্ষা করছেন—

পিয়াতিগোরভ ॥ ইভানা—অপেক্ষা করছে—, ওঁকে এখানে পাঠিয়ে দাও—, (একটু থেমে) আচ্ছা থাক—আমিই যাচ্ছি। ইভানাকে সঙ্গে করে আমিই এখানে নিয়ে আসব। ওয়েটার—স্পিরিদোনিচ্ You arrange everything—..

[পিয়াতিগোরভ বেরিয়ে যায়]

[ওয়েটারকে উদ্দেশ্য করে স্পিরিদোনিচ বলে]

স্পিরিদোনিচ ॥ এই যে হতভাগা—তুই তো জানতিস যে উনি পিয়াতিগোরভ। তবে কেন তুই আগে থেকে বলিসনি ?

ওয়েটার ॥ আমি তো হুকুমের গোলাম। তাছাড়া সাহেব আমাকে বলতে মানা করেছিলেন। ওঁদের চালচলনের আমি আর কতটুকু বুঝি ?

[ওয়েটার মদের সাজ সরঞ্জাম ঠিক করে বেরিয়ে যায়]

স্পিরিদোনিচ ॥ ব্যাটা শয়তান ! তোকে একমাস হাজতবাস করিয়ে ছাড়ব। তারপর বুঝতে পারবি মানা করা কাকে বলে। আমাদের মান ইজ্জত সব গেল,—হে ঈশ্বর তুমি এখন আমাদের রক্ষা কর—

[বুদ্ধিজীবিদের প্রতি]

আর আপনাদেরও বলিহারি ! কি কাণ্ডটাই না করলেন ! আপনারা সব চমৎকার লোক। চমৎকার বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় ! কেন কিছুক্ষণের জন্যে পড়ার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে কি ধর্ম অশুদ্ধ হয়ে যেত ? এবারে নিজেদের পজিসন বাঁচান। সব বুদ্ধিজীবি, বুদ্ধির গলায় দড়ি—গলায় দড়ি—ছি-ছি-ছি—

বুরকিন ॥ আমরা বুঝতে পারিনি স্পিরিদোনিচ। আমরা এখুনি তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইব। আমরা এখুনি যাচ্ছি।

স্পিরিদোনিচ ॥ মাইরি আর কি ? এবারে ধনেপুত্রে মরলেন আর

কি? আপনাদের ধরণ-ধারণ আমার একেবারে পছন্দ নয়। ভগবানের দিব্বি পছন্দ নয়—মাইরি বলছি। আপনারা নিজে ডুবলেন, আমাকেও ডোবালেন।

আঁদ্রে ॥ যাক্ গে—ক্ষমা ঘেন্না করে—

ঝেসতিয়াকভ্ ॥ এখন উপায়!

স্পিরিদোনিচ ॥ পা-চাটুন—পা-চাটু—, তবে যদি ক্ষমা পান।

আঁদ্রে ॥ পা চাটবো—

ঝেসতিয়াকভ্ ॥ জুতো পরা রয়েছে যে—

স্পিরিদোনিচ ॥ তার ওপর থেকেই চাটুন—বাঁচার ঐ একটাই রাস্তা।

বুবকিন ॥ তাহলে আর দেরি নয়—চলুন-চলুন—

স্পিরিদোনিচ ॥ তাই যান—জলদি যান।

[বুদ্ধিজীবিরা বেরিয়ে যায়। স্পিরিদোনিচ ছটফট করে আর বলে—]

স্পিরিদোনিচ ॥ কি করব কিছুই বুঝতে পারছিনা—। লোকটা হাড় পাজি—নচ্ছার—তবু উনি দেশের, দশের উপকার করেন—সবাই তাই তো বলে—কাজে-কাজেই কিচ্ছু করার নেই—উনি আমাদের উপকার করছেন যে। কিন্তু আর কতদিন ঐ শ্রেণীটার কাছে মুখ বুজে সব সহ্য করব—!! আর কতদিন ভগবান!!

[নাচঘরের মুরুব্বির প্রবেশ]

মুরুব্বি ॥ স্পিরিদোনিচ—আমার চাকরিও গেল—! কি করব স্পিরিদোনিচ—পড়ুয়ারা সব গেলেন কোথায়?

স্পিরিদোনিচ ॥ ক্ষমা চাইতে গেছেন—

মুরুব্বি ॥ তাহলে আমরাও ক্ষমা চাইব—! আমরাও—

[মুরুব্বির প্রস্থান]

["স্পিরিদোনিচ"—"স্পিরিদোনিচ"—নেপথ্যে বুদ্ধিজীবিদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সবাই প্রবেশ করে—]

বুরকিন ॥ স্পিরিদোনিচ,—পিয়াতিগোরভ্, আমাদের ক্ষমা করেছেন। উঃ আজ আমাদের কি আনন্দের দিন ! একটু ড্রিংক করতে ইচ্ছে করছে,—স্পিরিদোনিচ—let us enjoy

ঝেসতিয়াকভ্ ॥ আজ আমরা ধন্য ! আমার জীবন সার্থক। আমি প্রভু পিয়াতিগোরভের শ্রীচরণের বুড়ো আঙ্গুল স্পর্শ করেছি। কি নরম—অথচ কি তুল তুলে—আবার—কি শক্ত ! আমার মনে হয় প্রভুর ঐ বুড়ো আঙ্গুলেই রয়েছে অমোঘ শক্তির উৎস।

আঁদ্রে ॥ আমি তাঁর হাতের নখগুলোকে ছুঁয়েচি। কত বড় বড় নখ। মনে হয় ওরা বাঘ নখ। প্রয়োজনে মানুষের বুক চিরে ফেলে। আমার মনে হয়, ঐ নখেই তাঁর—সব শক্তি জমা রয়েছে। অতএব পাপীরা সাবধান—! শানিত নখাগ্র জেগে উঠেছে।

বুরকিন ॥ অপূর্ব স্মরণীয় সন্ধ্যা। উনি আমার সঙ্গে করমর্দন করেছেন। তার মানে সব ঠিক আছে। মিঃ পিয়াতিগোরভ মোটেই রাগ করেন নি। আমাদের সকলেরই কি রকম মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল।

ঝেসতিয়াকভ্ ॥ স্পিরিদোনিচ,—আনন্দ করো। নৃত্য করো। কোটিপতি হেসেছেন,—for give and for get—সব ভুলে উনি আমাদের ক্ষমা করেছেন।

আঁদ্রে ॥ বরফের মত জমাট ক্রোধ কি সুন্দর গলে গেল।

স্পিরিদোনিচ ॥ গলেছে—আহা তাই যেন হয়—তাই যেন হয়। বুদ্ধিজীবিরাই তো ওঁর একমাত্র ভরসা। বরফ গলেছে—, তবে তো আমাদের জীবনে বসন্ত আসছে।

বুরকিন ॥ শুধু বরফ গলেনি—সেই বরফ গলা জল করুণার ধারা হয়ে ভল্লাকেও পবিত্র করেছে।

[এমন সময় নেপথ্যে পিয়াতিগোরভের কণ্ঠস্বর শোনা যায়—"স্পিরিদোনিচ"]

স্পিরিদোনিচ ॥ পালান—পালান পিয়াতিগোরভ আসছেন !

[পিয়াতিগোরভের প্রবেশ। তার আগেই বুদ্ধিজীবিরা ঘর ছেড়ে চলে যায়।]

পিয়াতিগোরভ ॥ স্পিরিদোনিচ—আলো নিভিয়ে দাও—ইভানা আসছে—ইভানা—আমার স্বপ্নের ইভানা—আমার রাতের নাইটিঙ্গেল—ই—ভা—না—

[স্পিরিদোনিচ ধীরে ধীরে চলে যায়। ইভানার প্রবেশ—রেশমী চুল। স্বল্পবাস। সে অত্যন্ত ড্রিংক করেছে। মাথা নিচু করে ইভানা টলছে।

ইভানার প্রবেশের সাথে সাথে ঘরের আলোর মুড পাল্টে যায়, অস্পষ্ট, নীলাভ হয়ে ওঠে।

নেপথ্যে মিউজিক বাজে। কিংবা বিদেশী গানের কলি ভেসে আসে। পিয়াতিগোরভ ইভানাকে জড়িয়ে ধরে ঘরের ভেতরে নিয়ে আসে।]

পিয়াতিগোরভ ॥ ইভানা—My sweet dream—আরও কাছে সরে এস।

ইভানা ॥ Give me drinks—more and more drinks—সমস্ত ভেতরটা আমার জ্বলছে। আমাকে শান্ত করো পিয়াতিগোরভ আমি আর পারছি না—

পিয়াতিগোরভ ॥ এসো ইভানা—এসো—

[ইভানাকে একটা লম্বা টেবিলের কাছে পিয়াতিগোরভ নিয়ে যায়। পিয়াতিগোরভ তাকে শোয়াবার চেষ্টা করে। মঞ্চের অস্পষ্ট আলো মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে শেষে সম্পূর্ণ নিভে যায়। মঞ্চ একেবারে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে।

মিউজিক উচ্চকিত হয়ে ওঠে। ইভানা ও পিয়াতিগোরভের অস্ফুট ধ্বনি শোনা যায়। এখানে ব্যাক স্ক্রীনে "Shadow"-তে নাচের আসরের বিভিন্ন ছবি আনা যেতে পারে। পুরুষ-নারীর জোড়া নাচের আসরের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে। অন্ধকার ষ্টেজের ব্যাক স্ক্রীনে এগুলো এই সময়ে দেখানো যেতে পারে।

Shadow-তে দেখা যায় একে অপরকে আলিঙ্গন করছে। অর্থাৎ মঞ্চের অন্ধকারকে ব্যাক স্ক্রীনের "Shadow play" দিয়ে Utilise করা যেতে পারে। মিউজিক দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়। মিউজিকটা যেন উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বেশ কয়েক সেকেণ্ড পরে মঞ্চের আলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেখা যায় ইভানা নেই—পিয়াতিগোরভ উপুড় হয়ে মড়ার মত পড়ে আছে। পাশের মদের বোতলগুলি শূন্য। একটা চাপ্টা বোতল—ট্রে-তে—কাৎ হয়ে পড়ে আছে। পাশে একটা রঙীন লেডিজ রুমাল পড়ে আছে। পড়ে থাকা পিয়াতিগোরভকে দেখে মনে হয়, এক যুদ্ধ বিধ্বস্ত সৈনিক পড়ে আছে। এমন সময় ধীর পদক্ষেপে একে একে বুদ্ধিজীবিরা ঘরে ঢোকে।]

বুরকিন ॥ সাবধান কেউ কোন আওয়াজ করবেন না। আমাদের মাননীয় নাগরিক মিঃ পিয়াতিগোরভ ঘুমোচ্ছেন। আজকের দিনে তিনিই সত্যিকারের প্রতিভাবান শিল্পী।

আঁদ্রে ॥ সত্যি—কি সুন্দর নিদ্রা! ঘুমন্ত পিয়াতিগোরভকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

[ঝেসতিয়াকভ এগিয়ে এসে পিয়াতিগোরভের কানের কাছে মুখটা নামিয়ে বলে—]

ঝেসতিয়াকভ ॥ প্রভু—, প্রভু—, উঠুন। বলেন তো আপনাকে বাড়ি পৌছে দিয়ে আসি। সব রকমের গাড়ি প্রস্তুত।

বুবকিন ॥ আপনি কি পুলিশের গাড়িতে যাবেন? আপনার পক্ষে সেইটেই হবে নিরাপদ। প্রভু—, এবার গাত্রোত্থান করুন।

পিয়াতিগোরভ ॥ বাড়ি যাবো? কিন্তু বাড়িতো আমার দেশের লোকেব হৃদয়ে। তাদের কর্মে, ধর্মে, জীবনে—আমার তো আলাদা কোন বাড়ি নেই।

আঁদ্রে ॥ বুবকিন,—প্লিজ জট্ ডাউন—নোট করুন। কি অপূর্ব বাণী। এটাই হবে আগামী দিনের খবরের-এর শিরোনাম।

[সাংবাদিক বুরকিন তাড়াতাড়ি কাগজ আর কলম বের করে পিয়াতিগোবভের কথাগুলি লিখে নেয়]

ঝেসতিয়াকভ্ ॥ প্রভু—এবার বাড়ি চলুন। উঠুন—

পিয়াতিগোবভ ॥ কোথায় উঠব? সিংহাসনে!

[তাচ্ছিল্যভরে পিয়াতিগোরভ এদের দিকে তাকায়]

আঁদ্রে ॥ আপনি এবার বাড়ি যাবেন তো! চলুন—, আমরা সকলে আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি।

পিয়াতিগোরভ ॥ এ্যাঁ—কি—! ও—তুমি? কি চাও? তুমি কি ওয়েটার? ইভানা কোথায়? তোমরা কে—কে তোমরা?

ঝেসতিয়াকভ ॥ প্রভু—আমরা আপনার সেবক। আপনাকে বাড়ি

পৌঁছে দেব।—যদি বলেন তবে আপনার গাড়িটা এখানে নিয়ে আসতে বলি।

পিয়াতিগোরভ॥ দেশের লোকের কাঁধে হাত দিয়ে আমি এগিয়ে চলব। আবার গাড়ি কেন? দেশবাসী—,মেহনতী মানুষ—, ওরাই আমার তুরুপের তাস! [বুরকিন নোট করে]

আঁদ্রে॥ বটেই তো বটেই তো—। এবার বাড়ি চলুন প্রভু। ঘুমোবার সময় হয়েছে। আপনি ঘুমোন। আমরা তো জাগ্রত আছি।

পিয়াতিগোরভ॥ Oh! I See—তোমরা সেই বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়, পড়ুয়া মশাইরা—তোমাদের কাঁধে ভর দিয়ে আমি বাড়ি যাব। আমি তোমাদের বুকে দোল খাব। তোমরা আমরা দোলনা।

ঝেসতিয়াকভ॥ কি সুন্দর বাণী। বুরকিন নোট করুন। এটা হবে পরশুর কাগজের শিরোনাম! [বুরকিন নোট করে]

পিয়াতিগোরভ॥ বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়—তোমরাই আমার প্যারালাল বার,—আজ তোমরাই আমার প্যারালাল বার। এসো ভাই ধরে তোল। এসো—!

[সবাই আহ্লাদে আটখানা হয়ে পিয়াতিগোরভকে তুলতে লাগল। সবাই মিলে ধরাধরি করে বনেদী সম্মানিত কোটি-পতিকে অতি সন্তর্পণে নিয়ে চলল বাইরের দিকে।

পিয়াতিগোরভ স্টেজের এমন এক জায়গায় থাকবে যেখান থেকে তার বেরিয়ে যাবার জন্যে স্টেপিং যেন অনেক বেশি থাকে। অর্থাৎ "exit" থেকে বেশ কিছুটা দূরে। তিনজনের কাঁধে ভর করে পিয়াতিগোরভ ধীর-জড়িত পদক্ষেপে এগিয়ে যায়। বুদ্ধিজীবিরা কিছুটা নুয়ে পড়ে। মুখোশ

হীন পিয়াতিগোরভ ওদের অবলম্বন করে এগিয়ে চলে। হঠাং—একজায়গায়—গিয়ে—পিয়াতিগোরভ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর চেঁচিয়ে ওঠে—]

পিয়াতিগোরভ॥ ইয়েভস্ত্রাং স্পিরিদোনিচ—ইয়েভস্ত্রাং স্পিরিদোনিচ্—

আঁদ্রে॥ কি হল প্রভু—?

পিয়াতিগোরভ॥ Where is my mask? আমার মুখোশ কোথায়—? আমার মুখোশ!

বুরকিন॥ আপনি তো সে মুখোশ খুলে ফেললেন।

পিয়াতিগোরভ॥ সে তো নাচ ঘরের মুখোশ—আমার আরও মুখোশ আছে—আরও—আরও—আরও—আমার অনেক ডামি,—অনেক ইমেজ!

ঝেসতিয়াকভ॥ আপনার আরও মুখোশ আছে!!

পিয়াতিগোরভ॥ হ্যাঁ—

[পুলিশম্যান স্পিরিদোনিচের প্রবেশ]

পিয়াতিগোরভ॥ এই যে স্পিরিদোনিচ, Whera is my mask—আমার—মুখোশ—

স্পিরিদোনিচ॥ গাড়ির ভেতরে লুকনো আছে। গাড়িতে উঠে পরে নেবেন।

পিয়াতিগোরভ॥ সাবাস্ স্পিরিদোনিচ—সামনের মাসে তোমার পদোন্নতি—Promotion—

ঝেসতিয়াকভ॥ আর আমাদের—

পিয়াতিগোরভ॥ পরে হবে। আগে এদের দেখতে হবে। Let us

proceed—আপনারা আমার অবলম্বন। আমার সুখ-দুঃখের সাথী।

[পিয়াতিগোরভকে নিয়ে বুদ্ধিজীবিরা বেরিয়ে যায়। ইয়েভস্ত্রাং স্পিরিদোনিচ একা দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বলে—]

স্পিরিদোনিচ ॥ লোকটা হাড়—পাজি—নচ্ছার !

[কথাটা বলেই জিভ কেটে নিজের হাতের রুলটা নিজেই নিজের মাথায় মৃদু আঘাত করে বলে—]

কিন্তু উনি আমাদের উপকার করেন।

আমার প্রোমোশন হল—আমাব উন্নতি হল। তাই উনি উদার, মহানুভব, মানব প্রেমিক !

[পদা আস্তে আস্তে নেমে আসে।]

—শেষ—

অরুণ চক্রবর্তী

হচ্ছেটা কি

ইউনিট থিয়েটারে

যাঁরা নিয়মিত অভিনয় করেন

সূত্রধার—	অমিতকুমার গুহ
মহানেতা—	অরুণ চক্রবর্তী
অধিনেতা—	আশিস চক্রবর্তী
যুবনেতা—	শৈলপতি ঘোষ
ছাত্রনেতা—	অরুণ দত্ত
নেতানেতা—	অনুপম মিত্র
১ম শ্রমিক—	দীপঙ্কর ভট্টাচার্য
২য় শ্রমিক—	শ্যামল বসাক
১ম কৃষক—	শম্ভুনাথ বসু
২য় কৃষক—	রবীন চৌধুরী
শিল্পপতি—	অরবিন্দ গুপ্ত
জোতদার—	শুভময় সেন
১ম কনষ্টেবল—	অসীম অধিকারী
২য় কনষ্টেবল—	বিভাস বিশ্বাস
পুলিস ইন্‌সপেক্টর—	আশীষ চট্টোপাধ্যায়
সহযোগী অভিনেতাগণ—	সজল ঘোষ, শুভেন্দু কুণ্ডু ও প্রণব দেব
নির্দেশনা—	**আশীষ চট্টোপাধ্যায়**

[পর্দা খুললে দেখা যাবে গ্যালারিতে (deep centre stage-এ) নেতাগণ বসে আছেন ঊর্ধ্বাসনে মহানেতা ; মহানেতার ডানপার্শ্বে নীচে অধিনেতা এবং বামপার্শ্বে নীচে যুবনেতা বসে আছেন। অধিনেতার ডানপার্শ্বে নীচে ছাত্রনেতা এবং যুবনেতার বামপার্শ্বে নীচে নেতানেতা বসে আছেন। গ্যালারীর সঙ্গে একই রেখায় deep left Stage-এ (দর্শকদের বামে) শিল্পপতি এবং deep right stage-এ (দর্শকদের ডানে) জমিদার—উভয়েই চেয়ারে বসে আছেন। Front stage-এ শিল্পপতির সোজা দুইজন শ্রমিক এবং জমিদারের সোজা দুইজন কৃষক মাটিতে বসে আছেন। সূত্রধার মলিনবাবুর প্রবেশ এবং Front centre stage-এ স্থান গ্রহণ।]

মলিনবাবু॥ এই সেই জনস্থান, দূরবর্তী প্রস্রবন গিরি। ইহার শিখরদেশে সতত সঞ্চারমান জলযোগ সংযোগে সমাজতন্ত্রের বাণী উৎসারিত হইতেছে। আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া আমাদের মহান নেতা ঘোষণা করিতেছে—এ—এ—এ—ন।

[ঐখানেই উপবেশন]

ছাত্রনেতা॥ বন্ধুগণ, এবার আপনাদের সামনে ভাষণ দেবেন আমাদের এই দ্বীপের, দিগ্বিদিতে খ্যাতিমান, সমাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ পূজারী—মহা—আ—নেতা।

মহানেতা॥ হে আমার আত্মার আত্মীয়, চিরপ্রিয়, মনপ্রাণ, জীবন-যৌবন স্বদেশবাসীগণ, আপনারা মানুন আর নাই মানুন, আমিই এই দ্বীপের সর্বোচ্চ নেতা—হ্যাঁ, মহানেতা ! আপনারা শুনুন বা নাই শুনুন, আমি রেডিয়োতে

প্রেস ক্লাবে এবং পার্লামেন্টে এই দ্বীপের রাজনীতি এবং অর্থনীতির নিয়ন্তা! জনগণ, আপনারা চান বা নাই চান, আমিই জনগণমন অধিনায়ক। কারণ? কারণ, এই দ্বীপে আমি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই, দারিদ্র দূর করতে চা—, একি? জনগণের হাততালি কোথায়? অধিনেতাবাবু, জনগণ কি কালা হয়ে গেছে?

অধিনেতাবাবু॥ (ব্যস্ত, সন্ত্রস্ত) ঠিক বুঝতে পারছিনা স্যার, দেখছি। এই যুবনেতা, জনগণের অভিনন্দন কোথায়?

যুবনেতা॥ দেখছি, এই ছাত্রনেতা, কিছু হাততালি আর "হিয়ার হিয়ার"-এর ব্যবস্থা করতো!

ছাত্রনেতা॥ এই নেতানেতা, কিছু লোক যোগাড় করতো, যারা হাততালি দেবে আর "হিয়ার—হিয়ার" বলবে!

নেতানেতা॥ এখন সন্ধেবেলা কাউকে পাওয়া যাবেনা। সব শালা মালের দোকানে ফিট হয়ে আছে, তবু একবার চেষ্টা করে দেখছি। [উইংসের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল]

মহানেতা॥ ঠিক আছে, লোকজন আসুক, তারপরেই বলব।

[উপবেশন]

মলিনবাবু॥ আমাদের মহানেতা, শুধুমাত্র অভিধান থেকে বাছাই করা সুন্দর সুন্দর বিশেষণ নিয়ে, শ্রুতিমধুর বাক্য রচনা করে, এই দ্বীপে সমাজতন্ত্র আনছেন (মহালয়ার সুরে) ব্যবসায়ী করবেন মুনাফা, জমিদার করবেন ফসল-মজুত, জনগণ করবেন প্রতিবাদ, পুলিশ মিলিটারী করবে গুলি—তাই আমাদের মহানেতার কণ্ঠে সমাজতন্ত্রের বুলি। [উপবেশন]

নেতানেতা॥ লোক এসে গেছে স্যার।

মহানেতা॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই দ্বীপ স্বাধীন হবার পর থেকেই এক মহান লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। (নেপথ্যে "শেম্ শেম্" ধ্বনি) কত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে, কত বিশাল আত্মত্যাগ করে এই দ্বীপে আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চলেছি। (নেপথ্যে আবার শেম, শেম, ধ্বনি) এ্কিরে বাবা! হিয়ার-হিয়ার-এর জায়গায় শেম্ শেম্ বলছে--অধিনেতাবাবু, বারণ করে দিন।

অধিনেতা॥ যুবনেতা, বারণ করে দিন।

যুবনেতা॥ ছাত্রনেতা, বারণ করে দাও।

ছাত্রনেতা॥ এ্যা নেতানেতা, বারণ করে দাও।

নেতানেতা॥ এ্যাই শালারা--এক পয়সাও পাবিনি। চুপ করে বসে থাক। শালা, এ্যাদ্দিন ধরে ভাড়া খাটছিন্, জানিস না, কোথায় হিয়ার হিয়ার, কোথায় শেম্ শেম্ হবে? চো-ও-ও-প!

ছাত্রনেতা॥ স্যার, আমরাই হাততালি দিয়ে দেব স্যর। আপনি চালিয়ে যান।

মহানেতা॥ একটু জোরে জোরে দিও?

বাকি সব নেতা॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে!

মহানেতা॥ এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথে, অর্থাৎ দারিদ্র্য দূর করার পথে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে, অনেক, অনেক, অনেক ফরমুলা আছে। 'আমি ব্যস্ত মানুষ, আমার একার পক্ষে সব ফরমূলা মনে রাখা ত সম্ভব নয়! তবে, আমার চ্যালা-চামুণ্ডারা আছেন, তারাই একে একে সব ফরমুলা আপনাদের শোনাবে। অধিনেতাবাবু, প্রথম ফরমুলা।

[উপবেশন]

অধিনেতা ॥ বন্ধুগণ, প্রথম ফরমুলাটা $(a+b)^2$-এর চাইতেও অনেক বেশী সোজা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা, তা থেকে আমি বলতে পারি যে, কিছু সংখ্যক লম্পট, গুণ্ডা এবং বদমাইশের পাল্লায় পড়ে আপনারা এক ভ্রান্ত ধারণায় ভুগছেন। সেই ভ্রান্ত ধারণাটা কি—যুবনেতা বলবেন।

যুবনেতা ॥ বন্ধুগণ, আমাদের দ্বীপ, এখন একটা দারুণ একটা ভীষণ, মানে একটা ইয়েব মধ্যে দিয়ে চলেছে—

মলিনবাবু ॥ ইয়েটা কিয়ে ?

নেতানেতা ॥ বাপের বিয়ে।

[সকল নেতা চাপা হাসি হাসে]

যুবনেতা ॥ এই ছাত্রনেতা, তোমার মনে আছে, ইয়েটা কিয়ে ?

ছাত্রনেতা ॥ রাতদিন টেনসনের মধ্যে আছি মশাই, ওসব ইয়েটিয়ে মনে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই নেতানেতা, তোমার মনে আছে ?

নেতানেতা ॥ নিজের নাম নগেন আর বাপের নাম খগেন ছাড়া আর কিছু মনে নেই।

[সকল নেতাব চাপা হাসি]

মলিনবাবু ॥ কি হল ! অধিনেতাবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন ?

যুবনেতা ॥ হ্যাঁ ; অধিনেতাবাবু, আপনার মনে আছে ?

অধিনেতা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে। এটা মনে থাকবে না ? আমাদের দ্বীপ এখন একটা দারুণ ইয়ে—মানে একটা ভীষণ ইয়ে মানে—মানে—মনে পড়ছে না। মহানেতা, আপনার মনে আছে ?

মহানেতা ॥ এইসব ছোটখাট ব্যাপার আপনাদের মনে থাকে না। আমাদের দ্বীপ একটা দারুণ, একটা প্রবল, একটা ভয়াবহ,

একটা প্রচণ্ড···ছোটখাট ব্যাপার আমার মনে রাখার কথা নয়।

শিল্পপতি ॥ দেশ একটা সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে—তখন থেকে খালি ইয়ে ইয়ে করছে। সঙ্কট সঙ্কট—ক্রাইসিস্।

যুবনেতা ॥ ও হ্যাঁ, ঠিকই ত! দেশ একটা সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তবুও আমরা আমাদের কাজে একটা অদ্ভুত প্রগতিশীলতা রক্ষা করেছি। এই সময় কোন বিক্ষোভ আমরা বরদাস্ত করব না। হুঁ··· উ···ম্ ম্।

মহানেতা ॥ হুঁ···উ···উ···ম্ ম্।

অধিনেতা ॥ হুঁ···উ···উ—ম্ ম্।

ছাত্রনেতা ॥ হুঁ—উ—উ—ম্ ম্।

যুবনেতা ॥ এবং এই বিক্ষোভ যদি হয়—

ছাত্রনেতা ॥ (উঠে) র‍্যাণ্ডাম ঠ্যাঙান হবে!

মহানেতা ॥ বাঃ!

ছাত্রনেতা ॥ মেরে গিলে করে দেওয়া হবে।

মহানেতা ॥ বাঃ. বা-বা-বা-বা-বাঃ!

ছাত্রনেতা ॥ আমরা মানে এই নেতারা জনতার ভাল করতে চাই। জনতা যদি না চায়—

নেতানেতা ॥ পেটাও—আগাপাস্তালা পেটাও। জেল পুলিশ খুন —সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

[নেতানেতা বিচিত্র শব্দে হাসল। যুবনেতা সেই হাসি ধরে মহানেতাকে, মহানেতা আবার অধিনেতা, অধিনেতা আবার ছাত্রনেতাকে রিলে করে দিল]

মলিনবাবু ॥ কিন্তু ফরমুলাটা? বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছে অথবা

চেপে যাচ্ছে। ও মশাই, আপনাদের ফরমুলাটা কোথায় গেল ?

নেতানেতা ॥ আমার ওপর চার নম্বর।

ছাত্রনেতা ॥ তিন নম্বর।

যুবনেতা ॥ দু নম্বর।

অধিনেতা ॥ একনম্বর – মনে নেই ভুলে গেছি।

শিল্পপতি ॥ মনে নেই ? ভুলে গেছি ! আপনাদের মাসের শেষে মাইনে নিতে মনে থাকে ত ! প্রথম ফরমুলাটা হল উৎপাদন বৃদ্ধিতে শিল্পপতিদের সহায়তা করা।

জোতদার ॥ আর জোতদাররা ? জোতদাররা কি ছিপ ফেলে ব্যাঙ্ ধরবে ?

শিল্পপতি ॥ হ্যাঁ, জোতদারদের ত আগে এবং অবশ্যই।

অধিনেতা ॥ হ্যাঁ—মনে পড়েছে, মন পড়েছে। বন্ধুগণ, প্রথম ফরমুলা হোল উৎপাদনের ব্যাঘাত সৃষ্টি না করা। অর্থাৎ এই শিল্পপতি এবং জমিদারদের সহায়তা করা। তাদের ভাবা উচিত তারা যেন একান্নবর্তী পরিবারে বাস করছেন।

মহানেতা ॥ অধিনেতাবাবু, ফরমুলাটা একবার ইংরাজীতে বলুন। বিদেশী কাগজের রিপোর্টাররা আছেন।

অধিনেতা ॥ বন্ধুগণ ! মানে ফ্রেণ্ডস্, স্বদেশবাসীর প্রথম কর্তব্য হোল ...মানে The first duty of এই country man is উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করা মানে not to create any ইয়ে মানে ব্যাঘাত—যুব, ব্যাঘাত ইংরাজী তোমার মনে আছে ?

যুবনেতা ॥ আঘাত ইংরেজী তে Injury, ব্যাঘাত ইংরেজী ambulance.

অধিনেতা ॥ ওঃ মনে পড়েছে। The first duty of এই country

man is not to create any great ambulance to production. অর্থাৎ, এই শিল্পপতি এবং জমিদারদের সহায়তা করা। Or to help the Shilpapatis,Jamidars, etc. etc. and etc. তাদের ভাবা উচিত তারা যেন একান্ন পরিবারে বাস করছেন ·· মানে They should think they are living in একান্নবর্তী পরিবার—I mean fifty one Families.

[নেতারা Freeze]

১ম শ্রমিক ॥ শুয়োরের বাচ্চা মালিক কারখানা বন্ধ করে দিল ? এখন আমরা খাব কি ? বোনাস নিয়ে যাও বা আলোচনা চলছিল, ঝুটঝামেলা কোথাও কিছু নেই, শালারা গেটে তালা দিয়ে দিল ?

২য় শ্রমিক ॥ লক্-আউট, লক্-আউট নেতা কর ! শালারা গেটে তালা চাবি মেরে দিয়েছে। আমরাও পেটে তালাচাবি মেরে দেব।

১ম চাষী ॥ ঘাম রক্ত দিয়া কত কষ্টে কত আশায় চাইষ করলাম ! হায় আমাগো জমিদার পুলিশ দিয়ে ফসল কাইট্টা লইয়া গ্যাল ? আমরা ছাইড়া দিমু না।

২য় চাষী ॥ আমারও তো জমিটা কেড়ে লিয়ে গেল, তারপর এজলেশে নালিশ করল। ভাইটারে জেল খাটাইল, মুকুদ্দমা করল, আমরাও আর ছাইড়া দিমু না।

মলিনবাবু ॥ একদিকে নেতারা বড় বড় সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ে যাচ্ছেন আর অন্যদিকে গণতন্ত্র হত্যা করে মসনদে খোস মেজাজে বসে আছেন। আমাদের দ্বীপের মালিকরা ইচ্ছেমত কলকারখানা বন্ধ করছেন। জমিদাররা চাষীদের জমি থেকে উৎখাত করছেন। না-না এ এক অসম্ভব পরিস্থিতি। আমাকে আপনাকে এর

বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। ব্যাপক সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হবে। আমরা শান্তি চাই তাই শান্তি ও বাঁচার দাবীতে সমস্ত শত্রুকে খতম করতে চাই।

[নেপথ্য থেকে হেইসামালো, হেইসামালো, হেইসামালো
হেইসামালো ধান হো
কাস্তেতে দাও শান হো
মানকবুল আর জানকবুল
আর দেব না, আর দেব না
রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো
হেসামালো. হেসামালো, হেসামালো]

মহানেতা ॥ যাই, একবার মহাপ্রভুদের সঙ্গে সাক্ষাত করে আসি।
[শিল্পপতির দিকে যায়]

শিল্পপতি ॥ আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

মহানেতা ॥ আগে ৺বিজয়ার কোলাকুলিটা সেরে নিই। আপনি না জানেন. আপনাদের সেবার সুযোগ পেলে আমাদের জিভে শুধু জল নয় জলপ্রপাতও আসে। আমাদের প্রশাসনে কোন ত্রুটি নেই তো?

শিল্পপতি ॥ হ্যাঁ, আমি একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনার দু'টো বিষয়ে prompt নন। প্রথমটা হল পারমিট বের করা আর দ্বিতীয়টা হোল দ্বীপের আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা I mean Law and order..

মহানেতা ॥ অপরাধ নেবেন না। অধম জানতে পারে কি আপনার এই অভিযোগের ভিত্তিটা কি?

শিল্পপতি ॥ নিশ্চয়ই। সম্প্রতি আমার ছোট জামাই-এর পিসতুতো

ভাইয়ের শালা গত কয়েক বছর যাবং Chemicals-এর Import Licence-এর জন্যে ভুগছে। সে এখনও সেটা পায়নি। আর দ্বিতীয়তঃ আমাদের ছোট জামাই Factory closer করে দেওয়ায় কুলিরা বড় বেশী বাড়াবাড়ি করছে। What is this? You should take action.

মহানেতা॥ What is this? I should take action. I am not can তো who can? না-না আমি কুলিদের মেরে উড়িয়ে দেব। আমি ওপরে বসে থাকি। কিছু টের পাই না। আমার শ্রীমান সব note করল। আপনার এত কষ্ট হচ্ছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ···।

[ছিঃ ছিঃ বলতে বলতে জমিদারের কাছে যায়]

জমিদার॥ আপনারা ভেবেছেনটা কি? এই আমার জেলায় ছোটলোক চাষাভুষো এতো গণ্ডগোল করছে, আমার পেছনে বাঁশ দেবার চেষ্টা করছে, আপনারা কি করতে আছেন? আপনাদের কি কেবল বিদেশ ভ্রমণের জন্য রাখা হয়েছে, খচ্চর!

মহানেতা॥ আপনি আমাকে খচ্চর বললেন! মানে, আপনার পেছনে বাঁশ দেওয়ার চেষ্টা করছে! আপনি মারা যাননি তো? মানে আপনার শরীর ভালো তো?

জমিদার॥ অন্ততঃ আরো তিন ব্যাটেলিয়ান সৈন্য আমায় পাঠিয়ে দিন।

মহানেতা॥ তিন ব্যাটেলিয়ান নয় তেত্রিশ ব্যাটেলিয়ান সৈন্য নয়, মুক্তিফৌজ পাঠিয়ে দেব। (নিজের জায়গায় যায় এবং অন্যান্য নেতাদের বলে) অধিনেতাবাবু, আপনি দেখতে পান না? না কি নতুন ভবন, নতুন নতুন প্রকল্প, নতুন ব্যারেজ এগুলো খালি

উদ্বোধন করে বেড়াচ্ছেন আর আমাকে ল্যাং মারার চেষ্টা করছেন ? শুয়োরের বাচ্চা ! না-না যুব, আমার ক্যাবিনেট extend করব। একটা নতুন দপ্তর খুলব, একটা নতুন মন্ত্রী করব যার কাজ হবে শুধু উদ্বোধন করে বেড়ানো। দ্বীপের হচ্চেটা কি ?

অধিনেতা॥ দ্বীপের হচ্ছেটা কি ? (যুবনেতাকে) আপনি দেখতে পান না ? শুধু খবরের কাগজের Reporter-দের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে খালি ছবি তোলার মতলব। দ্বীপের হচ্ছেটা কি ?

যুবনেতা॥ দ্বীপের হচ্ছেটা কি ? এই যে ছাত্রনেতা, আপনি কি খালি Deputation-এ যাচ্ছেন ? দ্বীপের হচ্ছেটা কি ?

ছাত্রনেতা॥ দ্বীপের হচ্ছেটা কি ? আমি একা কি করব মশাই। এই নেতানেতা, তুমি শালা খালি ঘুমিয়েই বেড়াবে ? দ্বীপের হচ্ছেটা কি ?

নেতানেতা॥ দ্বীপের হচ্ছেটা কি ? আমি কি করব ? পূজোর বাজারে গুণ্ডারা রেট বাড়িয়ে দিয়েছে। দু'হাজার টাকার কম কেউ একশান করতেই চায় না। দ্বীপের হচ্ছেটা কি ?

মহানেতা॥ বাঃ ! দায়িত্ববোধটা যেন একটা ফুটবল ! হচ্ছে-টা কি—হচ্ছে-টা কি করে যে যার পাস করে ছেড়ে দিল। হে আমার আত্মার আত্মীয়, চিরপ্রিয়, মনপ্রাণ, ভাই, বন্ধু, স্বদেশবাসীগণ আপনারা আমাদের বন্ধু, আমরা আপনাদের বন্ধু। দারিদ্র্য দূর করার জন্য আমি একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। (অন্য নেতাদের করতালি) না, না, না, এ অভিনন্দন আমার প্রাপ্য নয়, এ অভিনন্দন আমার প্রাপ্য নয়, এ অভিনন্দন জনগণের প্রাপ্য। কারণ জনগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় আমি আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী দারিদ্র্যের টুঁ-শব্দ হতে দেবোনো। দারিদ্র্য দূর করে আমি

জনতাকে শান্ত করবো। তাতেও যদি জনতা শান্ত না হয়—গুলি চালিয়ে ফিনিশ করবো। যুবনেতা—২ নম্বর ফরমুলা।

যুবনেতা ॥ বন্ধুগণ, আমরা লক্ষ্য করছি যে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ভীষণ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা খুব খারাপ। ফর বিদেশী রিপোর্টার্স, দি কণ্ডিশান অফ ল' এণ্ড অর্ডার ইজ ভেরি ব্যাড্। অতএব, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতেই হবে এবং এটাই হল ২ নম্বর ফরমুলা।

[পুলিশ ইনস্পেক্টর ও দুজন কনস্টেবলের প্রবেশ। লেফট রাইট করে প্যারেডের ভংগীতে ঢোকে]

ইনস্পেক্টর ॥ (নেপথ্যে) অ-ই-ন ! (প্রবেশ) আইন-শৃংখলা আইন-আইন-শৃংখলা-আইন-আইন-শৃংখলা-আইন-সামনে এগিয়ে এসো—আইন-শৃংখলা-আইন [দুজন কনস্টেবল প্যারেড করতে করতে ঢোকে] বাঁদিকে গতর ঘোরাও ; গতর-আইন-শৃঙ্খলা-আইন – স্টপ্। [আইন-শৃংঙ্খলা আইন এই প্যারেড করাতে করাতে পকেট থেকে টাকা বের করে গুণল] এ-কি-রে বাবা ! গতকাল ছিল তেত্রিশ টাকা আজ ঘুষের রেট্‌টা কমে গিয়ে একেবারে বারো টাকা ! মানে আইন শৃংখলার হচ্ছেটা কি, তোমরা আইন শৃংখলার করছটা কি ? আইন-আইন-শৃংখলা-আইন-আইন-শৃংখলা-আইন। স্টপ্।

১ম কনস্টেবল ॥ সত্যি কথা বললে ভেঙাও
যত চেঁচায় তত ধেঙাও।

ইন্‌সপেক্টর ॥ ফা-ই-ন-শৃংখলা-আইন-আইন-আইন। স্টপ্।

২য় কনস্টেবল ॥ অন্ন কাড়ো বস্ত্র কাড়ো
নির্বিচারে মানুষ মারো।

ইনসপেক্টর ॥ ফা-ই-ন, আইন-আইন-আইন-শৃংখলা-আইন। আপ্! মহামান্য সরকার বাহাদুরের সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী এখন আমরা এখানে কুম্বিং অপারেশন চালাবো। কোনো রকমের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী পত্র-পত্রিকা, চ্যাংড়া-চেংড়ি, বুড়ো,-বুড়ি যুবক-যুবতীদের দেখলে তাঁদেরকে টেনে আমরা হাজতে নিয়ে যাবো। এবং সেখানে নিয়ে গিয়ে রজনীগন্ধার সরু ডাঁটার মত বেত দিয়ে কিঞ্চিত পরিমাণ আদর করবো। এতেও যদি জনতা শান্ত না হয় তবে ব্যাপক এবং বেপরোয়া কুম্বিং অপারেশন ছেড়ে দিয়ে বোম্বিং অপারেশন চালাবো। ইউ! আইন-আইন-আইন-শৃংখলা-আইন। স্টপ্।

ইনসপেক্টর ॥ পাশের বাড়ীটায় কে আছে ডাকতো ?

১ম কনস্টেবল ॥ ছাড়ি দেতক স্যার, কেওর লাগি উদা উদা খাটতন। আসল মগ্ গেল এউগ্যারেও ন'পাইতন।

ইনসপেক্টর ॥ এ কে? এ কি? কোন ভাষায় কথা বলছে, আমি কোথায় আছি, কার সাথে কথা বলছি !

২য় কনস্টেবল ॥ ও স্যার আপনাকে ভালোবেসে আবেগের বশে দেশের ভাষা বলেছে, মানে চিটাগাঙী ভাষা।

ইনস্পেক্টর ॥ ভালোবেসে আবেগের বশে। শালা একটা দামড়া হাফ প্যান্ট পরে ভালোবাসা জানাচ্ছে! না তুই আমায় খিস্তি দিয়েছিস !

১ম কনস্টেবল ॥ (থতমত খেয়ে) না স্যার, আমি বলছিলাম যে ছেড়ে দিন স্যার, আসল মাল একটাকেও পাবেন না।

ইন্‌স্‌পেক্টর ॥ ওঃ ! আমার দরদে তোমার বুকের বরফ গলে একেবারে ঝরণা হয়ে যাচ্ছে রাস্কেল। যা উপরি পাও তার সিকি ভাগ আমায় দাও ?

২য় কনস্টবল ॥ আমি দিই স্যার।

ইনস্‌পেক্টর ॥ চোপ ! দু আনা দিস, কাউকে বলিস না। এই দেখ্‌, তোরা যদি ঠিকমতো খাটতিস তাহলে কি আমাদের এত খাটতে হত রাস্কেল্‌ ? আমরা যদি ঠিকমতো কাজ করতাম তাহলে আমাদের দ্বীপের নেতানেতারা কত সেফলি খুন, জখম, মারপিট করতে পারতেন, রা—স্কে-ল ! আর এদের কাজ ঠিক চললে আমাদের ছাত্রনেতা কত ইটিং, কত মিটিং, কত চিটিং করতে পারতেন শুয়োর ! তাঁদের ইটিং, চিটিং মিটিং, ঠিক চললে আমাদের যুবনেতারা অধিনেতারা কত আঙুরের রস, বেদানার রস, কত হুইস্কি টানতে পারতেন খচ্চর ! এবং তারা যদি ঠিকভাবে খেতে পারতেন তবে আমাদের মহানেতা এ দ্বীপ থেকে ও দ্বীপ থেকে বদ্বীপ থেকে কত ধার করতে পারতেন। এবং তার ধার ঠিকমতো হ'লে আমাদের দ্বীপের শিল্পপতি সম্প্রদায় জোতদার সম্প্রদায় কত আনন্দে ব্যবসা-বাণিজ্য এগুলো চালাতে পারতেন রাস্কেল ! আর এদের ব্যবসা, ঠিকমতো চললে ইনকাম্‌ ট্যাক্স অফিসারদের, আমার মতো পুলিশ অফিসারদের পকেট ফুলে ফেঁপে ঢোল হত। তোমরা বড্ড বেশী বকাও। আইন-আইন-আইন-শৃংখলা-আইন। স্টপ্‌। বাঁদিকে বদন ঘোরাও মদন—এই পাশের বাড়ীটায় কে আছে ডাকতো।

২য় কনস্টেবল ॥ দাদা, বাড়ীতে কে আছেন দাদা ?

ইন্‌স্‌পেক্টর ॥ উঃ! বাড়ীতে কে আছেন দাদা! শালা তোমার দাদা-শ্বশুরের বাড়ী। আবার হাসছিস। আরে শালাদের খিস্তি দিয়ে ডাক্। খিস্তি দিয়ে ডাক্।

১ম কনস্টেবল্ ॥ স্যার শুয়োরের বাচ্চা বলব?

ইন্‌সপেক্টর ॥ শুয়োরের বাচ্চা তুমি! বারো বছর পুলিশে চাকরী করছ তোমাকে আমায় খিস্তি শিখিয়ে দিতে হবে! ডাক্-ডাক্-ডাক্ খিস্তি দিয়ে ডাক্।

২য় কনস্টেবল ॥ (উইংস-এর দিকে মুখ করে) এই শুয়োরের বাচ্চা, বাড়ীতে কে আছিস—

১ম কনস্টেবল ॥ শুয়োরের বাচ্চা কে আছিস!

[২য় কনস্টেবল ইশারায় জানায় কেউ নেই, পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর দর্শকদের দিকে তাকিয়ে কাঠি দিয়ে দাত খোঁচাচ্ছিল]

১ম কনস্টেবল ॥ স্যার, শুয়োরের বাচ্চা কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

ইন্‌সপেক্টর ॥ সাড়া দিচ্ছে না? তাহলে শালা হারামী—টারামী কিছু বল।

২য় কনস্টেবল ॥ এই শালা হারামী টারামী কে আছিস, শালা হারামী টারামী?

১ম কনস্টেবল ॥ শালা হারামী টারামী?

[ইশারায় ২য় কনস্টেবল জানায় 'কেউ নেই']

১ম কনস্টেবল ॥ শালা হারামী টারামীতেও হচ্ছে না স্যার।

ইন্‌সপেক্টর ॥ শালা হারামীতেও হ'ল না—তাহলে ঐ তিন মাত্রার ঐ বাঙ্কত টাঙ্কোত বল! (একটা বিদ্‌ঘুটে হাসি হাসতে থাকে)

২য় কনস্টেবল ॥ এই বাঞ্চত টাঞ্চোত. বাড়ীতে কে আছিস—বাঞ্চত টাঞ্চোত ?

১ম কনস্টেবল ॥ বাঞ্চত টাঞ্চোত ?

[ইশারায় ২য় কনস্টেবল জানায় 'কেউ নই'।]

১ম কনস্টেবল ॥ স্যার বাঞ্চতেও হ'ল না স্যার।

ইনস্পেক্টর ॥ এঁ্যা! বাঞ্চতেও হ'ল না! (এগিয়ে যায় উইংস-এর দিকে) এই—ই (কনস্টেবল ভয়ে কাঁপতে থাকে) বাড়ীতে কেউ নেই, ট লেট ঝোলানো রয়েছে। তোরা এই ভদ্র পাড়ায় ভদ্র পল্লীতে ভদ্র লোকেদের অকথ্য, কুকথ্য, অভদ্র, অসভ্য, অশ্লীল, অশ্রাব্য, কুশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছিস বাঞ্চত! এই তোরা কি রে? তোরা কি ভদ্র পাড়ায় আমার মান সম্মান প্রেস্টিজ এসব কিছুই রাখবি না—বাঞ্চত! আইন—হিঃ হিঃ হিঃ (কনস্টেবল হাসে) শৃংখলা—হাঃ হাঃ হাঃ—ইস্ স্ স— (এগিয়ে যায় ওদের সামনে) তিনো তিন নেতাদের সম্মান দিন—আইন-আইন-শৃংখলা-আইন-আইন-শৃংখলা-আইন— শৃংখলা —আইন—আইন – শৃংখলা। [প্রস্থান] আইন-[নেপথ্যে] আ—ই—ন—!

মহানেতা ॥ রি-পো-র্ট দিন। অধিনেতাবাবু রিপোর্ট দিন, রিপোর্ট দিন। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব জায়গার রিপোর্ট চাই। অবশ্য উত্তর, পশ্চিম ততটা সমস্যার নয়। পূর্ব প্রান্তের টেম্পারেচার অত্যন্ত হাই, ভালো ওষুধ দিতে হবে। দক্ষিণে টেম্পারেচার আছে তবে ততটা ভয়াবহ নয়। হাসছেন কি? রিপোর্ট দিন।

অধিনেতা ॥ রিপোর্ট স্যার ভালোই। পূজা মহা-সমারোহে

কেটেছে। সুতরাং স্যার বুঝতেই পারছেন আইন ও শৃংখলা যথেষ্ট ইমপ্রুভ করেছে।

যুবনেতা ॥ মোটেই নয়। এখনও উগ্রপন্থীরা যেখানে সেখানে যা খুশী তাই করে বেড়াচ্ছে।

অধিনেতা ॥ আপনি বললেই হ'লো? আপনার ছেলেরা যত্রতত্র গুণ্ডামী, লুটপাট করে বেড়াচ্ছে।

যুবনেতা ॥ অবজেকশান। উইড্র করুন। আমার ছেলেরা যত্রতত্র লুটপাট, গুণ্ডামী করে বেড়াচ্ছে—আমি যুবরাজ বলছি অবজেকশান!

মহানেতা ॥ অবজেকশান সাস্‌টেন্‌। অধিনেতাবাবু, আপনি লুটপাট বলছেন কেন? যুব তুমি রাগ কোরো না। অধিনেতাবাবুর ভাষাজ্ঞান কম। উনি তোমাদের ঐ কালেকশন মানে সংগ্রহকে লুটপাট, গুণ্ডামী বলে ভুল করেছেন।

অধিনেতা ॥ না স্যার, কমপ্লেন আসছে। যুবরা বিশেষ করে এই ছাত্ররা চারিদিকে দারুণ মারপিট গুণ্ডামী করে বেড়াচ্ছে!

ছাত্রনেতা ॥ কি বললেন? সাট আপ্‌।

নেতানেতা ॥ লাস্‌ ফেলে দেবো। অধিনেতাগিরি ছুটিয়ে দোব। আমরা মারপিট গুণ্ডামী করি না? যে শালা বলে মারপিট্‌ গুণ্ডামী করি তার লাশ্‌ ফেলে দেবো।

অধিনেতা ॥ ঐ দেখুন স্যার। এদিকে বলছে মারপিট করে না কিন্তু এক একটা সেনটেন্সে দুবার করে লাশ ফেলে দিচ্ছে।

যুবনেতা ॥ দেবেই তো। আপনি ঐ রকম বললে দেবে না?

[নেতানেতা, যুবনেতা, ছাত্রনেতা তিনজনে

চাঁচামিচি করতে থাকে। 'ইয়ার্কি মারবার জায়গা পান নি। যাকে তাকে যা খুশী বলবেন' ইত্যাদি, ইত্যাদি.....]

মহানেতা॥ আ-আ-বৎস্গণ শান্ত হও শান্ত হও। আমরা যদি নিজেদের মধ্যে এত ঝগড়া মারামারি করি তাহলে জনগণ কি ভাববেন? ভাববেন আমাদের মধ্যে ঐক্য নেই আমরা শুধু গদির জন্যে কামড়া-কামড়ি করছি। আমাদেব মধ্যে ঐক্য চাই। আমি তো আগেই বলেছি, অধিনেতাবাবুর ভাষাজ্ঞান কম। উনি তোমাদের ঐ গণপ্রতিরোধকে মারপিট গুণ্ডামী বলে ভুল করছেন। গণপ্রতিরোধ আব মারপিট গুণ্ডামী এক জিনিস হলো? হলো না। হলো না। অধিনেতাবাবু, রিপোর্ট-টা দিন। আমাকে আবার চন্দ্রগুপ্ত রিসার্স সেনটার-এ যেতে হবে। ইতিহাসের উপর বক্তৃতা দিতে হবে। আপনি জানেন ইতিহাসে টায়েটুয়ে পাশ করেছি! ভালো অধ্যাপককে দিয়ে লিখিয়েছি—মুখস্থ করতে সময় লাগবে। রিপোর্ট-টা দিন।

অধিনেতা॥ বললাম তো, রিপোর্ট স্যার ভালোই. পশ্চিম রমরমে। উত্তর, পূর্ব বন্যা আর দক্ষিণ দিকে কি একটা বহুরূপী পার্টিব সঙ্গে সমঝোতা চলছে।

মহানেতা॥ বাঃ! যুব, কালকে আমার প্রোগ্রাম-টা বলো তো সোনা।

যুবনেতা॥ কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই বিনাকা টুথপেষ্ট-এ আঙ্গুল দিয়ে দাঁত মাজবেন। ব্রাসে নয়।

মহানেতা॥ কেন?

যুবনেতা ॥ ডাক্তার বলেছেন। তারপর এক গ্লাস ত্রিফলার জল খাবেন। কবিরাজ বলেছেন। তারপর একটুকরো ফ্রি হ্যাণ্ড! সকাল সাড়ে আটটায় একবার জনতার দরবারে দেখা দেবেন। ন'টায় বিদেশী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাতকার। দশটায় একগ্লাস ঠাণ্ডা ঘোলের সরবৎ।

মহানেতা ॥ না না, একি আকাট! আমার দাঁতে ব্যথা···

যুবনেতা ॥ তা হলে গরম ঘোল। গরম ঘোলের সরবৎ। সাড়ে দশটায় প্লেনে পূর্ব প্রান্তে নামবেন। সাড়ে বারোটায় লানচ খাবেন। একটায় হজমের বড়ি খেয়ে হেলিকপ্টারে উঠবেন।

মহানেতা ॥ হোয়াই?

যুবনেতা ॥ বন্যানিপীড়িতদের পরিদর্শন করতে হবে। একটা গগলস্, একটা রুমাল নেবেন। গগলস্ তুলে মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে এমনভাবে চোখ মুছবেন যাতে দূর থেকে লং সট-এ মনে হবে আপনি বন্যার্তদের দুঃখে কাঁদছেন এবং চোখ মুছছেন।

মহানেতা ॥ মানে···? ও-ও বুঝেছি, বুঝেছি। খবরের কাগজে ছবি উঠবে। পরের প্রোগ্রাম—?

যুবনেতা ॥ চারটের সময় আপনি বন্যার উপর ভাষণ দেবেন। পাঁচটায় সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ইতিমধ্যে আপনি একবার না-না, দুবার চা, আর চা ভালো না-লাগলে কফি খেয়ে নেবেন।

মহানেতা ॥ আমি কফি খাবো।

যুবনেতা ॥ ঠিক আছে। ছ'টায় আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ে বৈঠকে মিলিত হবেন।

মহানেতা ॥ উচ্চপর্যায়ের বৈঠক মানে উচ্চ ইংরেজি বলতে হবে!

আমার দন্ত খুলে পড়ে যাবে। অধিনেতাবাবু আপনি আমার সঙ্গে যাবেন।

অধিনেতা ॥ সার্টেনলি স্যার।

মহানেতা ॥ পরের প্রোগ্রাম।

যুবনেতা ॥ সাতটায় বাতাসবাণীতে ভাষণ, সাড়ে সাতটায় যুব সভায় ভাষণ, সাড়ে আটটায় ছাত্র সভায় ভাষণ, সাড়ে ন'টায় শিব মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন। তারপর খাওয়া সেরে নেবেন।

মহানেতা ॥ কোথায় খাবো ?

যুবনেতা ॥ সেটা আপনি ডিসাইড করবেন।

মহানেতা ॥ আমি, মানে, হঠাৎ, কেন ?

যুবনেতা ॥ কারণ রাজ্যপাল চাইছেন আপনি ওঁর ওখানে যান এবং থাকুন। আবার শিল্পপতি, গোলাপশ্রী, শ্রীরাজেন্দ্র পাল সিংহও চাইছেন আপনি ওঁর ওখানে যান এবং থাকুন। এদিকে জমিদার ঘেঁটশ্রী শ্রীদীপেন চৌধুরীও আপনাকে নেমন্তন্ন করেছেন। সুতরাং আমরা হেলপ-লেস—আপনাকেই ডিসাইড করতে হবে।

মহানেতা ॥ ট্রাঙ্ক কলে বলে দিন—তিন জায়গাতেই খাবো।

অধিনেতা ॥ সেটা কি করে সম্ভব ?

মহানেতা ॥ সম্ভব, সম্ভব। প্রথম দু জায়গায় যাবো বলব পেট ছেড়েছে একটা করে মিষ্টি খাবো। শেষ জায়গায় যাবো কিছুই বলব না! পেট পুরে খাবো। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে কাউকে চটানো ঠিক নয়। হাতি থেকে মাছি, রাজ্যপাল থেকে পঙ্গপাল সবাইকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে।

[সূত্রধার ঃ আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে। ইত্যাদি শ্লোগান কৃষকও শ্রমিক ঃ চলছে চলবে।]

যুবনেতা॥ স্যার, ভীষণ আন্দোলন স্যার। একটা জরুরী ভাষণ দেওয়া দরকার!

মহানেতা॥ জরুরী ভাষণ···কিন্তু আমি খুব নার্ভাস ফিল্ করছি। আমি যেন কি দিয়ে শুরু করি···!

মহানেতা॥ হে···

মহানেতা॥ হে আমার আত্মার আত্মীয়, চিরপ্রিয়, মনপ্রাণ, জীবন যৌবন ভাই বোন স্বদেশবাসীগণ। দ্বীপের বর্তমান পরিস্থিতিতে যে কোন আন্দোলন যে কোন ধর্মঘট জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী। তাছাড়া আমাদের পাশের দ্বীপে যে ভীষণ গণ্ডগোল হয়ে গেছে তার জন্য আমরাও যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। তাছাড়া আপনারা জানেন আমাদের দ্বীপের উত্তর এবং পূর্বে ভীষণ এক বন্যা হয়েছে। আহা বন্যার্তদের সেই আর্ত অসহায় করুণ মুখ দেখলে আমি রাত্তিরে ঘুমের ঘোরেও চমকে উঠি। না না মাইরি বলছি, আমার আত্মীয়স্বজন বলছে আমার নাকডাকা বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ আমার নাকডাকা, আমার নাকডাকা এই অঞ্চলের যে কোন চৌকিদারের হাঁকডাকার চেয়ে বিখ্যাত ছিল। সুতরাং আমার এই নাকডাকা বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আইন শৃংখলার কোন অবনতি আমি বরদাস্ত করব না। কিছু সংখ্যক উগ্রপন্থী হিংসাশ্রয়ী রাজনীতি করে দ্বীপের প্রগতির পথকে অবরুদ্ধ করবে, দ্বীপের পবিত্র আবহাওয়া কলুষিত করবে এ চলবে না, এ চলবে না। ছাত্রনেতা, তিন নম্বর ফরমুলা।

ছাত্রনেতা॥ মহান জনগণ! আপনাদের আমরা দোষ দিই না। কিন্তু কিছু সংখ্যক উগ্রপন্থী হিংসাশ্রয়ী রাজনীতি করে এ

দ্বীপের জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় সংহতি ইত্যাদির ক্ষতি করছে। দেশে যখন নতুন একটা যুগ, নতুন একটা সূর্য তখন এই সব দেশদ্রোহী-আন্দোলনের নেতাদের শেষ করতে হবে। জবাই করতে হবে। অলি গলির অন্ধকারে আড়ালে আবডালে এই সব নেতাদের শেষ করতে না পারলে আমাদের এই দ্বীপে শান্তি অসম্ভব, শৃংখলা অসম্ভব, প্রগতি অসম্ভব, এইটাই হল তিন নম্বর ফরমুলা।

[শিল্পপতি এবং জমিদার দাঁড়িয়ে টেলিফোন করার মাইম করল এবং···]

জমিদার ॥ হ্যালো কে ? কে ?

শিল্পপতি ॥ সিন্‌হা হিয়ার।

জমিদার ॥ ও বলুন বলুন। তারপর ? কী খবর ?

শিল্পপতি ॥ শুনে খুব খুশী হলাম জমিদারবাবু, আপনার ওখানে একজন পাণ্ডাটাইপের গুণ্ডা ঘায়েল করেছেন।

জমিদার ॥ উঃ শান্তি শান্তি ! বুকটা জুড়িয়ে গেল। আসল কথা কী জানেন, শুধু মেরে ফেল্লে ফয়দা কী ? আসলে ফসল কাটার সময় যাতে চাষাগুলো ঝামেলা না পাকায়, খাস জমিগুলো কায়দা করে ম্যানেজ করা, সুদের হার বাড়ান ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে ঐ ব্যাটা ছিল পালের গোদা। আমার বিরুদ্ধে চাষাভুষোগুলোকে ক্ষ্যাপাত, তাতাত। কী তেজ ! কী মেজাজ ! আমি আগেই বলেছি ও ব্যাটাকে ভাঙতে হবে. মচকানর পার্টি ও নয়। তবে শুনলাম কী জানেন ? ও ব্যাটার মৃত্যুসংবাদে গাঁ-সুদ্ধ লোক এমন কান্না জুড়েছে যে গাঁয়ে পুনর্বার বন্যা হয়ে গেছে।

শিল্পপতি ॥ আমাদের একটা বড় ফ্যাক্টরীর ইউনিয়নের এক ন্যাসটি এলিমেণ্টকে গত পড়শুদিন একটু স্যালাড করেছি।

জমিদার ॥ কী করেছেন।

শিল্পপতি ॥ স্যালাড, আই মিন ফিনিশ ! আনকালচার্ড ব্রুট শ্রমিক সব—আন্দোলন করবে, ধর্মঘট করবে, বিপ্লব করবে !

জমিদার ॥ মাইনে কাটুন মাইনে কাটুন ছাঁটাই করুন, ফ্যাক্টারীগুলি সব তুলে দিন -ও-তুললে আবার চলবে কী করে—কিছু ভয় নেই, এরা যখন আমাদের সঙ্গে আছে তখন ভয়টা কী ?

শিল্পপতি ॥ না, ইদানীং ছাত্র এবং যুবরা বেশ ভালই কাজ করছে।

জমিদার ॥ সেটাও মাঝে মাঝে বুমেরাং হচ্ছে। আমার কাছে সেদিন গামবুটের মত গালে জুলফি কয়েকটা ছোঁড়া বললো রক্ষেকালী পুজোতে পাঁচশ টাকা চাঁদা দিতে হবে, ! আমি একটু কিন্তু করতেই একজন বললো ঠিক আছে. বাঁশবনে মাল খেয়ে ভুঁড়ি বার করে যখন বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকবে তখন মুখে পেচ্ছাব না করলে আমার নাম গোটাকেষ্ট নয়। মানে ব্যাপার হচ্ছে, গোলমাল বেড়েই চলেছে।

শিল্পপতি ॥ আমার ফ্যাক্টরীগুলোতেও ঐ একই অবস্থা। আমিই বুদ্ধি-শুদ্ধি জুগিয়ে পাল্টা ইউনিয়ন করলাম এখন সেই ইউনিয়নই তিনভাগে বিভক্ত। মানে স্বদেশ প্রেমিকরা তিনভাগে বিভক্ত। মানে স্বদেশপ্রেম তিন প্রকার। একদল সহস্রপন্থী। একদল সরস্বতীপন্থী একদল ব্রতচারী পন্থী। অথচ সবারই নেতা শুনছি শ্রীমান হরিদাস।

জমিদার ॥ দেখা যাক কী হয় !

শিল্পপতি ॥ দেখা যাক।

[কৃষক, শ্রমিক ও সূত্রধারের শ্লোগান : "লে অফ, লক্ আউট চলবেনা।" "শ্রমিক ছাঁটাই চলবেনা"। "কৃষক উচ্ছেদ চলবে না।"]

মহানেতা ॥ একি, চতুর্দিকে "চলবে না—চলবেনা" রব। অধিনেতা বাবু, আপনি বাতাসবাণীকে চার্জ সীট দিন।

অধিনেতা ॥ আমি'তো বাতাসবাণীকে কশান দিয়েছি স্যার। ওঁরা বলছেন, যে যদ্দুর সম্ভব ওঁরা গলা কাঁপিয়ে বলছেন, কিন্তু আর ওঁদের গলা কাঁপছে না।

মহানেতা ॥ লিস্টারিন খেতে বলুন—ডেটল দিয়ে গার্গল করতে বলুন। বাতাসবাণী গলা কাঁপাতে পারছেনা—মায়ের কাছে বাপের গল্প! আর খবরের কাগজওয়ালারা—ওরা কি করছে? ওদের বলুন, ভাল করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখতে না পারলে সমস্ত খবরের কাগজ ইণ্ডাস্ট্রীসকে ন্যাশানালাইজ আমি করে নেব। (যুবনেতাকে) আসলে ওরা বুঝতে পেরে গেছে যে আমরা ন্যাশানালাইজ করলে ওদের কিচ্ছু এসে যাবে না। (অধিনেতাকে) না না, আপনি বলুন।

অধিনেতা ॥ না না আমি ওঁদেরও বলেছি। ওঁরাও বলছেন যে, যদ্দুর গুল মেরে লেখা যায়, ওঁরা লিখছেন—কিন্তু আর হচ্ছেনা—ওঁদের কল্পনাশক্তিতে আর কুলোচ্ছ না।

মহানেতা ॥ পাঁচজন সাহিত্যিক রাখতে বলুন। আমরা মাইনে দিয়ে দেব। না না, এত দালাল সাহিত্যিক পয়দা করলাম, তারা কি করছে? এসব দেখে ফ্রাসট্রেটেড হয়ে যাচ্ছি, আমি ফেড-আপ হয়ে যাচ্ছি। আমি হয় অনশন করব, নয় সুইসাইড করব।

যুবনেতা ॥ স্যার, অনশনটা বরং আমরা করি, আপনি বরং ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করে সুইসাইডটাই করে ফেলুন।

মহানেতা ॥ কি পাগল ছেলে। ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট না করে আমি কোনদিন কিছু ধরেছি? আমি ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করেই সুইস্—শা—শালা যুব! তোমার মনেও এই ছিল? আমি মুখ ফস্কে বলে ফেলেছি সুইসাইড করব—আর এ হতভাগা টুক্ করে ধরে নিয়ে টাক্ করে ছেড়ে গিয়েছে? না না একি আকাট গোমুখ্য—এ চার্চিলের সেই বিখ্যাত কবিতাটা পড়েনি—সেই যে বিখ্যাত কবিতাটা, শুধু কি মুখের কথা শুনেছ দেবতা—শোননি কি হারামী অন্তরের কথা!! ছি ছি······

যুবনেতা ॥ না না, আমি অন্যায়টা কি বল্লাম স্যার? আপনার লো ব্লাড প্রেসার—ডাক্তার আপনাকে হেভী ডায়েট নিতে বলেছেন। কাজেই ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট না করলে—

মহানেতা ॥ আমি সুইসাইড করবনা—কমলালেবু; সন্দেশ আর রসগোল্লা আনতে বল—আমি আগামী সপ্তাহে দশদিনের জন্য অনশন করবো।

অধিনেতা ॥ আগামী সপ্তাহে দশ দিনের জন্যে আমি বিদেশ ভ্রমণে যাব কিন্তু—দ্বীপের অর্থ নৈতিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য।

যুবনেতা ॥ বাঃ, আমি এত খাটছি—আমি বুঝি বিদেশ যাবোনা—আমিও লণ্ডন যাবো।

ছাত্রনেতা ॥ ভিয়েনায় ছাত্র কন্‌ভেনশনে আমি কিন্তু যাবোই; কোন কথা শুনবনা।

নেতানেতা ॥ আমার মালের লাইসেন্স? স্কুটার? আমি কিন্তু আর সহ্য করবনা বলে দিচ্ছি!

মহানেতা ॥ বাঃ! আমি অনশন করব, মানে উপোষ করব! সুইসাইড্ করার চিন্তা করব। আর তোমরা সব হিল্লী দিল্লী ঘুরে বেড়াবে, মাল খাবে, মাল বেচবে আবার স্কুটার চাপবে—তোমরা যে যা খুশী তাই কর—আমি তোমাদের ওপর রাগ করলাম !!

অধিনেতা ॥ এই যাঃ। স্যার রাগ করলেন! (যুবনেতাকে) এই আপনার জন্যই হলো। কেন, আমার বিদেশ ভ্রমণ সব ঠিক ছিলো। এই সময় বাগ্ড়া না দিলেই চলছিল না?

যুবনেতা ॥ বাজে বক্বেন না, আমার জন্য স্যার রাগ করেননি! ওই যে ছাত্রনেতা—কেন, এখন কন্ভেন্শনে না গেলেই চলছিল না?

ছাত্রনেতা ॥ আলতু ফালতু বকবেন না মশাই; স্যার আমার জন্য রাগেন নি! ওই যে নেতানেতার মালের লাইসেন্স—স্কুটার—

[অধিনেতা এদের সঙ্গে আলোচনা এবং মিটমাটের ভঙ্গীতে বলে]

অধিনেতা ॥ স্যার, আমরা কেউ বিদেশে যাব না স্যার। আপনিই বরং ক'দিনের জন্য বিদেশে গিয়ে আপনার সুন্দর স্বাস্থ্যটাকে ফিরিয়ে আসুন স্যার।

মহানেতা ॥ যুব, আমি ঠিক শুনছি'ত? আমার কান ঠিক আছে না কি ই-এন-টি ডিপার্টমেন্ট-এ যেতে হবে?

যুবনেতা ॥ নো স্যার। ইয়েস স্যার। দেয়ার ইজ নো খোল স্যার।

ছাত্রনেতা ॥ হ্যাঁ স্যার—আমরা আর অন্যায় আবদার করবনা স্যার।

নেতানেতা ॥ (স্বগতঃ) যা বাবা! আমার মালের লাইসেন্স? স্কুটার?

মহানেতা ॥ হে আমার আত্মার আত্মীয়, চিরপ্রিয়, মনপ্রাণ, জীবন-

যৌবন, ভাই, বন্ধু, সর্বেসর্বা স্বদেশবাসীগণ—দ্বীপের আইন শৃঙ্খলা ভীষণভাবে বিপন্ন। যে কোন মূল্যে, যে কোন ত্যাগ স্বীকার করে এই অবনতি আমি রুখবই। নেতানেতা, চার নম্বর ফরমুলা!

নেতানেতা ॥ বন্ধুগণ! পূর্বপ্রান্তের বন্ধুগণ! আপনাদের সকলকে মেরে খাল খিঁচে নেব! যমরাজের ড্রয়িংরুমে পাঠিয়ে দেব। এবার আর বেছে বেছে নয়, একেবারে পাইকিরী হারে লাশ ফেলব। চার নম্বর ফরমুলা হল—মারো, কাটো, শেষ করো!!

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। নেপথ্যে প্রচণ্ড গণ্ডগোলের এবং হানাহানি কাটাকাটির শব্দ শোনা যায়। আস্তে আস্তে মঞ্চ আলোকিত হয় এবং দেখা যায়, মঞ্চে শুধু শ্রমিক কৃষক এবং সূত্রধার—প্রত্যেকে বিদ্রোহের বিভিন্ন যুদ্ধরত ভঙ্গীতে ফ্রীজ হয়ে আছে। প্রথম ফ্রীজ ভাঙ্গে ১ম শ্রমিক]

১ম শ্রমিক ॥ ভাইসব! অনেক রক্ত দিয়েছি। আরও অনেক রক্ত দিতে হবে। তবু আর মাথা নীচু করে সহ্য করব না!

২য় কৃষক ॥ অনেক চাবুক, অনেক অপমান মাথা নীচু করে সয়েছি। আর নয়। এইবার আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছি। কার বাপের সাধ্যি, কার বাপের ঘাড়ে কটা মাথা আছে, আমাদের ঠেকায়?

মল্লিনবাবু ॥ ঐ শুনুন, সংগ্রামের জয়ভেরী তূর্য নিনাদে বেজে উঠেছে। প্রতিরোধের দুর্জয় দুর্গ গড়ে উঠেছে গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, বন্দরে। এই দ্বীপের মানুষ আজ উদ্ধত ভঙ্গীমায় উন্নতশির!

২য় শ্রমিক॥ অনেক রক্ত দিয়েছি। আর নয়। এবার আমাদের বদলা নেওয়ার পালা।!

১ম কৃষক॥ ভাইয়েরা তৈয়ার। এইবার জমানা বদল হইব। জোয়ান, বুড়া, যে যেইখানে আছ হগ্‌গলে' তৈয়া-আ-আ--র।

মলিনবাবু॥ আগামী দিন আমাদের! পৃথিবী আমাদের! আমরাই আগামী ইতিহাস। জয় আমাদের হবেই, কারণ আমরা সত্য ও ন্যায়ের জন্য লড়াই করছি। যে নিয়মে সূর্য পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়ে পশ্চিম দিগাঙ্গনে অস্ত যায়, সেই একই অমোঘ ও বৈজ্ঞানিক নিয়মে জয় আমাদেরও অনিবার্য। এস শ্রমিক সামনে দাঁড়াও, তুমিই কাণ্ডারী, কারণ শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার তোমার আর কিছুই নেই। পাশে থাক জঙ্গী কিষাণ ভাই। আমরাও চলব তোমাদের সাথে। ঐ শোন, শেকল ভাঙার গান। দিগ্বিদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। চল, আমরাও কণ্ঠ মেলাই !!!

[নেপথ্যে সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীত ভেসে আসে।]

শেষ

সমর চট্টোপাধ্যায়

এই যুগে এই সমাজে

নাটকটি 'ক্ল্যাসিক' চন্দননগর কর্তৃক প্রথম চুঁচুড়ায় অভিনীত হয় ৫ই জানুয়ারী ১৯৭৪।

নাটকটি অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন ঃ—

১। সূত্রধার ও অন্যান্য—শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়। ২। বাবা—সুচারু দাস। ৩। ইন্সপেক্টর—বিকাশ গোস্বামী। ৪। হরি—গৌরহরি দেব। ৫। রূপা—সুভাষ ঘোষ। ৬। শ্রমিক ভাই—শ্যামল বসু। ৭। নেতার ভাই—তপন চক্রবর্ত্তী। ৮। চরিত্র রবিন মুখার্জ্জী।

নির্দেশনা—সুচারু দাস

নাটকের চরিত্রগুলির অভিনয় ও পোষাক সম্পর্কে দু-একটি কথা। এই নাটকে একজন অভিনেতা বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন। ন্যূনতম পক্ষে সাতজন অভিনেতার চরিত্রলিপি সাজিয়ে দিচ্ছি ঃ

১নং অভিনেতা—সূত্রধার ॥ ১ম দৃশ্যে অরূপ ॥ ২য় দৃশ্যে গাবুদা ॥ ৩য় দৃশ্যে মালিক ॥ ৪র্থ দৃশ্যে রক্ষক ॥ রক্ষক থেকে আবার সূত্রধার ॥ (সূত্রধারের পোষাক সম্পর্কে দু-একটি কথা। সূত্রধার চরিত্রে অভিনেতা যখন অভিনয় করবে তখন তার পোষাক থাকবে পাঞ্জাবী, চুড়িদার পাজামা জহর-কোট, কোমরে লালফেট্টী। ১ম দৃশ্যে অবতীর্ণ হওয়ার আগে (সূত্রধারের প্রথম গান শেষ হওয়ার পর) মঞ্চে দাঁড়িয়ে লাল ফেট্টী ও কোট খুলে ফেলবে। ধর্মঘটের দৃশ্যে লংকোট পরে মালিক হবে।

লংকোটের তলায় সূত্রধারের পোষাক পরা থাকবে! রক্ষকের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে আত্মপ্রকাশ ঘটাবে।)

২নং অভিনেতা—১ম দৃশ্যে বাবা ॥ ২য় দৃশ্যে অরূপ ॥ ৩য় দৃশ্যে শ্রমিক নেতা ॥ ৪র্থ দৃশ্যে প্রভু ॥

৩নং অভিনেতা—১ম দৃশ্যে ইন্সপেক্টর ॥ ২য় দৃশ্যে রূপা/নেকো ॥ ৩য় দৃশ্যে শ্রমিক ভাই পরে গফুর ॥ ৪র্থ দৃশ্যে চেলা ॥

৪নং অভিনেতা—২য় দৃশ্যে হরি ॥ ৩য় দৃশ্যে কালু ॥ ৪র্থ দৃশ্যে মেধো ॥

৫নং অভিনেতা—২য় দৃশ্যে কানু ॥ ৩য় দৃশ্যে কালী ॥ ৪র্থ দৃশ্যে ১ম ভক্ত ॥

৬নং অভিনেতা—২য় দৃশ্যে ভুতো ॥ ৩য় দৃশ্যে নেতা ভাই ॥ ৪র্থ দৃশ্যে ২য় ভক্ত ॥

৭নং অভিনেতা—৩য় দৃশ্যে রামু ॥ ৪র্থ দৃশ্যে চরিত্র ও ভক্ষক ॥

॥ সূত্রধারের গান ॥

সর্বপ্রথম বন্দি আমি ভক্ত সুধীজনে
তারপর বন্দনা করি মোর বন্ধুগণে।

বাবুমশাইরা, কি ভাবছেন? এই, আমি কে—তাই না? আমি গ্রাম থেকে শহরে-নগরে-বন্দরে ঘুরে ঘুরে বেড়াই, আর আপনাদের মত লোক পেলেই কথা শুনিয়ে ফিরি। হ্যা, এই যুগের, এই সমাজের কথা। এ সমাজে কি ঘটছে, আমরা কি দেখছি, আমরা কি শুনছি, সেই সব কথা।

আমি এক ভবঘুরে দেখি শুধু ঘুরে ঘুরে
শহর হতে গ্রামে গ্রামে কল হতে বন্দরে।

কি দেখি, তাই না? কি দেখছি? বাবুমশাইরা, বলতে লজ্জা!

করে। ঘেন্না হয়। শুনবেন? আপনারা শুনবেন?

দেখেন যদি মধ্যবিত্ত সমাজটারে চেয়ে
হতাশা রোগটাতে গেছে রে ভাই ছেয়ে।
করছে তারা মারামারি করছে কাটাকাটি
আর এই সুযোগে আইন এসে ধরছে গলার টুঁটি।

আর ওদিকে যুবক সম্প্রদায়? হ্যাঁ, যাদের আমরা বলি নবীন, যাদের আমরা বলি কাঁচা, যাদের আমরা বলি দেশের ভবিষ্যৎ? তারা কি করছে?

যুবকেরা মরছে দেখ বেবাক বুদ্ধু বলে
আমরা সবাই ভাবছি বসে ঘরের কোণে কোণে।

আরও একটা সমাজ আছে। সেটা হ'ল শ্রমিক-সমাজ। যে শ্রমিকদের শ্রম দিয়ে আজ দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো দৃঢ়, শক্ত করার কথা, তারা আজ কিভাবে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, পরাজিত। শ্রমিক-নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতায় তাদের ঘরে ঘরে জমে থাকে দুঃসহ বঞ্চনা আর অন্ধকার।! আর মালিকরা তাদের সাথে খেলে চলে পৈশাচিক খেলা। সেই মালিকরা কিভাবে বেঁচে আছে?

মালিকরা ভাই আছে দেখ শ্রমের উপর বেঁচে
গণতন্ত্র সদাই আছে তাদের পাশে পাশে।

আরও একটা খেলা চলছে। স্বাধীনতার পর প্রত্যেকটা মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে খেলা প্রবেশ করেছে সেটা ভয়ঙ্কর তীব্র কালকুটের খেলা। সে খেলা রাজনীতির খেলা। সেই রাজনীতিতে নেতারা কি করছে?

রাজনীতিতে নেতারা সব আছে দিব্যি খাসা
চমৎকার গদি আঁটা সুন্দর তার বাসা।

কি করে করেছে? করছে সবাই দলের অর্থাৎ দেশের পয়সায়। এইসব কথাই আমি আপনাদের সামনে বলব। আপনারা—বাবুমশাইরা, দাদারা, দিদিরা, মায়েরা, বোনেরা যাঁরা আছেন, সকলেই শুনবেন। তবে সব কথা বলার আগে আমার একটা অনুরোধ, আমার এই বলার মধ্যে যদি আপনাদের মধ্যে কেউ কখনও চরিত্র হয়ে ওঠেন,তবে তার জন্য আমি আগে থেকেই আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখছি। ওরে—ওরে তোরা বাজা—বাবুমশাইরা শুনবেন—দাদারা দিদিরা শুনবেন—তোরা বাজারে—বাজা—

[সূত্রধার নাচতে নাচতে যখন পিছনে ফিরবে তখন তার পিঠে লেখা দেখা যাবে ঃ "সংসার"। সূত্রধার নাচতে নাচতে মঞ্চের এক কোণে গিয়ে জহর-কোট এবং কোমরের ফেট্টীও খুলে ফেলল এবং মঞ্চের বাইরে উক্ত দুটো জিনিস ছুঁড়ে দেওয়ার আগে বৃদ্ধ বেশী'বাবা' প্রবেশ করে ব্যাক্ ষ্টেজে উঁচু কাঠের বাক্সর ওপর বসল। সূত্রধার পাঞ্জাবী ও পাজামা পরিহিত হয়ে এই দৃশ্যে 'ছেলে' চরিত্রে অভিনয় করবে। এক হাত তুলে আঙুল উঁচিয়ে বাবার দিকে ফিরে প্রশ্নবোধক অর্থে দাঁড়াবে। নাটক শুরু করবে কয়েক মুহূর্ত পরে।]

সংসার

অরূপ ॥ না! না বাবা, এভাবে চলা যায় না!

বাবা ॥ তোদের সেই একই কথা, বড় বড় কথা। 'চলা যায় না' 'বাঁচার রাস্তা নেই'। ওরে বোকা- বাঁচার রাস্তা থাকে না—তৈরি করে নিতে হয় নিজের বাঁচার মত করে!

অরূপ ॥ না! যেখানে বাঁচবার মত সমস্ত রাস্তাগুলোই দুর্নীতি পূর্ণ সেখানে কোন রাস্তা তৈরী করা সম্ভব নয়।

বাবা ॥ তোদের সেই একই বুলি—তোরা দিনের পর দিন বলেই চলেছিস—বলেই চলেছিস। আসল কথাটা কি জানিস? তোদের জেনারেশনটা হতাশা রোগে ভুগছে!

অরূপ ॥ হতাশায় ভুগছে? তোমরা কথাটা বল তো খুব, কিন্তু একবার কি ভেবে দেখেছ? কেন আমরা হতাশা রোগে ভুগছি। জবাব দাও দেখি কেন? জানি, জানি—তোমরা উত্তর দিতে পারবে না। কারণ মানুষ কখনই নিজের দোষ নিজে স্বীকার করতে পারে না।

বাবা ॥ ও! তার মানে বলতে চাস, সমস্ত দোষ আমাদের?

অরূপ ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—তোমাদের!

বাবা ॥ আচ্ছা অরূপ, একসময় আমরাও তো তোদের মত ছিলাম রে! কই, এমন তো আমরা কখনও ছিলাম না? কত কষ্ট করেছি! পড়াশুনো ত্যাগ করলাম দেশের ডাকে, ঝাঁপিয়ে পড়লাম দেশের কাজে বন্দেমাতরম বলে, কত উৎসাহ, কত উদ্দীপনা! আর অত্যাচার? সেও তো আমাদের বুকের ওপর দিয়ে কম বয়ে যায়নি রে! জানিস? জানিস, আমাদের সামনেও কোনও ব্যক্তিগত উজ্জল ভবিষ্যৎ ছিল না। আমরাও তো তখন হতাশ হতে পারতাম। আমরাও তো সব কিছু ভেঙে চুরে তছনছ করতে পারতাম তোর ছোট ভাই স্বপনের মত?

অরূপ ॥ স্বপনের কথা বাদ দাও। ও বিভ্রান্ত—বিপথগামী! তবে তোমরা হয়ত তখন হতাশ ছিলে না—কিন্তু আজ কেন তোমাকে হতাশা ঘিরে ধরেছে? জবাব দাও দেখি—কেন?

বাবা ॥ না।

অরূপ ॥ হ্যাঁ—আচ্ছা বল তো, তুমি জীবনে কষ্টের বিনিময়ে কি পেলে তার হিসেব আজ কেন করতে বস?

বাবা ॥ না ! আমি পরিতৃপ্ত ! আমরা পরিতৃপ্ত ! কই ? আমরা তো আমাদের শ্রমের বিনিময়ে কিচ্ছু চাই নি—না সামাজিক, না অর্থ নৈতিক।

অরূপ ॥ কেন চাওনি ? কেন সাতচল্লিশে বসে সব কিছু—গুছিয়ে নিতে পারনি ? কেন বসতে পারনি ঐ গদি আঁটা তখ্ত তাউসের ওপর ?

বাবা ॥ অরূপ ! অরূপ, তুই আমাকে অমানুষ হতে বলিস না। হয়ত তোরা বলবি তোদের পথের সাথে আমাদের পথের অমিল অনেক ! হয়ত তোরা বলবি আমরা সংশোধন বাদী ছিলাম, আমরা সন্ত্রাসবাদী ছিলাম। কিন্তু তোদের নেতাদের কথা আর আমাদের নেতাদের কথা আশ্চর্যভাবে এক !

অরূপ ॥ নিজের ওপর আক্ষেপে বলি ! ভাবি তোমরা একমূহূর্তের জন্য অনাগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে পারনি ! তোমরা ভাবতে পারনি যে স্বাধীন দেশে কোটী কোটী শিশু জন্ম নিতে পারে ! তোমরা—তোমরা শুধু—বাবা হতেই চেয়েছিলে ! কিন্তু বাবা হওয়ার পরে—যে দায়িত্ব ছিল, কর্ত্তব্য ছিল সে কথাগুলো তো একবারের জন্যও ভাবতে পারনি ! কেন ভাবতে পারনি বাবা ?

বাবা ॥ অরূপ ! অরূপ, তুই আমাকে অমানুষ হতে বলিসনি ! তুই এখনও অনেক ছোট ! তুই-ও একদিন বড়-হবি, তুই-ও একদিন বাবা হবি ! দেখিস, সেদিন তুই সব বুঝতে পারবি !···

[অরূপ ধীরে ধীরে বৃদ্ধ হওয়ার ভঙ্গি করে ! বাবার মত চোখে চশমা দেয়। ইতিমধ্যে—বাবা দর্শকের দিকে পিছন ফিরে বসে এবং কিছুক্ষণ বাবা ছেলের রূপ নেয় এবং ছেলে বাবার রূপ নেয়।]

বাবা (ছেলে) ॥ তোমরা তো বলো, তোমরা অনেক **Struggle** করেছ, কিন্তু উনসত্তরে যখন সমস্ত ক্ষমতা তোমাদের হাতে এসেছিল, তখন সেগুলোকে ব্যক্তিগত কাজে লাগাওনি কেন? তোমরা—তোমরা শুধু বাবা হতেই চেয়েছিলে, কিন্তু বাবা হওয়ার পরে যে দায়িত্ব ছিল, কর্ত্তব্য ছিল সেকথাগুলো তো একবারের জন্যেও ভাবতে পারনি! জবাব দাও দেখি—কেন?

অরূপ (বাবা) ॥ খোকা! খোকা তুই আমাকে অমানুষ হতে বলিস না খোকা! তুইও তো একটা রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ! বল্, তুই পারবি এমনভাবে অমানুষ হতে? খোকা, তুইও একদিন বড় হবি, তুইও একদিন বাবা হবি। দেখিস, সেদিন তুই সব বুঝতে পারবি! দেখিস, সেদিন তুই সব বুঝতে পারবি!

[অরূপ চশমা খুলে ফেলে। দুজনেই পূর্ব-রূপে ফিরে আসে।]

বাবা ॥ অরূপ, আমরা হয়ত এই স্বাধীনতাকে স্বীকার করিনি। কিন্তু স্বাগত জানাতেও তো কসুর করিনি! আমরাও তো তখন হতাশ হতে পারতাম, হতাশ হতে পারতাম এই ভেবে যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের কথা কেউ চিন্তা করেছে না কেন? ভাবতে পারতাম, আমাদের এতগুলো যৌবন কি বিফলে গেল? না, আমরা সেকথা ভাবিনি। কারণ, যেভাবেই হোক, যে স্বরাজ এল তাকে আমরা সুন্দরের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। তুই দেখিস অরূপ, এদিন থাকবেনা—এদিন থাকতে পারে না।

অরূপ ॥ না! না! আমরা সকলেই মারা পড়ব!

[পুলিশ ইন্সপেক্টর দরজায় কড়া নাড়ে].

ইন্সপেক্টর ॥ বাড়ীতে কেউ আছেন? বাড়ীতে কেউ আছেন?

বাবা ॥ কে?

ইন্স ॥ আমি থানা থেকে আসছি!

বাবা ॥ ভেতরে আসুন—বসুন!

ইন্স ॥ থাক্! থাক্! আর আপ্যায়নের প্রয়োজন নেই! আপনার ছোট ছেলে স্বপন কোথায়? কি হল? চমকে উঠলেন যে?

বাবা ॥ না—মানে—

ইন্স ॥ বলুন, আপনার ছোট ছেলে স্বপন কোথায়? বলুন, সে কোথায় থাকে? কি করে? বলুন—বলুন—

[ইন্সপেক্টর বুট দিয়ে বাবার খালি পা টিপে ধরে]

বাবা ॥ আঃ! বলেছি তো তার সাথে আমাদের কোনও সংস্রব নেই!

ইন্স ॥ মিথ্যে কথা!

অরূপ ॥ সে কোথায় থাকে, কি করে, সেটা তো আমাদের থেকে আপনারাই ভাল জানেন! তবু আপনি বারবার জ্বালাতে আসেন কেন?

ইন্স ॥ ইউ বাষ্টার্ড!

[অরূপের পেটে ঘুষি মারে। অরূপ পড়ে যায়।]

স্পিক্ প্রপারলি!

বাবা ॥ এটা আপনাদের অন্যায়। আপনারা বিনা দোষে কাউকে মারতে পারেন না। আপনাদের চোখে স্বপন দোষী হতে পারে কিন্তু, অরূপ নির্দোষ। দোহাই, ওকে মারবেন না।

ইন্স ॥ ওরে বুড়ো, খুব কপচাচ্ছিস, তাই না।

বাবা ॥ ভদ্রভাবে কথা বলুন!

ইন্স ॥ থ্যাঙ্ক ইউ? থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্কস্ ফর ইওর অর্ডার। দোষী! নির্দোষ? উঁ? তা শুনেছি বুড়ো নাকি আগে দেশের কাজ

করতেন! তাই বুঝি এত তেজ, তাই না? বল তোর ছেলে স্বপন কোথায়? (বাবার ঘাড় ধরে নাড়াতে থাকে)

বাবা॥ আপনারা এত অত্যাচার করেন কি করে? আপনারা না স্বাধীন দেশের নাগরিক?

ইন্স॥ ইউ বাষ্টার্ড। (বাবার পেটে ঘুষি মারে। বাবা এবং ইন্স-পেক্টর-এঁর Zone অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।)

অরূপ॥ অত্যাচার যুগে যুগে চলছে! শুধুমাত্র খোলাসটাই বদলেছে। আর সব কিছু এক! বাবা তোমরাও অত্যাচার সহ্য করেছিলে, তবে সেটা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। সেটা ছিল ঘৃণ্য।

[অরূপের Zone অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়]

ইন্স॥ ইউ—ইউ বাষ্টার্ড! সান্ অফ বীচ—কাল দুপুরে ডালহৌসী স্কোয়ারে চার্লস্ টেগার্টের গাড়ী লক্ষ্য করিয়া উওর নেটিভ সান্ বোমা ছুঁড়িয়াছে! বাটাও সে কুঠায়? জাষ্ট টেল মি হোয়ার ইজ হি? জাষ্ট টেল মি হোয়ার ইজ হি? (বাবার গলায় ইন্সপেক্টর পা দেয়)

বাবা॥ জানিনা—আমি জানি না!

ইন্স॥ জানিস না? তুরা শালা কুত্তার জাত। তুরা সব জানিস! লেকিন বলবে না! আচ্ছা কি করিয়া বুলাইতে হয় সেটা আমারও খুব ভাল করিয়া জানা আছে!

বাবা॥ থুঃ। থুঃ!

ইন্স॥ ইউ বাষ্টার্ড! [গলা টিপে ধরে]

বাবা॥ তোদের দিন শেষ হবে!

ইন্স॥ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

অরূপ॥ সেটা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি! সেটা ছিল ঘৃণ্য!

ইন্স ॥ ইউ বাষ্টার্ড ! এখনও সময় আছে বল স্বপন কোথায় ?

অরূপ ॥ বললাম তো জানি না !

ইন্স ॥ জানিস না ? তোরা শালা কুত্তার জাত ! তোরা সব জানিস ! কিন্তু তোরা বলবি না ! আচ্ছা ! কি করে বলাতে হয় সেটাও আমার খুব ভালভাবে জানা আছে !

বাবা ॥ দোহাই ! ওকে ছেড়ে দিন !

ইন্স ॥ চোপ ! (বাবাকে পা দিয়ে ঠেলে দেয়) বল, স্বপন কোথায় ? বল স্বপন কোথায় ?

অরূপ ॥ জানি না !

ইন্স ॥ জানিস না ? (হঠাৎ অরূপের পেটে ঘুষি মারতে থাকে।)

অরূপ ॥ জানি না—জানি না—জানি না—(ইন্সপেক্টর অরূপকে ফেলে দেয়)

বাবা ॥ দেশে কি আইন কানুন বলে কিছুই নেই ?

ইন্স ॥ আইন ? বুড়ো তুমি আইন দেখবে তাই না ? চল-চল শালা কুত্তার বাচ্চা ! (অরূপকে টানতে থাকে।)

অরূপ ॥ তোদের দিন শেষ হবে !

ইন্স ॥ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! (ইন্সপেক্টর অরূপকে টানতে টানতে নিয়ে চলে যায়।)

বাবা ॥ আমরা কি এই দেশ চেয়েছিলাম ? কি ? কি পেলাম তবে ? সত্যিই-সত্যিই আজ আমি হতাশাগ্রস্ত ! (অকুল হতাশায় ভেঙে পড়ে। সূত্রধার পেছন থেকে গান ধরতে ধরতে প্রবেশ করবে। বাবার প্রস্থান।)

॥ সূত্রধার ॥

এই সুযোগে আইন এসে ধরছে গলার টুঁটি। দেখলেন

বাবুমশাইরা, অরূপকে নিয়ে গেল। আইনের আবেষ্টনীতে লৌহ দৃঢ় খাঁচার মধ্যে বন্দী হ'ল অরূপ। এখন আপনারা হয়ত ভাবছেন কিন্তু স্বপনের কি হ'ল? তাই না? স্বপন কিন্তু সত্যিই বিভ্রান্ত হ'ল। দলের মধ্যে দুর্নীতি আর ক্ষমতার লোভ দেখে সে ফিরে এল বাড়ীতে। কিন্তু বাড়ীতেও তার স্থান হোল না। আইন তাকে তাড়া করে ফিরল। অর্থাৎ সে হয়ে পড়ল তথাকথিত সমাজ বিরোধী। আর অরূপের বাবা, মা, ছোট ভাই আর বোন? তারা তাদের ঘরে পড়ে পড়ে পচতে লাগল। সত্যিই তাদের দেহে মনে আশ্রয় নিল হতাশা নামক একটা ভয়ঙ্কর কীট। সেই কীট তাদের হৃদয়গুলো কুরে কুরে খেতে লাগল। তারা তলিয়ে গেল মৃত্যুর অতল তলে। এখন আপনারা ভেবে দেখুন কেন এমন ঘটল? শুধুমাত্র আইন এসে অরূপের মত একটা সুস্থ সবল ছেলের গলার টুটি টিপে ধরল সেইজন্যেই নয় কি? এখন আপনারা হয়ত বলবেন, এতো হ'ল আইনের শিকার। আপনারা হয়ত প্রশ্ন করবেন সব অরূপই কি আইনের শিকার? না। ঠিক তাও নয়। আমি আর এক দৃশ্য দেখেছি যেখানে অরূপ হ'ল রাজনীতির শিকার।

যুবকেরা মরছে দেখ বেবাক বুদ্ধ বনে
আমরা সবাই ভাবছি বসে ঘরের কোণে কোণে।

ওরে তোরা বাজা—বাবুমশাইরা শুনছেন। তোরা বাজারে—বাজা—(সূত্রধার দর্শকের দিকে পিছন ফিরে নাচবে। তার পিঠে লেখা দেখা যাবেঃ 'রাস্তা' সূত্রধার নাচতে নাচতে প্রস্থান করবে।)

রাস্তা

[হরি Front left stage-এ একটা কাঠের বাক্সর ওপর বসে আছে। বসে বসে কোনও জুয়া খেলার কাগজের নাম্বার দেখছে। ব্যাক ষ্টেজে রূপা দাঁড়িয়ে বাইরে রাস্তার দিকে উদগ্রীব হয়ে কিছু দেখছে—যেন কোনও সুন্দরী মেয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই অরূপ ঢুকবে।]

হরি ॥ সাট্টা মে খাট্টা—ওপ্‌ন্‌ মে ত্তগ্‌গি। গুরু, আজ যদি ক্লোজে ছয় আসে তাহলে শালা পঁচিশ টাকা চার আনা কোন শালা রোখে বে—

অরূপ ॥ (ঢুকতে ঢুকতে) এই হরি—হরি—আজকের কাগজ দেখেছিস? মাইরী গভ্‌মেন্টের এল-ডি-সি পোষ্ট খালি!

হরি ॥ ওসব তোরা দ্যাখ! চাকরী হবে না—বিজ্ঞাপন দেখে কি হবে?

রূপা ॥ এই! দ্যাখতো, আমাদের টেক্‌নিকাল লাইনে কিছু আছে নাকি?

হরি ॥ তখন থেকে খালি টেক্‌নিকাল আর টেকনিকাল! আর ভাল লাগে না!

রূপা ॥ চোপ্‌ শালা!

হরি ॥ তুই চোপ শালা!

রূপা ॥ মাইরী, চাক্‌রী নেই বাক্‌রী নেই—আর ভাল লাগে না—

অরূপ ॥ ঠিক বলেছিস! একদম ভাল লাগে না! এখন কাগজ পড়ার চেয়ে একশ গণ্ডা মিথ্যে কথা শোনা কিংবা পড়া অনেক ভাল!

রূপা ॥ হ্যাঁরে, আজকাল কাগজে যা লিখছে সব মিথ্যে নাকি রে?

অরূপ ॥ ঠিক মিথ্যে নয়—তবে. ঘটনাটা ঘটছে এক আর কাগজে লিখছে আর এক !

হরি + রূপা ॥ যাঃ শালা !

অরূপ ॥ বুঝলি না ? গোঁবর ! শোন, বুঝিয়ে বলি। পরশুদিন ঘোষপাড়ায় সাতখানা লাশ গিরল কিনা বল ? গিরলো তো ? কাগজে লিখ্‌ল কটা ? মাত্র তিনখানা ! ওরে, বাদবাকীগুলো সব কোথায় গেল রে ?

রূপা ॥ সত্যিই তো - (চিন্তিত)

হরি ॥ গেল কোথায় রে ? (চিন্তিত হয়ে পরে তিনজনই হেসে ওঠে।)

হরি ॥ তারপর লেখা হইল পুলিশ আত্মরক্ষা করার তাগিদে গুলি চালাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

অরূপ ॥ ঐ ডেডবডির ওপরে ! (তিনজনই হেসে ওঠে।)

রূপা ॥ এদিকে ছ্যাখ্‌ র‍্যাশনে চালের দাম দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে।

অরূপ ॥ বুঝলি রূপা, এই খবরের পাশে একটা ছবি দেখবি—মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী থেকে ফিরছেন !

হরি ॥ অর্থাৎ দাম বাড়বার পাসপোর্ট পকেটে করে ফিরলেন ! আর ওদিকে কেরোসিন তেলের দাম হু হু করে বেড়েই যাচ্ছে !

অরূপ ॥ আর এদিকে 'চাক্‌রী দাও' আন্দোলন রে—লে করিয়া চলিতেছে ! (তিনজনই আবার হাসে।)

রূপা ॥ শোন, শোন, একটা জব্বর খবর আছে গুরু !

অরূপ ॥ কি খবর গুরু ?

রূপা ॥ কাল সাত-সাতজন ব্যবসায়ী ভেজাল দেওয়ার অপরাধে ধৃত !

অরূপ ॥ ধ্যুস্। আমি হলে কি লিখতাম জানিস? সাত-সাতজন দোকানদার!

হ+রূ ॥ দোকানদার?

অরূপ ॥ হ্যাঁরে—বড় বড় চাঁইগুলো ধরা পড়ে নাকি? ছোট-খাট যেগুলো ধরা পড়ে ওগুলো শালা দোকানদার—

হরি ॥ হ্যারে রূপা, ঘৃত ব্যবসায়ী নাকি রে?

রূপা ॥ আরে নারে না—

হরি ॥ তবে?

রূপা ॥ বেবীফুড!

হরি ॥ এ্যাঁ!

রূপা ॥ হ্যারে-বেবীফুড!

অরূপ ॥ খোকা যেন ককিয়ে উঠল রে—ট্যাঁ—ট্যাঁ—

[তিনজন হাসতে থাকে]

অরূপ ॥ হ্যারে এই রূপা, কি করেছে রে তাদের।

রূপা ॥ তাদের? কি করেছ? তাদের প্রকাশ্য রাজপথে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া রগড় করা হইয়াছে—

হরি ॥ অর্থাৎ কিনা হাতি গলিয়া গেলেও নজরে পড়ে না, কিন্তু ছুঁচ গলিলে ঠিক ধরা পড়ে। (তিনজন হাসে)

অরূপ ॥ আচ্ছা, এইরকমই কি ঘটিতেছে।

রূপা ॥ নিশ্চয়ই ঘটিতেছে! আকাশবাণী ও জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি অহরহ এইকথাই ঘোষিতেছে!

হরি ॥ এইভাবে মন্ত্রীদের হাতারা চাকুরী যোগাড় করিতেছে!

অরূপ ॥ ওদিকে মাইনে বাড়াও আন্দোলন গড় গড় করিয়া চলিতেছে!

রূপা ॥ এদিকে জিনিসের দাম হু হু করিয়া বাড়িতেছে!

হরি ॥ এদিকে মানুষ না খাইতে পাইয়া পটল তুলিতেছে ! আহাহা—
কিবা অপরূপ সুন্দর !

অরূপ ॥ গুরু ! এই সুন্দরের লাইন থেকে খিঁস্‌কে যাওয়ার একটা লাইন আছে গুরু !

হরি ॥ কিসের লাইন গুরু ?

অরূপ ॥ আরে ভজ মন্ত্রীর নাম / জপ মন্ত্রীর নাম / তাহা ছাড়া পথ নাইরে !

হ + রূ ॥ হরিবোল !

[তিনজনের গান]

ভজ মন্ত্রীর নাম জপ মন্ত্রীর নাম
তাহা ছাড়া পথ নাইরে—
যে জন হয় খুনী লোকে তারে বলে গুণী
এই তো দেশের হাল রে।
কর খালি গুণ্ডামী যত পার রাহাজানি
দেখিবে তুমি মহান রে।
নিজের কিছু চাও যদি আঁকড়ে তবে ধর গদি
ব্যবসাদারের সাথে মিলে যাওরে—

[দৌড়ে কানুর প্রবেশ]

কানু ॥ গুরু—একটা চাকরী হবে বলে মনে হচ্ছে !

অরূপ ॥ চাক্‌রী ? কোথায় ? কি করে গুরু ?

কানু ॥ অনেক ধরা করা করতে হয়েছে মাইরী !

হরি ॥ টাকা লাগেনি ? টাকা ?

কানু ॥ তুই কি করে জানলি রে ?

হরি ॥ হ্যাঁ—ছুপে খাওয়ার চেষ্টা করো না গুরু !

কানু ॥ ছোপা-ছুপির কি আছে বে? লোক ধরেছি—টাকা দিয়েছি আমার চাক্‌রী হয়েছে!

অরূপ ॥ ও! আজকাল লোক ধরে টাকা না দিলে চাকরী হয় না বুঝি?

কানু ॥ আরে? তুই কোন্ শতাব্দীর চিড়িয়া রে?

অরূপ ॥ মারব শালা এক চড়! শতাব্দী তুলে কথা বলবি না!

[তেড়ে যায়]

রূপা ॥ যাক্‌গে—যাকগে ছেড়ে দে—

কানু ॥ গুরু, আজকের কগজটা দাও তো গুরু—

অরূপ ॥ ঐ পাশে পড়ে রয়েছে নাও না—

[কানু কাগজ, রূপা মেয়ে ও হরি জুয়ার কাগজ দেখতে থাকে। অরূপ প্যান্টের বোতাম আঁটতে থাকে।]

কানু ॥ গুরু! একটা জব্বর পিক্‌চার খেলছে!

অরূপ ॥ কি খেলছে গুরু!

কানু ॥ গান্ধী রোডমে মহব্বত!

অরূপ ॥ আর গান বল গুরু গান!

রূপা ॥ গুরু! টপ্ ছিপলী যাচ্ছে!

[সকলেই হুড়োহুড়ি করে বাইরের দিকে দেখতে থাকে।]

হরি ॥ আরে শালা! হাঁটছে কি মাইরী! মাচাক্—মাচাক্!

কানু ॥ আর হাঁটাখানা কি বলছে শুনেছ গুরু?

হরি ॥ কি বলছে গুরু?

কানু ॥ হাওড়া-শিয়ালদা-হাওড়া-শিয়ালদা-দূর শালা আমার ভাল লাগে না! ওরা স্লো-হট্ স্ট্যাটিস্টিক্‌স্ নিয়ে চলে যাবে আর আমরা শালা বসে বসে মৃগী রুগীর মত হাত-পা ছুঁড়ব?

রূপা ॥ চল্ গুরু, গার্লস স্কুলের গেটে গিয়ে দাঁড়াই !

কানু ॥ দি আইডিয়া ! চল—(যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে) এই অরূপ ! ছিপলী দেখতে যাবি ?

অরূপ ॥ না !

কানু ॥ হরি, চুলবুলি দেখতে যাবি ?

হরি ॥ না ! তোদের ও সমস্ত আনপার্লামেন্টারী ব্যাপারে আমি নেই ! বুঝলি !

রূপা ॥ ওরে বাবা, আমার কত বড় পার্লামেন্ট এলরে—

অরূপ ॥ পার্লামেন্ট ? সে তো রাজধানীতে—ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ !

হরি ॥ দ্যাখ্ ওসব নিয়ে আমার আলোচনা করতেও ভাল লাগে না ! শুনেতেও ভাল লাগে না ! শুয়োরের খোঁয়াড় !

রূপা ॥ এই হরে ! ফালতু কথা বলবি না ! শালা !

কানু ॥ গুরু ! নোক্রী তো মিলি ! লেকিন ছোক্রী না মিলি ! চল গুরু ছোক্রীর ধান্দা করি ! [কানু রূপাকে নিয়ে চলে যায়]

অরূপ ॥ দেখলি—দেখলি হরি কানুটা কেমন চাক্রী প্যাঁদালো আর রূপাটাকে চাম্চা বানালো !

হরি ॥ আরে মাইরী ভোটের আগে ওরা অন্য পার্টি করত !

অরূপ ॥ পার্টি করত না আমড়ার আঁটি করত !

হরি ॥ শালা ভোটের সময় আলুরদম পাঁউরুটি মেরে চাক্রী লুটে নিল !

অরূপ ॥ হ্যাঁ মাইরী !

হরি ॥ আচ্ছা, ভোটের সময় আমরা খাটিনি বলে কি আমরা চাকরী পাব না ?

অরূপ ॥ আমারও বাড়ীতে অভাব আছে !

হরি ॥ আমারও বাড়ীতে অশান্তি আছে !

অরূপ ॥ মাইরী, আমরা কি দোষ করেছি বলতো—

হরি ॥ ঐ ছাখ্—কে যাচ্ছে !

অরূপ ॥ কে ?

হরি ॥ গাবুদা ! এম. এল. এ.

অরূপ ॥ ও তাই তো ! ডাক—ডাক—

হরি ॥ গাবুদা—ও গাবুদা—

অরূপ ॥ গাবুদা—ও গাবুদা—আপনার জনগণ আপনার জন্য গাছতলায় অপেক্ষা করছে !

[গাবুদা হাসতে হাসতে প্রবেশ করে। হঠাৎ গম্ভীর হয়। আবার হঠাৎ হেসে ফেলে !]

গাবু ॥ কিরে ? তোরা আমাকে ডেকে ডেকে এত বিরক্ত করিস কেন বল দেখি ? তোদের সাথে কথা বলা কি আমাদের সাজে ?

অরূপ ॥ না, আপনাকে তো আর দেখতেই পাই না !

হরি ॥ দেখতেই পাই না।

অরূপ ॥ খুব খাটাখাটি করছেন বুঝি ?

গাবু ॥ আর বলিস কেন ? এমন জানলে কি আর মন্ত্রী হতাম ? কত ঝামেলা—

অরূপ ॥ কোথায় স্যার ? এ্যাসেম্বলীতে ?

হরি ॥ এই অরূপ ! সুর নরম করবি না তো !

গাবু ॥ এই ছাখনা—সারা সকাল ধরে তিনটে কনফারেন্স, তুটো মিটিং একটা ফিতে কাটা সেরে এখন আবার যাচ্ছি এ্যাসেম্বলীতে ! বুঝলি সারাদিন আমার খাওয়া হয়নি ! একেই বলে স্যাক্রিফাইস্ !

হরি ॥ সত্যি স্যার! দেশের জন্য আপনারা খুব খাটছেন স্যার, খুব খাটছেন—

গাবু ॥ আমরা—হলাম গিয়ে জনসাধারণের প্রতিনিধি! আর ছাখ্ এই জনসাধারণের জন্য যদি কিছু না করি তাহলে ভোট পাব কি করে?

হরি ॥ স্যার। এবারের ভোটে আমরা দুজনে খেটেছি স্যার—

অরূপ ॥ এই হরি! সুর নরম করবি না!

গাবু ॥ হেঃ হেঃ হেঃ তোদের জন্যই তো জিতলাম! তোরাই তো আমার সব!

অরূপ ॥ আমাদের জন্যেই তো জিতলেন! আমরাই তো সব? তা—একটা কথা বলব?

গাবু ॥ আরো কথা বলবি। (ঘড়ি দেখে) একটু সংক্ষেপে বল!

অরূপ ॥ বলছিলাম যে আমরা অনেকদিন ধরে বেকার! আমাদের একটা চাকরী—

গাবু ॥ চাকরী? বেকার? ও! ওটা হাবু মিত্তিরের হাতে।

হরি ॥ কেন? হাবু মিত্তির তো রিফিউজী প্রবলেম নিয়েছেন!

গাবু ॥ নিয়েছেন নয়রে—নিয়েছেন নয়। বল পেয়েছেন। ওরে মন্ত্রীত্ব কি কেউ নেয়? ওতো পেতে হয়!

অরূপ ॥ দেখুন, আমাদের তো আর রিফিউজী প্রবলেম নয়। আমাদের আনএমপ্লয়মেণ্ট প্রবলেম অফ ইণ্ডিয়া!

গাবু ॥ আমার আবার ঐ দুটো কেমন গুলিয়ে যায়!

অরূপ ॥ কোন দুটো?

গাবু ॥ রিফিউজী আর আনএমপ্লয়মেণ্ট, আনএমপ্লয়মেণ্ট আর রিফিউজী।

অরূপ ॥ দেখুন, আমরা ওসব শুনতে চাই না—

হরি ॥ আমাদের চাক্‌রী চাই।

গাবু ॥ আরে চাক্‌রী কি হাতের মোয়া নাকী যে চাইলেই চাক্‌রী পাবি ?

অরূপ ॥ ঐ তো—হাতের মোয়ার মতই কানু আর রূপা পেয়ে গেল।

গাবু ॥ ওদের কি আমরা চাক্‌রী দিয়েছি নাকি ?

অরূপ ॥ তবে কি ভাবে পেল ?

গাবু ॥ ওরা তো ওদের ক্যালিবার দেখিয়ে পেয়েছে !

হরি + অরূপ ॥ ক্যালিবার।

হরি ॥ ক্যালিবার না ছাই !

অরূপ ॥ সোজা কথা আমাদের চাকরী চাই !

গাবু ॥ আচ্ছা—আচ্ছা—ঠিক আছে—আগামী মাসেই ঐ বিলটা আমি এ্যাসেম্বলীতে পাস করাবার ব্যবস্থা—

অরূপ ॥ দেখুন ঐ সমস্ত এ্যমেম্বলী-ট্যাসেম্বলী—আমরা বুঝি না !

গাবু ॥ দূর ম্যাতাচুনো কোথাকার। এ্যাসেম্বলী বুঝিস না কি রে ? আর আমরা কি কল্পতরু না কিরে যে চাইলেই চাক্‌রী পাবি ? চাইলেই চাক্‌রী পাবি ?

অ + হ ॥ আমরা ওসব কথা শুনতে চাই না ! আমাদের চাক্‌রী দিন !

গাবু ॥ এই ! তোরা দুজনে একসাথে বলিস না ! আমার আবার বুকের মধ্যে কেমন গুরগুর করে ! কেমন যেন মিছিল মিছিল মনে হয় !

অ + হ ॥ হ্যাঁ বলব। একশ'বার বলব ! আমাদের চাকরী চাই !

গাবু ॥ এই তোরা আমাকে চোখ রাঙাচ্ছিস ? আমি কিন্তু ভয়ানক

রাগী লোক। হুঁ! জানিস, আমি এক চাপড়ে এ্যাসেম্বলী হাউসের টেবিল উল্টে ফেলেছিলাম!

অ+হ॥ আমরা ওসব শুনতে চাই না! আমরা আপনাকে প্যাঁদাবো!

গাবু॥ কি? তোরা উগ্র হচ্ছিস!

অরূপ॥ হ্যাঁ হচ্ছি!

গাবু॥ দেখবি?

অরূপ॥ কি দেখাবেন?

গাবু॥ দাঁড়া—এই নেকো—এই লঙ্কা—আরে এই ভূতো! এদিকে চট্ করে শোন্। [তিনজন যুবক ঢোকে]

নেকো॥ কি হয়েছে স্যার?

গাবু॥ এই ত্যাখ্ না—এরা আমাকে কেমন করছে!

লঙ্কা॥ কি করছে স্যার?

গাবু॥ আমাকে—আমাকে প্রাণ হত্যার হুম্কী দিচ্ছে।

তিনজন॥ এই শালা!! [গাবু ভূতোকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।]

অরূপ॥ এই হরি, ওদের সঙ্গে সব সময় চেম্বার থাকে—

হরি॥ দূর শালা! চেম্বার থাকে তো কি হয়েছে? আজ শালাদের দেখে নোব!

অরূপ॥ এই লঙ্কা! আঁখ্ নামিয়ে কথা বল! মস্তানীর দিন চলে গেছে!

লঙ্কা+নেকো॥ তবে রে শালা—

[লঙ্কা দৌড়ে এসে অরূপের পেটে ছুরি মারে। নেকো পিস্তল ছোঁড়ে হরির দিকে। দু'জন মারার ভঙ্গীতে অপর দুজন মার খাওয়ার ভঙ্গীতে নিশ্চল। সূত্রধারের প্রবেশ। চারজনের প্রস্থান।]

॥ সূত্রধার ॥

যুবকেরা মরছে দেখ বেবাক বুদ্ধু বনে
আমরা সবাই ভাবছি বসে ঘরের কোণে কোণে।

দেখলেন বাবুমশাইরা, দুটি প্রাণোচ্ছল যুবক রাজনীতির আবর্তে কেমন নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ হারালো? এই হ'ল রাজনীতির মর্মান্তিক খেলা। এখন আপনারা হয়ত বলবেন এই দৃশ্যে তো অরূপ অসামাজিকের রূপ নিয়েছিল। কিন্তু আপনারা কি জানেন কেন তারা অসামাজিক হ'ল? আপনারা কি জানেন না-খেতে পাওয়া মানুষ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ফেরে ঠিক সেইভাবে অরূপ আর হারু একটা কর্মসংস্থানের আশায় ঘুরে ঘুরে মরছিল? একটা মানুষ কতকাল ধৈর্য ধরতে পারে? এখন আপনারা হয়ত বলবেন শুধুমাত্র কর্মসংস্থানের অভাব বলেই কি তারা প্রাণ হারাল? কর্মসংস্থানের অভাব না থাকলে কি তাদের সমস্ত সমস্যা মিটে যেত? না, ঠিক তাও নয়। আমি তার এক দৃশ্য দেখেছি যেখানে অরূপ আর হারু এরা দু'জন হ'ল কর্মজীবী—শ্রমিক। তারা যদি শ্রমিক হত তবে তারা কেমনভাবে বেঁচে থাকত সেকথাও আমি আপনাদের সামনে বলব।

মালিকরা ভাই আছে দেখ শ্রমের উপর বেঁচে
গণতন্ত্র সদাই আছে তাদের পাশে পাশে॥

ওরে তোরা বাজা—(সূত্রধার পিছন ফিরে নাচে। পিঠে লেখা থাকে "ধর্মঘট"। নাচতে নাচতে সূত্রধার চলে যায়। চারজন শ্রমিক প্রবেশ করে। মাটিতে বসে। শ্রমিকনেতা সাথে সাথে প্রবেশ করে—বক্তৃতা দিতে থাকে)

ধর্মঘট

নেতা ॥ বন্ধুগণ, আজ আমাদের সামনে এক চরম দুর্দিন এসে উপস্থিত হয়েছে ! ঐ মালিকপক্ষ আমাদের শ্রম দিয়ে তৈরী, আমাদের রক্ত দিয়ে তৈরী, এই বিরাট কারখানা আজ বন্ধ করে দিয়েছে ! কিন্তু তাই বলে কি আমরা পিছিয়ে যাব ?

কালু ॥ না—

গফুর ॥ না—

রামু ॥ না—

কালী ॥ না—

সকলে ॥ কখনই না !

নেতা ॥ না ! কখনই না ! কারণ ইতিহাস তা বলে না ! ইতিহাস বলে এই শ্রমিক-আন্দোলন ঐ মালিকপক্ষকে পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখবে— শ্রমিকরা হাততালি দিতে থাকে

নেতা ॥ সুতরাং বন্ধুগণ, এতদিন আপনারা যেমন মনোবল অক্ষুণ্ণ রেখে তাস খেলে দিন কাটচ্ছিলেন ঠিক তেমনিভাবে দিন কাটিয়ে যান ! আমাদের ফ্যাক্টরী ইউনিয়নের ফাণ্ড থেকে আপনাদের যথাসময়ে যৎকিঞ্চিত সাহায্য—(শ্রমিকরা মাথা নীচু করে।) আমি জানি বন্ধুগণ, আপনাদের বিরাট প্রয়োজনের তুলনায় সাহায্য নিতান্তই সামান্য—খুবই অল্প। কিন্তু বন্ধুগণ, আমাদের সকলকে একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই-এর ময়দানে যেতে হবে। সেখানে যে লড়াই হবে—সে লড়াই আমাদের বাচার লড়াই !

[শ্রমিকরা হাততালি দিতে থাকে ! শ্রমিক নেতা বক্তৃতা দেওয়ার মুকাভিনয় করে চলে। মালিক প্রবেশ করে। হাতের ইশারায় শ্রমিক নেতাকে ডাকে। শ্রমিকনেতা

মালিকের কাছে আসে।]

নেতা ॥ বলুন—

মালিক ॥ শোন, অবস্থা খুব জটিল !

নেতা ॥ তার মানে ?

মালিক ॥ ওদিকে তোমাদের মিনিষ্টার আমাকে চাপ দিচ্ছে ! এদিকে তোমাদের ধর্মঘট থামব থামব করেও থামছে না।

নেতা ॥ থামবে না ! থামতে পারে না ! আমাদের সমস্ত দাবী-দাওয়া মেনে নিন—

মালিক ॥ জানি ! জানি ! সব জানি ! নাও একটু ড্রিঙ্ক কর !

নেতা ॥ এ আপনি কি বলছেন ?

মালিক ॥ আরে ধর ! অত ন্যাকড়া করার কি আছে ? তুমি যে খাও সেটা আমি খুব ভালভাবেই জানি !

নেতা ॥ খাই সেটা ঠিক ! তবে আপনার সাথে খেতে দেখলে ওরা কি ভাববে ?

মালিক ॥ আরে গুলি মার ! গুলি মার ! কথা শোন !

নেতা ॥ কি ?

মালিক ॥ ধর্মঘট বানচাল কর।

নেতা ॥ বানচাল ?

মালিক ॥ হ্যাঁ ! আমি ফ্যাক্টরী খুলব !

নেতা ॥ না ! আপনি বলুন আমি ধর্মঘট তুলে নিতে পারি, প্রত্যাহার করতে পারি—যদি আমাদের সমস্ত দাবী-দাওয়া মেনে নেন তবেই !

মালিক ॥ অত সোজা নাকি ? টোয়েন্টি পার্সেন্ট বোনাস !

নেতা ॥ দিতে হবে !

মালিক ॥ পে স্কেল চেঞ্জ !

নেতা ॥ করতে হবে !

মালিক ॥ অত সম্ভব নাকি ?

নেতা ॥ সম্ভব না হলে আমাদের ধর্মঘট চলবে !

মালিক ॥ আচ্ছা তোমাকে আমি কতবার বলব বল তো যে পা কখনওই মাথায় থাকে না ! সর্ব্বদা নীচের দিকেই থাকে ! সুতরাং মালিক কি কখনও অত সহজে শ্রমিকের দাবী মেনে নিতে পারে ?

নেতা ॥ যেখানে এসমস্ত খেলা চলে সেখানে চালাবেন ! আমার এখানে নয় ! তাছাড়া আমার এখানে একটা প্রেষ্টিজ আছে !

মালিক ॥ প্রেষ্টিজ ! তুমি এখানে কি প্রেষ্টিজ পাচ্ছ ?

নেতা ॥ যথেষ্ট পাচ্ছি !

মালিক ॥ তোমাকে এর দ্বিগুণ প্রেষ্টিজ দোব ! চারগুণ প্রেষ্টিজ দোব ! বল ! বল তুমি কি চাও !

নেতা ॥ তার মানে ?

মালিক ॥ অন্য যে কোনও প্রভিন্সে তোমার নামে একখানা বাড়ী, বেনামী বেশ কিছু জমি, সুন্দর টুক্‌টুকে লাল বউ, হাতে ক্যাশ—

নেতা ॥ কত ?

মালিক ॥ পাঁচহাজার ?

নেতা ॥ না !

মালিক ॥ দশ হাজার !

নেতা ॥ না !

মালিক ॥ চল্লিশ হাজার !

নেতা ॥ না !

মালিক ॥ এক লাখ ?

নেতা ॥ কিন্তু আমি ওদের বোঝাব কি করে ? ওদের থামাব কি করে ?

মালিক ॥ হাঃ হাঃ হাঃ তার জন্যে তুমি কিচ্ছু ভেবো না! সব ঠিক হয়ে যাবে যদি, দুটো পাঁঠাকে কিছু টাকা দিয়ে দাও!

[এই মূহূর্তে Zonal Acting শুরু হবে। নেপথ্যে 'দাদা' বলে চিৎকার শোনা যাবে। মঞ্চের দুদিক থেকে দুই ভাই প্রবেশ করবে। একদিকে শ্রমিক কালুর ভাই অপরদিকে শ্রমিক নেতার ভাই। কালুর ভাই দাদা বলে চিৎকার করবে। একদিকের Zone-এ কথা চলতে থাকলে অপরদিকের Zone-এ মূকাভিনয় চলবে।]

শ্রমিকভাই ॥ দাদা—দাদা, এদিকে একবার শোন —

[কালু উঠে ভাই-এর কাছে যাবে।]

নেতা ॥ কি হয়েছে কি ?

শ্র ভাই ॥ বাড়ীতে চাল নেই, মা মর মর, বাবা বাতের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে !

নেতা ॥ ঠিক আছে তুই কিছু টাকা নিয়ে যা ; যা দরকার কিনে নিবি !

শ্র ভাই ॥ আর ধার কোর না দাদা ! তাহলে তুমি মারা পড়ে যাবে !

কালু ॥ কিন্তু আমি কি করতে পারি ?

শ্রঃ ভাই ॥ বৌদি বলছিল --

নেতারভাই ॥ তোমার আর ধর্মঘট করে কি লাভ ? সবই তো পেলে—

শ্রমিক ॥ পাওয়া যায় না ! বুঝলি পাওয়া যায় না ! আমি যদি এখান থেকে চলে যাই তাহলে তোর বৌদি বিধবা হবে ?

শ্রঃ ভাই ॥ তব তোমার ধর্মঘটটাই বড় হল ?

শ্রমিক ॥ বিলু !

নেতা ॥ ধর্মঘটটাই সবার থেকে বড় আর লাভের ! বুঝলি দুদিন কষ্ট করবি – তার চারগুণ আমদানি !

শ্রমিক ॥ তুই যা বিলু—আমি দেখছি কি করতে পারি। তুই যা—

নেতাভাই ॥ তাহলে আমি যাই—

নেতা ॥ আয়—(দুদিকে দুই ভাই-এর প্রস্থান। নেতা আর কালু মুখোমুখি হয়।)

কালু ! শোন, একবার গফুরকে ডাক !

কালু ॥ গফুর ! তোকে ডাকছে ! (গফুর ও কালু শ্রমিক নেতার কাছে এসে বসে। শ্রমিক নেতা মঞ্চের ডান দিকে দাঁড়িয়ে থাকে)

নেতা ॥ বোস ! শোন্, তোদের মত গরীবদের ধর্মঘট করে বেঁচে থাকাটা পাপ ! অন্যায় !

কালু ॥ মানে !

নেতা ॥ মানে মালিক বলেছে ঐ ফ্যাক্টরী তুলে দেবে !

কালু ॥ সেকি ! ছেলের জ্বর, মা মরমর, বাবা বাতের যন্ত্রনায় কাতর, বাড়ীতে একদানা চাল নেই !

গফুর ॥ সাত রোজ হো গিয়া খানা বন্ধ। বেটীকি জ্বলতে জবানী বেপরদা হ্যায় ! বিবিকি বিমারী দিন ও দিন বড়তী যা রহী হ্যায় !

নেতা ॥ হ্যাঁ, তোদের মত গরীব শ্রমিকদের অবস্থা দিনের পর দিন আরও খারাপ হয়ে যাবে। তোরা তোদের বাচ্ছা বাচ্ছা ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে পারবি না, তোদের মা-বোনেদের এক টুক্‌রো কাপড় দিতে পারবি না ! তোদের বাচ্ছা বাচ্ছা শিশুগুলো কীটের মত মারা পড়বে !

কালু ॥ তাহলে আমরা কি করব ?

নেতা ॥ আয়, আমরা একটা কাজ করি।

কালু ॥ কি কাজ ?

নেতা ॥ আয়, আমরা এই ধর্মঘট বানচাল করে দিই !

কালু ॥ সেকি ! না—না—এ অসম্ভব !

গফুর ॥ নহী ! ইয়ে ক্যা বাত।

নেতা ॥ হাঁ ! তোরা যদি ধর্মঘট বানচাল করতে পারিস, যদি কারখানার চাকা ঘোরাতে পারিস, তাহলে তোদের আমরা অনেক-অনেক টাকা দোব !

কালু ॥ কত ?

গফুর ॥ কিৎনা !

নেতা ॥ তোরা বড়লোক হয়ে যাবি ! তবে শোন, এখনকার মত অভাব পূরণ করার জন্যে তোরা আমার কাছে কিছু টাকা নে—

[টাকা ছুঁড়ে দেয়।]

কালী ॥ কালু ! কালু ! তুই ঐটাকা নিস না !

রামু ॥ গফুর ! গফুর, ঐ টাকা নিয়ে তোর ইজ্জত দিস না।

[কালী ও রামু প্রতিবাদের ভঙ্গীতে দাঁড়ায়। শ্রমিক নেতা, কালু ও গফুর মালিকের পাশে এসে দাঁড়ায়]

নেতা ॥ বন্ধুগণ, মালিকের সাথে আমাদের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শেষ হয়েছে ! মালিক আমাদের বোনাস ও ইনক্রিমেণ্ট দুই দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন ! আসুন, আমরা এই সৎ ও হৃদয়বান মালিকের ছত্রছায়ায় দাঁড়িয়ে মালিকের হাত শক্ত করি—উৎপাদন শুরু করি—এবং কারখানার চাকা ঘোরাই—

কালী ॥ না ! না, আমরা মানি না ? বন্ধুগণ, যাকে আমরা এতদিন শ্রমিক নেতা, শ্রমিকবন্ধু হিসেবে ভেবেছিলাম সে আজ আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে ? মালিকের হয়ে দালালী করছে।

তার কথা আমরা মানব না।

মালিক ॥ ফায়ার।

রামু ॥ খুন অর পসিনা এক এক করকে হামলোগ যো লড়াই কিয়ে থে উসকো মার দিয়া গয়া। রাস্তমে খুন কে হোলী বহে রহী হ্যায়! হামলোগ— হামলোগ ইসকে বদলা লেতে রহেঙ্গে—মগর খুনসে

মালিক ॥ ফা য়া— র!! একের পর এক লাশ ফেলে দাও। একের পর এক! একের পর এক। হা হা হা

(সূত্রধার মালিকের চরিত্রে অভিনয় করছিল। হাসির পর সূত্রধার মালিকের পোশাক খুলে ফেলে আবার সূত্রধার চরিত্রে অভিনয় করতে শুরু করে। তার আগে বাকী চরিত্ররা বেরিয়ে যায়।)

॥ সূত্রধার ॥

মালিকরা ভাই আছে দেশ জুড়ে উপরে নেচে
গণতন্ত্র সদাই আছে তাদের পাশে পাশে।

ঠিক তাই হচ্ছে নাকি? একের পর এক মৌখিক নির্দেশে শ্রমিকদের প্রাণ বলি হয়ে যাচ্ছে। বেশ চলছে। এখন আপনারা হয়ত বলবেন দেশে তো এত ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সঙ্ঘ আছে। আমি স্বীকার করি বাবুমশাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে এই ট্রেড ইউনিয়ন বিরাট ভূমিকা নিয়েছে কিন্তু একথাও তো ঠিক যে, বহু শ্রমিক নেতার বিশ্বাসঘাতকতায় বহু সংগ্রামী শ্রমিকের প্রাণ ব্যর্থ বলি হয়ে যাচ্ছে। বেশ চলছে! শহরে নগরে বন্দরে গড়ে উঠছে কল-কারখানা। শহর হয়ে উঠছে বিলাস-সমৃদ্ধ! কিন্তু সমস্ত সম্পদ চলে যাচ্ছে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে। শুধুমাত্র বুলেটের

বিনিময়ে তারা তাদের শক্তিকে বাড়িয়ে তুলছে। পুষ্ট হচ্ছে একটা মাত্র সম্প্রদায়—তারা সমাজে বিরাজ করছে; সদর্পে তাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে! বেশ চলছে যান্ত্রিক সভ্যতা—বেশ চলেছে অগ্রগতির রথ! কিন্তু ভেবে দেখবেন বাবুমশাইরা এ কোন পথে পা বাড়িয়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি! কোন গণতান্ত্রিক ধর্ম আমাদের পাশে পাশে ছায়ামূর্তির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে! শুনবেন? সেই ধর্মের কথা শুনবেন?

রাজনীতিতে নেতারা সব আছে দিব্যি খাসা

চমৎকার গদি আঁটা সুন্দর তার বাসা।

ওরে তোরা বাজা—বাজা—(প্রস্থান করার মুহূর্তে তার পিঠে লেখা দেখা যাবে: ধর্মের ঘট। সূত্রধার প্রস্থান করবে। তিনটি চরিত্র প্রবেশ করবে! মেবো, ১ম ভক্ত, ২য় ভক্ত।)

ধর্মের ঘট

১ম ভক্ত॥ শুনেছ গো।

২য় ভক্ত॥ কি গো।

১ম॥ আমাদের প্রভু এয়েছেন—

২য়॥ কবে থেকেন গো।

১ম॥ শুনেছি তো অনেকদিন থেকেই এয়েছেন—

২য়॥ অথচ দেখ, আমরা কেউ বুঝতেই পারলাম না গো—

১ম॥ কেন পারলাম না গো—

মেবো॥ তোরা যে মুখ্যু!

১ম॥ এই মেবো, মুখ্যু বলবি না বলছি!

মেবো॥ হঁ্যা বলব! তুই মুখ্যু তোর বাপ মুখ্যু! তোর পরিবার মুখ্যু!

১ম ॥ এই মেধো! পরিবার তুলে কথা বলবিনা—আমরা বলে আমাদের প্রভুর কাছে দীক্ষা নিয়েছি!

মেধো ॥ তোদের প্রভু একটা হায়না!

১ম+২য় ॥ হায়না!!

মেধো ॥ হাঁ? তোরা হচ্ছিস তার খাদ্য!

১ম+২য় ॥ খাদ্য!!

মেধো ॥ তোরা সব মরবি।

১ম+২য় ॥ মরব!

২য় ॥ তবে তুই এখানে কি করতে এসেছিস রে মেধো!

মেধো ॥ আমি এসেছি তোদের প্রভুর মুখোসটা টেনে খুলে দিতে!

(নেপথ্যে চেলার চিৎকার: "আমাদের দেবতা, আমাদের প্রভু আসছেন।" প্রভুর পিছনে চেলা প্রবেশ করে।)

১ম ॥ প্রভু—

প্রভু ॥ হেঁ হে—

২য় ॥ প্রভু—

প্রভু ॥ হেঁ হেঁ—

১ম+২য় ॥ প্রভুর চরণের সেবা লাগে—(পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে)

প্রভু ॥ এই!—ছাড়—ছাড়—

চেলা ॥ ছাড়—ছাড় (ভক্তেরা উঠে বসে)

প্রভু ॥ কল্যাণমস্তু! কল্যাণমস্তু!

২য় ॥ প্রভু, আপনার ঐ ঝোলায় কি আছে প্রভু?

প্রভু ॥ কেন?

১ম ॥ দেখলি তো আমাদের প্রভু রেগে গেলেন!

প্রভু ॥ নারে না! আমার মধ্যে রাগ থাকতে নাই রে! কারণ

মানুষের মধ্যে রাগ থাকতে নাই। আমি হলাম গিয়ে ঈশ্বরের প্রতিনিধি! আমার একটাই মাত্র ধর্ম! অহিংসা!

চেলা ॥ প্রভু আমারও ধর্ম অহিংসা!

প্রভু ॥ হতেই হবে! হতেই হবে।

মেধো। তবে চেলা, কেন সেদিন তুই হিংসার খেলা খেললি?

চেলা ॥ কবে রে?

মেধো ॥ এই তো সেদিন! সাতখানা লাস মাটির তলায় পুঁতে দিলি!

প্রভু ॥ এই, চাপা দাও—চাপা দাও!

১ম+২য় ॥ চাপা দাও—চাপা দাও—চাপা দাও—(সুর করে গাইতে থাকে।)

মেধো ॥ নথি সব পুড়িয়ে দাও—পুড়িয়ে দাও—

প্রভু ॥ তাপ্! চেলা, আমার ঝোলা থেকে এদের প্রসাদ বিতরণ কর।

১ম+২য় ॥ প্রসাদ!! (চেলা প্রসাদ দেয়) সবই প্রভুর দয়া!!

প্রভু ॥ না রে—বিধির বরাদ্দ!

চেলা ॥ বিধিবদ্ধ! প্রভু, ঐ মেধোকে একটু প্রসাদ দেব?

প্রভু ॥ দে—দে—মেধোকে প্রসাদ দে—

চেলা ॥ এই নে—মেধো, প্রসাদ নে—

মেধো ॥ না! এইটুকু প্রসাদ আমার চাই না!

প্রভু ॥ ছিঃ মেধো! প্রসাদ কণিকা মাত্র!

মেধো ॥ না! সকলের প্রসাদের পরিমাণ বাড়িয়ে দাও!

১ম+২য় ॥ বাড়িয়ে দাও! বাড়িয়ে দাও! বাড়িয়ে দাও! (সুর করে)

মেধো ॥ জোরে বল!

১ম + ২য় ॥ বাড়িয়ে দাও !! বাড়িয়ে দাও !! (শ্লোগানের সুরে বলে)

প্রভু ॥ তাপ্ ! ছ্যাখ্ তোরা কি মুখ্যু ! ওরে প্রসাদের পরিমাণ কি কখনও বাড়ানো যায় ? কারণ প্রসাদ যে অমৃত !

মেধো ॥ হুঁ ! অমৃত ! যদি অমৃতই হবে তবে প্রসাদে চাষার ঘামের গন্ধ কেন ?

প্রভু ॥ মেধো ! আমি কিন্তু খুব রেগে যাচ্ছি !

১য় ॥ প্রভু ! ঐ নীচ জাতিগুলোকে দূর করে দিন !

চেলা ॥ ভাগিয়ে দোব ?

প্রভু ॥ নারে না ! ওরে ওদের ভাগিয়ে দিলে লোকে বলবে কি ? বল ? বুঝলি, আমার এ সভায় তোদের সকলের সমান অধিকার ! তোরা উঁচুরা, ওরা নীচুরা সবাই সমান !

১ম ॥ আচ্ছা প্রভু, আপনার অধম শিষ্য হয়ে আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

প্রভু ॥ হাজারটা করনা বাপু !

১ম ॥ আচ্ছা প্রভু, ঐ মেধো আমাদের থেকে দূরে বসে আছে কেন ?

প্রভু ॥ বুঝতে পারলি না তো ! ছ্যাখ্ তোরা কি মুখ্যু !

চেলা ॥ মুখ্যু !

প্রভু ॥ বুঝলি না, এটা হচ্ছে ওদের বহুদিনের বদ অভ্যেস ! বহু যুগ ধরে ওরা সমাজের নীচে নীচে থেকে এসেছে তো তাই সুযোগ পেলেও ওপরে উঠতে পারছে না ! ঐ যে কথায় বলে না—শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতে ! ঐ জন্যেই তো বেশী প্রসাদ চাইছে !

চেলা ॥ প্রভু ! আপনার সেই গানটা একবার গেয়ে দিন না—

প্রভু ॥ কোন্ গানটা রে ?

২য় ॥ আপনার সেই ভাল গানটা ।

১ম ॥ সেই সুন্দর গানটা !

প্রভু ॥ গাইব ? আচ্ছা গাইছি ! তোরাও আমার সাথে গাইবি তো !

ঈশ্বর আমার কোলে
তোরা মোর পদতলে ।

চে + ১ম + ২য় ॥ ঈশ্বর তোমার কোলে
মোরা তব পদতলে

প্রভু ॥ বেশী প্রসাদ চাইলে
পা দিয়ে দেব ঠেলে !

তিনজন ॥ হরিবোল !

প্রভু ॥ বেশী প্রসাদ চাস যদি
মুখে একটা মারব লাথি
মোক্ষম আশ্রমে দেব ঠেলে !

তিনজন ॥ ঈশ্বর তোমার কোলে
মোরা তব পদতলে । হরিবোল ॥ (প্রভু ধ্যানস্থ হয় ।)

মেধো ॥ তাই বলে প্রসাদ কম দেবে ?

প্রভু ॥ চেলা, তুমি ওদের প্রসাদ কম দিয়েছ ?

চেলা ॥ না প্রভু, আপনার শিষ্য হয়ে আমি কি অসম-বণ্টন জানি ?

২য় ॥ হাঁ, প্রভু, চেলা আমাদের প্রসাদ কম দিয়েছে !

১ম ॥ আপনি আমাদের প্রসাদটা ভাগ করে দিন !

প্রভু ॥ ছিঃ বোকা ! আমি কি কখনও তোদের বেশী দিতে পারি ? আমাকে যে আমার এই অল্প প্রসাদ দিয়ে আমার অগনিত ভক্তের দারিদ্র দূর করতে হবে রে—

মেধো ॥ হুঁ ! অত সোজা ! নেবে বেশী, দেবে কম, তা দিয়ে কি

আর দারিদ্র দূর হয় ?

প্রভু ॥ চেলা, আমি কিন্তু খুব রেগে যাচ্ছি !

চেলা ॥ রক্ষককে ডাকব প্রভু ?

প্রভু ॥ ডাক—ডাক—

১ম ॥ রক্ষক !

২য় ॥ রক্ষক ! (মন্থর গতিতে কাঁধে ছোট বন্দুক নিয়ে লংকোট পরে রক্ষক প্রবেশ করে ।)

চেলা ॥ বাঁয়ে দেখ্ ! (রক্ষক বাম ডান গুলিয়ে ফেলে হঠাৎ প্রভুর দিকে পা তুলে স্যালুট জানায় । তারপর মঞ্চের বাঁ দিকে তার নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়ায় ।)

রক্ষক ॥ প্রভুর চরণের সেবা লাগে !

প্রভু ॥ যুগ যুগ জীও । তা' হ্যাঁরে রক্ষক তুই অত ধীরে ধীরে হাঁটছিলি কেন রে ? তুই কি পোয়াতি ?

রক্ষক ॥ না প্রভু আমি তো মদ্দা—

২য় ॥ প্রভু, ওর পরিবার পোয়াতি—

প্রভু ॥ সে কি ! চেলা, তুমি কিন্তু এদিকটা একদম দেখছ না—

চেলা ॥ কোন দিকটা প্রভু ?

প্রভু ॥ ঐ যে স্ত্রীদের ধরে নিয়ে গিয়ে পরিকল্পনা !

চেলা ॥ কেন প্রভু – ওটা তো বেশ জোর কদমেই চলছে ।

প্রভু ॥ তাই নাকি ? (চরিত্র মঞ্চের একপাশ থেকে গান গাইতে গাইতে ঢুকে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে ।)

চরিত্র ॥ নিয়ে যান । নিয়ে যান । দ্রুত খোজা । হয়ে যান । টাকা কিছু । নিয়ে যান । ছেলে হলে । নিয়ে যান । মেয়ে হলে । নিয়ে যান । নিয়ে যান । নিয়ে যান ॥

প্রভু ॥ বাঃ বাঃ বাঃ ব্যবস্থা তো ভালই ! তা চেলা, এতকিছু করার পর আমার ভক্ত সংখ্যা কিছু কমল ?

চেলা ॥ না প্রভু—ভক্তের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে—বেড়েই চলেছে—

প্রভু ॥ বেড়েই চলেছে—বেড়েই চলেছে—তা চেলা, এইভাবে যদি ভক্ত সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে যায় তাহলে আমি ভক্তদের দারিদ্র কি করে হঠাবো রে ?

চেলা ॥ কেন প্রভু, ভক্তদের ধনী করার পথ তো খোলাই রয়েছে !

প্রভু ॥ তাই নাকি ?

চরিত্র ॥ নেবেন নাকি। নেবেন নাকি। এক টাকায়। লাখ টাকা। দেবেন শুধ। একটি টাকা। এক লাখ। দু-লাখ। পাঁচ লাখ। দশ লাখ। মাসে চার। বার খেলা। নেবেন নাকি। নেবেন নাকি ॥

[চরিত্র একইভাবে ঢুকবে এবং বেরিয়ে যাবে।]

প্রভু ॥ বড় প্রীত হলাম। বড় প্রীত হলাম ! তোমরা ব্যবস্থা যা করেছ তাতে দেশের অগ্রগতি কোন্ শা—কোন ইয়ে আটকায় ? তোমাদের আমি 'শ্রী' দোব, 'ভূষণ' দোব !

২য় ॥ প্রভু, আমাকে একটা দেবেন !

১ম ॥ আমাকে একটা—

প্রভু ॥ ওমা। কে আসছে দেখেছ ?

চেলা ॥ ভক্ষক !

প্রভু ॥ আয়—আয়—ভক্ষক—আয়—(নাচতে নাচতে ভক্ষক দু-হাতে ঝোলা নিয়ে প্রবেশ করে। বসে।)

ভক্ষক ॥ প্রভুকে চরনো মেঁ।

প্রভু ॥ যুগ যুগ জীও। তা ভক্ষক কি মনে করে ?

ভক্ষক ॥ পরভু। আপ্‌কা ঝোলা ভরবার লিয়ে অর থোরা পেরসাদ—

[ভক্ষক প্রসাদ ছুড়ে দেয় মেধো ছাড়া সবাই লুঠে নেয়।]

প্রভু ॥ ওরে—তোরা প্রেমানন্দে হরি—হরি বল !

তিনজন ॥ হরি বোল। হরি বোল। হরি বোল (সুর করে)

মেধো ॥ লাটে তোল ! লাটে তোল ! লাটে তোল।

রক্ষক ॥ ঢিস্থুম (বন্দুক উঁচিয়ে বলে)

প্রভু ॥ (হাসতে হাসতে) তা ভক্ষক প্রেসাদ দেখে খুব টাটকা মানে হচ্ছে। কোথা থেকে পেলি রে এই প্রসাদ।

ভক্ষক ॥ পরভু। ঐ কোৎলা গুড়কা ভাও কুছ বাড়িয়ে দিলাম। হাতে কুছ বেশী মুনাফা আসল—ও থেকে আপনাকে কুছ দিয়ে দিলাম !

প্রভু ॥ দাড়া, দাড়া, কোৎলাগুড় তো শুনেছি গরুতে ভক্ষণ করে। ওরে এমন জিনিসের দাম বাড়াবি যেটা মানুষে ভক্ষণ করে !

ভক্ষক ॥ পরভু দেখছি কোই খবর সমাচার রাখছেন না ! স্রিফ গদিতে বৈঠে আছেন ! পরভু ! ওটা আজকাল আদমিলোগ খাচ্ছে ! ওটা দিয়ে দেশী মাল তৈয়ার হচ্ছে আর আজকালকার ঐ লম্বে লম্বে বাল, বেলবটম পাতলুমওয়ালা লড়কা—লোগ হ্যায় না—ওসব এ্যায়সা দেশী মাল টানছে—এ্যায়সা টানছে ! (শরীর কাঁপিয়ে হাসে।)

প্রভু ॥ খুব ভাল করেছ ! তা ভক্ষক তুমি তো তোমার কারবার করে অনেক মুনাফা লুটলে—-

ভক্ষক ॥ ও আপকা মেহেরবাণী।

প্রভু ॥ তাহলে তুমি আমার অগণিত ভক্তের দিকে তাকিয়ে অন্তত

আমার দিকে তাকিয়ে তোমার কারবারটাকে "প্রভু করণ" করে দাও।

ভক্ষক ॥ পরভুকরণ? ও হো "পরভুকরণ"। সে তো করতেই হবে, নহলে সামান কা ভাও সিংগ্‌লসে ডবল্‌ হোবে কি কোরে? পরভু, উন্‌কা সাথ চোরাকারবার এ্যায়সা জমবে! এ্যায়সা জমবে!

[শরীর কাঁপিয়ে হাসে]

মেধো ॥ চোরাকারবার বন্ধ করো!

১ম + ২য় ॥ বন্ধ করো!! বন্ধ করো!! বন্ধ করো!!

রক্ষক ॥ ঢিস্থম্‌!

প্রভু ॥ এই চেলা, এরা বড় চিৎকার করে। এদের চিৎকার বন্ধ করার জন্য কিছু ফরমূলা বল তো—

চেলা ॥ ফরমূলা? মাননীয় ভক্তবৃন্দ, আমাদের মহান প্রভু, ভক্তদের বিশেষ অনুরোধে তাদের প্রসাদের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবার জন্য প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।

১ম + ২য় ॥ হে—আমাদের প্রভু—তুমি মহান!

চেলা ॥ কিন্তু ব্যাপারটি এখনও বিবেচনাধীন!

১ম + ২য় ॥ এ্যাঁ!

মেধো ॥ বুজরুকী চলবে না!

প্রভু ॥ ছু-নম্বর—রক্ষক!

রক্ষক ॥ ছু-নম্বর? মাননীয় ভক্তবৃন্দ! আমাদের মহান প্রভুর সম্মান হানি করার জন্য আমাদের প্রতিবেশী প্রভু যথাক্রমে'ক' প্রভু, এবং'খ' প্রভু দিনের পর দিন তাহাদের সমরোপকরণ বাড়াইয়া চলিতেছেন! তাহারা বিদেশ হইতে লাঠি, সড়কি, বল্লম, তীর, ধনুক, মায় ষ্টেনগান আমদানী করাইতেছেন! এহেন অবস্থায় আমাদের মহান প্রভুর

ধ্যানে বিঘ্ন ঘটানো আমাদের পক্ষে চরমতম পাপ। সুতরাং যদি কেউ টুঁ শব্দটি করে তবে তাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য মোক্ষম আশ্রমে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে!

মেধো॥ মানছি না! মানব না!

১ম + ২য়॥ মানছি না! মানব না!

রক্ষক॥ ঢিসুম্! ঢিসুম্! ঢিসুম্!

প্রভু॥ ওরে—তোরা এত চিৎকার করিস না। আমার ঘরে শত্রু—বাইরে শত্রু। এসময় তোরা যদি এত চিৎকার করিস তাহলে কোনও কাজ হয়? তোরা শান্তি প্রতিষ্ঠা কর! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি ওঁ শা—

১ম॥ প্রভু! আমাদের সকলের ভীষণ দুঃখ!

প্রভু॥ দুঃখ? দ্যাখ, তোরা কি মূর্খ! তোরা শাস্ত্র পড়িসনি? শাস্ত্রে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ-দুখানি চ। অর্থ জানিস? জানিস না তো? তোরা ডবল মুখ্যু! এর অর্থ হচ্ছে—সুখ আর দুঃখ চাকার মত ঘুরে যায়। এই সুখ—এই দুঃখ—এই সুখ—এই দুঃখ—এইরকম আর কি? এই যে তোরা এখন দুঃখ পাচ্ছিস—কি? পাচ্ছিস তো? তোরা কি ভাবছিস তোদের এই দুঃখ চিরকাল থাকবে? থাকবে না। আমি বলছি তোদের এই দুঃখের দিন কেটে যাবে! পক্ষকাল পরেই কেটে যাবে! দেখবি, একদিন সুদিন আসবে—ঐ দ্যাখ—সুদিন আসছে—নতুন দিনের পদধ্বনি নিয়ে নতুন জীবনের পদধ্বনি নিয়ে সুদিন আসছে—

[প্রভু শূন্যে সুদিন দেখাতে থাকে। ভক্ষক পকেটে সুদিনকে পুরে নেয়। রক্ষক বন্দুকের নল দেখায়। ভক্ষককে সুদিন

নিয়ে যেতে বিরক্ত হয়।]

২য় ॥ প্রভু, জীবন কাকে বলে ?

প্রভু ॥ জীবন ? জীবন হচ্ছে এমনই একটা জীবনীশক্তি যার ধর্ম হচ্ছে চিরটা কাল না খেতে পেয়ে খিদের জ্বালায় চিৎপটাং করে পড়ে মরে যাওয়া !

রক্ষক ॥ (ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে।)

প্রভু ॥ কিরে রক্ষক ? কাঁদছিস কেন ?

রক্ষক ॥ প্রভু ! আমরা দরিদ্র !

ভক্ষক ॥ ডর নহী—ডর নহী—আমি তোকে কিছু দিয়ে দেব !

মেধো ॥ দালালদের খতম কর !

১ম + ২য় ॥ খতম কর ! খতম কর !

রক্ষক ॥ ঢিস্থুম !

প্রভু ॥ এই চেলা, চল তো আমরা চলে যাই—এরা বড় চিৎকার করে—

১ম ॥ প্রভু যাবেন না প্রভু ! শুনেছিতো আপনার অনেক জ্ঞান।

প্রভু ॥ নিশ্চয়ই ! অনেক জ্ঞান !

১ম ॥ প্রভু, জ্ঞানোতন্ত্র কাকে বলে ?

প্রভু ॥ জ্ঞানোতন্ত্র ? জ্ঞানোতন্ত্র হচ্ছে এমন একটা মানে—এমন একটা তন্ত্র—অর্থাৎ কিনা. যন্ত্র-মন্ত্র-তন্ত্র—অর্থাৎ কিনা তোদের এখানে সকলের সমান অধিকার—তোরা প্রভুকে, মানে আমাকে এখানে স্থাপন করেছিস !

চেলা ॥ আগে প্রভু তোদের কথামত চলত এখন তোরা প্রভুর কথামত চলিস !

রক্ষক ॥ মোদ্দা কথা, আমরা আমাদের কাঁধে রাইফেল নামক একটি

যন্ত্রে বুলেট নামক একটি ভালবাসার বটিকা ঢুকাইয়া রাখি! যখন তখন যাহার তাঁহার উপর সেই বুলেট নামক ভালবাসার বটিকাটি চালাইয়া তাহাকে আমরা জ্ঞানোতন্ত্র বলি!

মেধো॥ জ্ঞানোতন্ত্র খর্ব, হচ্ছে! আমরা জ্ঞানোতন্ত্রের নিরাপত্তা চাই?

প্রভু॥ রক্ষক! মেধোকে একট্ জিলিপি খাইয়ে দে! বেটা বড় ছটফট্ করছে! (রক্ষক মেধোকে আড়াই পাক ঘুরে নিজের জায়গায় চলে আসে।)

প্রভু॥ ভেবেছিলাম ব্যাটাকে জাতে তুলব! না! থাক্ বেটা নীচেই থাক! ঐ যে কথায় বলে না—

চেলা॥ শতধৌতেন মলিনত্বং নমুঞ্চতে!

২য়॥ প্রভু! ইহারই নাম কি জ্ঞানোতন্ত্র?

প্র+র+ভ+চে॥ হ্যাঁ! ইহারই নাম জ্ঞানোতন্ত্র!

১ম॥ প্রভু, মানুষ কেন জন্মায়?

প্রভু॥ কেন আবার? মরে যাওয়ার জন্যে!

মেধো॥ না! প্রতিকূল পরিবেশে সংগ্রাম করে বাঁচার জন্যে!

১ম॥ প্রভু, সংগ্রাম কি?

রক্ষক॥ এই! শুয়োরের বাচ্ছা! সংগ্রাম সংগ্রাম বলবি না? তাহলে মোক্ষম আশ্রমে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে মেরো ফেলবো।

২য়॥ প্রভু তাহলে, আমরা সংগ্রামের কথা বলব না?

প্রভু॥ আহা, বলবি! বলবি! সংগ্রামীদের জন্মদিনে এক-আধবার করে বলবি! তবে বেশী বলিস না! সংগ্রাম খুব সংক্রামক রোগ, কখন কোথা দিয়ে শরীরে ঢুকে পড়বে—

মেধো॥ না! সংগ্রামের কথা বলতেই হবে!

প্রভু ॥ কেন ? কেন—কেন ?

মেধো ॥ কারণ সংগ্রামের মাধ্যমেই জন্ম নেয় বৈপ্লবিক চিন্তাধারা !

১ম ॥ প্রভু ! বিপ্লব কি ? (প্রভু ও চেলা ভয় পেয়ে উঠে পড়ে। তাদের চলার মধ্যে আতঙ্কের অভিব্যক্তি !)

মেধো ॥ বিপ্লব ! বিপ্লব হচ্ছে বিদ্রোহ। একটা অতি প্রয়োজনীয় উগ্র বলপ্রয়োগ, যার দ্বারা এক শ্রেণীর স্বৈরাচার খতম করে !

১ম + ২য় ॥ তাই নাকি ?

মেধো ॥ হ্যাঁ তাই। আর সেই কারণেই আমাদের শ্রেণী সংগ্রাম চলছে চলবে।

মে + ১ম + ২য় ॥ আমাদের শ্রেণী সংগ্রাম চলছে চলবে !
আমাদের শ্রেণী সংগ্রাম চলছে চলবে !

প্রভু ॥ ওরে রক্ষক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছিস ? একটা কিছু কর। (হঠাৎ রক্ষক প্রভুর দিকে বন্দুকের নল ঘুরিয়ে ধরে।)

প্রভু ॥ কি ? আমার বুকের ওপরে বন্দুকের নল ? ওরে, ওরে তোরা সব হারাবি !

মেধো ॥ হারাবার ভয় নেই/শুধু শৃঙ্খল হবেই হারা/জনকল্লোলে উত্তাল নদী/মোহনায় দিশাহারা ॥

[রক্ষক বন্দুক ফেলে দেয়। লংকোট খুলে ফেলে। সূত্রধারের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।]

॥ সূত্রধার ॥

দাঁড়ান, একমুহূর্ত্ত দাঁড়ান, ভেবে দেখুন, এইভাবেই কি চলবে এই যুগ, এই সমাজ ? বিপ্লবের প্রয়োজনে, বিপ্লবের স্বার্থে কি যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ? প্রস্তুতির কি প্রয়োজন নেই, ভেবে দেখুন, এত অত্যাচার, এত লাঞ্ছনা, এত শোষণ ! এই ভাবে চলতে চলতে

যদি সমগ্র সভ্যতা ধ্বংসের মুখে চলে যায়? যদি কোনদিন মানবসভ্যতা জীবাশ্মের রূপ নেয়? আমাদের কি কিছুই করার থাকবে না? আর আপনারা? আপনারা আর কতকাল নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকবেন? আপনারা কিছু বলবেন না? আপনারা কিছু করবেন না? বেশ চলছে এই যুগ এই সমাজ— তাই না? বেশ চলুক! তবে এইভাবে চালাবার আগে অন্তত একবার একমুহূর্তের জন্যে সকলে সকলের তরে ভাবুন!

(সূত্রধার দর্শকদের নমস্কার করে!)

আমি এক ভবঘুরে দেখি শুধু ঘুরে ঘুরে
শহর হতে গ্রামে গ্রামে কল হতে বন্দরে।

[অন্য সব চরিত্রে যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে বা বসে থাকে সূত্রধার নাচতে নাচতে গাইতে থাকে। ধীরে ধীরে পর্দা পড়ে।]

—যবনিকা—

পরেশ ধর

বদ্ধডোবা থিয়েটার

চরিত্র লিপি

রাসভ তরফদার, ভূশণ্ডি, ২জন সাংবাদিক ৩জন অপসংস্কৃতি-বিরোধী আন্দোলন-কারী ও ১জন টেলিগ্রাম পিওন।
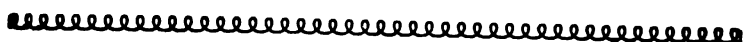
[বদ্ধডোবা থিয়েটারের অফিস ঘর]

রাসভ ॥ নাঃ, এ উৎপাত আর সহ্য হয় না! প্রগতির ধ্বজাধারী ঐ সব চ্যাংড়ার দল আমার পেছনে বড্ড লেগেছে। আমি বদ্ধডোবা থিয়েটারের মালিক, নাট্যকার এবং নির্দেশক। চ্যাংড়াগুলো সোরগোল তুলেছে, আমি নাকি আমার নাটকে অপসংস্কৃতি ছড়াচ্ছি! স্বল্প-বসনা নারী দেহের যে ছন্দ-লালিত্য, যাকে বলা হয় নৃত্য, যা দেখে দেবতারা পর্যন্ত মুগ্ধ হতেন, যার আধুনিক নাম ক্যাবারে ড্যান্স, সেটা হয়ে গেল অপসংস্কৃতি? যে যৌনতা সৃষ্টির মূল কথা, সেটাও পড়ে গেল অপসংস্কৃতির পর্যায়ে? আসলে ঈর্ষা! ঈর্ষা! আমার প্রত্যেকটা নাটক লক্ষ লক্ষ লোক দেখ্‌ছে, প্রত্যেকটা নাটক সুপার-হিট্ হচ্ছে, এটা কারোর সহ্য হচ্ছে না। তাই সবাই মিলে আজ আমার পেছনে লেগেছে। আমার নামও রাসভ তরফদার, আমিও দেখ্‌ব কেমন ক'রে আমার অগ্রগতিকে ওরা ঠেকায়। (ঘড়ি দেখে) নাঃ, পাঁচটা বেজে গেছে। আমার ম্যানেজার ঐ ভূশণ্ডিটা গেল কোথায়? (ডাকে) ভূশণ্ডি— ও ভূশণ্ডি—দেখেছ, কোথায় উধাও হয়ে গেছে! আমার এই

ম্যানেজারটা একেবারে হতভাগা—যখনই ডাকি তখনই ব্যাটাচ্ছেলের সাড়া নেই—বলি ও ভূশ ণ্ডি—

[নেপথ্যে : যাচ্ছি স্যার। ভূশণ্ডির প্রবেশ।]

ডাকলে সাড়া পাই না কেন? বলি, থাক কোথায়?

ভূশণ্ডি ॥ আজ্ঞে আমিও আপনার কাছে কাছেই থাকি।

রাসভ ॥ ছাই থাক।

ভূশণ্ডি ॥ আজ্ঞে—

রাসভ ॥ চুপ কর। তোমার মত ম্যানেজার বেশি দিন থাক্‌লে আমার এই সাধের বদ্ধডোবা থিয়েটারে লালবাতি জ্বল্‌বে দেখ্‌ছি।

ভূশণ্ডি ॥ কি যে বলেন স্যার! বদ্ধডোবা থিয়েটারে আজকাল সমুদ্রের ঢেউ উঠেছে। সেই ঢেউয়ের গর্জনে সব থিয়েটার কাবু।

রাসভ ॥ কি রকম? কি রকম?

ভূশণ্ডি ॥ আমাদের প্রত্যেকটা নাটক পর পর হিট্ হচ্ছে যে—

রাসভ ॥ তোমার জন্যেই ত হচ্ছে, তাই না?

ভূশণ্ডি ॥ কেন লজ্জা দিচ্ছেন স্যার, হচ্ছে আপনার জন্যে। যেমন নাটক, তেমনি ডিরেকশন, তেমনি ঢলাঢলি, তেমনি—

রাসভ ॥ (ক্রুদ্ধ) থাম।

ভূশণ্ডি ॥ আপনি—আপনি চটে গেলেন স্যার?

রাসভ ॥ হ্যাঁ গেছি। (রাগে মঞ্চের চারদিকে ঘুরতে থাকে। ভূশণ্ডি অনুসরণ করে।)

ভূশণ্ডি ॥ স্যার—

রাসভ ॥ ধুত্—

ভূশণ্ডি ॥ স্যার—

রাসভ॥ ধুত্‌—

ভূশণ্ডি॥ স্যার—

রাসভ॥ বল।

ভূশণ্ডি॥ একটা সুসংবাদ-দুঃসংবাদ আছে স্যার।

রাসভ॥ কি বল্‌লে?

ভূশণ্ডি॥ একটা সুসংবাদ-দুঃসংবাদ আছে।

রাসভ॥ একটা সুসংবাদ আর একটা দুঃসংবাদ?

ভূশণ্ডি॥ আজ্ঞে না, সংবাদ একটাই।

রাসভ॥ দেখ ভূশণ্ডি, তুমি কি আমার সংগে ফাজলামি করতে এসেছ?

ভূশণ্ডি॥ ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আপনি আমার মনিব—আমার মা বাপ—আপনার সংগে ফাজলামি করলে জিবটা আমার খ'সে পড়বে না?

রাসভ॥ তাহলে একটা সংবাদ একই সংগে সুসংবাদ আবার দুঃসংবাদ হয় কি করে হে?

ভূশণ্ডি॥ আজ্ঞে হয় স্যার হয়।

রাসভ॥ হয়?

ভূশণ্ডি॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাসভ॥ কি করে?

ভূশণ্ডি॥ শুনুন তাহলে বল্‌ছি। অডিটোরিয়ামে চারখানা নতুন চেয়ার বসাতে হবে, টাকা চাই।

রাসভ॥ তার মানে? নতুন চেয়ার বসাতে হবে কেন?

ভূশণ্ডি॥ আজ্ঞে, কাল রাত্তিরের শো-য়ে তমালী দেবীর ক্যাবারে নাচের সময় চারজন সামনের দর্শক চেয়ার ফাটিয়ে ফেলেছে।

রাসভ ॥ ব্রেভো! ব্রেভো! কি সাকসেসফুল সিন্ বলত ভূশণ্ডি? রোমহর্ষক! উদ্দীপক! উন্মাদক! উত্তেজক!

ভূশণ্ডি ॥ আজ্ঞে এক একখানা চেয়ারের দাম দেড়শো টাকা—

রাসভ ॥ অ্যাঁ! ওরে বাবা! এ যে ছ'শো টাকার ধাক্কা! (চিৎকার) শূওরের বাচ্চা অডিয়েন্সের কি কাণ্ডজ্ঞান নেই?

ভূশণ্ডি ॥ আজ্ঞে রোমহর্ষক! উদ্দীপক! উন্মাদক! উত্তে—

রাসভ ॥ (প্রচণ্ড চিৎকারে) চুপ কর।

ভূশণ্ডি ॥ দেখলেন ত স্যার, একটা সংবাদ কি করে এক সংগে সুসংবাদ আর দুঃসংবাদ হয়।

রাসভ ॥ সবই শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছে! তিনি যা করেন, ভালর জন্যেই করেন।

ভূশণ্ডি ॥ স্যার, আমার মাথায় একটা দারুণ ব্যবসায়ের প্যাঁচ এসে গেছে।

রাসভ ॥ ব্যবসায়ের প্যাচ? তোমার মাথায়? হো হো হো হো—

ভূশণ্ডি ॥ কেন স্যার? কেন কেন? হাসছেন কেন?

রাসভ ॥ দেখ ভূশণ্ডি, যে মাথায় ছাগলনাদি থাকে, সে মাথায় কোন প্যাঁচ আস্‌তে পারে না!

ভূশণ্ডি ॥ কি বলছেন স্যার, আমার মাথায় ছাগলনাদি।

রাসভ ॥ মনুষ্যনাদি বলিনি সেটা তোমার চোদ্দ পুরুষের বাবার ভাগ্যি।

ভূশণ্ডি ॥ হে-হে-হে—তা বটে স্যার, তা বটে।

রাসভ ॥ আচ্ছা, ব্যবসায়ের প্যাঁচটা তোমার মাথায় কি এসেছে শুনি?

ভূশণ্ডি ॥ দারুণ স্যার দারুণ!

রাসভ ॥ ভণিতা ছেড়ে সোজা কথায় বল।

ভূশণ্ডি ॥ কিছু দিন আগে "দুর্গন্ধ হাট" পত্রিকায় একটা সংবাদ বেরিয়েছিল দেখেন নি ?

রাসভ ॥ কি সংবাদ ?

ভূশণ্ডি ॥ নীলাম্বর থিয়েটার কোম্পানীর একখানা নাটক দেখতে দেখতে একজন দর্শক ফিট হয়ে যায় !

রাসভ ॥ ফিট হল কেন ?

ভূশণ্ডি ॥ ঐ নাটকে একটা সাংঘাতিক হার্ট অপারেশনের দৃশ্য আছে। সেটা দেখেই ফিট হয়।

রাসভ ॥ হার্ট অপারেশনের দৃশ্য দেখে ফিট্ হবার কি হল ?

ভূশণ্ডি ॥ আজ্ঞে, আসলে কি আর ফিট্ হয়েছে। ঐ দর্শক নীলাম্বর থিয়েটার কোম্পানীরই লোক। ফিট হওয়ার ভান করেছে। আর "দুর্গন্ধ হাট" পত্রিকার সাংবাদিক বেশ বড় ক'রে ছেপে দিয়েছে খবরটা। নাটকখানার কি জোর পাব্লিসিটি হল বলুন ত !

রাসভ ॥ "দুর্গন্ধ হাট"-এর সাংবাদিক খবরটা বড় করে ছাপলো কেন ?

ভূশণ্ডি ॥ এটা ত সোজা কথা স্যার—চাঁদির জুতো—

রাসভ ॥ ও হো হো হো—যা বলেছ। কিন্তু এতে তোমার ব্যবসায়ের প্যাঁচটা কি হল ?

ভূশণ্ডি ॥ "দুর্গন্ধ হাট"-এর ঐ সাংবাদিককে ডেকে আমাদের চেয়ার ফাটানোর ব্যাপারটা বেশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ছেপে দিতে বলুন না।

রাসভ ॥ বুদ্ধিটা ত মন্দ বাতলাও নি হে ভূশণ্ডি! তা এর জন্যে গাঁটগচ্চা কত দিতে হবে?

ভূশণ্ডি ॥ ঐ সাংবাদিককে হাজার খানেক দিলেই হয়ে যাবে স্যার।

রাসভ ॥ বেটা যেন রাঘব বোয়াল! ঠিক আছে, তুমি সব ব্যবস্থা করে ফেল।

ভূশণ্ডি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, আজই আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলব।

রাসভ ॥ হ্যাঁ, ভাল কথা, আমার নতুন বইয়ের নায়ক লবঙ্গকুমার এসেছে?

ভূশণ্ডি ॥ হ্যাঁ স্যার, ঠিক পাঁচটার সময় এসে রিহার্সাল রুমে বসে আছে।

রাসভ ॥ আর নায়িকা তমালী দেবী?

ভূশণ্ডি ॥ এখনো আসেন নি।

রাসভ ॥ এখনো আসেন নি মানে? পাঁচটা ত কখন্ বেজে গেছে। বলি, এটা কি চাকরির জায়গা না মামার বাড়ি?

ভূশণ্ডি ॥ আজ্ঞে তমালী দেবী কোনদিনই পাংচুয়ালি আসেন না।

রাসভ ॥ (শব্দ বিকৃত ক'রে) পাংচুয়ালি আসেন না। (ক্রুদ্ধ হয়ে) তুমি,, বদ্ধডোবা থিয়েটারের ম্যানেজার না ঝাড়ুদার? তুমি এর জন্য স্টেপ নাও না কেন?

ভূশণ্ডি ॥ আমি অনেকবার বলেছি স্যার।

রাসভ ॥ তমালী কি বলে?

ভূশণ্ডি ॥ উনি আমাকে ধম্‌কে দেন। বলেন, (মেয়েলী ভঙ্গীতে) থিয়েটারের মালিক রাসভ তরফদার আমাকে কিছু বলেন না আর তুমি বলার কে হে?

রাসভ ॥ ঠিকই ত। মানে—না। এ সব চল্‌বে না—চল্‌বে না।

ভূশণ্ডি ॥ তমালী দেবীকে আপনি কড়া করে কিছু বলুন স্যার।

রাসভ ॥ বল্‌ব, নিশ্চয় বল্‌ব।

ভূশণ্ডি ॥ (স্বগতঃ) যা বলবেন তা জানা আছে।

রাসভ ॥ ইন্‌ডিসিপ্লিন আমি কিছুতেই সহ্য করব না।

ভূশণ্ডি ॥ (স্বগতঃ) তমালীর বেলায় সব লম্ফ ঝম্ফ ঠাণ্ডা।

রাসভ ॥ প্রত্যেক আর্টিস্টকে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় রিহার্স'লে আসতে হবে।

ভূশণ্ডি ॥ (স্বগতঃ) শুধু তমালী বাদে।

রাসভ ॥ ভূশণ্ডি, কিছু বল্‌ছ ?

ভূশণ্ডি ॥ বলছিলুম কি স্যার, কথা না শুন্‌লে তমালী দেবীকে জবাব দিয়ে দিন—

রাসভ ॥ (ক্রুদ্ধ) অ্যাঁ! কি বললে ? তমালীকে জবাব দেব ?

ভূশণ্ডি ॥ না—মানে—

রাসভ ॥ তোমার মতলব কি হে ভূশণ্ডি ? তুমি কি বন্ধডোবা থিয়েটারকে ডোবাতে চাও ?

ভূশণ্ডি ॥ ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কি যে বলেন স্যার !

রাসভ ॥ তবে তমালীকে জবাব দিতে বলছ যে ? মেয়েটার কি ফিগার ! তা ছাড়া, ওকে আমি মঞ্চের ওপর যা করতে বলব, ও তাই করবে। ওর কোন রকম লজ্জা বা সংকোচ নেই।

ভূশণ্ডি ॥ ঘেন্না পিত্তি বলেও কিছু নেই।

রাসভ ॥ ইয়েস্‌, এ ট্রু আর্টিস্ট ! হ্যাঁ, ভাল কথা। কোন্‌ এক ম্যাগাজিনে আমাকে না কি খুব গালাগাল দিয়েছে ?

ভূশণ্ডি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

রাসভ ॥ কি লিখেছে হে ?

ভূশণ্ডি ॥ আজ্ঞে যাচ্ছে তাই।

রাসভ ॥ আরে বল না শুনি। এই শর্মা রাসভ তরফদার শুধু থিয়েটারের মালিক নয়, সে নাট্যকার এবং নির্দেশকও বটে—একজন শিল্পী। গালাগালি ত শিল্পীর অঙ্গের ভূষণ। বল—বল—ম্যাগাজিনে কি লিখেছে।

ভূশণ্ডি ॥ লিখেছে, মঞ্চের ওপর বস্ত্রবিপ্লব ঘটিয়ে রাসভ তরফদার পবিত্র মঞ্চকে ডাস্টবিনে পরিণত করেছে।

রাসভ ॥ (নেচে ওঠে) হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে! হিপ্ হিপ্ হুর্ রে!

ভূশণ্ডি ॥ সে কি স্যার! গালাগাল খেয়ে আপনার আনন্দ হল?

রাসভ ॥ ভূশণ্ডি, তুমি একটা গাধা।

ভূশণ্ডি ॥ ইয়েস স্যার।

রাসভ ॥ একটা শূওর।

ভূশণ্ডি ॥ ভেরী গুড্ স্যার।

রাসভ ॥ একটা উল্লুক।

ভূশণ্ডি ॥ মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্যার।

রাসভ ॥ তাই মাথা সাফ করার জন্য আমার সংগে তোমাকে নাচ্‌তে হবে।

ভূশণ্ডি ॥ সে কি স্যার! নাচ্‌ব কি স্যার!

রাসভ ॥ আলবৎ নাচ্‌বে। আমি থিয়েটারের মালিক হয়ে যদি নাচতে পারি, তবে তুমি থিয়েটারের ম্যানেজার হয়ে নাচ্‌তে পারবে না? নাও, নাচো।

[আবোল তাবোল সুরে গান ধরে আর নাচে: ট্রা—লা লা লা, ট্রা—লা লা লা, ট্রালা লা লা, ট্রাল্ লা লা লা—

ভূশণ্ডিও রাসভকে অনুকরণ করে ও নাচে। নাচ শেষ হয়]

ভূশণ্ডি॥ (হাঁপাতে হাঁপাতে) কিন্তু স্যার, গালাগাল খেয়ে আপনার ফুর্তির কারণটা আমি এখনো বুঝলাম না।

রাসভ॥ ভূশণ্ডি, তুমি একটা আস্ত ছাগল।

ভূশণ্ডি॥ কেন স্যার ?

রাসভ॥ ঐ ম্যাগাজিনটা আমাকে মোটেই গালাগাল দেয় নি, বরং প্রশংসা করেছে।

ভূশণ্ডি॥ সে কি স্যার !

রাসভ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। লেখক ত বলেছে যে আমি মঞ্চের ওপর বস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়েছি। বলে নি ?

ভূশণ্ডি॥ তাতে কি হল ?

রাসভ॥ আরে মূর্খ, পৃথিবীতে বিপ্লব ঘটিয়েছে এ রকম মহাপুরুষ মাত্র কয়েকজন আছে। যেমন—রাশিয়ার লেনিন, চীনের মাও-সে-তুঙ, ভিয়েতনামের হো চি মিন আর কিউবার ক্যাস্ট্রো।

ভূশণ্ডি॥ সে সব ত স্যার অন্য ধরণের বিপ্লব।

রাসভ॥ আরে থাম অর্বাচীন। বিপ্লবের আবার ধরণ-ধারণ কি হে ? বিপ্লব ইজ বিপ্লব। ওরাও বিপ্লব করেছে, আমিও বিপ্লব করেছি। অতএব লেনিন, মাও-সে-তুঙ, হো চি মিন ইকোয়াল টু রাসভ তরফদার।

ভূশণ্ডি॥ (স্বগতঃ) শালা একেবারে অ্যাল্‌জেব্রা ক'ষে দিল।

রাসভ॥ কি হে, যুক্তিটা ধরতে পারলে না ?

ভূশণ্ডি॥ (ইতস্তত করে) হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ স্যার—এ—এবার ধরতে

পেরেছি। অদ্ভুত! অপূর্ব! সমালোচনার আসল অর্থটা এতক্ষণে আমার মাথায় ঢুকলো!

রাসভ॥ দেখলে ত, নাচার ফলে তোমার মগজ সাফ হয়েছে।

ভূশণ্ডি॥ আচ্ছা স্যার, একটা কথা জিগ্যেস কর্‌ব?

রাসভ॥ বেশ ত, কর না।

ভূশণ্ডি॥ রাগ করবেন না ত স্যার?

রাসভ॥ কেন হে, রাগ করার মত কথা বলবে না কি?

ভূশণ্ডি॥ মানে—কথাটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্পর্কে।

রাসভ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে, রাগ করব না, বল।

ভূশণ্ডি॥ আপনি ভূষির কারবার করতে করতে নাটক লেখা, নাটকের ডাইরেকশান দেওয়া—এ সব শিখলেন কি করে স্যার?

রাসভ॥ আরে, ওটা আমার বংশ পরম্পরায় এসেছে—মানে ইন্‌বরন্।

ভূশণ্ডি॥ সেটার মানে কি স্যার?

রাসভ॥ আরে আমার ঠাকুদ্দার বাবা যাত্রার পালা লিখত আর যাত্রা দলে অ্যাক্টো কর্‌ত।

ভূশণ্ডি॥ ও—

রাসভ॥ আমার ঠাকুদ্দা ছিল যাত্রা দলের অধিকারী।

ভূশণ্ডি॥ আয়ি বাপ!

রাসভ॥ আর আমার বাবা থিয়েটারের পোষাক বিক্রী কর্‌ত।

ভূশণ্ডি॥ আপনি ত তাহলে একটা ট্রিপ্‌ল্ জাম্প দিয়েছেন স্যার—একাধারে থিয়েটারের মালিক, নাট্যকার আর নির্দেশক।

রাসভ॥ সেই প্রতিভা আছে বলেই ত আমি মঞ্চের ওপর বিপ্লব ঘটিয়েছি।

ভূশণ্ডি॥ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রাসভ ॥ হ্যাঁ, আমার আগামী নাটকে, জানলে ভূশণ্ডি, আমি আর একটা নতুন বিপ্লব ঘটাবো।

ভূশণ্ডি ॥ আবার বিপ্লব ঘটাবেন?

রাসভ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ।

ভূশণ্ডি ॥ সেটা কি রকম হবে স্যার?

রাসভ ॥ দেখ ভূশণ্ডি, শুধু ক্যাবারে নাচ দেখিয়ে আর বেশিদিন লোক ভোলানো যাবে না। ছিঁচকে শৌখিন দলগুলো পর্যন্ত তাদের নাটকে আজকাল ক্যাবারে নাচ জুড়ে দিচ্ছে।

ভূশণ্ডি ॥ একেইত বলে মহাজনের পথ।

রাসভ ॥ সেটা অবশ্য ঠিক! তবে আর কিছু দিন পরে শুধু ক্যাবারে নাচ দেখার জন্য লোকে আর টিকিট কাটবে না। সুতরাং এবার আমি অনেক—অনেক দূর এগোব।

ভূশণ্ডি ॥ কত দূর স্যার?

রাসভ ॥ মানে—মানে—এবার আমি মঞ্চের ওপর—মানে—নর-নারীর সেই আদিম ব্যাপারটা দেখিয়ে দেব।

ভূশণ্ডি ॥ কি বলছেন স্যার, বুঝতে পারছি না।

রাসভ ॥ বুঝছো না?

ভূশণ্ডি ॥ আজ্ঞে না।

রাসভ ॥ আরে সেই আদিম ব্যাপারটা।

ভূশণ্ডি ॥ আমার মাথায় ঢুকছে না স্যার।

রাসভ ॥ তোমার মাথায় কি বাঁদরের বিষ্ঠা আছে ভূশণ্ডি? শোন এ দিকে—(ভূশণ্ডির কানে কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে কিছু বলে। ভূশণ্ডি ফুলে ফুলে হাসতে থাকে।)

ভূশণ্ডি॥ হা হা হা হা হা—সত্যি স্যার? ওটা আপনি মঞ্চের ওপর

একেবারে দেখিয়ে দেবেন ?

রাসভ ॥ নিশ্চয়। বিপ্লব কি শুধু মুখে হয় ?

ভূশণ্ডি ॥ কিন্তু তমালী দেবী যদি রাজি না হন্‌ ?

রাসভ ॥ ওর বাবা রাজি হবে।

ভূশণ্ডি ॥ ওর বাবা রাজি হলে ত লোক পালাবে স্যার।

রাসভ ॥ চাঁদির জুতি মারলে কি না হয়। তমালীকে আমি আরো দু'হাজার টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব।

ভূশণ্ডি ॥ কিন্তু স্যার, যদি আমাদের পুলিশে ধরে ?

রাসভ ॥ কেন ? আমরা কি মন্ত্রীদের গালাগাল দিচ্ছি যে পুলিশে ধরবে ?

ভূশণ্ডি ॥ প্রগতিবাদী ছোকরাগুলো যে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে দারুণ সোরগোল তুল্‌ছে।

রাসভ ॥ আরে, ওগুলো সব ভ্যাগাবণ্ডের দল, বেকার। কাজ কর্ম নেই তাই একটা মিথ্যে জিনিষ নিয়ে চেঁচামেচি শুরু করেছে।

ভূশণ্ডি ॥ ওরা বল্‌ছে, আপনার নাটক নাকি অপসংস্কৃতিতে ঠাসা।

রাসভ ॥ তাই নাকি ?

ভূশণ্ডি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাসভ ॥ যত মূর্খের দল! ঠিক আছে। একটা কাজ করত ভূশণ্ডি। সব বড় বড় কাগজে এই মর্মে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও যে আমার নাটকে অপসংস্কৃতি রয়েছে এটা যে প্রমাণ ক'রতে পারবে, তাকে আমি বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেব।

ভূশণ্ডি ॥ সে কি স্যার! যদি কেউ প্রমাণ ক'রে দেয় ?

রাসভ ॥ কি ক'রে প্রমাণ করবে ?

ভূশণ্ডি॥ আপনার নাটকে কি ভাবে অপসংস্কৃতি রয়েছে, সেটা আপনাকে বুঝিয়ে দেবে।

রাসভ॥ আমি না বুঝ্‌লে আমাকে বোঝাবে কোন্‌ শালা। ওসব তোমার মাথায় ঢুক্‌বে না ভূশণ্ডি।

ভূশণ্ডি॥ তা যা বলেছেন স্যার। আচ্ছা স্যার, আপনি আপনার আগামী নাটকে যে দৃশ্যটা দেখাবেন বললেন, সেটা কি বেআইনী হবে না?

রাসভ॥ না ভূশণ্ডি, না, তোমাকে এবার পেনশন নিতেই হবে।

ভূশণ্ডি॥ কেন? কেন? আমি কি দোষ করেছি স্যার?

রাসভ॥ আরে তোমার মাথায় যে ষাড়ের গু। আমি যে দৃশ্যটা দেখাব, সেটা ত একটা আর্টিস্টিক ব্যাপার, সেটা বেআইনী হবে কেন?

ভূশণ্ডি॥ না হলেই মঙ্গল স্যার।

রাসভ॥ আমার আগামী নাটকে, বুঝ্‌লে ভূশণ্ডি, আমি একটা আধুনিক গান ঢুকিয়ে দিয়েছি।

ভূশণ্ডি॥ অ্যাঁ! আধুনিক গান!

রাসভ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, আধুনিক গান। আর গানটা কে লিখেছে জান?

ভূশণ্ডি॥ কে স্যার?

রাসভ॥ আমি।

ভূশণ্ডি॥ আর সুর দিয়েছে কে?

রাসভ॥ সুরের আইডিয়াটা আমাদের মিউজিক ডিরেকটরকে আমিই দিয়েছি। আরে আমি যদি হারমোনিয়ম বাজাতে আর গান গাইতে জানতুম, তবে মিউজিক ডিরেকটর ত আমিই হয়ে যেতুম।

ভূশণ্ডি ॥ তা আর বল্‌তে স্যার! ওসব না জেনেও ত আপনি গান লিখেছেন, গানে সুর দিয়েছেন।

রাসভ ॥ আরে বহুমুখী প্রতিভা একেই বলে।

ভূশণ্ডি ॥ তা গানটা কেমন হয়েছে স্যার?

রাসভ ॥ শুন্‌বে? গানের কথাগুলো শুনবে?

ভূশণ্ডি ॥ শোনার বড় ইচ্ছে। আচ্ছা, গানের সিচুয়েশনটা কি রকম স্যার?

রাসভ ॥ সিচুয়েশন? সিচুয়েশনটা অপূর্ব! সিম্প্‌লি অপূর্ব! নায়িকা নায়ককে বেশ মিষ্টি ক'রে জিগ্যেস কর্‌ছে, তুমি কি হতে চাও বলত? নায়ক তখন গান গেয়ে বল্‌ছে সে কি হতে চায়। গানের ভাষাটা শোন: (আবৃত্তি করে)

আমি তোমার পায়ের নিচে
চটি হতে চাই,
বড় বড় বাসনা মোর নাই।
তোমার যখন দাঁতের ব্যথা ঝিন্‌ ঝিন্‌
আমি হব তোমার কোডোপাইরিন্‌

ভূশণ্ডি ॥ আহা হাহা—মারভেলাস!

রাসভ ॥ (আবৃত্তি করে)

যে উনুনে রাঁধ্‌বে তুমি
আমি হব তার ছাই।

ভূশণ্ডি ॥ এ গান একেবারে সুপার-হিট্‌ হয়ে যাবে স্যার। এ গান শুনে পাড়া সুদ্ধ্‌ লকা পায়রাগুলো টুইষ্ট্‌ নাচবে।

রাসভ ॥ (ঘড়ি দেখে) ইস্‌! সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। বড্ড দেরি হয়ে গেল। তমালীকে একটা ফোন করত ভূশণ্ডি।

ভূশণ্ডি ॥ ইয়েস স্যার। (শূন্যে ডায়াল করার ভঙ্গী করে) হ্যালো, আমি বদ্ধডোবা থিয়েটার থেকে বল্‌ছি। তমালী দেবীকে একটু দিন না। তমালী দেবী বাড়ি নেই? এখানে যে পাঁচটা থেকে তাঁর রিহার্সাল! কোথায় গেছে? সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের মিটিংয়ে? কিসের মিটিং? অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে?

রাসভ ॥ তমালী কি আজকাল পলিটিস করছে নাকি? ফোনটা দাওত। (ফোন দেয়) হ্যালো, ঐ মিটিংয়ে তমালী দেবী গেছেন কেন? আপনি কিছু জানেন না? ও। তমালী দেবী আজ রিহার্সালে আসবেন না বলে গেছেন? ঠিক আছে। আচ্ছা ছাড়ছি। (শূন্যে ফোন রাখার ভঙ্গী করে) ভূশণ্ডি, ব্যাপারটাত ঠিক বুঝতে পারছি না! একটু গোলমেলে মনে হচ্ছে যে!

ভূশণ্ডি ॥ দেশের বেকার ছোকরাগুলো এবার অপসংস্কৃতির পেছনে লেগেছে স্যার।

রাসভ ॥ যা বলেছ।

ভূশণ্ডী ॥ আচ্ছা স্যার, অপসংস্কৃতির ঠিক মানেটা কি?

রাসভ ॥ অপসংস্কৃতির মানে?

ভূশণ্ডি ॥ হ্যাঁ স্যার।

রাসভ ॥ অপসংস্কৃতির মানে—অপসংস্কৃতির মানে হল—এই—এই —অপসংস্কৃতির মানে?

ভূশণ্ডি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

রাসভ ॥ অপসংস্কৃতির ঠিক মানে হল—ঠিক মানে হল—ঐ যুবক যুবতীদের মধ্যে প্রেম ভালবাসাবাসি।

ভূশণ্ডি ॥ তাহলেত আমাদের রাধাকেষ্ট সব চেয়ে বেশি অপসংস্কৃতি করেছে স্যার।

রাসভ ॥ হো হো হো হো—অপূর্ব বলেছ ভূশণ্ডি, অপূর্ব ! কে বলে তোমার মাথায় ভাল্লুকের নাদি আছে ? আমি আমার কথা উইথড্র করে নিলাম ; তোমার মাথায়—তোমার মাথায় তাহলে কি আছে বলত ?

ভূশণ্ডি ॥ কি আছে স্যার ?

রাসভ ॥ বল কি আছে।

ভূশণ্ডি ॥ কি আছে ? কি আছে ?

রাসভ ॥ বল, বল।

ভূশণ্ডি ॥ বোধ হয় মনুষ্য-নাদি আছে স্যার।

রাসভ ॥ যা বলেছ—হা হা হা হা হা—

ভূশণ্ডি ॥ কিন্তু স্যার—

রাসভ ॥ বল।

ভূশণ্ডি ॥ অপসংস্কৃতি সম্বন্ধে আর একটু কথা আছে যে স্যার।

রাসভ ॥ আবার কি কথা ?

ভূশণ্ডি ॥ বাইরে ঐ সব দৃশ্যে আজকাল গণ্ডগোল হচ্ছে।

রাসভ ॥ বাইরে মানে ?

ভূশণ্ডি ॥ মানে, অনেক যাত্রাপার্টি'তে আজকাল তাদের পালায় ক্যাবারে নাচ দেখাচ্ছে—এক জায়গায় কয়েকজন দর্শক মঞ্চে উঠে মেয়েটাকে ধরতে গিয়েছিল।

রাসভ ॥ তাই নাকি ?

ভূশণ্ডি ॥ হ্যাঁ স্যার। আমাদের মঞ্চেও যদি দর্শক উঠে আসে ?

রাসভ ॥ তুমি খেপেছ ভূশণ্ডি ? গ্রামের লোকগুলো বর্বর, শহরের লোকেরা সংস্কৃতিবান। তারা বড় জোড় চেয়ার ফাটাবে, কিন্তু কখনও মঞ্চে উঠে আসবে না।

ভূশণ্ডি ॥ কি জানি স্যার ! আগামী নাটকে আপনি আবার যে সব কাণ্ড-মাণ্ড করতে যাচ্ছেন, আমার ত ভয় করছে !

রাসভ ॥ দেখ ভূশণ্ডি, বিপ্লব করতে গেলে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়। আরে, আমি আছি, তোমার ভয় কি !

ভূশণ্ডি ॥ আপনি ভরসা দিলে আমি আর কাউকে ভয় করি না স্যার।

রাসভ ॥ এক কাজ কর। বেশ বড় সাইজের একখানা রামকৃষ্ণদেবের অয়েল-পেন্টিংয়ের অর্ডার দাও।

ভূশণ্ডি ॥ বেশ, এখনি ব্যবস্থা করছি। (প্রস্থানোদ্যত, কিন্তু ফিরে আসে।) কিন্তু, রামকৃষ্ণদেবের অয়েল-পেন্টিং কি হবে স্যার ?

রাসভ ॥ তুমি বড্ড লেটে বোঝ ভূশণ্ডি ! মঞ্চে ঢুকবার মুখে রামকৃষ্ণ-দেবের যে ছবিখানা আমাদের রয়েছে, সেটা বড্ড ছোট আর সেটা খারাপও হয়ে গেছে। ওখানে একখানা নতুন বড় ছবি টাঙাবার ব্যবস্থা করো ! তাহলে দেখবে—(দু'হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকায়) ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব আমাদের থিয়েটারকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

ভূশণ্ডি ॥ জয় বাবা ভগবান রামকৃষ্ণদেবের জয়—

[টেলিগ্রাম পিওনের প্রবেশ]

টে-পিওন ॥ টেলিগ্রাম—টেলিগ্রাম আছে স্যার।

ভূশণ্ডি ॥ দাও—দাও—

টে-পিওন ॥ পাঁচ টাকা বকশিস্ দেবেনত স্যার ?

ভূশণ্ডি ॥ ভালো খবর হলে নিশ্চয় দেব।

টে-পিওন ॥ দারুণ খবর স্যার, এই নিন—

[ভূশণ্ডি সই করে টেলিগ্রাম নেবার অভিনয় করে।]

ভূশণ্ডি ॥ (চোখের সামনে টেলিগ্রাম মেলে ধ'রে পড়ে) স্যার, পিওনকে পাঁচটা টাকা দিয়ে দিন—

রাসভ ॥ হ্যাঁ স্যার, দিয়ে দিন টাকাটা —

[টাকা দেওয়া নেওয়ার অভিনয় হয়।]

ভূশণ্ডি ॥ (টেলিগ্রামখানা চোখের সামনে মেলে ধ'রে সারা মঞ্চ ঘুরতে থাকে। রাসভ তার পিছনে পিছনে যায়) আম্মি বাপ্! উত্তেজক! উন্মাদক! বিস্ফোরক!

রাসভ ॥ শিগগির বল—

ভূশণ্ডি ॥ আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না স্যার!

রাসভ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারব, বল।

ভূশণ্ডি ॥ শুনুন তাহলে বল্‌ছি। নিখিল ভারত ন[illegible] অ[illegible] সমিতি থেকে আপনাকে টেলিগ্রাম করেছে।

রাসভ ॥ কি লিখেছে?

ভূশণ্ডি ॥ লিখেছেঃ আপনি আমাদের দেশের মঞ্চে যে বস্ত্র বিপ্লব ঘটাইয়াছেন, তাহার জন্য আমরা আপনাকে শাপলা-বিভূষণ পদবীতে ভূষিত করিলাম।

রাসভ ॥ অ্যাঁ! আমি শ্যাওলা-বিভীষণ!

ভূশণ্ডি ॥ না, না স্যার, শ্যাওলা-বিভীষণ নয়, আপনি শাপলা-বিভূষণ।

রাসভ ॥ ও, আমি শাপ্‌লা-বিভূষণ?

ভূশণ্ডি ॥ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ।

রাসভ ॥ সত্যি বল্‌ছ?

ভূশণ্ডি ॥ এই যে টেলিগ্রাম।

রাসভ ॥ আমার যে চিৎকার করে গান গাইতে ইচ্ছে কর্‌ছে। দূর

ছাই, গান যে জানি না। নাচো, নাচো, আমার সংগে নাচো।

[আবোল তাবোল সুরে "ট্রালালা, ট্রালালা" বলে ও নাচে। ভূশণ্ডিও যোগ দেয়।]

রাসভ॥ বাব্বাঃ, হাঁপিয়ে গেছি।

ভূশণ্ডি॥ আমিও স্যার।

[দু'জন সংবাদিকের প্রবেশ।]

১ম সাং॥ নমস্কার, আমি "দুর্গন্ধ হাট" পত্রিকা থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি।

২য় সাং॥ নমস্কার, আমি এসেছি "বাপান্তর" পত্রিকা থেকে, ঐ একই উদ্দেশ্যে।

রাসভ॥ আপনারা সংবাদ পেলেন কি ক'রে?

১ম সাং॥ একটু আগে টেলিপ্রিণ্টারে আমাদের অফিসে সংবাদটা এসেছে।

রাসভ॥ তাই নাকি?

১ম সাং॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

২য় সাং॥ রেডিওয় বিশেষ ঘোষণায়ও একটু আগে সংবাদটা জানিয়েছে।

রাসভ॥ দেখেছ ভূশণ্ডি, সংবাদটাকে ওরা কতটা ইম্‌পরট্যান্‌স্‌ দিয়েছে!

ভূশণ্ডি॥ দেবে না মানে? অ্যাটম ফাটানোর চেয়েও এই খবরটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনি স্যার মঞ্চে হাইড্রোজেন ফাটিয়েছেন।

১ম সাং॥ নাট্যকারের পাশে থেকে তাঁর ম্যানেজারও কেমন উইটি হয়ে উঠেছে দেখেছেন?

২য় সাং ॥ রিয়েলি, আপনি ভারি সুন্দর কথা বলেছেন !

১ম সাং ॥ আচ্ছা রাসভবাবু, এই যে মঞ্চে আপনি বস্ত্র বিপ্লব ঘটালেন, এর আইডিয়াটা আপনার মাথায় ফার্স্ট এল কি করে?

রাসভ ॥ খুব ভাল প্রশ্ন করেছেন আপনি। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার মশাই—আন্‌বিলিভেব্‌ল্‌ ! এই আইডিয়াটা আমার মাথায় এসেছে একটা স্বপ্নের মাধ্যমে।

১ম সাং ॥ স্বপ্নের মাধ্যমে ?

রাসভ ॥ হ্যাঁ।

২য় সাং ॥ ঠিক, ঠিক। এ রকম ঘটনা আরো ঘটেছে। বিখ্যাত কবিতা "কুবলা খাঁ"র বিষয়-বস্তু কবি কোলরীজ স্বপ্নের মাধ্যমেই পেয়েছিলেন।

১ম সাং ॥ আপনার স্বপ্নটা কি রকম ছিল রাসভবাবু ?

রাসভ ॥ ভেরী ইনটারেস্টিং। স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে আমি একদিন স্বর্গের নৃত্য গীতের আসরে চলে গেলাম।

২য় সাং ॥ তাই নাকি ! (দু'জন সাংবাদিকই নোটবই বের ক'রে লিখতে সুরু করে দেয়।)

রাসভ ॥ হ্যাঁ।

১ম সাং ॥ বলুন, বলুন, তারপর কি হল।

রাসভ ॥ দেবতারা আমাকে দারুণ সম্বর্ধনা জানাল। আমি তাদের সংগে বসলাম। কত অপূর্ব গান শুনলাম ! কত অপূর্ব নাচ দেখলাম ! আর সব শেষে এল উর্বশী।

১মসাং
২য়সাং } অ্যাঁ ! উর্বশী !

রাসভ ॥ একৃজ্যাকৃট্‌লি! কি তার রূপ! কি তার দেহের গড়ন!
আর সে ছিল সম্পূর্ণ নিরাবরণ!

১ম সাং
২য় সাং } অ্যাঁ! সম্পূর্ণ নিরাবরণ!

রাসভ ॥ ঠিক তাই। আমার শরীর তখন কাঁপছিল।

১ম সাং ॥ আপনি কি লাকী মশাই!

২য় সাং ॥ রিয়েলি, এ সৌভাগ্যের তুলনা নেই!

রাসভ ॥ তারপর সুরু হল অনবদ্য এক সংগীতের তালে তালে উর্বশীর ততোধিক অনবদ্য এক নাচ। সে নাচের বর্ণনা দেবার ভাষা আমার নেই। দেবতারা আনন্দে লুটোপুটি খেতে লাগল, তাদের সংগে আমিও।

২য় সাং ॥ কিছু মনে করবেন না রাসভবাবু, আমার একটা প্রশ্ন আছে।

রাসভ ॥ বলুন।

২য় সাং ॥ স্বর্গে আপনি ত উর্বশীকে দেখেছেন সম্পূর্ণ নিরাবরণ। তাহলে এখানে তমালী দেবীর দেহে আপনি দু'ফালি ন্যাকড়া জড়িয়ে দিলেন কেন?

১ম সাং ॥ ভেরী ফাইন কোশ্চেন, রিয়েলি!

রাসভ ॥ দেখুন, মর্তলোকে আজকাল বড্ড ভেজাল চল্‌ছে কি না, তাই তমালীর দেহে দু'ফালি ন্যাকড়া জড়িয়ে আমি কিছুটা ভেজাল ঢোকাতে বাধ্য হয়েছি।

২য় সাং ॥ ঐ ভেজালটুকু সরিয়ে ফেললে হয় না?

১ম সাং ॥ আমারও ঐ একই প্রস্তাব।

রাসভ ॥ আমাকে যদি আপনারা সাপোর্ট করেন, তবে আমি আমার আগামী নাটকেই ঐ ভেজালটুকু সরিয়ে দেব।

২য় সাং ॥ কিচ্ছু ভাববেন না রাসভ বাবু, এ ব্যাপারে আমরা আপনাকে হোল—হার্টেড্‌লি সাপোর্ট কর্‌ব।

১ম সাং ॥ আমরা হলাম বিশুদ্ধ আর্টের পূজারী। ভাল জিনিষের জন্যে আমরা চিরকালই ফাইট ক'রে থাকি।

রাসভ ॥ আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ।

[বাইরে হঠাৎ শ্লোগান শোনা যায়ঃ অপসংস্কৃতি মুর্দাবাদ—মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ। গণসংস্কৃতি জিন্দাবাদ—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।]

১ম সাং ॥ কি ব্যাপার? লোকগুলো যে এই ঘরের দিকেই আস্‌ছে!

২য় সাং ॥ তাইত! আমরা এবার সরে পড়ি চলুন।

১ম সাং ॥ তাই চলুন। আচ্ছা রাসভ বাবু, নমস্কার।

২য় সাং ॥ নমস্কার—

রাসভ ॥ নমস্কার, নমস্কার।

[উভয় সাংবাদিকের প্রস্থান। শ্লোগান জোর হয়।]

রাসভ ॥ ভূশণ্ডি, লোকগুলো যে আমাদের অফিস-ঘরের দিকেই আস্‌ছে!

ভূশণ্ডি ॥ কেটে পড়ি চলুন।

রাসভ ॥ তুমিত আচ্ছা গবেট হে, আমার জায়গা থেকে আমিই কেটে পড়ব?

ভূশণ্ডি ॥ য পলায়তি স জীবতি।

রাসভ ॥ থাম। (স্লোগান দিতে দিতে তিন ব্যক্তির প্রবেশ।)

১ম ॥ অপসংস্কৃতি মুর্দাবাদ—

২য়-৩য় ॥ মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ।

১ম ॥ গণ সংস্কৃতি জিন্দাবাদ—

২য়-৩য় ॥ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।

রাসভ ॥ বলি, এটা কি ময়দান পেয়েছেন ?

১ম ॥ ছিঃ ছিঃ কি যে বলেন! ময়দানে মুক্ত বাতাস থাকে। এটা ত একটা ডস্টাবিন।

ভূশণ্ডি ॥ সেই ডাস্টবিনে এসেছেন কেন ?

২য় ॥ এসেছি ময়লা সরাতে।

ভূশণ্ডি ॥ আপনারা মেথর না কি!

৩য় ॥ মেথরেরা আজকাল ময়লা সরায় না।

২য় ॥ তাই ময়লা সরাবার দায়িত্বটা আমরাই নিয়েছি।

ভূশণ্ডি ॥ আর কোন কাজ পান নি বুঝি ?

১ম ॥ জঞ্জাল সরিয়ে পৃথিবীটাকে বাসযোগ্য করার চেয়ে বড় কাজ আর কি আছে ?

ভূশণ্ডি ॥ জঞ্জাল ত রাস্তায়, সেখানে যান্ না।

১ম ॥ আমরা ঠিক জায়গাতেই এসেছি। রাস্তার জঞ্জালের চেয়েও জঘন্য জঞ্জাল আপনারা এখানে জড় করেছেন। শুনুন রাসভবাবু, আজ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের বিশাল মিটিংয়ে একটি অপসংস্কৃতি-বিরোধী সমিতি তৈরি হয়েছে।

রাসভ ॥ তাতে আমার বাবার কি ?

১ম ॥ আপনার বাবার কিছু নেই, তবে আপনার আছে। তাই কথাটা আপনাকে বল্‌তে এসেছি। ঐ সভায় ঠিক হয়েছে

আপনার কুৎসিৎ নাটক বন্ধ করে দেবার জন্যে আমরা গণ আন্দোলন সুরু করব।

রাসভ॥ জোর ক'রে বন্ধ করবেন ?

২য়॥ না, সেটা আপনারা ক'রে থাকেন। জোর করে বন্ধ করব না বলেইত গণ আন্দোলনের কথা বলা হল।

রাসভ॥ শিল্পের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন বেআইনী।

৩য়॥ ও! মঞ্চে নগ্ন নাচ দেখানোটা শিল্প ?

ভূশণ্ডি॥ আলবৎ শিল্প। সব সভ্য দেশে আজকাল এটার কদর।

১ম॥ আপনার চামচেটাকে থাম্‌তে বলুন রাসভ বাবু।

২য়-৩য়॥ হো-হো-হো-হো—

ভুশণ্ডি॥ (ভেংচি কেটে) হা-হা-হা-হা-হা—আমি চামচে হলে আপনারা ত কমিউনিস্টদের হাতাখুন্তি।

১ম॥ যাক্, উন্মাদের প্রলাপ শোনার অবসর আমাদের নেই। আপনার সংগে আমার একটা শেষ কথা আছে রাসভ বাবু।

রাসভ॥ বলুন।

১ম॥ তমালী দেবী আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছেন।

রাসভ॥ তমালী দেবীর চিঠি আপনার হাত দিয়ে কেন ?

১ম॥ তার কারণ আছে। আপনার অশ্লীল নাটকে উনি আর অভিনয় করবেন না। সৎ নাট্যকারের লেখা কোন সুস্থ প্রগতিধর্মী নাটক যদি মঞ্চস্থ করেন, তবে সে নাটকে উনি অভিনয় করতে পারেন।

রাসভ॥ চিঠিতে তমালী এই সব লিখেছে না কি ?

১ম॥ আমি বানিয়ে বল্‌ছি না। এই নিন্ তমালী দেবীর চিঠি।

[চিঠি দেওয়া ও নেওয়ার ভঙ্গী। রাসভ চিঠি পড়ে]

রাসভ ॥ আমি অন্য মেয়ে রাখ্‌ব। ভাত ছড়ালে কি কাকের অভাব হয় ?

১ম ॥ অন্য মেয়ে আপনি পাবেন না রাসভ বাবু।

রাসভ ॥ কেন ?

১ম ॥ থিয়েটার যাত্রায় যে সব মেয়েরা অভিনয় করে তারা অপ-সংস্কৃতি-বিরোধী সমিতির সভ্যা হয়ে সর্বসম্মতি ক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা আর কোন অশ্লীল নাটকে অভিনয় করবে না।

২য়-৩য় ॥ হাজার—হাজার—টাকা—দিলেও—না।

রাসভ ॥ অ্যাঁ!

১ম ॥ এখন বুঝ্‌তে পারছেন রাসভ বাবু যে ভাত ছড়ালেও কোন কাক আর আসবে না ? (স্লোগান দেয়), মঞ্চপরে বেলেল্লা আর চলবে না—

২য়-৩য় ॥ চল্‌বে না, চল্‌বে না।

১ম ॥ মেয়েরা আর ক্যাবারে নাচ নাচবে না—

২য়-৩য় ॥ নাচবে না, নাচবে না।

[তিনজনের প্রস্থান]

রাসভ ॥ (অস্থির পায়চারি করে) ভূশণ্ডি, আমার যে সর্বনাশ হতে চলেছে—কি করি এখন—কি করি—কি করি—

ভূশণ্ডি ॥ আজ্ঞে, কিচ্ছু ভাববেন না স্যার।

রাসভ ॥ ভাবব না ? তুমি একটা ইডিয়ট।

ভূশণ্ডি ॥ আজ্ঞে ইয়েস স্যার।

রাসভ ॥ কাল শনিবার হাউস ফুল, পরশু রবিবার হাউস ফুল, পরের গোটা সপ্তাহটা হাউস ফুল। তমালীকে বাদ দিয়ে প্লে হবে কি করে ?

ভূশণ্ডি ॥ স্যার, যাত্রা পার্টি'র একটা ফুটফুটে ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে দিলে হয় না?

রাসভ ॥ ভূশণ্ডি, তুমি কি চাও দর্শকরা আমার হাউসটাকে জ্বালিয়ে দিক্?

ভূশণ্ডি ॥ না স্যার।

রাসভ ॥ তবে? তোমার মাথায় ত খুব ব্যবসায়ের প্যাঁচ খেলে! কই, একটা প্যাঁচ খেলাও।

ভূশণ্ডি ॥ প্যাঁচ?

রাসভ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ প্যাঁচ।

ভূশণ্ডি ॥ প্যাঁচ—প্যাঁচ—প্যাঁচ—

রাসভ ॥ কি যে করি! আমি পাগল হয়ে যাব! আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে!

ভূশণ্ডি ॥ আমার মাথায় প্যাঁচ খেলেছে স্যার।

রাসভ ॥ খেলেছে? বল—বল—শুনি।

ভূশণ্ডি ॥ বোম্বাই থেকে একটা অবাঙালী নাচিয়ে মেয়ে নিয়ে এলেই হবে।

রাসভ ॥ না হে না, ঐ অপসংস্কৃতি-বিরোধী সমিতি গণ্ডগোল পাকাবে।

ভূশণ্ডি ॥ তাহলে হলিউড্ থেকে একটা ক্যাবারে গার্ল নিয়ে আসুন। একটা নতুন স্টার্ট হবে। তখন দেখবেন, ঐ অপসংস্কৃতি-বিরোধী সমিতির সভ্যরাও লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের থিয়েটার দেখে যাবে।

রাসভ ॥ আমি কিচ্ছু ভাবতে পারছি না—কিচ্ছু ভাবতে পারছি না। তবে এটা বুঝতে পারছি, আমাদের দিন বোধ হয় শেষ

হয়ে আস্‌ছে, আমরা বোধ হয় তলিয়ে যেতে বসেছি। গোটা দেশটাকে চিরকাল অসুস্থ করে রাখা যায় না। তুমি প্রত্যেক কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও, অসাধারণ এক নতুন পালার মহড়ার জন্য আগামী দু' মাস আমাদের অনুষ্ঠান বন্ধ থাক্‌বে।

ভূশণ্ডি॥ সে কি স্যার!

রাসভ॥ তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। চলো, এবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখি গিয়ে কি ক'রে ঐ অপসংস্কৃতি-বিরোধী আন্দোলন-টাকে বানচাল্‌ করা যায়। চলো—

ভূশণ্ডি॥ তাই চলুন। আপনি দেখে নেবেন স্যার, অপসংস্কৃতি-বিরোধী ঐ চ্যাংড়াগুলোকে আমি টিট্‌ কর্‌বই কর্‌ব।

[উভয়ের প্রস্থান]

—যবনিকা—

অমল রায়

রাজা ক্যানিয়ুট

চরিত্র লিপি

ক্যানিয়ুট, সেনাপতি, মন্ত্রী, ১ম স্তাবক, ২য় স্তাবক, ৩য় স্তাবক, গুপ্তচর প্রধান, প্রহরী ও বিদ্রোহী যুবক

[পর্দা খোলার আগে নেপথ্যে আবৃত্তি—

"না হয় সেই আত্মগর্বে উন্মাদ নরপতির অন্ধ হৃদয়ে
কোনো বোধের প্রদীপ জ্বলে নি ;
না হয় সেই মূর্খ স্তাবকের দল লোলুপ তোষামোদে
বাড়িয়েছিল তাঁর নির্বোধ আত্মবিশ্বাস
আর আত্মপ্রতিষ্ঠার নির্লজ্জ লালসা ;
না হয় তিনি তাই অহংকারে আত্মহারা হয়ে
ভেবে ফেলেছিলেন সমস্ত দুনিয়া তাঁর পায়ের তলায়,
তাঁরই ইঙ্গিতে ঘটে নরহত্যা···মহামারী···পররাজ্যগ্রাস,
তাঁরই অভিশাপে দগ্ধ হয় বসন্তের কুঞ্জবন,
তাঁরই অঙ্গুলি সংকেতে আসে ভূমিকম্প···দুর্ভিক্ষ···প্লাবন,
তাঁরই ভ্রূকুটি ভঙ্গে নাচে পোষাক পরা ঘাতকের দল,
না হয় তিনি ভেবেই ছিলেন—তিনি ঈশ্বরের মতো অলৌকিক ;
কিন্তু তবু তাঁর কি এমন কোনো আপন মানুষ ছিল না—
এমন কোনো সুহৃদ বিবেক, এমন কোনো ভালোবাসার জন···
যে তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পারে—

"আর যাই করো ক্যানিয়ুট, যত ইচ্ছে কোতল করো...
বাণী দাও ...যত খুশি স্তাবকতায় মনোরম সেজে ওঠো,
স্বপ্নের ললিত কাননে যত সাধ জাগে তোমার
সূর্যের পোষাক প'রে গ্রহনক্ষত্রের অধিপতি হবার—
সব কিছু করতে পারো—
কিন্তু খবরদার!
কখনো সমুদ্রশাসন করতে যেয়ো-না।"
হায়, সেই অজ্ঞান দম্ভে বোধলুপ্ত ক্যানিয়ুট
হিংস্র উল্লাসে স্তাবকতার চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে
অনাদ্যন্ত সমুদ্রের আদিগন্ত তরঙ্গমালার
সেই দুর্জয় দুঃসাহসে উজ্জ্বল অগ্রবর্ত্তী সেনানীর মতো
ক্রোধক্ষিপ্ত উত্তাল ঢেউয়ের দিকে
হাত নেড়ে আদেশ করেছিল—"স্তব্ধ হও। থামো।"
হায়রে সমুদ্র থামে নি, কোনোদিন থামে না,
শুধু ভেসে যায় চিরকাল
ক্যানিয়ুট আর তার স্তাবকের দল—
গলিত অহংকারের পুঁজি নিয়ে সীমাহীন শূন্যতায়।"

আবৃত্তি-শেষে আস্তে-আস্তে পর্দা খুললো। আধুনিক কালের ক্যানিয়ুটের সুসজ্জিত রাজদরবার। মন্ত্রী ও তিনজন স্তাবক উপস্থিত। ঘোষণা করতে করতে প্রহরী ঢোকে।]

প্রহরী॥ প্রবল প্রতাপান্বিত দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন শত্রুজিৎ অরিন্দম ত্রিভুবনজয়ী ত্রিলোকেশ্বর স্বর্গমর্ত্যপাতাল বিজেতা জনগণমনঅধিনায়ক মহাবীর্যবান বীরশ্রেষ্ঠ বীরোত্তম বীরকুল-চূড়ামণি অরাতিদমন রাজকুলতিলক মহারাজাধিরাজ স্বনামধন্য

সবার প্রণম্য সর্বশক্তিমান জিতেন্দ্রিয় সর্ববিদ্যাবিশারদ মহাজ্ঞানী ত্রিকালিজ্ঞ বিশ্বাধিপতি সগুণ-নিগু'ণ-গুণাতীত পরম ব্রহ্ম স্বয়ং ঈশ্বর সম্রাট ক্যানিয়ুট—

[সবাই উঠে দাঁড়ায়। ক্যানিয়ুট প্রবেশ করে। সবাই অভিবাদন করে। ক্যানিয়ুট মৃদু হেসে অভিবাদন গ্রহণ করে।]

ক্যানিয়ুট ॥ বসুন। সবাই বসুন। (ক্যানিয়ুট আগে বসে, তারপর অন্যেরা। প্রহরী দাঁড়িয়ে থাকে।)

সবাই ॥ জয়, রাজা ক্যানিয়ুটের জয়।

ক্যানিয়ুট ॥ হে আমার সদা অনুগত প্রজাগণ। আপনাদের সকলকে জানাই আমার ভালোবাসা-প্রেম-প্রীতি-শুভেচ্ছা। আপনাদের মঙ্গলের জন্যেই আপনাদের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির জন্যেই আমি বহু ক্লেশ স্বীকার ক'রে বহু কষ্টে কোনোরকমে এই কাঁটার মুকুট পরে আছি, তৈলসিক্ত পিচ্ছিল এই রাজসিংহাসনে কোনোমতে বসে আছি ; শুধু আপনাদের মুখের দিকে চেয়ে, আপনাদেরই কল্যাণের জন্যে আমার এই ইয়ে যাকে বলে অসীম ত্যাগ স্বীকার।

মন্ত্রী ॥ মহারাজের মহিমা অপার। শুধু আমাদের জন্যেই তাঁর এত দুঃখ, এত কষ্ট! শুধু আমাদের মুখ চেয়েই তিনি গদি আঁকড়ে বসে আছেন, ওহ হো! বুক ফেটে যায় ভাবলে, চোখে জল আসে— [চোখ মোছে।]

তিন স্তাবক ॥ (সমস্বরে চিৎকার ক'রে কাঁদে) হায়, হায়, কি দুঃখ, কি কষ্ট, কি আত্মত্যাগ—আহা-হা!

কয়্যানিট ॥ আস্তে, আস্তে। ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছো কেন?

হে আমার অতিপ্রিয় সন্তানগণ! সত্যি, তোমাদেরই জন্যে, কেবলমাত্র তোমাদেরই জন্যে আমার রাজা হওয়া, এই অতীব যন্ত্রণা-দায়ক রাজসিংহাসনে উপবেশন করা—শুধু তোমাদেরই জন্যে—নইলে আমার একদম ভালো লাগেনা—

১ম স্তাবক ॥ আমারও একদম ভালো লাগে না মহারাজ—

২য় স্তাবক ॥ আমারও ভালো লাগে না—

৩য় স্তাবক ॥ আমারও না।

ক্যানিয়ুট ॥ বলছিনা, আস্তে! সত্যি আমার একেবারেই ভালো লাগে না—এই রাজসিংহাসন, এই রাজবেশ, এই রাজপ্রাসাদ, এই ঐশ্বর্য, এই বিলাস-ব্যসন, এই মণিমুক্তাহীরাপ্রবালের সমারোহ, এই ধনসম্পদের প্রাচুর্য—সব, সবকিছু বিষের মতো মনে হয়, আর ভালো লাগে না—

তিন স্তাবক ॥ (কলরব ক'রে) আমাদের ও আর ভালো লাগে না —কিচ্ছু ভালো লাগে না—

ক্যানিয়ুট ॥ ইচ্ছে করে সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে গৈরিক বসন পরে হাতে কমণ্ডুল নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়ি, কিংবা ইচ্ছে করে ছিন্নবস্ত্র পরিধান ক'রে ধূলিধূসর দেহে ভিক্ষাপাত্র হাতে সর্বস্বহারা ভিখারীর মতো পথে পথে ঘুরি, ইচ্ছে করে—

তিন স্তাবক ॥ (তারস্বরে) আমাদেরও ইচ্ছে করে, আমাদেরও ইচ্ছে করে মহারাজ—

ক্যানিয়ুট ॥ (কিছুক্ষণ রাগে ব্যক্যস্ফূর্তি হয় না। ওদের দিকে তাকায়। ওরা থতমত খেয়ে থামে। তারপর ক্যানিয়ুট আবার শুরু করে।) ইচ্ছে করে এই কোলাহল; এই কলরব, জনতার এই কুৎসিত চিৎকার থেকে চিরতরে ছুটি নিয়ে চলে যাই কোনো

বিজন অরণ্যের গভীরে, যেখানে দীর্ঘ-সুদীর্ঘ গাছের দল ছায়া ফেলে রচনা করে চিরশান্তিময় সুখের নীড়, সেইখানে পাখির কূজন, নদীর কলোচ্ছ্বাস শুনতে শুনতে কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে সারা জীবন—

তিন স্তাবক ॥ (গলা ফাটিয়ে) আমাদেরও তাই ইচ্ছে মহারাজ, আমাদেরও—

ক্যানিয়ুট ॥ (আমল না দিয়ে আরো জোরে) ইচ্ছে করে চলে যাই—

তিন স্তবক ॥ (ততোধিক জোরে) ইচ্ছে ক'রে চলে যাই—

ক্যানিয়ুট ॥ তবে তোমরাই বলো। আমি চুপ করলাম।

মন্ত্রী ॥ না, না, মহারাজ, আপনিই বলুন। এই—সবাই চুপ! খোসামুদির নিয়ম জানিস না, অথচ রাজসভায় এসেছিস!

ক্যানিয়ুট ॥ বলো তো, বলো তো মন্ত্রী, এদের নিয়ে আমি কী করবো? মুখ থেকে একটা কথা খসতে দিচ্ছে না, তার আগেই উল্লুকের মতো চেঁচাতে লেগেছে!

মন্ত্রী ॥ আর চেঁচাবে না মহারাজ। আপনি শুরু করুন।

ক্যানিয়ুট ॥ হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম—চেঁচামেচি ক'রে সব গুলিয়ে দিয়েছে—

মন্ত্রী ॥ ঐ যে ইচ্ছে করে চলে যাই—

ক্যানিয়ুট ॥ হ্যাঁ-ইচ্ছে করে চলে যাই—অনেক, অনেক দূরে—এই রাজপ্রাসাদ ছেড়ে—এই রাজধানী ছেড়ে বহুদূরে কোনো তুষার-ধবল পর্বতশিখরে, যেখানে চারিদিকে গভীর নৈঃশব্দ, অখণ্ড-নীরবতা, সেইখানে একা একা ঘুরে ঘুরে গান গাই—ইচ্ছে করে চলে যাই—

১ম স্তাবক ॥ (তাড়াতাড়ি) আমিও চলে যাবো মহারাজ, আমিও যাবো—

২য় স্তবক ॥ আমিও যাবো, আপনার সঙ্গে যাবো, অনেক দূরে—বহু দূরে, এখানে আর থাকবো না—

৩য় স্তবক ॥ ইস্! শুধু তোরা যাবি নাকি? মামার বাড়ির আবদার! আমি যাবো না? হ্যাঁ মহারাজ আমিও যাবো—অনেক দূরে—ওদের সবার থেকেও অনেক দূরে—

ক্যানিয়ুট ॥ (ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে) ইচ্ছে করে চলে যাই কোনো জনহীন মরুপ্রান্তরে, বেদুইনের মতো ঘুরে বেড়াই—

তিন স্তাবক ॥ আমরাও ঘুরে বেড়াই— আমরাও বেদুইনের মতো—

ক্যানিয়ুট ॥ (আরো জোরে) ইচ্ছে করে চলে যাই সীমাহীন সমুদ্রের ধারে—

তিন স্তাবক ॥ (প্রচণ্ড কলরব ক'রে ওঠে) আমাদেরও ইচ্ছে করে, আমরাও চলে যাই—কি মজা! সমুদ্রের ধারে!

ক্যানিয়ুট ॥ (ফেটে পড়ে) কি হচ্ছে কি? সবকটাকে শূলে চড়াবো!

তিন স্তাবক ॥ (চমকে জড়োসরো হয়) এ্যাঁ? সে কি কথা?

ক্যানিয়ুট ॥ এ' আমি কোথায় আছি? কাদের নিয়ে ঘর করছি? এরা কারা? সব কটা গাধার বাচ্চা!

মন্ত্রী ॥ (ভয়ে ভয়ে) কেন মহারাজ? এরা তো আপনার খোসামোদ করছে! আপনি যা বলছেন, তাতেই সায় দিচ্ছে।

ক্যানিয়ুট ॥ আর সায় দিয়ে কাজ নেই। যত্তোসব মুর্খের দল। বেশ একটা ভাব আসছিল, বেশ একটা সুন্দর কল্পনার জগৎ গড়ে তুলছিলাম, এই সুন্দর সকালবেলায় বেশ ফুরফুরে বাতাস বইছে— ভাবছিলাম—একটা কবিতা লিখবো, বেশ ভাবগম্ভীর

কবিতা—তা' নয়—এই বোকা হাঁদা গবেটগুলো খামোকা চেঁচামেচি ক'রে সব কেঁচিয়ে দিল।

মন্ত্রী॥ ও! তাই বলুন! আপনি কবিতা বলছিলেন! আমি তো ভাবছিলাম—

ক্যানিয়ুট॥ তুমি আবার কি ভাবছিলে?

মন্ত্রী॥ আমি ভাবছিলুম—আপনি বুঝি সত্যি সত্যি এই রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন।

তিন স্তাবক॥ আমরাও তাই ভাবছিলুম মহারাজ—

মন্ত্রী॥ হায়, হায়· আপনি চলে গেলে কি সর্বনাশ হবে মহারাজ, সারা রাজ্য রসাতলে যাবে—

১ম স্তাবক॥ হ্যাঁ, মহারাজ, সারা দেশ ছারখার হয়ে যাবে—হায়, হায়!

২য় স্তাবক॥ একি হলো—মহারাজ আমাদের ফেলে চলে যাবেন—আহা হা—কি কষ্ট! কি বেদনা!

৩য় স্তাবক॥ মহারাজ চলে যাবেন—ওগো আমাদের একি সর্বনাশ হলো গো—(তিনজনে বিকট সুরে মড়াকান্না জুড়ে দেয়। ক্যানিয়ুট ভীষণ চমকে ওঠে।)

ক্যানিয়ুট॥ (চিৎকার ক'রে) আস্তে, আস্তে! কি পাগলামী শুরু করেছো সবাই মিলে? ওঃ! এদের কান্নার চোটে আমার মাথা বনবন ক'রে ঘুরতে শুরু করেছে। এ্যাই, এ্যাইও—এক্ষুণি কান্না থামাও, এক্ষুণি—নইলে সব কটাকে কোতল করবো—গর্দান কেটে উড়িয়ে দেবো—থামাও কান্না—(ম্যাজিকের মত তিনজনে এক সঙ্গে চুপ ক'রে যায়।)

মন্ত্রী ॥ অত রাগছেন কেন মহারাজ? স্তাবকের যা কাজ, এরা তো তাই করছে—

ক্যানিয়ুট ॥ আর কাজ দেখাতে হবে না—বেশি বাড়াবাড়ি করলে সত্যি—সত্যিই গলাটা নামিয়ে দেবো—

১ম স্তাবক ॥ মহারাজ—আপনি আমাদের মেরে ফেলবেন? হায়, হায়—

২য় স্তাবক ॥ ওরে বাবারে মেরে ফেললেরে—বাঁচাও—বাঁচাও—

৩য় স্তাবক ॥ ওগো—তুমি বিধবা হবে গো, আমি গেলাম গো—তুমি আর মাছ-মাংস খেতে পাবে না গো—সাদা থান পরে গোবর জলের বালতি হাতে নিয়ে ঘুরে মরবে গো—আমার ভাবলে বুক ফেটে যায় গো—

ক্যানিয়ুট ॥ ওঃ! আবার শুরু হলো। এদের জ্বালায় আমিই মারা যাবো—

মন্ত্রী ॥ কি, মহারাজ মারা যাবেন? একি অলক্ষুণে কথা গো—হায়, হায়—

ক্যনিয়ুট ॥ এবার তুমিও শুরু করো—বাকি থাকে কেন?

১ম স্তাবক ॥ অঁ্যা? মহারাজ মারা যাবেন।
একাদশীতে রাণী কি খাবেন॥ মরি হায় হায়…

২য় স্তাবক ॥ মহারাজ অক্কা পাবে।
আমাদেরও খেলা ফুরাবে॥ মরি হায় হায়…

৩য় স্তাবক ॥ মহারাজ পটল তুললো।
আমাদেরও কপাল টুটলো॥ মরি হায় হায়…

ক্যানিয়ুট ॥ এ্যাই—এ্যাই—কি হচ্ছে কি? প্রহরী চাবুকটা নিয়ে এসো, সব কটাকে আগাপাস্তালা চাবুক পেটা করবো—চুপ, এক-

দম চুপ! (সবাই চুপ করে) যতো সব ল্যাজকাটা হনুমান জুটেছেও আমার কপালে—

১ম স্তাবক ॥ (একগাল হেসে) কি; আমরা ল্যাজকাটা হনুমান? কি মজা! মহারাজ আমাদের ল্যাজকাটা হনুমান বলেছেন! বারে মজা, বাঃ।

২য় স্তাবক ॥ (হাততালি দিয়ে) কি আনন্দ! কি আনন্দ? মহারাজ আদর ক'রে আমাদেরনাম দিয়েছেন—ল্যাজকাটা হনুমান।

৩য় স্তাবক ॥ মহারাজ আমাদের কতো ভালোবাসেন—তাই আমাদের ল্যাজকাটা হনুমান বলেছেন—এ যে আমাদের কত বড় গৌরব! মহারাজ, শুধু আমরাই নই, আমাদের বাপ ঠাকুর্দাও ল্যাজকাটা হনুমান ছিল!

মন্ত্রী॥ বলুন মহারাজ বলুন—এমন স্তাবক আপনি আর কোথায় পাবেন?

তিন স্তাবক ॥ (হনুমানের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে গাইতে থাকে।)

হুপ, হুপ, হুর্‌রে! হুপ, হুপ, হুর্‌রে!
আমরা ল্যাজকাটা হনুমান
আমরা ল্যাজকাটা হনুমান
মহান রাজা কানিয়ুটের
আমরা করি জয় গান
আমরা ল্যাজকাটা হনুমান॥ হুপ হুপ হুর্‌রে···

ক্যানিয়ুট॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার সবাই চুপ করো। আমি এবার রাজকার্য শুরু করবো।

মন্ত্রী। মহারাজ রাজকার্য শুরু করবেন। (১ম স্তাবককে) চোপ!

১ম স্তাবক॥ মহারাজ রাজকার্য শুরু করবেন। (২য়কে) চোপ!

২য় স্তাবক ॥ মহারাজ রাজকার্য শুরু করবেন। (৩য়কে) চোপ !

৩য় স্তাবক ॥ মহারাজ রাজকার্য শুরু করবেন।—আমি কাকে চোপ বলবো ? আমি কাকে চোপ বলবো ? মহারাজ—(ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে) আমি কাকে চোপ বলবো ?

ক্যানিয়ুট ॥ তুমি আমাকেই বলো বাবা ! যত্তো সব !

৩য় স্তাবক ॥ (ক্যানিয়ুটকে) চোপ ! (বাচ্চা ছেলের মতো) এমা, আমি মহারাজকে চোপ বলেছি, এমা—মহারাজ, আপনি রাগ করেন নি তো ? মহারাজ—

ক্যানিয়ুট ॥ আর একটা কথা বললে ভীষণ রাগ করবো ! চুপ ক'রে নিজের জায়গায় বসে পড়ো। ওহ্! এদের চিৎকারের চোটে এখনও মাথাটা ঝিমঝিম করছে—

তিন স্তাবক ॥ আমাদেরও মাথা ঝিমঝিম করছে মহারাজ, আমাদেরো !

ক্যানিয়ুট ॥ আবার ? আবার শুরু করেছো ? চুপ—চুপ করো বলছি…

তিন স্তাবক ॥ (ক্যানিয়ুটকে সমস্বরে) চোপ !

[ক্যানিয়ুট অবাক হয়ে তাকায়। তারপর হতাশার ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে।]

ক্যানিয়ুট ॥ মন্ত্রী ! দেশের অবস্থা কি ? রিপোর্ট দাও—

তিন স্তাবক ॥ রিপোর্ট দাও, রিপোর্ট দাও।

ক্যানিয়ুট ॥ চুপ ক'রে বসে না থাকলে বের ক'রে দেবো ! প্রহরী।

তিন স্তাবক ॥ আচ্ছা, এই চুপ করলাম।

ক্যানিয়ুট ॥ মন্ত্রী !

মন্ত্রী ॥ (চোখ বুজে মুখস্থ বলার মতো দাঁড়ি কমা বাদ দিয়ে

গড়গড়িয়ে বলে যায়—) দেশের অবস্থা অতীব সন্তোষজনক কোথাও কোনো গণ্ডগোল নাই সবই ঠিকঠাক ঘড়ির কাঁটার মতো চলিতেছে সবাই সর্বত্র সুখে দিনাতিপাত করিতেছে মহারাজের সুশাসনে সর্বত্র. শান্তি বিরাজমান প্রজাগণ সকলেই মহারাজের জয়ধ্বনি করিতেছে জাতি অগ্রগতির পথে চলিতেছে দি নেশন ইজ অন দি মুভ দি নেশন ইজ অন দি মুভ দি নেশন ইজ (গ্রামোফোনের পিন আটকে যাবার মত বারবার বলে যায়)।

ক্যানিয়ুট॥ (চিৎকার ক'রে) ষ্টপ! ষ্টপ! থামো! (মন্ত্রী থেমে যায়)—এও দেখি আরেকটা গর্দভ। যখনই একে জিজ্ঞেস করি—দেশের অবস্থা কেমন, তখনই চোখ বুজে একই কথা আউড়ে যায়—দেশের অবস্থা অতীব সন্তোষজনক। গত এগারো বছর ধ'রে একই কথা বলে আসছে। ওঃ, এই বস্তাপচা বুলি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

তিন স্তাবক॥ আমাদেরও কান ঝালাপালা হয়ে গেলো মহারাজ, আমাদেরো কান—

ক্যানিয়ূট॥ চোপহ! প্রহরী—

তিন স্তাবক॥ আর বলবো না মহারাজ। এই মুখে তালা আঁটলাম।

ক্যানিয়ুট॥ (মন্ত্রীকে) নতুন কিছু শোনাতে পারো না? এক কথা বার বার শুনতে কার ভালো লাগে?

মন্ত্রী॥ নতুন কিছু শুনবেন মহারাজ? (এক গাল হেসে) বেশ নতুন কিছুই বলছি—(আবার চোখ বুজে আউড়ে যায়।) দেশের অবস্থা

ক্রমশঃ অধোগতির দিকে চলিতেছে প্রজাগণের দুর্দশার সীমানাই—

ক্যানিয়ূট ॥ (চমকে) কি ?

মন্ত্রী ॥ (একই ভাবে) দেশের অধিকাংশ মানুষ আজও দারিদ্র সীমার নিম্নে বাস করে গরীব মানুষ প্রতিদিনই অনাহারে মরিতেছে সারা দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া বিস্তৃত হইতেছে দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে দরিদ্র কৃষকগণ ভূমি হইতে উৎখাত হইয়া শহরে আসিয়া ভিখারী হইতেছে হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ হইতেছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হইতেছে—

ক্যানিয়ূট ॥ (বিস্ময়ে) তার মানে ?

মন্ত্রী ॥ সারা দেশ জুড়ে হাহাকার অনাহার মহামারী রোগজীর্ণতা সারা দেশের দারুণতম দুর্দিন সমগ্র জাতি আজ ধ্বংসের পথে।

ক্যানিয়ূট ॥ (হতভম্ব) এসব কি বলছো ?

মন্ত্রী ॥ শুধু কেবল মুষ্টিমেয় শোষকের দল ও তাহাদের পৃষ্ঠপোষক সম্রাট ক্যানিয়ূট ও তাহার শয়তান সাঙ্গোপাঙ্গোরা গরীবের রক্ত চুষিয়া দিনকে দিন মোটা হইতেছে—

ক্যানিয়ূট ॥ (চিৎকার ক'রে) চুপ করো, থামো।

মন্ত্রী ॥ সারা দেশ আজ অগ্নিগর্ভ দেশের প্রতিটি মানুষ ক্যানিয়ূটকে নৃশংস দানব বলিয়া যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করে ধিক্কার দেয় যে কোন দরিদ্র প্রজাই ক্যানিয়ূটকে দুবেলা গালমন্দ না করিয়া জলগ্রহণ করে না—

ক্যানিয়ূট ॥ (ক্রোধে কাঁপছে) চুপ কর শয়তান। এত বড় আস্পর্ধা।

মন্ত্রী ॥ (হেসে) আজ্ঞে আপনিই তো বললেন নতুন কিছু শুনতে

চান, তাই একটু নতুন কিছু দিলাম, নতুন রকম ঝালমশলায় নতুন স্বাদের চাটনি।

ক্যানিয়ূট॥ এর নাম নতুনত্ব! ওঃ! শুনে আমার বুকের ভেতরটা—

তিন স্তাবক॥ আমাদেরও বুকের—

ক্যানিয়ূট॥ চোপ! (মন্ত্রীকে) নতুন শুনে আর কাজ নেই। অন্য কিছু বলার আছে?

মন্ত্রী॥ অন্য কিছু? নতুন নয়? বেশ বলছি—(আবার শুরু ক'রে) দেশ এখন প্রগতির পথে দি নেশন ইজ অন দি মুভ দি নেশন ইজ—

ক্যানিয়ূট॥ থামো। তোমায় আর পুরোণো বুলি কপচাতে হবে না।

মন্ত্রী॥ (হেসে) হেঁ হেঁ—মহারাজ নতুনও চান না, পুরোণোও চান না। তবে আমি কি করি?

ক্যানিয়ূট॥ মন্ত্রী—এই এতক্ষণ যা শোনালে—তা' সত্যি?

মন্ত্রী॥ এখন যা বললাম? মানে দি নেশন ইজ? হ্যাঁ মহারাজ খাঁটি সত্যি কথা

ক্যানিয়ূট॥ ধুত্তেরি ওসব পুরোণো বুলি কে শুনতে চাইছে। আমি বলছি—ঐ নতুন কথাগুলো—মানে—দেশের দুর্দিন, প্রজারা আমায় উঠতে বসতে খিস্তি করছে—এসব সত্যি? (মন্ত্রী চুপ।)

তিন স্তাবক॥ বলো মন্ত্রী! মহারাজ জানতে চান—বলো সত্যি কিনা—

ক্যানিয়ূট॥ কি হলো? উত্তর দিচ্ছো না যে—?

তিন স্তাবক॥ উত্তর দাও, উত্তর দাও, মহারাজ জানতে চাইছেন—

ক্যানিয়ূট॥ আবার চুপ ক'রে থাকে? মন্ত্রী—

মন্ত্রী॥ মহারাজ—

ক্যানিয়ূট ॥ তুমি কি বোবা? উত্তর দিচ্ছো না কেন?

মন্ত্রী ॥ কি উত্তর দেবো মহারাজ?

ক্যানিয়ূট ॥ কি উত্তর দেবে মানে? বলো—এগুলো সত্যি কিনা?

মন্ত্রী ॥ আজ্ঞে নিখাদ সত্যি বলে তো কিছু নেই। সত্যি অনেক-রকম হয়—যে যেমন দেখে—

ক্যানিয়ূট ॥ তার মানে?

মন্ত্রী ॥ মানে হলো—আমাদের কাছে সত্যি হচ্ছে দি নেশন ইজ অন দি মুভ, কিন্তু কেউ কেউ হয়তো মনে করে—দেশের দুর্দিন।

ক্যানিয়ূট ॥ একটা বিদেশী চক্রান্ত, নির্ঘাৎ বিদেশীদের চর—

তিন স্তাবক ॥ বিদেশী চক্রান্ত! বিদেশীদের চর!

ক্যানিয়ূট ॥ আমি সম্রাট ক্যানিয়ূট! রূপকথার পাতা থেকে আবার ফিরে এসেছি বর্তমানে! আর আমারই রাজত্বে বসে আমাকেই গালাগাল—

তিন স্তাবক ॥ কক্ষনো চলবে না, কক্ষনো না!

১ম স্তাবক ॥ মহারাজ—ঐ বিদেশী চরদের এক্ষুণি শূলে চড়িয়ে দিন।

বাকি দু'জনে ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, শূলে চড়ান—শূলে চড়ান—

ক্যানিয়ূট ॥ আস্তে, আস্তে। মন্ত্রী—ঐ শয়তানগুলো কি আমার বিরুদ্ধে জোট বাঁধছে?

মন্ত্রী ॥ গুপ্তচর বিভাগের সংবাদ অনুযায়ী—কিছু কিছু মাথাগরম ছেলে-ছোকরা সারা দেশ জুড়ে আপনার বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে—সম্ভবতঃ তারা অস্ত্রশস্ত্রও জোগাড় করেছে, গ্রামে গ্রামে চাষী-দের খেপিয়ে তুলছে—

ক্যানিয়ূট ॥ আমি ক্যানিয়ূট! আমি ঈশ্বরের মতো অলৌকিক

ক্ষমতার অধিকারী! আর আমারই বিরুদ্ধে কিনা—

১ম স্তাবক॥ আপনার বিরোধিতা মানেই ঈশ্বরের বিরোধিতা, ধর্ম-দ্রোহিতা।

২য় স্তাবক॥ ঐ ধর্মদ্রোহী, দেশদ্রোহী শয়তানদের এক্ষুণি কোতল করা হোক।

৩য় স্তাবক॥ ওদের ছালচামড়া ছাড়িয়ে গাছে ঝুলিয়ে দিন মহারাজ।

ক্যানিয়ূট॥ প্রহরী!

প্রহরী॥ মহারাজ!

ক্যানিয়ূট॥ গুপ্তচরবিভাগের প্রধানকে খবর দাও।

প্রহরী॥ যথা আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থানোদ্যত।)

ক্যানিয়ূট॥ শোনো, প্রধান সেনাপতিকেও এক্ষুণি আসতে বলো।

প্রহরী॥ যো হুকুম মালেক। [প্রস্থান।]

মন্ত্রী॥ আমার বিবেচনায় এখুনি একটা কিছু করা দরকার, নইলে সব রসাতলে যাবে।

তিন স্তাবক॥ হ্যাঁ মহারাজ, এখুনি কিছু করা দরকার, এখুনি কিছু…

ক্যানিয়ূট॥ চুপ করো নির্বোধের দল। সব কটা অপদার্থ!

তিন স্তাবক॥ (ভয়ে ভয়ে) মহারাজ, আমাদের কি দোষ?

ক্যানিয়ূট॥ দোষ? বসে বসে মাইনে নেবার বেলায় সবাই আছে, কাজের সময় সব হাওয়া!—মন্ত্রী, জনসাধারণ কি সত্যিসত্যিই আমার বিরুদ্ধে?

মন্ত্রী॥ আস্তে প্রকাশ্যে যদি বলতে হয়, তবে বলব—সবাই আপনার জয়ধ্বনি দিচ্ছে, দেশ এগিয়ে চলেছে, দি নেশন ইজ—

যাদুকর অধ্যাপকের মাথায় যাদুকাঠি ছোঁয়ায়। অধ্যাপক মাথা ঝাঁকিয়ে ছিটকে এসে নীচুমঞ্চে চেয়ারে বসে পড়ে। যাদুকর ছিটকে ঘুরে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়। ঝিম্ মেরে অধ্যাপক বসে থাকে। ঢালাও আলোতে অভিনয়। অধ্যাপক চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে। উঠে গিয়ে ডেটকার্ডটা সোজা করে দেয়—১৯৭৬ লেখা। ডেটকার্ড সোজা হতেই এবং ১৯৭৬ দৃশ্যমান হতেই ভীতিসঞ্চারী প্রবল সাইরেণ বেজে ওঠে। অধ্যাপকের চোখে মুখে উত্তেজনা। উত্তেজনায় পায়চারি করে]

[ভেতর মঞ্চে কণ্ঠস্বর "প্রফেসর আছো নাকি, প্রফেসর।" ডাকতে ডাকতে এক ঋজুবলিষ্ঠ পক্বকেশ বৃদ্ধ ঢুকে পড়ে]

বৃদ্ধ ॥ কলেজ থেকে ফিরলে বুঝি? কী ব্যাপার? নিজের বাড়িতে নিজেই যেন বনবাসে? শরীরটা কি খারাপ প্রফেসর?

অধ্যাপক ॥ নেস্টর, এই মুহূর্তে আপনাকেই চাচ্ছিলাম। আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিণ আঘাত পেলাম।

বৃদ্ধ ॥ কে করলে? কোথায় লেগেছে?

অধ্যাপক ॥ (কণ্ঠ দেখিয়ে) এখানটায়। (বৃদ্ধ উঠে এসে দেখে) বন্যবর্বর নখের দাগ দেখতে পাচ্ছেন না?

বৃদ্ধ ॥ কই, না তো

অধ্যাপক ॥ রক্তের দাগ।

বৃদ্ধ ॥ দেখছি না। তবে শিরা ফুলে উঠেছে।

অধ্যাপক ॥ ফুলে ফুলে আমার কণ্ঠনালী রোধ করছে।

বৃদ্ধ ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও। কলেজ ফেরতা জামাকাপড়টাও তো ছাড়ো নি। সন্তু কোথায় গেল?

অধ্যাপক ॥ ওর ফিরতে রাত হবে।

বৃদ্ধ ॥ বৌমাকে টেলিগ্রাম করব ? চলে আসবে ? তোমার চোখমুখ ফন্‌ফন্‌ করছে, না, না, ভালো লাগছে না। দারুণ উত্তেজিত হচ্ছ।

অধ্যাপক ॥ দারুণ। জ্ঞানের কণ্ঠ রোধ করার চক্রান্ত হয়েছে নেস্টর। বাধা না দিলে এ বিষবৃক্ষ হবে।

বৃদ্ধ ॥ ব্যাপারটা কি প্রফেসর ?

অধ্যাপক ॥ বিশ বছর এই কলেজে পড়াচ্ছি, সততার সঙ্গে।

বৃদ্ধ ॥ শহরের অর্ধেক তরুণ তোমার ছাত্র। তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

অধ্যাপক ॥ মিথ্যা কথা।

বৃদ্ধ ॥ সারা শহর আমার কথায় সায় দেবে।

অধ্যাপক ॥ শহরের মানুষগুলো মিথ্যাবাদী।

বৃদ্ধ ॥ কে বলে মিথ্যা ?

অধ্যাপক ॥ শহরের যারা প্রভু, আর তাদের সাঙ্গরা।

বৃদ্ধ ॥ প্রফেসর, ওরা কলেজে ঢুকেছে নাকি ?

অধ্যাপক ॥ ওরা আজ আমাকে চার্জ করেছে।

বৃদ্ধ ॥ চার্জ !

অধ্যাপক ॥ আমি পড়াই না।

বৃদ্ধ ॥ মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা।

অধ্যাপক ॥ আমি ক্লাশে সরকার বিরোধী প্রচার করি।

বৃদ্ধ ॥ তারপর।

অধ্যাপক ॥ ওরা ক্লাশ বয়কট করার শ্লোগান তুলে আমার ক্লাশে হামলা চালিয়েছে।

বৃদ্ধ ॥ ক্লাশের ছাত্ররা ?

অধ্যাপক ॥ আমি তাদের বললাম, ওরা যা বলছে তা যদি সত্য হয়, আমার ক্লাশ তোমরা বয়কট কর।

বৃদ্ধ ॥ কেউ যায় নি, কেউ না।

অধ্যাপক ॥ (মাথা নীচু করে)

বৃদ্ধ ॥ বিদ্যা বিনয়ী করে। আমি জানি কেউ ক্লাশ ছেড়ে যাবে না।

অধ্যাপক ॥ না, কেউ যায় নি। একটি ছাত্র উঠে দরজা বন্ধ করে দেয়।

বৃদ্ধ ॥ এখনও মেরুদণ্ডী ছাত্র আছে অধ্যাপক। আমার কথা সত্য তাহলে।

অধ্যাপক ॥ ফল হল মারাত্মক। দরজার ওপর ইঁট পড়তে লাগল।

বৃদ্ধ ॥ তোমার কলেজে কি প্রিন্সিপ্যাল নেই? প্রফেসররা?

অধ্যাপক ॥ আমি দরজা খুলে বাইরে এলাম।

বৃদ্ধ ॥ তারপর।

অধ্যাপক ॥ ওরা ছাত্রটিকে টেনে বার করল।

বৃদ্ধ ॥ বেঁচে আছে তো।

অধ্যাপক ॥ বুকে জড়িয়ে ধরলাম—প্রাণ গেলেও ওকে দেব না।

বৃদ্ধ ॥ প্রফেসর, তুমি শুধু শিক্ষক নও, পিতা।

অধ্যাপক ॥ আমি ওদের বিচারে অযোগ্য, আমার পদত্যাগ দাবী করেছে ওরা। নেস্টর, আপনি তো জ্ঞানী—আমাকে বলবেন, গণতন্ত্র কি?

বৃদ্ধ ॥ যা ন্যায়, যা সত্য বলে বিশ্বাস কর তা বলবার স্বাধীনতা।

অধ্যাপক ॥ আমার স্বাধীনতা ওরা কেড়ে নিয়েছে।

বৃদ্ধ ॥ তোমার শিক্ষক বন্ধুরা প্রতিবাদ করলেন না?

অধ্যাপক ॥ তারা আমাদের দু'জনকে উদ্ধার করলেন। প্রতিবাদে শিক্ষকদের সভা ডাকলেন।

বৃদ্ধ ॥ তারপর।

অধ্যাপক ॥ প্রিন্সিপ্যাল অনুমতি দিলেন না।

বৃদ্ধ ॥ সমবেত হয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা গণতান্ত্রিক অধিকার।

অধ্যাপক ॥ They have broken my wings—আমার ডানা ওরা ভেঙে দিয়েছে নেস্টর।

বৃদ্ধ ॥ তোমরা কাগজে লেখ।

অধ্যাপক ॥ আমরা গোটা রিপোর্টটা দাঁড় করলাম। ওরা ঘরে ঢুকে কাগজ ছিঁড়ে এক একজন অধ্যাপককে ঠেলে ঠেলে বার করে দিয়েছে।

বৃদ্ধ ॥ হায় মূর্খ জান না, এর পরিণতি কি।

["আসতে পারি ?" তিনটি ছেলে মঞ্চে ঢোকে। একটি যেন দরজার বাইরে—এভাবে দূরমঞ্চে দাঁড়ায়। হাতে একটা বাঁকানো মোটা পাইপ। কিছু দূরে সেটা রেখে দেয়। দু'জন অধ্যাপকের সামনে দাঁড়ায়। ২নং ছেলেটি প্যাণ্টের পকেটে হাত ভরে দাঁড়ায়।]

অধ্যাপক ॥ কাকে চাই ?

১নং ॥ আপনাকে।

অধ্যাপক ॥ সেই ছেলেগুলো নেস্টর। কি দরকার ?

১নং ॥ এই কাগজটায় সই করুন।

অধ্যাপক ॥ (নিয়ে পড়ে) এ তো আমার পদত্যাগ পত্র !

১নং ॥ হ্যাঁ। ছাত্রের বিরুদ্ধে ছাত্র ক্ষেপিয়ে আপনি শিক্ষায়তনে নোংরা রাজনীতির আমদানি করেছেন। আমরা বরদাস্ত করব না।

২নং ॥ আপনার পদত্যাগ ছাত্রসমাজের দাবী।

অধ্যাপক ॥ দিনকে রাত করছ।

১নং ॥ সই করুন।

অধ্যাপক ॥ কিন্তু আমি তো এ পত্র লিখিনি।

২নং ॥ আপনাকে কষ্ট করতে হল না। আমরাই লিখে এনেছি। আপনি শুধু সই করুন।

অধ্যাপক ॥ আমি পদত্যাগ করতে চাইনি।

১নং ॥ আপনাকে করতে হবে।

বৃদ্ধ ॥ ওর অপরাধ।

২নং ॥ নাক গলাবেন না।

১নং ॥ ছাত্র শিক্ষকে কথা, আপনি আসেন কোথা থেকে ?

বৃদ্ধ ॥ আমি একক্ষণে গার্ডিয়ান। কলেজটা আমাদের। আমার অধিকার আছে বলবার।

২নং ॥ আপনার বাড়িতে গিয়ে অধিকার ফলাবেন। সই করুন।

অধ্যাপক ॥ না।

১নং ॥ স্যার, আপনাকে শ্রদ্ধা করতাম।

অধ্যাপক ॥ তোমার শ্রদ্ধায় ঘেন্না করে।

২নং ॥ বাঃ বাঃ এই তো অধ্যাপকের কথা। ছাত্রের সঙ্গে কথা বলতে জানেন না ?

অধ্যাপক ॥ আমার দুর্ভাগ্য তোমার মত ছাত্রকে পড়িয়েছি।

২নং ॥ ক্ষমা করবেন। আমি আপনার ছাত্র নই। স্কুল মাড়াই নি, তায় তো কলেজ।

বৃদ্ধ ॥ তুমি কলেজের ছাত্র নও, আর কলেজে ঢুকে হামলা করছে! এখানে এসেছ শাসাতে ?

২নং ॥ কলেজের ভালোমন্দ দেখার রাইট আছে। ভাই ব্রাদাররা কলেজে পড়ে।

বৃদ্ধ ॥ তোমার মত লোফারের রাইট নেই।

২নং ॥ মুখ ছিঁড়ে দেব বুড়ো শকুন (১নং ঠেকায়)

৩নং ॥ বাইয়ে টেনে বার করে দে (একের পর এক সিগারেট ধরিয়ে চলে)

১নং ॥ স্যার, সইটা করে দিন। এটা ওপরের সিদ্ধান্ত, পদত্যাগ আপনাকে করতেই হবে। কথা বাড়াবেন না।

বৃদ্ধ ॥ (দাঁড়িয়ে উঠে) সই করবেন না। কি ভেবেছ? রাজত্বটা তোমাদের?

২নং ॥ চোখেই দেখছেন। বেড়ালের মত ফ্যাচ ফ্যাচ করবেন না।

অধ্যাপক ॥ কি অপরাধে পদত্যাগ করব?

১নং ॥ আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আপনি ক্লাশে রাজনীতি করেন।

অধ্যাপক ॥ সুজিত, তুমি আমার ৪ বছরে ছাত্র। যতদিন ক্লাশে পড়িয়েছি। এ অভিযোগ তো তোল নি। সত্য কি না? উত্তর দাও।

১নং ॥ তখন বুঝিনি।

অধ্যাপক ॥ পরীক্ষাটা দিয়েছ তুমি তা বুঝতে পারলে?

২নং ॥ ওকে কথা বলতে দিসনা।

অধ্যাপক ॥ বেশ, তুমি প্রমাণ দাও।

২নং ॥ অত কথা ভালো লাগেনা সুজিত।

৩নং ॥ বার করে দে, সেকে সই করে দি।

অধ্যাপক ॥ প্রমাণ দাও, নয় এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও।

১নং ॥ (একটা ডায়রি বার করে) ১৯৭৬, ৬ই কি ৭ই মার্চ। আপনি জনসংখ্যার ওপর রচনা করতে গিয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের

সমালোচনা করেছেন। সমালোচনাকে আমরা বরদাস্ত করি, কিন্তু আপনি মিথ্যা কুৎসা ছড়িয়েছেন। ছাত্ররা এটা পছন্দ করেনি।

অধ্যাপক ॥ যে কোন সৎ শিক্ষক ছাত্রদের বিচার করে দেখাবে একটা সিদ্ধান্তের দোষ কি, গুণ কি।

২নং ॥ কলেজটা মাঠ ময়দান নয়।

অধ্যাপক ॥ আমি বলেছি জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পথ নাশবন্দী নয়, জবরদস্তি নয়। শিক্ষা দাও, খেতে দাও, জীবনযাত্রার মান উন্নত কর, মেয়েদের কাজ দাও, তাদের মধ্যে প্রচার কর। এটাই জন্মহার কমাবে।

১নং ॥ আপনি এর চেয়েও মারাত্মক কথা বলেছেন।

অধ্যাপক ॥ একটা বিষয় পড়াতে একজন অধ্যাপকের যতটা জানা দরকার ও বলা দরকার আমি তা-ই জেনে আমার ছাত্রদের বলেছি। তুমি যেতে পার। নেষ্টর, আমি শিক্ষক, আমার পড়াবার স্বাধীনতা নেই? জ্ঞান তো থেমে নেই। এরা তাকে জোর করে থামাবে?

২নং ॥ আমরা যা বলছি না, আপনি তা কেন বলেন?

অধ্যাপক ॥ তোমরা যা বলছ তা যদি সত্য না হয়, আমাকে বলতে হবে? আমাকে তোমাদের দাস পেয়েছ?

২নং ॥ আর আপনি কি মনে করেছেন সরকারের পেছনে বাম্বু দেবেন, আর আপনাকে দুধ কলা দিয়ে পুষবো? আমাদের নপুংসক পেয়েছেন?

অধ্যাপক ॥ সাট্ আপ্

১নং ॥ কুড়ি কি একুশে মার্চ ১৯৭৬। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর রচনা করাতে গিয়ে বলেছেন, (পড়তে থাকে) প্রাথমিক শিক্ষাকে যে সরকার উপেক্ষা করে তার বদ মতলব আছে।

অধ্যাপক ॥ বলেছি এখনও বলছি। সমাজ ইতিহাস তাই বলে।

১নং ॥ (পড়তে থাকে ইংরেজের শিক্ষানীতি ছিল শিক্ষা কেড়ে নিয়ে অন্ধ করে রাখ। স্বাধীন ভারতে অন্ধ করার চক্রান্ত ভাঙার শিক্ষানীতি নেওয়া হয় নি।

অধ্যাপক ॥ একেবারে টপ্ করে রেখেছ। বাঃ বাঃ কলেজে তা হলে গোয়েন্দাগিরি চলছে।

১নং ॥ ৩রা কি ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭৬। ভারতের বেকার সমস্যার ওপর রচনা করাতে গিয়ে আপনি ভারতের বেকার সংখ্যা বাড়িয়ে বলেছেন। অন্যান্য দেশের তুলনা দিতে গিয়ে চীন রাশিয়ার ফানুষ উড়িয়েছেন। আমরা এটা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি।

অধ্যাপক ॥ সুজিত. তোমাদের সঙ্গে তো অস্ত্র থাকে একটা বুলেট আমার মাথা লক্ষ্য করে ছোড়। আমার মগজটা ওলট-পালট করে দাও। (চিৎকার ক'রে) আমি শিক্ষক। আমার অপরাধ, আমি যে সত্যজ্ঞান বহু শ্রমে অর্জন করেছি. আমার ছাত্রদের তা শেখাতে পারব না। (সুজিত বেরিয়ে যায়। ৩নং ছেলের স্থানে দাঁড়ায়। ৩নং ভেতরে আসে)

২নং ॥ ডুবে ডুবে জল খান, ভেবেছেন আমরা খোঁজ রাখি না।

অধ্যাপক ॥ নেষ্টর এরা সব কারা—শিক্ষা জগতে এরা কারা নেষ্টর !

বৃদ্ধ ॥ প্রেতচ্ছায়া।—সাময়িক। প্রলয়ের আগে অমঙ্গল চিহ্ন।

৩নং ॥ তবে সই করবেন না?

অধ্যাপক ও বৃদ্ধ ॥ না

৩নং ॥ সই আপনাকে করতেই হবে

[২নং ছেলেটি পকেট থেকে এই প্রথম হাত বার করতে থাকে। একটা হাত দেড়েক লোহার রড্ কথোপকথনের মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে টেবিলের নীচে রাখে]

বৃদ্ধ ॥ এ অন্যায়, এ গুণ্ডামী।

৩নং ॥ সই করুন।

বৃদ্ধ ॥ আমি পুলিশ ডাকব। বেরিয়ে যাও।

৩নং ॥ (হেসে) ডাকবেন খন্, পুলিশকে আমরা খুব ভয় করি। তার আগে সইটা করে দিন।

অধ্যাপক ॥ না। সই আমি করব না।

৩নং ॥ তবে বেরিয়ে আসুন।

অধ্যাপক ॥ কোথায়?

৩নং ॥ বাইরে

বৃদ্ধ ॥ না।

অধ্যাপক ॥ আমাকে মারবি? মার্। আমার জ্ঞানের এই শিখা জ্বলছে। (বই তুলে) বৃদ্ধ নেস্টর সাক্ষী রইলো। মার আমাকে।

বৃদ্ধ ॥ আমি আছি প্রফেসর—আমি তোমার পক্ষে।

৩নং ॥ বেরিয়ে আসুন (টানতে থাকে)

বৃদ্ধ ॥ না, ওঁকে নিয়ে যেতে দেব না (আঁকড়ে ধরে। ২নং বৃদ্ধকে

ঘুষি মারে। বৃদ্ধ পড়ে যায়। তু'জনে মিলে অধ্যাপককে টেনে বাইরে বার করে। বাইরে এনে ৩নং পাইপটা তুলে হাঁটু পেতে বসে অধ্যাপকের মালাই চাক্লিতে পর পর আঘাত করে।)

অধ্যাপক ॥ মার্ মার্। ছাখ আমি দাঁড়িয়ে আছি।

১নং ॥ 'আর না' কেটে পড় (ওরা চলে যায়)

[বৃদ্ধ বহু কষ্টে উঠে আসে]

বৃদ্ধ ॥ অধ্যাপক (বেষ্টন করে ধরে)

অধ্যাপক ॥ নেষ্টর। ওরা আমাকে আর হেঁটে কলেজে যেতে দেবে না—আমার পা'টা ভেঙে দিয়ে গেল।

বৃদ্ধ ॥ অধ্যাপক।

অধ্যাপক ॥ নেষ্টর, এ আমরা কী দেখছি! (বৃদ্ধ অধ্যাপককে বেষ্টন করে ঘরে আনতে থাকে)

বৃদ্ধ ॥ সেদিন তাকে মেরেছিল যারা
ধর্মমন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে
তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে
তারাই আজ ধর্মমন্দিরের বেদীর সামনে থেকে
পূজা মন্ত্রের সুরে ডাকছে ঘাতক সৈন্যকে

তুজনে একসঙ্গে ॥ বলছে, মারো, মারো।

[পুলিশ অফিসারের প্রবেশ। সঙ্গে মাথায় ব্যেণ্ডেজ বাঁধা ৩নং ছেলেটা। মঞ্চের এক পাশে এক পুলিশ কনষ্টেবল, যেন বাইরে দাঁড়িয়ে]

পুলিশ ॥ তাহলে দেখছি মিথ্যা নয়। এখনও মারতে চাইছেন।

বৃদ্ধ ॥ কি চাই ?

পুলিশ ॥ আপনাদের মধ্যে প্রফেসর কে ?

অধ্যাপক ॥ আমি।

পুলিশ ॥ ইনি কে ?

অধ্যাপক ॥ বৃদ্ধ নেষ্টর।

পুলিশ ॥ নেষ্টর ? বাঙালী না ? দেখলে তো মনে হয় বাঙালী।

অধ্যাপক ॥ নেষ্টর মানে, দেখে শুনে জ্ঞানী বৃদ্ধ।

পুলিশ ॥ অদ্ভূত নাম। যাক্ আপনি তবে সাক্ষী।

বৃদ্ধ ॥ সাক্ষী, ঐ দুর্বৃত্তটা জ্ঞানী অধ্যাপককে মেরে পা ভেঙে দিয়েছে।

পুলিশ ॥ আর অধ্যাপক কি করেছেন ?

বৃদ্ধ ॥ প্রদীপ্ত সত্যের অগ্নিবর্ণ ডানা ঝাপটে ধরে তাকে রক্ষা করতে চেয়েছেন।

পুলিশ ॥ এ তো বেশ সুন্দর কাজ। সুন্দর কাজে আমরা পুলিশরা সব সময় সাহায্য করব। কিন্তু নিজের কানকে তো অবিশ্বাস করতে পারব না। আপনারা মারো মারো বলে চেঁচাচ্ছিলেন।

বৃদ্ধ ॥ (প্রবল হাস্য) ওটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা—কবিতাটির নাম 'মানবপুত্র'। আবৃত্তি করছিলাম। (পুলিশ বিব্রত, ক্ষুব্ধ)

অধ্যাপক ॥ হায় রবীন্দ্রনাথ। নেষ্টর, আমার শিয়রে বসুন।

বৃদ্ধ ॥ একজন ডাক্তার ডাকা দরকার। আপনাকে আমরা ডাকি নি। ডায়রিও করি নি।

পুলিশ ॥ আপনি ডাকতে না পারেন, শৃঙ্খলা রক্ষা আমাদের কাজ। এই তরুণকে চেনেন ?

বৃদ্ধ ॥ ঠ্যাঙাড়ে, খুনী।

৩নং ॥ মুখ সামলে কথা বলবেন।

পুলিশ ॥ ওর মাথা ফাটালো কে ? থানায় ডায়রি করেছে।

অধ্যাপক ॥ মাথা ফেটেছে !

পুলিশ ॥ স্যারদের লেকচার নিশ্চয়ই রড্ নয়, থান ইটও নয় যে শুনে মাথা ফাটবে (নিজের রসিকতায় হেসে ওঠে)

অধ্যাপক ॥ কি বলতে চান ?

পুলিশ ॥ কেউ আঘাত করেছেন নিশ্চয়ই।

অধ্যাপক ॥ এটা গুণ্ডামির জায়গা নয়।

পুলিশ ॥ সেটাইতো জানতাম।

অধ্যাপক ॥ এখনও সেটা জেনেই আপনি আসতে পারেন। নেষ্টর, বড় যন্ত্রণা করছে।

বৃদ্ধ ॥ আগে ডাক্তার চাই। আমি আসছি অধ্যাপক।

পুলিশ ॥ কিছুক্ষণ আপনারা তুজন কেউ যাবার অনুমতি পাবেন না। বাড়িটা সার্চ করব।

বৃদ্ধ ॥ আপনি কি পাগল হলেন ?

পুলিশ ॥ duty করব। পুলিশের কাজ বড় খারাপ, মানীকে ইচ্ছা থাকলেও সবসময় মান দিতে পারি কৈ ?

বৃদ্ধ ॥ সার্চ ওয়ারেণ্ট কোথায় ?

পুলিশ ॥ আপনারা বুঝি জানেন না, জরুরী অবস্থায় থানাকে কতটা

ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তবু, অধ্যাপকের বাড়ি, সঙ্গে এনেছি এই দেখুন।

অধ্যাপক ॥ চমৎকার।

পুলিশ ॥ আমি দুঃখিত প্রফেসর। কিন্তু duty করতেই হবে।

অধ্যাপক ॥ বেশ সার্চ করুন।

বৃদ্ধ ॥ যদি কিছু না পান, আমি মানহানির মামলা করব।

৩নং ছেলেটা ॥ পাবেন স্যার। আমাকে দিন, আমি ঠিক বার করে দেব।

পুলিশ ॥ ওটা পুলিশের কাজ। যদি পাই আমি যে স্টেপ নেব বাধা দেবেন না।

অধ্যাপক ॥ ওর মাথার ব্যাণ্ডেজটা একবার খুলবেন? আমি দেখতে চাই।

[ছেলেটি বিব্রত হয়। বৃদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়ে]

বৃদ্ধ ॥ খুলুন, মিথ্যা বেরিয়ে পড়বে।

[ছেলেটি ও বৃদ্ধ ধ্বস্তাধ্বস্তি করে। অফিসার বৃদ্ধকে টেনে এনে বসিয়ে দেয়, বৃদ্ধ হাঁপাতে থাকে]

পুলিশ ॥ আমি থানা থেকে আসছি। ওকাজ আমার নয়।

অধ্যাপক ॥ পুলিশ নিরপেক্ষ থাকবে—এটাই উচিত।

পুলিশ ॥ উচিতটাই করছি—আপনার নামে ডায়রি আছে—লোহার রড্ মেরে আপনি মাথা ফাটিয়েছেন।

বৃদ্ধ ॥ অফিসর, আমার দিকে তাকান। আমার অন্য পরিচয় জানার দরকার নেই। আমার বয়স হয়েছে। আমি এলাকায় একজন

ভদ্রলোক বলে পরিচিত। আমি বলছি, প্রফেসর, হাতের একটি আঙুল পর্যন্ত ব্যবহার করেন নি। ওরা ওকে ঘর থেকে টেনে বার করে মেরেছে—ওর পা টা দেখুন—চিরকালের মত খোঁড়া করে দিয়েছে।

পুলিশ ॥ থানায় ডায়রি করুন। তদন্ত হবে—কোর্টে কেস উঠলে আপনি সাক্ষ্য দেবেন।

বৃদ্ধ ॥ Go hell your diary.

পুলিশ ॥ (মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে) আপনি কোর্টের অবমাননা করেছেন? থানার অবমাননা? জরুরী অবস্থায় থানার ক্ষমতা জানেন? আমি আপনাকে মিসায় আটক করতে পারি?

অধ্যাপক ॥ নেস্টর।

বৃদ্ধ ॥ করুন। ইংরেজ আমল দেখেছি, লড়েছি। আপনার আচরণ দেখলে ইংরেজ পুলিশও লজ্জা পেত।

পুলিশ ॥ আমাকে duty করতে দিন, বাধা দেবেন না।

ভগবৎ— (অপেক্ষমান কনস্টেব্‌ল্ ঢোকে।)

৩নং ছেলেটা ॥ সার্চ কর। (ছেলেটা টেবিলের নিচে ইঙ্গিত করে)

পুলিশ ॥ সার্চ (ভগবৎ সার্চ করে। কাগজ কাটা কাঠের একটা ছুরি বার করে। পুলিশের হাতে দেয়। পেন্সিল কাটা একটি ছোট্ট ছুরি বার করে এবং দেয়। ছেলেটি ইঙ্গিত করে। টেবিলের তলা থেকে রড্‌টা বার করে)

৩নং ছেলেটা ॥ এই দেখুন স্যার। এই রড মেরে আমার মাথা ফাটিয়েছে। ওকে এ্যারেস্ট করতে হবে। না করলে আমরা রাস্তা অবরোধ করব, এলাকা অচল করে দেব।

পুলিশ ॥ আমাকে তদন্ত করতে দিন। অধ্যাপকের ঘরে এটা কেন? ছাত্রপেটাতে লাগে নাকি? (নিজের রসিকতায় হাসে)

অধ্যাপক ॥ কক্ষণও ছিল না।

পুলিশ ॥ তাহলে কি আমি ওটা সঙ্গে করে এনেছি?

অধ্যাপক ॥ যা দেখছি, অবিশ্বাস্য নয়

পুলিশ ॥ সুন্দর বলেছেন। I am convinced আপনি লোহার ডাণ্ডা মেরে এই তরুণের মাথা ফাটিয়েছেন।

বৃদ্ধ ॥ এবং তোমারও হাতটা গুঁড়িয়ে দিয়েছি। bloody swine.

[প্রবল উত্তেজনায় পুলিশ অফিসরের হাত মুচড়ে দিতে থাকে।]

পুলিশ ॥ Arrest them (রিভলবার বার করে মারমুখী হয়ে ওঠে। ভগবৎ ও ছেলেটা বৃদ্ধকে জাপটে ধরে) বড় বাড় বেড়েছে। লক্‌আপে সেঁকে মিসায় পুরলে শিক্ষা হবে। ভ্যানে তোল (টেনে নিয়ে যায়)

অধ্যাপক ॥ নেস্টর

বৃদ্ধ ॥ প্রফেসর, মূর্খরা জানেনা সব অন্যায় অত্যাচারের পরিণাম পরাজয়, চোখের জল।

পুলিশ ॥ Nasty, উঠুন। কোন দয়ামায়া নয়। Get up

অধ্যাপক ॥ আপনার দয়াকে ঘেন্না হয়—ছোঁবেন না আমাকে—তফাৎ যান (উঠ্‌তে থাকে)

পুলিশ ॥ (বইগুলো দেখে বাঁ হাতে টেনে ফেলে দেয়। ব্যঙ্গ স্বরে) প্র—ফেসর

অধ্যাপক ॥ (বহুকষ্টে যেতে যেতে) ওরা আমাকে শিক্ষায়তনে পৌঁছুতে দিল না—ওরা আমাকে কথা বলতে দিল না (প্রস্থান)

[যাতুকরের প্রবেশ]

যাতুকর ॥ আপনারা আমাকে মঞ্চে আসতে দিয়েছেন। আপনারা আমাকে স্মৃতিমন্থন করতে দিয়েছেন। হ্যাঁ আপনারাই দিয়েছেন। আপনাদের ধন্যবাদ।

[একহাতে ১৯৭৮ লেখা একটি ডেটকার্ড, অন্যহাতে যাতু-কাঠি তুলে ধরে অভিবাদনের ভঙ্গীতে]

যাতুকর এস. চক্রবর্তীর অভিবাদন গ্রহণ করুন।

—যবনিকা—